Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्री भवानीप्रसाद जी
हलदौर (बिजनौर) निवासी द्वारा पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को सवा दो हजार पुस्तकें सप्रेम भेंट।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
पुस्तकालय

विषय संख्या ७६ ह
पुस्तक संख्या 22
आगत पञ्जिका संख्या

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक समय तक पुस्तक अपने पास न रखें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पृष्ठ सं. 289

श्री

स्टाक प्रमाणीकरण १९८४-१९८५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हलदौर (विजन
कांगड़ी नि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চারুপাঠ

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी
ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः
पुस्तक सं०
आगत सं०
तिथि०
गुरुकुल ग्रन्थालय कांगड़ी

প্রথম ভাগ

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত।

পঞ্চান্নবার মুদ্রিত।

SANSKRIT PRESS DEPOSITORY.

1914.

মূল্য।৵০ ছয় আনা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः
पुस्तक सं. ....
आगत ....
तिथि.... ....
गुरुकुल पुस्तकालय काँगड़ी.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Entertaining Lessons

IN

SCIENCE AND LITERATURE

PART I.

Fifty-fith Edition.

চারুপাঠ

প্রথম ভাগ

৺অক্ষয় কুমার দত্ত-প্রণীত।

পঞ্চান্নবার মুদ্রিত।

—:*:—

প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী

৩০নং কর্ণ্ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮৩৬

এই পুস্তক ইংরাজি ১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে।

The right of translation is reserved.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রিণ্টার্—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিজ্ঞাপন।

চারুপাঠের প্রথমভাগ প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ যে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত ইহা বলা বাহুল্য। যে সকল প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এবং একটি প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকটিত হয়। অবশিষ্ট কয়েকটি বিষয় নূতন রচিত হইয়াছে।

যেরূপ প্রস্তাব পাঠ করিলে, করুণাময় পরমেশ্বরের বিশ্ব-কার্য্য-সম্বন্ধীয় নানাবিধ বাস্তবিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ হইতে পারে, তাহাই ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। এ সকল বিষয়ের আলোচনা, অকিঞ্চিৎকর কাল্পনিক গল্প পাঠ অপেক্ষা সমধিক কল্যাণকর, তাহার সন্দেহ নাই।

এক বিষয়ের অনেক প্রস্তাব উপর্য্যুপরি অধ্যয়ন করিতে হইলে, বিরক্তি জন্মে ও ক্লেশ বোধ হয়, এ নিমিত্ত প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নানাবিধ প্রস্তাব একত্র স্থাপিত হইয়াছে। আর পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্য ও চিত্ত-রঞ্জনার্থে প্রয়োজনানুসারে অনেক বিষয়ের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশ করা গিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় সু-প্রণালীসিদ্ধ পুস্তক অতি অল্প। এ সময়ে বালকদিগের পাঠোপযোগী দুই একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিলে, অনেক উপকার দর্শিতে পারে, এই বিবেচনায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চারুপাঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ গ্রন্থ যে সর্ব্বতো-ভাবে সুসম্পন্ন হইবে, ইহা কোনমতেই সম্ভাবিত নয়। তথাপি এতদ্দ্বারা বালকগণের শিক্ষাসাধন বিষয়ের অত্যল্প আনুকূল্য হইলেও, সমুদায় পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিয়া চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
শকাব্দা ১৭৭৪। ৪ঠা শ্রাবণ।

সপ্তত্রিংশ বারের বিজ্ঞাপন।

চারুপাঠের প্রথম ভাগের কয়েকটি প্রবন্ধ এ ভাগের অনুপ-যুক্ত বোধ হওয়াতে, এবার তাহা রহিত করিয়া, তাহার স্থানে দ্বিতীয় ভাগের কয়েকটি প্রবন্ধ ও কতকগুলি নীতি সন্নিবেশিত করা হইল। সেই পরিত্যক্ত প্রবন্ধগুলি দ্বিতীয় ভাগের অপেক্ষা-কৃত উপযুক্ত হইতে পারে; অতএব যখন সে ভাগ মুদ্রিত হইবে তখন সেগুলি তাহাতেই বিনিবেশিত করা যাইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূমিকা।

'চারুপাঠ।'

চারুপাঠ অপরিণত মানব-মনের এবং তরুণ মস্তিষ্কের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির অদ্বিতীয় সহায়। আমোদের সঙ্গে শিক্ষার যে নূতন রীতি সম্প্রতি এ দেশের বিদ্যালয়-সমূহে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, চারুপাঠের দূরদর্শী গ্রন্থকার বর্ত্তমান আন্দোলনের বহু বৎসর পূর্ব্বে, সেই রীতির অনুসরণেই এই চারুপাঠ রচনা করেন। চারুপাঠ or Entertaining Lessons নামই এ কথা প্রতিপন্ন করিতেছে। বাহ্য জগতের সঙ্গে মানব-মনের পরিচয়-সাধন, বিজ্ঞান-বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপন এবং হৃদয় ও মনের সদ্বৃত্তিসমূহের সম্যক্ উদ্বোধন এই গ্রন্থত্রয়ের উদ্দেশ্য। চারুপাঠের অনুকরণে এ পর্য্যন্ত অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে; কিন্তু কোনটিই এরূপ সমাদর লাভ করে নাই। ইহার কারণ কি?

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের বিশেষত্বই ইহার প্রধান কারণ। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের মত জ্ঞান-তৃষ্ণা এ দেশে অতি অল্প লোকেরই দেখা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যায়। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল "শিখিব ও শিখাইব।" যিনি জীবনে বাস্তবিক জ্ঞানের পিপাসা অনুভব করিয়া, জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যেমন সুন্দররূপে এবং সহজে অন্যের জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটাইতে পারিবেন, আর কেহ তাহা পারিবে না। এক দিকে তাঁহার রচনার সঙ্গে তাঁহার বিজ্ঞান-নিষ্ঠ জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; অন্য দিকে তিনি একজন ক্ষমতাশালী লেখক,—ভাষার অন্তর্গূঢ় শক্তি তাঁহার করায়ত্ত। সুতরাং অক্ষয়কুমারের রচিত চারুপাঠকে স্কুল বহি বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

বঙ্গ-সাহিত্যে 'চারুপাঠ'।

স্থায়ী সাহিত্যে চারুপাঠের স্থান আছে কি না, এই বিষয় লইয়া কেহ কেহ তর্ক তুলিয়াছেন; এরূপ তর্ক উঠিবার বিশেষ কোনো ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। নানারূপ অলীক ধারণা ও ভ্রান্ত সংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও পুরাতন পঞ্চতন্ত্র যদি সংস্কৃত সাহিত্যে বহু যুগ ব্যাপিয়া স্থান পাইয়া থাকে, তবে আদর্শের উচ্চতা, ভাষার স্নিগ্ধ-গম্ভীর মনোহারিতা, বিষয়-বৈচিত্র্য এবং চিত্ত-বিকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগিতার জন্য চারুপাঠও যুগযুগান্ত ধরিয়া বঙ্গের স্থায়ী সাহিত্যে মর্য্যাদার সহিত স্থান পাইবে। বিজ্ঞান ও নীতির শুষ্ক-কঙ্কাল বিজ্ঞান-প্রেমিকের অনুরাগ-মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইলে, কত দূর যে মনোরম হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত, বঙ্গভাষায়—একমাত্র চারুপাঠ।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রন্থকারের জীবন-কথা।

বংশ-পরিচয়।

বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পূর্ব্ব-পুরুষেরা টাকীর নিকট গন্ধর্ব্বপুর গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ। অক্ষয়কুমারের প্রপিতামহ রাজবল্লভ বর্দ্ধমান রাজ-সরকারে কর্ম্ম করিতেন। তিনিই প্রথম গন্ধর্ব্বপুরের বাস উঠাইয়া নবদ্বীপের সমীপ-বর্ত্তী চুপী গ্রামে বসতি করেন।

রাজবল্লভের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামশরণ নিতান্ত শিশু। জননীর অনুগত রামশরণ শৈশবকাল হইতে বিধবা জননীর সঙ্গে একত্র নিরামিষ ভোজনে এমনি অভ্যস্ত হইয়া যান যে, তিনি চেষ্টা করিয়াও জীবনে কখনো মৎস্য মাংস স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। রাম-শরণের চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বরের শেষ সন্তান অক্ষয়কুমার। পিতামহ রামশরণের আমিষ-বিতৃষ্ণা পৌত্র অক্ষয়কুমারে বর্ত্তিয়াছিল; "আমিষ অবিধি" বলিয়া অন্দোলন করিবার অন্তর্গূঢ় কারণ অক্ষয়কুমারের অস্থিমজ্জার মধ্যেই নিহিত ছিল।

পীতাম্বর দত্ত মহাশয় খিদিরপুর কুতঘাটের কেসিয়ার ছিলেন। বেতন অল্প; কিন্তু উহারই মধ্যে, নিজের ব্যয় সাধ্যমত সংক্ষেপ করিয়া, কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে, প্রতিবাসী ও গ্রামবাসীদের জন্য, দুষ্প্রাপ্য ঔষধ ও পথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইতেন। শোনা যায়, গ্রামে ফিরিয়া পীতাম্বর বয়োবৃদ্ধ মাত্রকেই শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিতেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও, এ বিষয়ে তিনি জাতি পাঁতি মানিয়া চলিতেন না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পীতাম্বরের পত্নীর নাম দয়াময়ী। কৃষ্ণনগরের নিকট ইট্‌লে গ্রামে দয়াময়ীর পিত্রালয়। পিতার নাম রামদুলাল গুহ। সৌজন্যে, দয়ায়, বিচক্ষণ বিবেচনায় এবং সহজ বুদ্ধির প্রাচুর্য্যে দয়াময়ী পীতাম্বরের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

জন্ম।

১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ তারিখে, হোরা পঞ্চমীর দিনে চুপীর বাড়ীতে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ঐ বৎসরে আর একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উভয়ের জন্ম বৎসর যেমন এক, কর্ম্মক্ষেত্রেও তেমনি নানা সূত্রে বহুবার দুইজনকে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমারের জন্মের পূর্ব্বে, দয়াময়ীর আরও তিন চারিটি সন্তান হয়, তাহারা সকলেই অল্প বয়সে বিনষ্ট হইয়া যায়।

বাল্য-জীবন।

মৃত-বৎসা জননীর আদরের সন্তান অক্ষয়কুমার মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ একাকী ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। বোধ হয়, এইজন্য তাঁহার মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাব তেমন করিয়া কখনও মাথা তুলিতে পারে নাই। তাঁহার বৈষয়িক চিঠিপত্র হইতে জানা যায়, পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে অক্ষয়কুমারের তেমন আগ্রহ ছিল না; অপর পক্ষ সন্তুষ্টচিত্তে ধর্ম্ম ভাবিয়া যতটুকু দিতে স্বীকৃত হন, তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন, মোটের উপর বিরোধ মিটিলেই তিনি বাঁচিয়া যান। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত নিরীহ ও নির্ব্বিরোধ ছিলেন। এই শান্তগম্ভীর বালকটির কৌতূহলের কিন্তু অন্ত ছিল না। কাঠাকালি কষিতে কষিতে, পৃথিবী কয় কাঠা—জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিয়াছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইরূপে কয়েক বৎসর পল্লী-পাঠশালায় কাটাইয়া দশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার খিদিরপুরের বাসায় আসিলেন। এই সময়ে পিয়ার্সন্ সাহেবের প্রাকৃতিক ভূগোলের বঙ্গানুবাদ তাঁহার হাতে পড়ে। জিজ্ঞাসু শিশুর হৃদয়ে এতদিন আত্মীয় স্বজন ও গুরুমহাশয়ের নিকট বৃষ্টি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিশ্ব-ব্যাপার সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা যে একবারেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। পূর্ব্বেই চাণক্য-শ্লোক পড়িবার সময়, সর্ব্বত্র-পূজ্য বিদ্বান্ হইবার জন্য তাঁহার মন লালায়িত হইয়াছিল; এইবার দশবৎসর বয়সের অক্ষয়কুমার, জ্ঞানের আকর ইংরাজী ভাষা শিখিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

কিছুদিন তিনি এক মাষ্টারের কাছে পড়িলেন। কিন্তু সেই মাষ্টার ভাল ইংরাজী জানিতেন না। অক্ষয়কুমার অল্পদিনেই সে কথা বুঝিতে পারিলেন এবং পিতৃব্যপুত্র হরমোহন দত্তের কাছে অনুযোগ করিলেন। অভিভাবকেরা তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে তেমন মনোযোগ করিতেছেন না দেখিয়া, তিনি এক মিশনরি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখনকার নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা খ্রীষ্টান্ স্কুলে ছেলে পাঠানো ভাল বিবেচনা করিতেন না। অভিভাবকেরা ভয় করিলেন, ছেলে খৃষ্টান্ হইবে। এইবার অক্ষয়কুমারকে ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে ভর্ত্তি করা হইল। খিদিরপুর হইতে প্রত্যহ পদব্রজে যাওয়া আসায় যথেষ্ট সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, অক্ষয়কুমার নিজ পিস্তুতো ভাই রামধন বসু মহাশয়ের কলিকাতার বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ষোল বৎসর; ইহার পূর্ব্বেই, তের বৎসর বয়সে আগড়পাড়ার রামমোহন ঘোষের কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সহিত অক্ষয়কুমারের বিবাহ হয়।

ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে অক্ষয়কুমার একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। রীতিমত ইংরাজী শিক্ষার এই আরম্ভ। পর বৎসর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ায়, স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে পঞ্চম শ্রেণী হইতে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরেই পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের কাশীধামে মৃত্যু হয়। সে সময়ে অক্ষয়কুমার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। পিতৃবিয়োগে অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন ঘটিল এবং বিদ্যালয়ও ছাড়িতে হইল।

কর্ম্মজীবন।

প্রভাকর-সম্পাদক, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরের জন্য সুপ্রীম্ কোর্টের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে, হরমোহন দত্তের নিকট প্রায়ই যাই-তেন। হরমোহন দত্ত মহাশয় সুপ্রীম কোর্টে কর্ম্ম করিতেন। এই সূত্রে অক্ষয়কুমারের সহিত গুপ্ত-কবির পরিচয় ঘটে। এক দিন ঈশ্বরচন্দ্রের সহকারী অনুপস্থিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন অক্ষয়কুমার "প্রভাকর" কার্য্যালয়ে বেড়াইতে যান। গুপ্ত-কবি অক্ষয়কুমারকে প্রভাকরের জন্য ইংরাজী খবরের কাগজ হইতে কিছু অনুবাদ করিয়া দিতে বলেন; তাহাতে অক্ষয়কুমার বলেন, "আমার দ্বারা উহা সম্ভব নয়, আমি কখনো গদ্য লিখি নাই।" শেষে গুপ্ত-কবি পুনর্ব্বার অনুরোধ করায়, অক্ষয়কুমার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। লেখা দেখিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "যিনি বহুদিন অবধি এই কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, তিনিও এমন সুন্দর লিখিতে পারেন না।" এই অক্ষয়কুমারের গদ্য-রচনার সূত্রপাত। ইহার পূর্ব্বে তিনি কেবল "অনঙ্গ-মোহন" নামে একখানি পদ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয় ছাড়িয়াও অক্ষয়কুমার বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়েন নাই। এই সময়েই তিনি নিজের চেষ্টায় উচ্চাঙ্গের গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান এবং জর্ম্মন্ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। এ বিষয়ে রাজা রাধাকান্তদেবের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দৌহিত্র, হিন্দু কলেজের ছাত্র, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইঁহার সহায় ছিলেন। বিদ্যাসাগর ইংরাজী সাহিত্য চর্চ্চা করিবার জন্য প্রায়ই আনন্দমোহনের নিকট যাইতেন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের আলাপ হয়।

১২৪৬ সালে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সভা স্থাপন করেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্য ছিলেন। তঁহার কথায় অক্ষয়কুমারও ঐ সভার সভ্য হন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের এই সূত্রপাত। পরবৎসর এই সভার যত্নে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" স্থাপিত হয়। অক্ষয়কুমার মাসিক আট টাকা বেতনে ঐ পাঠশালায় পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলের শিক্ষক হইলেন।

১২৪৮ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার অর্থে ইহার রচিত "ভূগোল" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে একখানি মাত্র আছে। ১২৪৯ সালে, অক্ষয়কুমার টাকীর ৺প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায়, বিদ্যাদর্শন নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিদ্যাদর্শন মোটে ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

১২৫০ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রচারিত হয় এবং অক্ষয়কুমার উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। প্রবন্ধ-গৌরবে এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে তত্ত্ববোধিনী অল্প দিনের মধ্যেই দেশ-বিখ্যাত হইয়া উঠিল। তখনকার শিক্ষিত-সম্প্রদায় বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তথাপি গ্রাহক-সংখ্যা সাতশত দাঁড়াইল। বন্ধু-বৎসল বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারকে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে শিক্ষা-বিভাগের ডেপুটি ইন্স্পেক্টরের কর্ম্ম করিয়া দিবার জন্য সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিলেন ; কিন্তু অক্ষয়কুমার সে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। তত্ত্ববোধিনীর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংস্রবে থাকিলে, স্বদেশে সুশিক্ষা-বিস্তারের সহায়তা করিতে পরিবেন,—শুধু এই আনন্দে তিনি ষাট টাকার চাকরীতেই সন্তুষ্ট রহিলেন।

লিখিতে আরম্ভ করিলে, অক্ষয়কুমারের সংজ্ঞা থাকিত না। লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, চাকরেরা বাতি জ্বালিয়া খাবার রাখিয়া, দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া, প্রস্থান করিত। হুঁস নাই। প্রভাতে পত্রিকা-সম্পাদকের কর্ম্মচারারা নিয়মিত সময়ে কার্য্যালয়ে আসিয়া দেখিত, খাবার পড়িয়া আছে, অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার জন্য "অক্ষয় যশের মালা" রচনা করিতে ব্যস্ত। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করায়, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। অর্শ ও উদরাময় পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছিল। তাহার উপর ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে মূর্চ্ছার সঙ্গে দুশ্চিকিৎস্য শিরোরোগ আসিয়া জুটিল। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকতা ছাড়িতে হইল। অতঃপর তিনি কিছুদিন নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু পীড়া-বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাও ছাড়িতে হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগরের যত্নে ও প্রস্তাবে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তাঁহার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা হইল। ইহাতে তিনি সাংসারিক দুশ্চিন্তা হইতে কিয়ৎপরিমাণে অব্যাহতি পাইলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার এই বিশেষ বৃত্তি অক্ষয়কুমার অধিক দিন গ্রহণ করেন নাই। পুস্তকের আয়ে যেমন গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধা দূর হইল, অমনি কৃতজ্ঞতার সহিত লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আমি আর তত্ত্ববোধিনী সভাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিব না।"

সাহিত্য-জীবন।

অক্ষয়কুমারের প্রথম রচনা 'অনঙ্গমোহন' এখন পাওয়া যায় না। ১২৪৮ সালে তাঁহার ভূগোল প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স প্রায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একুশ বৎসর। আমরা সেই ভূগোলের ভূমিকা হইতে অক্ষয়কুমারের প্রথম বয়সের গদ্য-রচনার কিছু নমুনা দিতেছি,—"ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। [illegible] কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্র-সুধা-লোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া, বহু ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি। * * * এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল। পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষরূপে সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় বিত্তব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকার কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহসপূর্ব্বক কহিতে পারি, উক্ত সভার এরূপ অনুগ্রহ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইতে পারিত না, অতএব চিত্তমধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া, তাহার কৃপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।"

বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার সঙ্গে এই রচনার যতখানি প্রভেদ, তদপেক্ষা এই ভূগোলের অনতিপূর্ব্বে প্রকাশিত যে কোন গদ্য গ্রন্থের ভাষাগত প্রভেদ অনেক বেশী। ভাষা দিব্য অনায়াস-গতি লাভ করিয়াছে, জড়তা একেবারে নাই বলিলেও চলে, অথচ এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন গ্রন্থই রচিত বা প্রচারিত হয় নাই। কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অক্ষয়কুমারের এই বাল্য-রচনা, বিদ্যাসাগরেরও পূর্ব্বে, "গ্রাম্য-পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য-বর্ব্বরতার" হস্ত হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিয়াছিল।

ছন্দ যে কেবল পদ্যের সামগ্রী নহে, সে কথাটা অনেক সময়ে অনেক লেখকের ধারণায় আসে না। মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও ছন্দ আছে, চলিবার সময় পা ফেলিতে হয় তালে তালে; অথচ গদ্য রচনার ছন্দ যতি বা তাল না মানিলেও চলিবে, ইহা একেবারেই ভুল। যাঁহারা যথার্থ ভাষা-শিল্পী, তাঁহারা, অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও গদ্যের এই দুনিরীক্ষ্য ছন্দের নিয়ম আপনা হইতেই ধরিতে পারেন। অক্ষয়-কুমারও যে তাহা পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই বাল্য-রচনার ক্ষুদ্র নমুনাটিও পরিব্যক্ত করিতেছে।

এই স্বভাবসিদ্ধ রচনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন-ভার প্রদান করেন। সে কথা তিনি আত্ম-জীবনীতে স্পষ্টই লিখিয়াছেন।

ভূগোল প্রকাশের পূর্ব্ব হইতে অক্ষয়কুমার নীতি-তরঙ্গিণী সভায় যে সমস্ত বক্তৃতা করেন এবং প্রভাকরে যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তৎসমূহের সমসাময়িক উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখনো শোনা যায়। দুঃখের বিষয়, সে সমস্ত রচনা রক্ষিত হয় নাই।

ভূগোলের পর ১৭৭৩ শকে বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের প্রথম ভাগ এবং ৭৪ শকে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। দুই ভাগই জর্জ্জ কুম্ব প্রণীত Constitution of man নামক গ্রন্থের মূলতত্ত্বের ভিত্তির উপরে রচিত। মৌলিক গবেষণাও উহাতে যথেষ্ট আছে। ইয়ুরোপীয় এবং ভারতীয় জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের নিয়মগুলিকে নিরপেক্ষ-ভাবে তুলনায় সমালোচনা করিয়া, প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশের অকৃত্রিম চেষ্টাও উহাতে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ভাগ আমিষ-ভোজনের বিরুদ্ধে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং দ্বিতীয় ভাগ সুরাপান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে যে দুইটি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহা ফলে অনেকেই—বর্দ্ধমানের মহারাজ পর্য্যন্ত—মৎস্য, মাংস পরিত্যাগ করেন, এবং ভদ্রসমাজে মদ্যের প্রভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

১৭৭৪ শকে চারুপাঠের প্রথম ভাগ, ৭৬ শকে দ্বিতীয় ভাগ এবং ৮১ শকে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মনীতি ও পদার্থবিদ্যা যথাক্রমে ৭৭ ও ৭৮ শকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অনেকের ধারণা, এগুলি ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। এ বিষয়ে স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা বোধ হয়, ইংরাজী গ্রন্থের সহিত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ মিলাইয়া দেখেন নাই। মির্জ্জার স্বপ্নদর্শনের আদর্শে চারুপাঠের স্বপ্নদর্শন লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মির্জ্জার স্বপ্নদর্শনে যাহা নাই, চারুপাঠের স্বপ্নদর্শনে তাহা আছে। আডিসনের কল্পনা অপেক্ষা অক্ষয়কুমারের কল্পনার অধিকতর বিকাশ হইয়াছে। অধ্যাপক উইলসনের 'হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায়' ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের আদর্শ হইলেও, শেষোক্ত গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।" ১৭৯২ শকে এই উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ এবং ১৮০৪ শকে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই বৃহদায়তন গ্রন্থ পুরাতত্ত্বের নানা জটিল তথ্যের মীমাংসায় এবং কূটতর্কের আলোচনায় পরিপূর্ণ; অথচ যখন উহা রচিত হয়, তখন অক্ষয়কুমার অর্শে, উদরাময়ে এবং মস্তিষ্কের পীড়ায় অস্থির, কাহারো সঙ্গে জোরে কথা কহিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়; দুই চারি পংক্তির অধিক একসঙ্গে রচনা করিতে পারেন না এবং যতটুকু রচনা করেন, সেটুকুও নিজে লিখিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। ঔষধ মকরধ্বজ চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি শিশিকৌটায় ঘর বোঝাই। পথ্য পল্‌তার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঝোল, মাংসের ক্বাথ বেলের মোরব্বা। কিন্তু "ঈপ্সিতার্থস্থির-নিশ্চয় মন" অপটু শরীর ও পীড়িত মস্তিষ্কের উপর জয়ী হইল। দুশ্চর তপস্যা নিষ্ফল হইবার নয়। বিশেষজ্ঞ ম্যাক্‌স্‌মুলার লিখিলেন—"আপনার মৌলিক গবেষণা-সংবলিত উপাসকসম্প্রদায় পড়িয়া প্রীতিলাভ করিলাম।"

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় অক্ষয়কুমারের আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার।"

অক্ষয়কুমারের প্রবর্ত্তিত রচনা-প্রণালী বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে আদর্শ-রচনা-প্রণালী-রূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার প্রণালীর অনুসরণে যাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অন্যতম। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের গ্রন্থাবলীতেও অক্ষয়-কুমারের প্রভাব অল্পবিস্তর অনুভূত হয়।

বঙ্গভাষার ব্যাকরণকে কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। সম্বোধন পদে 'মুনে!' 'দেবি!' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'মুনি!' 'দেবী!' লিখিবার রীতি তিনিই প্রবর্ত্তন করেন।

ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, নীতি-বিদ্যা, শারীর-বিধান, তাড়িত-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত নানা বিষয়ের প্রবন্ধ রচনার সময়ে সুতীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকেও অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভাষা এজন্যও যে তাঁহার নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শেষ-জীবন।

বালিগ্রামে "শোভনোদ্যান"নামক নিজ উদ্যান-বাটিকায় অক্ষয়কুমারের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। শোভনোদ্যান ক্ষুদ্র হইলেও সেকালে "কনিষ্ঠ বোটানিক গার্ডেন" নামে পরিচিত ছিল। নানাদেশ হইতে আনীত এত বিচিত্র তরুলতার সংগ্রহ, তখন এ দেশের আর কোন উদ্যানেই ছিল না।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই সময়ে অক্ষয়কুমার বিষয়কর্ম্ম কিছুই দেখিতে পারিতেন না। কর্ম্মচারীরা যাহা খুসী তাহাই করিত। ইঁহাদের মধ্যে একজন কয়েক সহস্র টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়া যায়; শেষে রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলে, ঐ ব্যক্তি উত্তরে লেখে—"আমি বিধবা-বিবাহ, করিলে আপনি আমাকে পুরস্কৃত করিবেন বলিয়াছিলেন, আমি বিধবা-বিবাহ করিয়াছি জানিবেন।" অক্ষয়কুমার অনুসন্ধানে জানিলেন, লোকটা বিধবা-বিবাহ করিয়াছে বটে; জানিয়াই চিঠি লিখিলেন—"সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম।" এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। নিজে তালি দেওয়া জুতা জামা এবং তালি দেওয়া তৈজস ব্যবহার করিতেন, অথচ দুঃস্থের দুঃখ দূর করিতে এবং সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের জন্য প্রার্থীর প্রার্থনার অতিরিক্ত চাঁদা দিতে অক্ষয়কুমার মুক্তহস্ত ছিলেন।

ইঁহার গৃহসজ্জা ছিল—প্রস্তরীভূত জীবজন্তু, শঙ্খ-শম্বুক; যত্নের সামগ্রী ছিল—আশ্রম-তরুগুলি; এবং চিত্ত-বিনোদনের উপায় ছিল—রাসায়নিক ও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা। প্রত্যহ প্রভাতে বেড়াইবার জন্য একখানি গাড়ী রাখিয়াছিলেন। গাড়ীখানি ছিল—বিষম ভারী, ঘোড়াটি ছিল মন্থর-গতি, তাহার উপর গাড়ী হাঁকানো হইত অতি ধীরে। জোরে হাঁকাইলেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাথা ঘুরিয়া উঠিত। শুনিতে পাই, সেকালে বালিগ্রামের অল্পবয়স্ক বালকেরা, সহপাঠীদের মধ্যে যাহারা জড়-ভাবাপন্ন, তাহাদিগকে "অক্ষয় দত্তের ঘোড়া" বলিয়া পরিহাস করিত।

শিরঃপীড়ার প্রকোপে ক্রমে অক্ষয়কুমারের একটী চক্ষু ছোট হইয়া গেল, অনবরত কবিরাজী তৈল মালিস করায় সম্মুখের কেশগুলি খাটো হইয়া পড়িল; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিন হইল এবং দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় বেশী লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করিতে পারিতেন না, অথচ হৃদয় একেবারে নীরস হইয়া যায় নাই। বাল্যের অভ্যাস-মত বৃদ্ধ বয়সেও প্রত্যহ কতকগুলি কাককে নিজ খাদ্যের অংশ দিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। প্রত্যহ বেড়াইতে যাইবার সময়, দানে এবং কুশল প্রশ্নে পথের অন্ধ, অনাথ সকলকেই "তুষিয়া" যাইতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নাথ বসু "প্রবাসী"তে পিতৃবন্ধু অক্ষয়কুমারের যে পত্রগুলি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই সরসতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমার পাঠ্যাবস্থায় মহাকবি হোমার-বিরচিত ইলিয়াড্ কাব্যের পোপ-কৃত ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া জানিতে পারেন যে, প্রাচীন গ্রীসও আমাদের ভারতবর্ষের মত বহু দেবতার আরাধনা করিত। শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, গ্রীস এখন একেশ্বরবাদী এবং সমস্ত গ্রীস জাতি পূর্ব্বে যে সব দেবতাদের ভয়ে কম্পমান ছিল, সেই সব দেবতারা এখন কৌতুকাগারে কৌতুকের সামগ্রী হইয়া আছেন। অক্ষয়কুমারের মনের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইল। তিনি প্রতিমা-পূজার বিরোধী হইলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মমত অবলম্বন করেন। ইহার পরে, বিজ্ঞান-সম্মত পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠে, মানুষের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বোধেরই সমষ্টি মাত্র, এইরূপ তাঁহার ধারণা জন্মে। তত্ত্বান্বেষী অক্ষয়কুমার সুতরাং কতকটা অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়িলেন। শেষ বয়সে, বোধ হয় বহু আলোচনা ও বহু দর্শনের ফলে, জগতের আদিকারণ বিশ্ববীজের প্রতি জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার পুনর্ব্বার আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; ঐ প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, চিঠি-পত্রের শিরোদেশে লোকে যেমন 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়', 'শ্রীহরি শরণ', 'ওঁ' প্রভৃতি লেখে, অক্ষয়কুমার শেষবয়সে তেমনি 'বিশ্ববীজ' লিখিতেন।

১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২০এ মে ১৮৮৬) তারিখে অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয়। পত্নী-বিয়োগ পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। পুত্র-শোকও পাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত ছিলেন।

মহামনা মনস্বী অক্ষয়কুমারের অন্তঃকরণের মহত্ত্ব তাঁহার মৃত্যুতেও অমর হইয়া আছে। সামান্য অবস্থার গৃহস্থ হইয়াও তিনি স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির প্রায় এক-চতুর্থাংশ দরিদ্র-সেবায় ও সাধারণ-হিতে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা
১লা মাঘ, ১৩১৬

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রকরণ			পৃষ্ঠা
বিদ্যা-শিক্ষা		...	১
আগ্নেয়-গিরি	...	...	৬
দয়া	...	...	১২
সিঙ্ঘাটক	...	...	১৩
ধীবর	...	...	১৫
পিতামাতার প্রতি ব্যবহার	...	...	১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জল-প্রপাত	...	...	২১
সন্তোষ	...	...	২৫
পৃথিবীর আকার	..	...	২৬
কুসংসর্গ	...	...	২৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
পুরুভুজ	২৯
পৃথিবীর পরিমাণ	৩৪
বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম ..	৩৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উষ্ণ প্রস্রবণ	৪১
প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার	৪৬
দীপ-মক্ষিকা	৪৯
স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন	৫২
পৃথিবীর গতি	৫৪
বনমানুষ	৫৬
শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান	৬০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জলস্তম্ভ	৬৮
পরমাণু	৭১
নীতি-সূত্র	৭৫
পরিশিষ্ট	৭৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

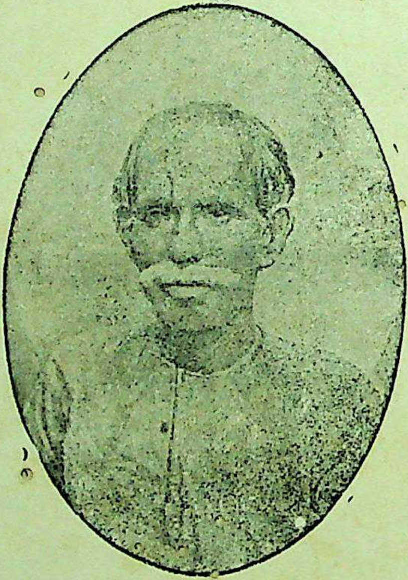

৺অক্ষয়কুমার দত্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চারু পাঠ।

প্রথম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যা-শিক্ষা।

বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া, আপনার ও অন্যের দুঃখ-হ্রাস ও সুখবৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বালক, কি বৃদ্ধ—সকলেরই বিদ্যানুশীলন করা উচিত। পর্ব্বতনিবাসী অসভ্য লোকদিগের ও সর্ব্বদেশীয় ইতর লোকদিগের অবস্থা যে এত মন্দ, বিদ্যাশিক্ষা না করাই তাহার প্রধান কারণ। কিরূপে শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখা যায়, কিরূপে পরিবার প্রতিপালন ও সন্তানগণকে শিক্ষা দান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে হয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি স্বজনবর্গের প্রতি এবং আত্মীয় বন্ধু ও অপর সাধারণ সকলের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে কৃষি ও বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, কিরূপেই বা রাজ্য-পালন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হয়, এই সমস্ত বিষয় বিদ্যানুশীলন ব্যতিরেকে সুচারুরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। দেখ, ইংরেজ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় সুসভ্য-জাতীয়েরা বিদ্যাবলে আপনাদের অবস্থা কত উন্নত করিয়াছেন। তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান ও বাষ্পীয়-পোত প্রস্তুত করিয়া, ভূমণ্ডলের সকল ভাগেই গমনাগমন পূর্ব্বক বাণিজ্য করিতেছেন; দ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ নির্ম্মাণ করিয়া, তদ্দ্বারা এক মাসের পথ এক দিবসে ভ্রমণ করিতেছেন; ব্যোমযান অর্থাৎ বেলুন-যন্ত্রে আরোহণ করিয়া, আকাশ-মার্গে উড্ডীয়মান হইতেছেন, দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি দৃষ্টি করিয়া, তাহাদের আকারাদি নিরূপণ করিতেছেন; নানাপ্রকার শিল্পযন্ত্র * নির্ম্মাণ করিয়া, সুন্দর সুন্দর বস্ত্র ও অন্য অন্য উত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন, এবং প্রশস্ত পরিষ্কৃত রাজ-পথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, আপনাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহারা নদীর উপরিভাগে সেতু ও তাহার নিম্নভাগে সুরঙ্গ † প্রস্তুত করিয়া এবং নদী-প্রবাহের উপরিস্থিত সেতু-সমূহের উপর দিয়া, নদীর জল চালিত করিয়া ‡ কি আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যই প্রকাশ করিয়াছেন! তাঁহারা বুদ্ধিবলে

* কল,—যেমন ময়দার কল, সূতার কল, চিনির কল ইত্যাদি।
† ইংলণ্ডে টেমস্ নদীর নীচে দিয়া এক প্রশস্ত পথ আছে।
‡ ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গঙ্গার খালের উপর নানা স্থানে এরূপ ব্যাপার আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃথ্বীতল দ্বিভাগ করিয়া সাগরে সাগরে সংযোগ * করিয়া দিয়াছেন এবং পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নদেশ দিয়া সুবিস্তৃত রাজপথ † খনন ও তাহাতে বাষ্পীয় রথ চালন করিয়া, শিল্প-কৌশলের অদ্ভুত মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিদ্যা-শিক্ষার সুখও বিস্তর। বিদ্যা-বলে যে সমস্ত আশ্চর্য্য বিষয় নিরূপিত ও অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে, পুলকিত হইতে হয়। পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে একখানি রূপার থালার ন্যায় দেখায়; কিন্তু বাস্তবিক উহা পৃথিবীর তুল্য এক প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড। উহাতে অনেক বৃহৎ পর্ব্বত আছে। সূর্য্যকে এখান হইতে এত ছোট দেখায় বটে, কিন্তু, উহা পৃথিবী অপেক্ষা ১৪,০৭,১২৪ চৌদ্দ লক্ষ সাত হাজার এক শত চব্বিশ গুণ বড়। নক্ষত্র সকল দেখিতে অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু উহারা এক এক প্রকাণ্ড সূর্য্যস্বরূপ; গগন-মণ্ডলে মধ্যে মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও এক এক অদ্ভুত জড়ময় বস্তু, অন্তরীক্ষে অতি দ্রুতবেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, যখন আমাদের নিকটবর্ত্তী হয়, তখনই আমরা দেখিতে পাই। এই সমস্ত আশ্চর্য্য বিষয় অধ্যয়ন করিতে করিতে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইতে থাকে।

পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি প্রাণীদিগের বৃত্তান্ত অবগত হওয়াও অতুল আনন্দের বিষয়। পুরুভুজ-নামে এক প্রকার কীট আছে, তাহার শরীর কর্ত্তন করিয়া যত খণ্ড খণ্ড করা যায়, তাহার এক এক খণ্ড

* যেমন লোহিত সাগরের সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরের সংযোগ।

† যেমন মুঙ্গেরের নিকট খিরখিরিয়া পাহাড়ের সুরঙ্গ ও আল্পস্‌নামক পর্ব্বত শ্রেণীর, সিনিস-নামক পর্ব্বতের সুরঙ্গ। শেষোক্ত সুরঙ্গ ৩ তিন ক্রোশের অপেক্ষাও অধিক দীর্ঘ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এক একটি পুরুভুজ হইয়া উঠে। শীত-প্রধান উত্তর সমুদ্রের তীরে শুক্লভল্লুক নামে এক প্রকার ভল্লুক আছে, তাহাদিগকে সতত বরফের উপর থাকিতে হয়, এই নিমিত্ত করুণাময় পরমেশ্বর তাহাদিগের পদ-তলে কতকগুলি লোম প্রদান করিয়াছেন। বীবর নামে এক প্রকার পশু আছে, তাহারা গৃহ-নির্ম্মাণ ও সেতুবন্ধন-বিষয়ে অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। বাবুই পক্ষীর কুলায় ও মধুমক্ষিকার মধুক্রম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, চমৎকৃত হইতে হয়।

বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্-বিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, কত কত অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইয়া পুলকিত হইতে হয়। মরুভূমি-বিশেষে পান্থ-পাদপ নামে একরূপ বৃক্ষ হয়, তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিলে, অতীব নির্ম্মল জল নিঃসৃত হইয়া থাকে। তৃষ্ণাতুর পথিকেরা সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। আমেরিকার দক্ষিণ খণ্ডে গো-পাদপ নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার স্কন্ধ হইতে সুস্বাদ সুগন্ধ পুষ্টিকর দুগ্ধ নির্গত হয়। তথাকার অনেক লোক তাহা পান করে ও তাহাতে অন্য অন্য খাদ্য দ্রব্য সিক্ত করিয়া ভক্ষণ করে। আফ্রিকা-খণ্ডে মেদবৃক্ষ নামে আর এক প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে অত্যুত্তম নবনীত প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাতে ভক্ষ্য দ্রব্য পাক করিলে, অতিশয় সুস্বাদ হয়। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে মেরুদেশের অন্তর্গত ময়োবম্বা নগরের নিকট বর্ষণ-বৃক্ষ নামে একরূপ বৃক্ষ আছে, তাহা হইতে অপর্য্যাপ্ত জল-বর্ষণ হয়। এই সকল প্রীতিকর বিষয় পাঠ করিলে, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ প্রফুল্ল না হয়?

পৃথিবীস্থ নির্জীব জড় পদার্থের গুণ ও সজীব পদার্থের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের বিষয় অনুশীলন করিলেই বা কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জানিতে পারা যায়। হীরক ও কয়লা আপাততঃ এত ভিন্ন বোধ হয়; কিন্তু এই দুইই এক পদার্থ। এক স্থানের একরূপ মৃত্তিকা হইতে কত প্রকার লতা ও গুল্ম উৎপন্ন হইতেছে; শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি কত বর্ণের কত প্রকার মনোহর পুষ্প উদ্ভূত হইতেছে এবং অম্ল, মধুরাদি নানা-রস-সংযুক্ত কত প্রকার ফল মূল ও শস্য সমুৎপন্ন হইতেছে। শরীরের সমুদয় শোণিতই একরূপ; কিন্তু কেমন আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে মেদ, মাংস, অস্থি, মস্তিষ্ক প্রভৃতি শরীরস্থ সমস্ত বস্তুই সেই একরূপ শোণিত হইতে উৎপাদিত ও তাহাতেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই সমস্ত অসামান্য বিষয়ের এবং মেঘ ও বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত, শিলা ও বরফ, শীত ও গ্রীষ্মাদি ঋতু সমুদায়ের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ-গোচর বিবিধ বস্তু ও বিবিধ বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হওয়া, অনুপম আনন্দের বিষয়। সে আনন্দের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সুখ তুচ্ছ বোধ হয়।

জগৎ-পাতা জগদীশ্বরের এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান ও অপার মহিমার সহস্র সহস্র সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রতীত হয় ও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও পবিত্র প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া, ভক্তজনের অন্তঃকরণ পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

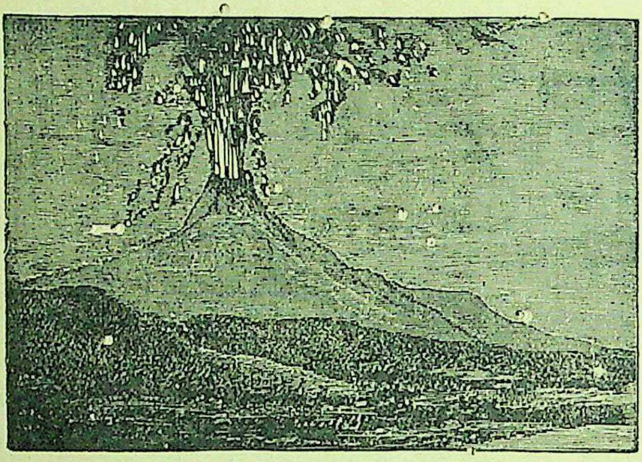

বিসুবিয়স্ নামে আগ্নেয়-গিরি।

আগ্নেয়-গিরি।

কোন কোন পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে; তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কর্দ্দম, উষ্ণ জল ও ধাতু-নিঃস্রব প্রবলবেগে নির্গত হয়। সে সকল পর্ব্বতের নাম আগ্নেয়-গিরি। ভূমণ্ডলে ন্যূনাধিক ৩০০ তিন শত আগ্নেয়-গিরি আছে।

আগ্নেয়-গিরি হইতে ধূম ভস্ম, অগ্নি-শিখাদি নির্গত হওয়াকে সেই গিরির অগ্ন্যুৎপাত বলে। ঐ অগ্ন্যুৎপাত অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার। উহা দর্শন করিলে, চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হয়। উহা দ্বারা কত কত গ্রাম ও কত কত নগর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিয়তই যে অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হয়, এমন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নয়, কত কত আগ্নেয়-পর্ব্বত শত শত বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ থাকে; কোন কোনটা অল্পকাল নির্ব্বাণ থাকিয়াই পুনরায় অগ্নি উদ্গিরণ করে; বোধ হয়, কতকগুলি একেবারেই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। সকল আগ্নেয়-পর্ব্বত হইতে যে পূর্ব্বলিখিত সমুদায় সামগ্রী নির্গত হয়, তাহাও নয়। যে সকল পর্ব্বত হইতে অত্যুষ্ণ ধাতু-নিঃস্রব নিঃসৃত হয়, তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে। ভস্ম প্রস্তর, উষ্ণজল, কর্দ্দম এই সমুদয় বস্তুই অনেক আগ্নেয়-পর্ব্বত হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যত ঊর্দ্ধে বরফ থাকিতে পারে, তত ঊর্দ্ধে যে সকল আগ্নেয়-গিরির গহ্বর আছে, তাহা হইতে ভূরি-প্রমাণ জল নিঃসৃত হয়। ইহাতে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন অগ্ন্যাদি-নির্গমন-কালে বরফ দ্রব হওয়াতে জলের ভাগ বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ আমেরিকাতে কোটাপাক্সি নামে একটী অত্যুচ্চ আগ্নেয়-গিরি আছে; এক সময়ে তাহার গহ্বরস্থিত ও সেই গহ্বরের পার্শ্বস্থিত বরফ সমুদায় দ্রব হইয়া, এরূপ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় যে, তাহাতে কত কত নিকটবর্ত্তী নগর ও গ্রাম প্লাবিত ও নষ্ট হইয়া যায়। একবার তথা হইতে প্রায় ৪৫ পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত একখানি গ্রাম এই উৎপাতে একেবারে জলাকীর্ণ হইয়া যায়।

পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা এই পর্ব্বতাগ্নি উৎপন্ন হইবার যেরূপ কারণ দর্শাইয়া থাকেন, তাহা লিখিত হইতেছে। পৃথিবীর অভ্যন্তর অতিশয় উষ্ণ। অবনীর পৃষ্ঠদেশ হইতে যে স্থান যত নিম্ন, সে স্থান তত উত্তপ্ত। ১৫।১৬ পনর ষোল ক্রোশ নিম্নস্থিত সমুদায় স্থান অত্যুষ্ণ তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। নারিকেলের মধ্যগত জলভাগ যেমন কঠিন আবরণে আবৃত, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল বস্তুরাশিও সেইরূপ কঠিন অচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সাগরের জল যেমন কম্পিত হইয়া, তরঙ্গ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপস্থিত করে, অবনী-গর্ভস্থ উল্লিখিত অগ্নিময় মহাসাগরও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইয়া, তরঙ্গমালা উৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ তরঙ্গ লাগিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের কোন কোন স্থান কম্পিত, স্ফীত ও বিদীর্ণ হয়। যদি ঐ তরঙ্গ অধিক প্রবল না হয়, তাহা হইলে, উহার উপরিস্থিত কঠিন পদার্থ সমুদায়, অল্পক্ষণ কম্পিত হইয়া, নিবৃত্ত হয়, অথবা কিছুদূর স্ফীত হইয়া থাকে। আর যদি সমধিক প্রবল হয়, তাহা হইলে, সেই তরঙ্গের উপরিভাগে যত বস্তু থাকে, তাহা তরঙ্গের শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে আসিয়া, পর্ব্বতাকার হয় এবং পরে অভ্যন্তরস্থ অগ্নিময় তরল পদার্থ সকল সেই পর্ব্বত নির্ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে থাকে। যে স্থান বিদীর্ণ করিয়া সেই সমুদায় উত্থিত হয়, সেই স্থানে একটী গহ্বর হইয়া যায়। এইরূপে আগ্নেয়-গিরির উৎপত্তি হয়।

১৫৩৮ পনর শত আটত্রিশ খৃষ্টাব্দে ইটালির অন্তঃপাতী নেপল্স্ নগরের নিকটে এইরূপ একটি অভিনব আগ্নেয়-গিরি উৎপন্ন হয়; তাহার নাম নবগিরি। উক্ত বৎসর ২৭ সাতাশে ও ২৮ আটাশে সেপ্টেম্বরে তথায় ২০ কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন ২০ কুড়ি বার ভূমিকম্প হইল। পর দিবস সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পরে, এক বৃহৎ গহ্বর উৎপন্ন হইয়া প্রস্তর, ধাতুনিঃস্রব, জল-সংবলিত ভস্ম ও অগ্নি-শিখা নির্গত হইতে লাগিল। নেপল্স্ নগরে রাশি রাশি ভস্ম আসিয়া পতিত হইল, এবং পিউজোলি নামে যে নগর নিকটে ছিল, তথাকার লোক তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ঐ সমস্ত প্রস্তর ও ধাতু-নিঃস্রব একত্র রাশীকৃত হইয়া পর্ব্বতাকার হইল। ঐ পর্ব্বত ২৯৩ দুই শত তিরানব্বই হাত উচ্চ, এবং উহার শিখরদেশস্থ গহ্বর ২৮০ দুই শত আশী হাত গভীর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনেকানেক আগ্নেয়-পর্ব্বত সমুদ্রের অতি নিকটে, কতকগুলি তাহা হইতে অতি দূরে, এবং কোন কোনটা সমুদ্রের গর্ত্তেতেই অবস্থিত আছে। যখন কোন আগ্নেয়-পর্ব্বত সমুদ্র ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎক্ষিপ্ত বস্তু সমুদায় জলের উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। এইরূপে কত কত দ্বীপ ও সমুদ্রস্থিত পর্ব্বতের উৎপত্তি হইয়াছে। চীন রাজ্যের কিছু পূর্ব্বে জাপান-সাগরে গন্ধকদ্বীপ নামে এক দ্বীপ আছে তাহা এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। এদেশীয় লোকে কহিয়া থাকে, সমুদ্রের মধ্যে বাড়বাগ্নি নামে অগ্নি-বিশেষ বিদ্যমান আছে; এ কথা সমুদ্রস্থিত কোন আগ্নেয়-গিরির অগ্নি দৃষ্টে কল্পিত হইয়া থাকিবে।

ইউরোপের অন্তঃপাতী ইটালী-দেশস্থ বিসুবিয়স্, সিসিলি-দ্বীপস্থ এট্না, আইস্লণ্ড-দ্বীপস্থ হেক্লা, আমেরিকার অন্তঃপাতী কোটাপাক্সি ইত্যাদি কতিপয় আগ্নেয়-পর্ব্বত সর্ব্বপ্রধান ও অতি প্রসিদ্ধ।

বিসুবিয়স্ পর্ব্বত বহুকাল নির্ব্বাণ ছিল; পরে ৭৯ উনআশী খৃষ্টাব্দে তাহার ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইয়া, হর্কুলেনিয়ম্ ও পম্পিয়াই নামক দুই বহুজনাকীর্ণ প্রধান নগর নষ্ট হইয়া যায়। তৎকালে উল্লিখিত আগ্নেয়-পর্ব্বত হইতে যে অপরিমেয় ভস্ম-রাশি নিঃসৃত হয়, তাহাতে ঐ দুই নগর একেবারে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ১৬৩১ ষোল শত একত্রিশ খৃষ্টাব্দে ঐ আগ্নেয়-গিরির একবার অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাতে উপর্য্যুপরি ৭ সাত বার ধাতুনিঃস্রব নির্গত হইয়া, নিকটস্থ অনেকানেক গ্রাম প্লাবিত হয় এবং তৎপ্রদেশে রেশিনা নামে যে এক নগর ছিল, তাহা একেবারে দগ্ধ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭৫ আঠার শত পঁচাত্তর খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় উহার অগ্ন্যুৎপাত হইবার উপক্রম হয়। প্রথমে ভূমিকম্প হইয়া পরে শিখর-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেশস্থ গহ্বরে কতকগুলি ধাতুনিঃস্রব উত্থিত হয়; কিন্তু তাহা নির্গত হয় নাই। এই অবধি শেষ হইয়া যায়।

এট্না নামে আগ্নেয়-গিরিও অতিশয় ভয়ানক। ১৬৬৯ ষোল শত উনসত্তর খৃষ্টাব্দে তাহা হইতে ভূরি ভূরি ধাতুনিঃস্রব প্রচণ্ড-বেগে নির্গত হইয়া, দৈর্ঘ্যে সাত ক্রোশ ও প্রস্থে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান একেবারে প্লাবিত করিয়াছিল। তাহাতে উত্তমোত্তম অট্টালিকা-সংবলিত ৫০০০ পাঁচ সহস্র উদ্যান এবং নানা প্রকার নিবাস-বাটী ও কেটেনিয়া নামক নগরের কিয়দংশ ধাতুনিঃস্রবে একেবারে প্রোথিত হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত বিসুবিয়স্ গিরি হইতে যে সকল ধাতু-নিঃস্রব নির্গত হয়, তাহার প্রবাহ ৩।৪ তিন চারি ক্রোশের অধিক দীর্ঘ হয় না; কিন্তু এট্না গিরির ধাতু-নিঃস্রব-প্রবাহ কখন ৭ সাত, কখন কখন ১০ দশ এবং কোন কোন বার ১৫ পনর ক্রোশ পর্য্যন্ত যাইতে দেখা গিয়াছে।

হেক্লা নামক আগ্নেয়-গিরির উৎপাতে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমুদায় একেবারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৭৯৩ সতর শত তিরনব্বই খৃষ্টাব্দে তাহার প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে ৫০ পঞ্চাশ ক্রোশাপেক্ষাও অধিক দূর পর্য্যন্ত ভস্মরাশি পতিত হয়; তাহাতে সে প্রদেশের অসম্ভব অপচয় হইয়াছিল। সংপ্রতি ১৮৭৫ আঠার শত পঁচাত্তর খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তাহার আর একবার অগ্ন্যুৎপাতের সূত্র হয়। কয়েকবার ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং তাহার দক্ষিণ দিকের গহ্বর হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া, অনেকদূর পর্য্যন্ত দীপ্তমান্ করিয়াছিল।

আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা না দেখিলে, অনুভব করা যায় না। প্রভূত ধূম ও ভস্মরাশি নিঃসৃত হইয়া, আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত করে। প্রকাণ্ড

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অগ্নিময় প্রস্তর-খণ্ডসকল প্রচণ্ড-বেগে যুগপৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ২।৩ দুই তিন সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; ১০।১৫ দশ পনর ক্রোশ দীর্ঘ দ্রবময় ধাতু প্রবাহিত হইয়া মনুষ্য, পশু, পতঙ্গ প্রভৃতি সমুদয় জীব-সংবলিত চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম, নগর, বন, উপবন ও শস্যক্ষেত্র সকল একেবারে আবৃত করিয়া ফেলে, এবং বজ্রধ্বনি-তুল্য ঘোরতর গভীর নাদ শত শত ক্রোশ হইতে মুহুর্মুহুঃ শ্রুত হইতে থাকে। একব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া, এরূপ বর্ণন করিয়াছেন, —"একেবারে ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ হাউই ২।৩ দুই তিন সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া, রক্তবর্ণ গোলা ও বৃহৎ অগ্নিময় প্রস্তরের ন্যায় পতিত হইলে যেমন দেখায়, সেইরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘণ্টায় ১,২০০ এক হাজার দুই শত বার করিয়া ঘটিতে লাগিল।" আর তিনি ধাতু-নিঃস্রব ও তাহার অনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপার দেখিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,— "এই সমুদায় অগ্নিময়ী নদী, স্থানে স্থানে ঘোরতর অন্ধকার, কোন কোন স্থানে অত্যল্প আলোক দ্বারা নানাবিধ অবাস্তবিক আকৃতি প্রকাশ, অতিশয় ভীষণ শব্দ ও প্রচণ্ডবেগে বস্তু-বিনির্গমন, এই সমস্ত ব্যাপার আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। এই সকল ভয়ঙ্কর কাণ্ড আমার এ প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, চিত্তভূমি হইতে কোনক্রমে অপনীত হইবার নয়।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দয়া।

পরের দুঃখ-মোচনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত জগদীশ্বর আমাদিগকে দয়া দিয়াছেন। দয়া অতি প্রধান ধর্ম্ম। যিনি কাহারও উপকার করেন, তিনি মনে মনে অতি পবিত্র অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন এবং যিনি উপকৃত হন, তিনি আসন্ন বিপদ্ বা উপস্থিত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। দরিদ্রদিগকে অর্থ দান করিলেই যে দয়া প্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমন নহে। প্রত্যুত দয়ালু ব্যক্তি সহস্র প্রকারে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও অপর সাধারণের দুঃখ দূর করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যত দূর সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহার উপায় করা উচিত। জ্ঞানোপদেশ, ধর্ম্মোপদেশ, সদালাপ, সৎপরামর্শ দান ইত্যাদি শুভকর্ম্ম দ্বারা সকলকে সুখী করিবার চেষ্টা করা উচিত, কর্কশ বাক্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা অন্য লোককে নিরর্থক দুঃখিত করিতে না হয়, এনিমিত্ত ক্রোধ-সংবরণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভ্যাস করা উচিত। লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সময়েও, রসনা হইতে নীরস শব্দ নিঃসরণ না করিয়া, দয়া ও বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করা উচিত। পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটীরে উপস্থিত হইয়া, সাধ্যানুসারে তাহাদের ক্লেশ নিবারণ করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত একান্ত-মনে চেষ্টা করা, এবং সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকা উচিত।

যিনি এইরূপ আচরণ করিয়া কাল হরণ করিতে পারেন, তিনি ধন্য! তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হন, তিনি অনাথদিগের আশীর্ব্বাদ ও পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করেন; তাঁহার মানব-জন্ম গ্রহণ করা সার্থক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

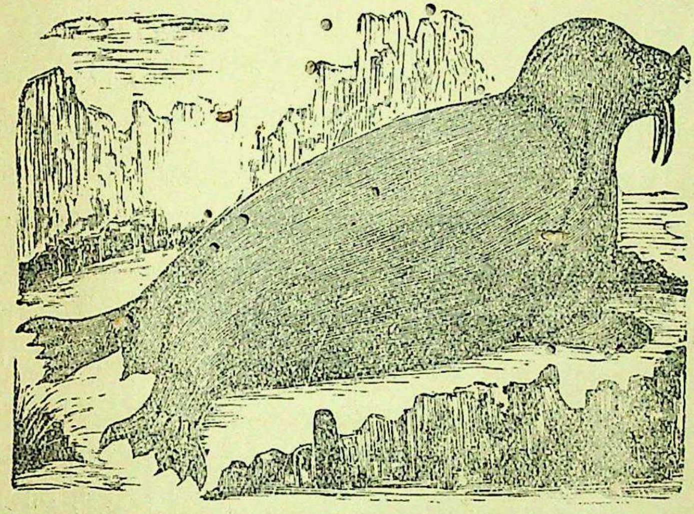

সিন্ধু-ঘোটক।

ইহারা সচরাচর শীত-প্রধান উত্তর মহাসমুদ্রে বাস করিয়া থাকে তন্মধ্যে আমেরিকার নিকটবর্ত্তী কোন কোন সমুদ্রে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহাদের শরীর অতি প্রকাণ্ড; ইহাদের দৈর্ঘ্য ১২ বার হাত এবং বেড় ৮ আট হাত হইবে। শরীরের ভার সচরাচর ২০।৩০ বিশ ত্রিশ মণ হয়; বড় হইলে ৬০ ষাট মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শরীর যে প্রকার বৃহৎ, মস্তক তাহার অনুরূপ নহে। মস্তক ক্ষুদ্র, ঘাড় ছোট, চক্ষু উজ্জ্বল, নাসিকা প্রশস্ত, চর্ম্ম প্রায় ১ এক বুরুল স্থূল, মুখের দুই দিকে গজদন্তের ন্যায় ১ এক হস্ত-প্রমাণ ২ দুই দন্ত নির্গত হইয়া থাকে। ইহারা দন্তদ্বারা সমুদ্রের পাতা লতা ও শঙ্খ-শম্বূকাদি উত্তোলন করিয়া আহার করে, এবং সময়বিশেষে সেই দন্ত পর্ব্বতাদিতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিদ্ধ করিয়া, নিরুদ্বেগে নিদ্রা যায়। দীর্ঘ দশন, প্রশস্ত নাসিকা ও উজ্জ্বল চক্ষু থাকাতে, উহাদিগকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখায়; কিন্তু দেখিতে যেমন ভয়ানক, উহারা সেরূপ উগ্র-স্বভাব নয়। কেহ উহাদের মধ্যে একটিকে হত, আহত বা উত্যক্ত না করিলে, উহারা কাহারও উপর উপদ্রব করে না। কিন্তু যদি কেহ উহাদিগকে কোনপ্রকারে আক্রমণ করে, তাহা হইলে, আর ক্রোধের সীমা থাকে না, তাহার অনিষ্ট করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পায়। উহাদের চর্ম্ম, দন্ত ও তৈল মনুষ্যের অনেক উপকারে লাগে; এ নিমিত্ত লোকে নৌকায় আরোহণ করিয়া, উহাদিগকে শিকার করিতে যায়। তখন উহারা ক্রোধভরে ঘোরতর গর্জ্জন ও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে থাকে, এবং দন্তে আকর্ষণ করিয়া, শিকারীদিগের নৌকা জলমগ্ন করিতে চেষ্টা করে, ও কখন কখন অনেকে একত্র হইয়া, নৌকার নিম্নদেশে গমনপূর্ব্বক নৌকা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে।

ইহারা সতত একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদের পরস্পর এরূপ সদ্ভাব যে, একটা কোন সঙ্কটে পতিত হইলে, আর সকলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহার উদ্ধারার্থে চেষ্টা করে। এরূপ দেখা গিয়াছে, সিন্ধুঘোটক শিকারী কর্তৃক আহত হইলে, একবার জল-মগ্ন হয়, এবং মগ্ন হইয়া আর কতকগুলিকে সমভিব্যাহারে আনিয়া নৌকা আক্রমণ করে।

ইহারা জল স্থল উভয়েতেই থাকে। হিম-প্রধান উত্তর প্রদেশীয় সমুদ্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপাকার বরফরাশি ভাসে; ইহারা কখন কখন তাহার উপর আরোহণ করিয়া থাকে, এবং কখন কখন স্থলে উঠিয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করে। দেখা গিয়াছে, যদি কেহ ঐ সমস্ত বরফরাশির উপরে, উহাদিগকে আঘাত করিতে যায়, তাহা হইলে, সিন্ধু-ঘোটকেরা অগ্রে শাবকদিগকে জলমধ্যে আনয়নপূর্ব্বক সাবধান করিয়া রাখে; পরে ফিরিয়া গিয়া, আততায়ীদিগকে আক্রমণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করে। সিন্ধু-ঘোটকীরা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে, বরং প্রাণত্যাগ করে, তথাপি শাবকদিগের রক্ষার্থে যত্ন করিতে নিমেষ-মাত্রও শৈথিল্য প্রকাশ করে না। শাবকদিগেরও মাতার প্রতি এ প্রকার স্নেহ যে, মাতার মৃত্যু-ঘটনা হইলেও, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না।

বীবর।

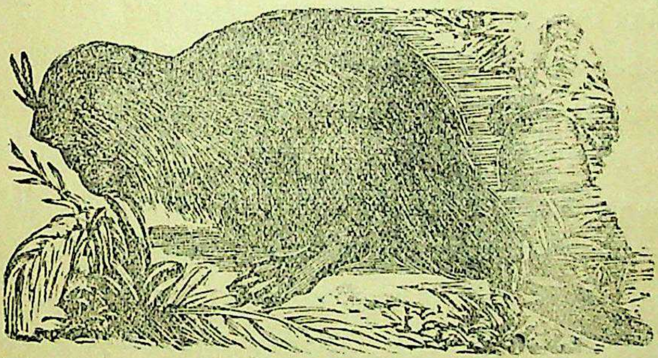

কোন কোন ইতর প্রাণী স্বস্ব বাসস্থান নির্ম্মাণ বিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। মধুমক্ষিকার মধুক্রম, বাবুয়ের কুলায়, পিপীলিকার বাসা, এ সমুদায় সকলেরই বিদিত আছে; আমেরিকায় বীবর নামে এক প্রকার পশু আছে, তাহারা যেরূপ কৌশল করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে বীবরের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। ইহাদের শরীর ন্যূনাধিক ১॥ দেড় হস্ত দীর্ঘ ও ১॥ দেড় প্রাদেশ উচ্চ, এবং স্থূল সূক্ষ্ম দুই প্রকার কপিল লোমে আচ্ছাদিত। ইহাদের চারি পা ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এক পুচ্ছ। পুচ্ছ শল্কে আবৃত। দন্ত মূষিকের দন্তের ন্যায়; কিন্তু এরূপ কঠিন, দৃঢ় ও তীব্র যে, ইহারা তদ্দ্বারা কাষ্ঠ পর্য্যন্ত কর্ত্তন করিতে পারে। পশ্চাতের পদের অঙ্গুলিসকল লিপ্ত; কিন্তু সম্মুখের পদ সেরূপ নয়। ইহারা জল ও স্থল উভয়েতেই অবস্থিতি করে, এবং সচরাচর এক প্রকার জলজ বৃক্ষের মূল ও কোন কোন স্থলজ বৃক্ষের বল্কল ভক্ষণ করিয়া থাকে। শীতকালে গৃহের বহির্ভূত হইয়া স্থলে গমনাগমন-পূর্ব্বক বল্কল আহরণ করিতে পারে না, একারণ গ্রীষ্মকালে সংস্থান করিয়া রাখে। গ্রীষ্মের সময়ে গৃহের বহির্ভূত হইয়া, নানা স্থান পরিভ্রমণ করে, এবং জলাশয়ের সমীপস্থ কোন কোন বৃক্ষের ছায়াতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। সে সময়ে উল্লিখিত জলজ বৃক্ষের মূল ও স্থলজ বৃক্ষের বল্কল ভিন্ন অন্য অন্য অনেক প্রকার তৃণ ও ফল আহার করিয়া থাকে।

বীবরেরা গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ে অত্যন্ত পটুতা প্রকাশ করে। ২।৩ দুই তিন শত বীবর একত্র হইয়া হ্রদ, সরোবর, নদী অথবা কৃত্রিম নদীর তীরে বাস-স্থান প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ যাহার নিকটে বৃক্ষ আছে, এইরূপ স্থান মনোনীত করিয়া লয়। অধিক দূর হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিতে হইলে কষ্ট হয়. এই নিমিত্ত ঐ নিকটস্থ বৃক্ষ ছেদন করিয়া, তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণ করে। ইহারা হ্রদ ও সরোবরেও বাস করে; কিন্তু স্রোত দিয়া কাষ্ঠাদি আনয়ন করিতে বিশেষ ক্লেশ হয় না, এই হেতু অধিকাংশই নদীর ধারে অবস্থিতি করে। যে সকল ক্ষুদ্র নদী বা কৃত্রিম নদীর জল শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে গৃহের অনতিদূরে এক সেতু অর্থাৎ বাঁধ প্রস্তুত করে। যদি নদীর প্রবাহ প্রবল না হয়, তাহা হইলে, সোজা করিয়া সেতু প্রস্তুত করে; আর যদি প্রবল হয়, তবে বক্র করিয়া নির্ম্মাণ করে; কারণ বক্র সেতুর পৃষ্ঠদেশ প্রবাহের দিকে থাকিলে, সহজে ভগ্ন হয় না। প্রথমে দন্ত দিয়া বৃক্ষ ছেদন করিয়া পাতিত করে, পরে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খণ্ড খণ্ড করিয়া, যে স্থানে সেতু ও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সেই স্থানে আনয়ন করে। দন্ত দ্বারা সেই সকল বৃক্ষখণ্ড আকর্ষণ করিয়া আনে এবং সম্মুখের পদ দ্বারা কর্দ্দম ও প্রস্তর বহন করিয়া থাকে।

ইহারা বৃক্ষ-শাখা, প্রস্তর, বালুকা ও কর্দ্দম দিয়া সেতু প্রস্তর করে। এক এক সেতু ৬০।৭০, ষাট সত্তর হস্ত দীর্ঘ এবং এমন কঠিন যে, মানুষ তাহার উপর দিয়া অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। যে স্থানে ইহারা একাদিক্রমে অধিক কাল বাস করিয়া থাকে, পুনঃ পুনঃ জীর্ণসংস্কার* করাতে, সে স্থানের সেতু অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে এবং তাহার কাষ্ঠখণ্ড সকল কালক্রমে পল্লবিত ও শাখাবিশিষ্ট হইয়া, বৃক্ষ-শ্রেণী-রূপে প্রতীয়মান হয় ও কোন কোন স্থানে এত উচ্চ হয় যে, পক্ষিগণ তাহার উপর কুলায় নির্ম্মাণ করে।

ইহারা যে সকল দ্রব্যে সেতু প্রস্তুত করে, বাস-গৃহ তাহাতেই নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তাহার উপরিভাগ খিলান করা এবং দেখিতে গুম্বজের ন্যায়। গৃহের ভিত্তি ও ছাদের বেধ সতত ৩ তিন হস্ত অপেক্ষাও অধিক করে। গৃহ-তল অর্থাৎ ঘরের মেজিয়া যত উচ্চ হইলে গৃহমধ্যে নদীর জল প্রবেশ করিতে না পারে, তত উচ্চ করিয়া থাকে। গৃহের আর আর সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, বরফ পড়িতে আরম্ভ হইলে পর, তাহার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা লেপন করে। বরফ পতনের অপেক্ষা করিবার কারণ এই যে, তদ্দ্বারা সেই মৃত্তিকা জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া উঠে; অতএব হিংস্র জন্তু সকল তাহা ভেদ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। এক এক গৃহে অনেক বীবর বাস করিয়া থাকে; ২ দুয়ের অপেক্ষা ন্যূন নহে এবং ৩০ ত্রিশের অপেক্ষাও অধিক নহে। এরূপ শ্রুত

* মেরমেত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হওয়া গিয়াছে, প্রত্যেকে আপন আপনি নিরূপিত স্থানে অবস্থিতি করে, কেহ কাহারও অধিকৃত স্থান গ্রহণ করে না।

গৃহের দ্বার নদীর দিকেই থাকে। এক এক গৃহে অনেক কুঠরী। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক কুঠরীর পৃথক্ পৃথক্ দ্বার। এক ব্যক্তি কহিয়াছিলেন, "আমি বীবরদিগের এক বৃহৎ বাটী দৃষ্টি করিয়াছি, তাহাতে প্রায় ১২ বারটা কুঠরী। তন্মধ্যে ২।৩ দুই তিনটা ব্যতিরেকে আর সমুদায়েরই ভিন্ন ভিন্ন দ্বার।"

ইহারা বর্ষে বর্ষে গৃহ-সংস্কার করে, কখন কখন বা পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করে। গৃহ-সংস্কার করিতে হইলে, শীত ঋতুর উপক্রমেই কার্য্যারম্ভ করে। আর যদি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তবে গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভেই বৃক্ষচ্ছেদন আরম্ভ করিয়া ভাদ্র মাসে গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়, এবং শীতের সঞ্চার হইতে হইতেই শেষ করিয়া তোলে। শুনা গিয়াছে, রাত্রিযোগেই সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদা পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকে; গৃহের মধ্যে মল মূত্র পরিত্যাগ করে না। পুষিলে অনায়াসে পোষ মানে, সর্ব্বদা মানুষের সমভিব্যাহারে থাকিতে ভালবাসে এবং যে যত স্নেহ করে, তাহার ততই অনুগত হয়। ইহাদের এক এক বারে ২ দুয়ের অন্যূন ৫ পাঁচের অনধিক সন্তান জন্মে।

যে সমস্ত বীবরের বৃত্তান্ত লিখিত হইল, ইহারা আমেরিকা-নিবাসী। ইয়ুরোপের স্থানে স্থানেও অনেক বীবর প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তাহারা উত্তম গৃহ-নির্ম্মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পিতা মাতার প্রতি ব্যবহার।

আমরা যে পরমারাধ্য ভক্তিভাজন জনক-জননী হইতে জীবন প্রাপ্ত হই, এবং যাঁহারা আমাদের লালন-পালন ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-বর্দ্ধনার্থ প্রাণপণে যত্ন করেন, ও যেরূপে হউক আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারিলেই পরম প্রীতি লাভ করেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ও যথাশক্তি তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য; ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।

পরমারাধ্য পিতামহাশয় স্বীয় সন্তানদিগকে শিক্ষিত, বিনীত ও সম্পত্তিশালী করিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করেন; তাহারা সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইলেই, তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তাহারা কৃতী, সুখী ও যশস্বী হইলেই, তিনি পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। অন্যের মুখে স্বীয় পুত্রের সুখ্যাতি-বাদ শ্রবণ করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। স্নেহের কি আশ্চর্য্য মধুময় ভাব! যাহারা অন্যকে আপন অপেক্ষায় অধিক বিদ্বান্, যশস্বী ও ধনশালী দেখিলে বিদ্বেষ প্রকাশ করে, তাহারাও আপনার অপেক্ষায় আপন পুত্রের ধন, মান, বিদ্যা ও যশঃ অধিক দেখিলে, অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়।

প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপা স্নেহময়ী জননী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সন্তানের শুভ সাধনার্থ যাদৃশ যত্ন প্রকাশ ও ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহা স্মরণ হইলে, কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভক্তি-রসে পরিপ্লুত, নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত ও সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত না হয়? মাতা আমাদের দুঃখের সময় দুঃখ ভোগ করেন, বিপদের সময় বিপদ ভোগ করেন, এবং রোগের সময় রোগীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থাকেন। দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান পীড়িত হইলে, তদীয় জননীকে পীড়িতবৎ ব্যবহার করিতে হয়, ইহা কাহার অবিদিত আছে? তি সন্তানের কি না করিয়া থাকেন? স্বকীয় শরীর-নিঃসৃত স্তন্য দা দ্বারা তাহার শরীর পোষণ করেন এবং অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মধুর স্নেহসঞ্চার দ্বারা তাহার সুখ ও স্বাস্থ্য সংবর্দ্ধন করেন। তিনি সন্তানে কল্যাণার্থ যথার্থই জীবন সমর্পণ করিতে পারেন। এরূপ অসামা স্নেহময় ভাব ও এ প্রকার নিতান্ত স্বার্থশূন্য প্রগাঢ় প্রীতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

যাঁহারা আমাদের এতাদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের প্রতি কিরূ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা কি কথায় বলিয়া শেষ করা যায়? যাহা মন স্বভাবতঃ ধর্ম্ম-পথে অনুরাগী ও দয়া-ভক্তিতে পরিপূর্ণ, সেই তাহ অনুভব করিতে পারে। তাঁহাদের দুঃখ দূরীকরণ ও সুখসংবর্দ্ধ করিতে পারিলে, আমাদের জীবন সার্থক হয়। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকা ও অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সাধ্যানুসারে তাঁহাদের প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রতি আমাদের যাবতী কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিরূপিত আছে, সে সমুদায়ই এই দুই সংক্ষিপ্ত নীতিসূত্রে অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুস্তকালয় গুরুকুল কাংড়ী

—:*:—

জল-প্রপাত।

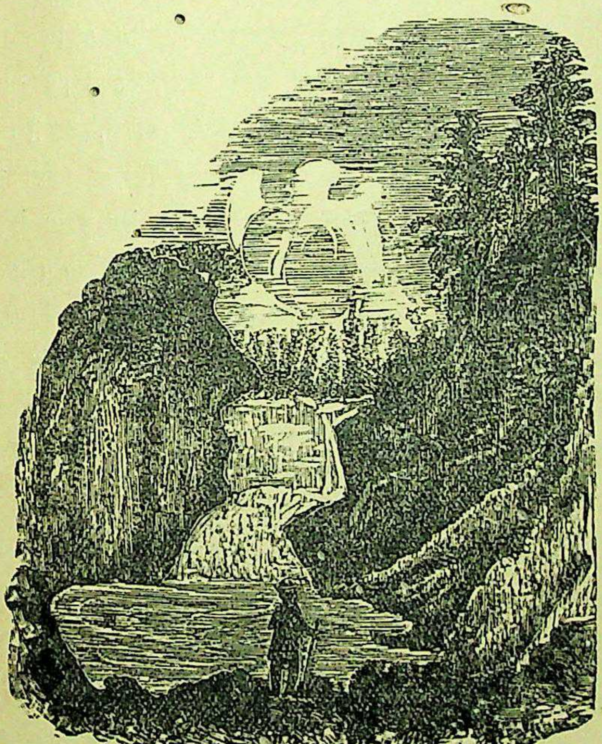

নানা দেশ ও নানা স্থান পরিভ্রমণ করিলে, জগদীশ্বরের কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য, কতই বা বিচিত্র কীর্ত্তি দৃষ্টি করা যায়। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে অদ্ভুত ব্যাপারের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইল, তাহা এদেশে অনেকেই দৃষ্টি করেন নাই। তাহার না
জল-প্রপাত। নদী সমুদায় এক এক পর্ব্বতের উচ্চ দেশ হইত
উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে অথবা তাদৃশ অন্য কোন জলাশয়ে গিয়া পতি
হয়। প্রথমে কোন প্রস্রবণ হইতে অল্প অল্প জল নিঃসৃত হ
পরে অন্যান্য সেইরূপ জলের সহিত মিলিত হইয়া, ক্রমশঃ বিস্তৃত হইত
থাকে। ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে কোন কোন স্থানে দ্রু
বেগে গমন করে, কোথাও মন্দ মন্দ চলে, কোথাও বা ভয়ঙ্ক
আবর্ত্তরূপে পরিণত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে, কুত্রাপি সম্মুখব
শিলা-রাশি দ্বারা প্রতিহত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।
নদীর প্রবাহ চলিতে চলিতে কোন স্থানে সম্মুখে ও উভয় পা
পর্ব্বত-সমূহে লাগিয়া বাধা পায়, তাহার জল সেই স্থানে একত্র হই
যে দিকের যে পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা অল্প উচ্চ, সেই দিকেই সেই পর্ব্ব
উল্লঙ্ঘন করিয়া অবতীর্ণ হয়। সেই প্রকাণ্ড জল-রাশি প্রচণ্ডবে
ভয়ঙ্কর শব্দ করতঃ একেবারে শত শত বা সহস্র সহস্র হস্ত নী
পতিত হইয়া, অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত করে;
ইহাকেই জল-প্রপাত কহে।

আসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, চারিখণ্ডেই ভূরি ভূ
জল-প্রপাত আছে। তন্মধ্যে ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী সুইজর্লণ্ড দেশে
জল-প্রপাত সকল সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। তথায় ভূরিপ্রমাণ ভীষণাকা
জলরাশি পর্ব্বতের উর্দ্ধদেশ হইতে ভয়ঙ্কর-বেগে ঘোরতর গভীর গর্জ্জ
পূর্ব্বক একেবারে কোথাও ১,৫০০ দেড় সহস্র কোথায়ও বা ২,০০
দুই সহস্র হস্ত নীচে পতিত হইতেছে।

কিন্তু আমেরিকার জল-প্রপাত সমুদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। সে
সকল জল-প্রপাত দৃষ্টি করিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। ঐ খণ্ডে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নায়েগেরা নামে এক নদী আছে, তাহার জল-প্রপাত এক অদ্ভুত পদার্থ। তাহার অত্যন্ত বিস্তার, অতি প্রচণ্ড বেগ, ঘোরতর গভীর গর্জ্জন, প্রভূত ফেন-রাশি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঐ নদীর জল স্থানে স্থানে পর্ব্বত-বিশেষে পতিত হইয়া এরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় যে, তাহা দৃষ্টি করিলে, হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

ঐ জল-প্রপাতের এ প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ যে, তাহাতে কর্ণ বধির হইয়া যায়, এবং তথায় এক প্রকার প্রচুর ফেনোৎপত্তি হয়, তাহা বাষ্পময় মেঘস্বরূপ হইয়া উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া থাকে। কোন কোন দিন ন্যূনাধিক ১৮ আঠার ক্রোশ হইতে উহার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এবং ঐ ফেন-রাশি এত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় যে, প্রায় ৩১ একত্রিশ ক্রোশ হইতে উহার বাষ্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা ঐ জল প্রপাতের বর্ণনা করিতে করিতে লিখিয়াছেন,— "একেবারে ১,০০০ এক সহস্র কামানে অগ্নি দিলে যেরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ ও প্রভূত ধূম উৎপন্ন হয়, ঐ জল প্রপাতে সেইরূপ শব্দ ও সেইরূপ বাষ্প উৎপাদন করিয়া থাকে।" আর ঐ ফেন-রাশির উপর সূর্য্যের রশ্মি পতিত হইয়া যেরূপ অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করে, তাহা দৃষ্টি করিলে মোহিত হইতে হয়। নভোমণ্ডলস্থ ইন্দ্রধনুতে যত প্রকার বর্ণ দেখা যায়, উহাতে তাহার সমুদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ জল-প্রপাতে প্রতিপলে ২,১৪,৪৮,০০০ দুই কোটি চৌদ্দ লক্ষ আট-চল্লিশ হাজার মণ জল পতিত হইয়া থাকে।

এক এক জল প্রপাতের ফেন-পুঞ্জের শোভাই বা কত! আমে-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রিকার মিসোরী নামে এক নদী আছে, তাহার জল-প্রপাতের দক্ষিণভাগ নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রাকার ফেনরাশিতে পরিপূর্ণ। সেই ফেন-ময় ভাগের পরিসর প্রায় ৪০০ চারি শত হস্ত। তাহার ফেন সমুদায় সতেজে উল্লম্ফন পূর্ব্বক প্রায় ১৩৫ এক শত পঁয়ত্রিশ হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং উঠিতে উঠিতে সহস্র প্রকার অদ্ভুত আকার ধারণ করিতেছে ও তাহার উপর সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইয়া, নীল-লোহিত-পীতাদি নানাবিধ রমণীয় বর্ণ প্রকাশ করিতেছে।

ব্রিটন-দেশীয় এক পর্য্যাটক আমেরিকার পাসেক-নামক নদের জল-প্রপাত দেখিতে গিয়া, এক মনোহর ব্যাপার দৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, তাহার ফেনের উপর সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইয়া অবিকল ইন্দ্র-ধনুর আকার উৎপাদন করিয়াছে। গগনমণ্ডলে যেমন সময়ে সময়ে একখানি ইন্দ্র-ধনুর নীচে আর একখানি দৃষ্ট হয়, সে স্থানেও সেইরূপ দেখিলেন, এবং গগনমণ্ডলস্থ ইন্দ্র-ধনু যেমন নানাবর্ণে বিভূষিত হয়, ঐ জল-প্রপাতের ইন্দ্র-ধনুও সেইরূপ দৃষ্টি করিলেন।

এক এক নদীর ২।৩ দুই তিন জল-প্রপাতও থাকে। ইংলণ্ডে ডর্হম্ প্রদেশের পশ্চিম ভাগে টীজ্ নামে এক নদী আছে; তাহার প্রবাহ এক সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বতে লাগিয়া বাধা পাওয়াতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া, দুই প্রকাণ্ড জল-প্রপাত উৎপাদন করিয়াছে, এবং সেই দুই জল-প্রপাত কিছু দূর পৃথক্ পতিত হইয়া, পরে একত্র মিলিত হইয়াছে। উভয়ে মিলিত হইয়া, ভয়ঙ্কর আকার ধারণপূর্ব্বক প্রবলবেগে অবতীর্ণ হইতেছে, এবং তাহার ফেন সমুদায় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতেছে।

ভূ-মণ্ডলে শত শত জল-প্রপাত আছে। ভারতবর্ষেও হিমালয়ে ও বিন্ধ্যাদি পর্ব্বতে অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। জল-প্রপাত কিরূপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আশ্চর্য্য ব্যাপার; চক্ষে না দেখিলে, তাহা সম্যক্‌রূপে অনুভব করা যায় না।

সন্তোষ।

কেহ কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ যে, কিছুতেই তৃপ্ত নহে। তাহাদের যত অর্থলাভ ও যত পদবৃদ্ধি হইতে থাকে, লালসারূপ অগ্নি-শিখা ততই প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদিগকে অশেষ-প্রকার উৎপাতে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাহারা প্রচুর ধনশালী হইয়াও, সতত উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিতচিত্তে দিন যাপন করে। সন্তোষ যে এরূপ অনর্থক উদ্বেগের মহৌষধ, ইহা তাহারা অবগত নয়। সন্তোষ যেমন সুখজনক, অসন্তোষ তেমনি দুঃখজনক। মনুষ্যেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষরূপ স্পর্শমণি দ্বারা সুখ-স্বরূপ স্বর্ণলাভে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু অতিশয় অপকৃষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও যে দুঃখশান্তির চেষ্টা না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে চিরকাল কষ্ট স্বীকার করিবে, এমন নয়। যে অবস্থায় থাকিলে, অন্নবস্ত্রের ক্লেশবশতঃ শরীর শীর্ণ হয়, অপরিষ্কৃত, অপরিশুষ্ক সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করাতে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম হয়, এবং পরিবারের মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে, সঙ্গতির অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করাইতে ও পুত্রকন্যাদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া, এই সমস্ত কষ্ট নিবারণার্থ যত্ন না করা, কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, নানা-মতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কদাপি তাঁহার অভিপ্রেত নয়। সন্তোষের যথার্থ লক্ষণ এরূপ নহে। আপন আপন উপায় ও ক্ষমতানুসারে ন্যায়ানুগত চেষ্টা দ্বারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যতদূর উৎকৃষ্ট অবস্থা হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া, এবং যে সকল অনিষ্ট ঘটনা নিবারণ করিবার শক্তি নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক স্থিরভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই যথার্থ সন্তোষের লক্ষণ। এরূপ সন্তোষ সুখের আলয়।

পৃথিবীর আকার।

পৃথিবীর আকার গোল। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে গোল নয়; উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা।

ভূ-মণ্ডল অসীম ও দর্পণাদির মত সমান বলিয়া বালকদিগের আপাততঃ প্রতীতি জন্মে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। মেগেলেন ও ড্রেক নামে দুই বিখ্যাত নাবিক জাহাজ আরোহণ-পূর্ব্বক ইয়ুরোপ হইতে যাত্রা করিয়া, ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। গমন করিতে করিতে কিছুদিন পরে দেখিলেন, যে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, সমুদায় ভূ-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া, পুনর্ব্বার সেই স্থানেই উপনীত হইয়াছেন। ভূ-মণ্ডল অসীম, দর্পণের মত সমান এবং ত্রিকোণ চতুষ্কোণাদি হইলে, কদাচ এরূপ ঘটিতে পারিত না।

যদি সমুদ্রের কূলে দণ্ডায়মান থাকিয়া দূর হইতে একখানি জাহাজ আসিতে দেখা যায়, তাহা হইলে, প্রথমে তাহার মাস্তুলের অগ্রভাগ দৃষ্ট হয়; ক্রমে মাস্তুলের অধোভাগ, অবশেষে অতি নিকটবর্ত্তী হইলে, জাহাজের অ-জলমগ্ন সমুদায় ভাগ দেখিতে পাওয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যায়। এই চিত্র-ক্ষেত্র দৃষ্টি করিলে, অনায়াসে বোধ হয় যে, পৃথিবী গোলাকৃতি না হইলে, এরূপ হইতে পারে না।

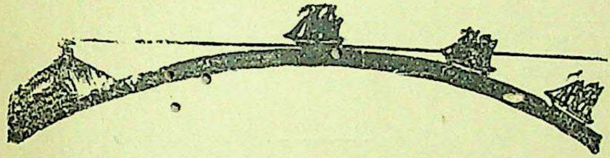

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হওয়াতে চন্দ্রগ্রহণ হয়। সকলেই দেখিয়াছেন, গ্রহণের সময়ে চন্দ্রে যে ছায়া পতিত হয়, তাহা গোলাকৃতি। পৃথিবীর আকার যদি গোল না হইত, তাহা হইলে তাহার ছায়াও গোল হইত না। অতএব পৃথিবী গোলাকৃতি।

অনেকে দূর দেশে গমনাগমন করিয়া দেখিয়াছেন, পৃথিবীর কোন প্রদেশ হইতে যদি একাদিক্রমে উত্তর মুখে গমন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, উত্তরদিকের নক্ষত্রগণ ক্রমশঃ নভোমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত হইতেছে এবং দক্ষিণদিকের নক্ষত্রগণ ক্রমশঃ অধোগামী হইয়া অস্ত ও অদৃশ্য হইতেছে। আর যদি ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে গমন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয়, দক্ষিণ দিকের নক্ষত্র সকল ক্রমশঃ নভোমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত হইতেছে, এবং উত্তর দিকের নক্ষত্র সমুদায় ক্রমশঃ নভোমণ্ডলের অধোভাগে অবতীর্ণ হইয়া তিরোহিত হইতেছে। ভূ-মণ্ডল যদি উত্তর-দক্ষিণে কমলালেবুর ন্যায় গোল না হইয়া দর্পণের ন্যায় সমান হইত, তাহা হইলে কখনই এরূপ বোধ হইত না। আবার জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যে দেশ যত পূর্ব্বাংশে অবস্থিত, সে দেশে তত অগ্রে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূর্য্যোদয় হয়, তদনন্তর ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত পশ্চিম প্রদেশ সমুদায়ে হইতে থাকে। পূর্ব্ব-প্রদেশ-বাসীরা সূর্য্যকে পশ্চিম-প্রদেশ-বাসীদিগের অপেক্ষায় অগ্রে উদিত ও অস্ত হইতে দৃষ্টি করে। পৃথিবীর উপরিভাগ পূর্ব্ব পশ্চিমে গোল না হইলে এরূপ হইতে পারিত না। অতএব ভূ-মণ্ডল গোলাকার।

কু-সংসর্গ।

অধর্ম্মের প্রতি সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ ঘৃণা ও দ্বেষ আছে, তাহার হ্রাস হওয়াই দোষ। অসৎ-সংসর্গ এ দোষের এক প্রবল কারণ। অধার্ম্মিকদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস করিতে যাহাদের প্রবৃত্তি হয়, অধর্ম্মেতে যেরূপ ঘৃণা থাকা উচিত, তাহা তাহাদের কখনই থাকে না। স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নয়; যে পরমার্থ-পরায়ণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ্য জ্ঞান করিয়া, অসৎ-সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করেন, পরে নানা কারণে কুলোকের সহিত সহবাস করা তাঁহারও অভ্যাস পাইতে পারে ও তদ্দ্বারা অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া, ক্রমশঃ নানাপ্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধু-সঙ্গ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। সাধু-সঙ্গের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যেমন পরম শোভাকর পূর্ণ-চন্দ্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া, ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুকে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুণ্যাত্মারা সদালাপ ও সদুপদেশ প্রদান করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণ পরম রমণীয় ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত করিতে থাকেন। তাঁহাদের সহিত সহবাসে যে ব্যক্তির অত্যন্ত অনুরাগ ও পরিতোষ জন্মে, এবং আপন অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও পবিত্র রাখিবার নিমিত্ত একান্ত যত্ন ও প্রতিজ্ঞা থাকে, সেই ব্যক্তিই অধর্ম্মকে দুর্গন্ধবৎ পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে। পরম মনোহর পুষ্পোদ্যান-স্থিত বিশুদ্ধ-বায়ু-সেবিত অট্টালিকাতে অবস্থিতি করা যাঁহার সতত অভ্যাস, দুর্গন্ধবিশিষ্ট ন্যক্কারজনক অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস করিতে অবশ্যই তাঁহার ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মে। সেইরূপ, যে ব্যক্তি আত্ম-প্রসাদ ও সাধু-সঙ্গকে অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া, তাহার লাভার্থে সতত যত্নবান্ থাকেন, এবং তাহা লাভ করিতে পারিলে, পরম পবিত্র আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হন, সেই ব্যক্তি যাবতীয় কুকর্ম্ম দুর্গন্ধবৎ অশ্রদ্ধেয় ও পরিত্যাজ্য বিবেচনা করিয়া, উপস্থিত দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিক সমর্থ, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব অধর্ম্মের আক্রমণ নিবারণ-পুরঃসর ধর্ম্মব্রত পরিপালনার্থ অসৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধু-সঙ্গ লাভে নিয়ত যত্নবান্ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পুরুভুজ।

পরপৃষ্ঠায় যে সকল প্রাণীর প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহাদের নাম পুরুভুজ। এই কীটের এরূপ আশ্চর্য্য স্বভাব যে, উহাকে কর্ত্তন করিয়া যত খণ্ড করা যায়, তাহার এক এক খণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া এক একটি নূতন পুরুভুজ হয়। বৃক্ষলতাদির কলম করিয়া রোপণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

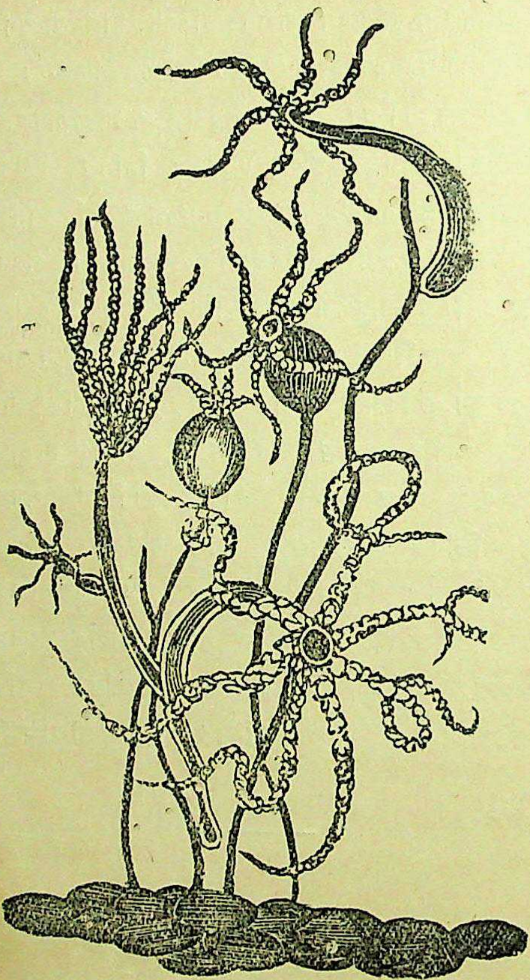

পুরুভুজ।

করিলে যে তাহা জীবিত থাকে ও বর্দ্ধিত হয়, ইহা বহুকালাবধি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু প্রাণিবিশারদেরা অনুসন্ধান করিলে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহার এক এক খণ্ড এক একটি প্রাণী হয়, ইহা কস্মিন্‌কালে কাহারও বিদিত ছিল না। পরে ১৭৪০ সতর শত চল্লিশ খৃষ্টাব্দে ট্রেম্বলি নামে এক সাহেব পুরুভুজের এই গুণ নিরূপণ করিয়া, লোকদিগকে চমৎকৃত করিলেন।

এই অসাধারণ জন্তুকে দুইখণ্ড করিলে, যে খণ্ডে মস্তক থাকে, তাহা হইতে এক নূতন পুচ্ছ নির্গত হয়, এবং যে খণ্ডে পুচ্ছ থাকে, তাহা হইতে এক নূতন মস্তক উৎপন্ন হইয়া এক এক খণ্ড এক একটি জন্তু হইয়া উঠে। অন্যান্য জন্তুর সন্তানোৎপাদনের রীতি যে প্রকার পুরুভুজের সে প্রকার নয়। তাহার সন্তানেরা প্রথমে তাহার শরীরোপরি ব্রণের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় এবং ন্যূনাধিক দুই দিবসে সম্পূর্ণ সমস্ত অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া, তাহার গাত্র হইতে স্খলিত ও পতিত হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ঐ দ্বিতীয় পুরুভুজ উক্ত প্রকারে পতিত হইবার পূর্ব্বেই উহার শরীরে আর একটা পুরুভুজ এবং কখন কখন সেই তৃতীয় পুরুভুজের গাত্রে আর একটা পুরুভুজও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপে চারি পুরুষ পরস্পর একত্র সংযুক্ত হইয়া থাকে।

এই সকল কীটের দেহ-পরিমাণ নিরূপণ করা সহজ নয়; কারণ, ইহারা আপন শরীর এরূপ শিথিল ও সঙ্কুচিত করিতে পারে যে, উহার দৈর্ঘ্য কখন কখন ১ এক বুরুল এবং কখন কখন ১ এক বুরুলের ১২ দ্বাদশ ভাগের একভাগ মাত্র হইয়া থাকে। অধিক দীর্ঘ হইলে, শূকরের লোমের ন্যায় সূক্ষ্ম হয়, এবং হ্রাস হইলে, অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়া থাকে। ইহাদের শরীরের মধ্যভাগ গোলাকৃতি। তাহার একদিকে মস্তক, আর একদিকে পুচ্ছ। মস্তকের চতুর্দ্দিকে ৬ ছয়, ৮আট, ১০দশ বা তদপেক্ষা অধিক বাহু থাকে। বাহু দ্বারা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভক্ষণ করে, এবং যখন যেস্থানে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তখন সেইস্থানে পুচ্ছ বদ্ধ করিয়া অবস্থিতি করে।

যত প্রকার পুরুভুজ আছে, সমুদায়ই প্রবাহ-বিশিষ্ট নির্ম্মল জলমধ্যে প্রস্তর, জলজ উদ্ভিদ্, অথবা কোন প্রকার কাষ্ঠখণ্ডে লগ্ন হইয়া থাকে। ইহারা পতঙ্গ ধরিয়া আহার করে। যদি জলপূর্ণ কাচপাত্রে রাখিয়া বারংবার তাহার জল পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গাদি আহার করিতে দেওয়া যায়, তবে তাহার মধ্যে অনেকদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। ইহারা অত্যন্ত লোলুপ ও ব্যগ্র হইয়া এরূপ সত্বরে ভোজ্য বস্তু গ্রাস করে যে, ভক্ষিত পতঙ্গাদি সজীব অবস্থাতেই উদরস্থ হয়, এবং কখন কখন উদরস্থ হইয়াও পুনর্ব্বার পলায়ন করিয়া বাহিরে আইসে। কিন্তু একেবারে নিস্তার পাইতে পারে না; পুরুভুজেরা পুনর্ব্বার ধরিয়া ভক্ষণ করে। ইহারা যে সকল বস্তু আহার করে, তাহা পাকস্থলীতে জীর্ণ হইলে পর, তন্মধ্যে যাহা অসার থাকে, তাহা মুখ দ্বারাই নির্গত হয়।

এই সকল কীট নদী প্রভৃতিতে থাকে। তদ্ভিন্ন আর কয় প্রকার পুরুভুজ আছে, তাহারা সমুদ্রে অবস্থিতি করে; একারণ তাহাদিগকে সামুদ্রিক পুরুভুজ বলে। তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেও এক একটি স্বতন্ত্র পুরুভুজ হয়। পলা ও স্পঞ্জ-নামক প্রাণী এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আমরা সচরাচর যে প্রবাল অর্থাৎ পলা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা প্রবাল-নামক কীটের পঞ্জর। এই কীট সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া, এক এক স্থানে রাশীকৃত হইয়া থাকে।

কলিকাতায় যে স্পঞ্জ নামক দ্রব্য বিক্রীত হয় এবং ইংরেজেরা যাহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও স্পঞ্জ-নামক প্রাণি-পঞ্জর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যদিও উহাকে জন্তু বলিয়া উল্লেখ করা গেল, কিন্তু বাস্তবিক উহা জন্তু কি উদ্ভিজ্জ, তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। ঐ স্পঞ্জ উদ্ভিজ্জের ন্যায় চিরকাল একস্থানে অবস্থিতি করে। অপরাপর জন্তু যেরূপ স্বেচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারে, স্পঞ্জের তদনুরূপ চলচ্ছক্তি থাকিবার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এবং অন্যান্য জন্তুর শরীর ভগ্ন ও ছিন্ন হইলে যেরূপ ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে, স্পঞ্জের সেরূপ ক্লেশানুভব হইবারও কোন চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এ সকল বিষয়ে উহাদিগকে বৃক্ষাদির সমান বোধ হয়; কিন্তু উহাদের শরীরের গঠন জন্তুর শরীরের অনুরূপ। অতএব উহারা জন্তু কি উদ্ভিজ্জ, তাহা স্থির করিয়া উঠা দুষ্কর। কিন্তু উহাদিগকে জন্তুমধ্যে গণনা করাই এক্ষণকার অনেকানেক বিচক্ষণ পণ্ডিতের অভিপ্রেত।

যে অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য পুরুষ জন্তু ও উদ্ভিজ্জের স্বভাব মিলিত করিয়া এই সমস্ত ক্ষুদ্র জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, দেখ, ইহার দ্বারা তাঁহার কি আশ্চর্য্য শক্তি ও অপরিসীম জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে! তিনি জন্তুকে উদ্ভিজ্জের গুণ ও উদ্ভিজ্জকে জন্তুর গুণ প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার অসাধ্য ব্যাপার কিছুই নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃথিবীর পরিমাণ।

পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৩৫০০ সাড়ে তিন হাজার ক্রোশ ও পরিধি প্রায় ১১০০০ এগার হাজার ক্রোশ। *

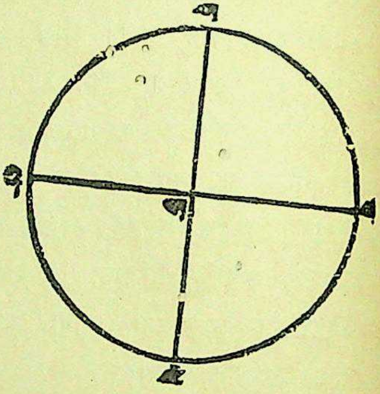

ভূমণ্ডল যে কেমন প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা কেবল ব্যাস ও পরিধির পরিমাণ মাত্র জানিয়া সুন্দররূপ অনুভব করা যায় না। যদি কোন উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে, কত প্রকার পদার্থই একেবারে দৃষ্ট হইতে থাকে। কত কত গ্রাম, নগর, পল্লী, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ফল, পুষ্প, পত্র, শস্য, তৃণ, দূর্ব্বা, এবং মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি নানাবিধ জীব একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রশস্ত ভূমি-খণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে হইলে, প্রায় পঁচিশ ক্রোশ ভ্রমণ করিতে হয়। সমগ্র ভূমণ্ডলের উপরিভাগ উহার প্রায় ৮,০০,০০০ আট লক্ষ গুণ। যদি আমরা প্রতি দিবস দশ দশ ঘণ্টা অতি দ্রুত ভ্রমণ করি ও

* যে ক্ষেত্র একটিমাত্র রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ও যাহার মধ্যস্থান হইতে উক্ত রেখা পর্য্যন্ত যত সরল রেখা পাতিত করা যায়, সমুদায়ই পরস্পর সমান তাহাকে বৃত্ত কহে। বৃত্ত যে রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহাকে পরিধি এবং বৃত্তের মধ্যস্থানকে কেন্দ্র কহে; আর যে সকল রেখা কেন্দ্র ভেদ করিয়া যায়, ও তাহার দুই প্রান্ত পরিধির দুই স্থান স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহাকে ব্যাস কহে। এস্থলে একটি বৃত্তের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। ক খ গ ঘ চিহ্নিত রেখা ইহার পরিধি; চ, ইহার কেন্দ্র; কচখ ও গচঘ ইহার ব্যাস।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এক এক ঘণ্টায় এরূপ প্রশস্ত এক এক ভূমি-খণ্ড একাদিক্রমে দেখিয়া যাই, তাহা হইলেও ২৬৮ দুই শত আটষট্টি বৎসর নিয়ত না দেখিলে, পৃথিবীর উপরিভাগের সমুদায় অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না।

ভূ-মণ্ডল যদি শূন্যগর্ভ অর্থাৎ ফাঁপা হইত, তাহা হইলেও ইহার উপরিভাগ মাত্রের উক্তরূপ পরিমাণ পর্য্যালোচনা করিয়া চমৎকৃত হইতে হইত; কিন্তু ইহা শূন্যগর্ভ নয়। ইহার অভ্যন্তর মৃত্তিকা, ধাতু, জল প্রভৃতি নানা পদার্থে পরিপূর্ণ। পৃথিবীতে আর এমন গুরুতর বস্তু নাই যে, তাহার সহিত উহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে। সিসিলিদ্বীপে এট্না নামে এক পর্ব্বত আছে; ঐ পর্ব্বত প্রায় ৭,২৫০ সাত হাজার দুই শত পঞ্চাশ হাত উচ্চ। উহার বেড় নিম্নভাগে ন্যূনাধিক ২৫ পঁচিশ ক্রোশ এবং শিখরদেশ প্রায় ৪ চারি ক্রোশ। কিন্তু পৃথিবীর আয়তনের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, উহার আয়তন অল্প বলিয়া বোধ হয়। উক্তরূপ ৩০,০০,০০,০০০ ত্রিশ কোটী পর্ব্বত একত্র স্থাপিত হইলেও, পৃথিবীর সমান হয় না। যদি ঐরূপ ত্রিশ কোটী পর্ব্বত শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই পর্ব্বতশ্রেণীর দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ৫,২৩,৪০, ০০,০০০ পাঁচ অর্ব্বুদ তেইশ কোটী, চল্লিশ লক্ষ ক্রোশ ব্যাপ্ত হয়। যদি দ্রুতগামী যান আরোহণ করিয়া প্রতি ঘণ্টায় ১০ দশ ক্রোশ ভ্রমণ করা যায়, তবে সেই পর্ব্বত-শ্রেণীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিতে ৬০, ৬০০ ষষ্টি সহস্র ছয় শত বৎসর অপেক্ষাও অধিক সময় লাগে। অতএব আমাদের অধিষ্ঠান-ভূত ভূ-মণ্ডল এমন প্রকাণ্ড বস্তু যে, মনে ধারণা করা যায় না।

ভূ-মণ্ডলের চারিভাগের প্রায় তিন ভাগ জল ও একভাগ স্থল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্থল-ভাগ মনুষ্যাদি যাবতীয় ভূ-চর ও খেচর জন্তুর নিবাস-স্থান। ঐ স্থল-ভাগ যে অতিশয় বিস্তৃত জলরাশিতে পরিবেষ্টিত, তাহাকে মহাসমুদ্র কহে। মহাসমুদ্রের উত্তর ও দক্ষিণ অত্যন্ত শীতল; এ নিমিত্ত জমিয়া বরফ হইয়া রহিয়াছে। মহাসমুদ্র কত গভীর, তাহা এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। ন্যূনাধিক ৩৫০০ তিন হাজার পাঁচ শত হস্ত-প্রমাণ মানরজ্জু ফেলিয়া দিয়াও, তাহার তলা স্পর্শ করিতে পারা যায় নাই। বোধ হয়, তাহার তলা সমান নহে, স্থলভাগের বন্ধুর স্থানের ন্যায় সমুদ্রেও পর্ব্বত ও গহ্বর থাকিতে পারে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যদি সমুদায় সমুদ্র কদাপি শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে, এক্ষণে পৃথিবীর যাবতীয় নদীর জল যেরূপ প্রবল-বেগে তাহাতে পতিত হইতেছে, সেই সমুদায়ের প্রবাহ একাদিক্রমে ২০,০০০ কুড়ি হাজার বৎসর সেইরূপ বেগে পতিত না হইলে তাহা পূর্ণ হইতে পারে না।

এই জল-স্থল-ময় ভূ-মণ্ডল ঊর্দ্ধে প্রায় পঞ্চ যোজন পর্য্যন্ত বায়ুরাশিতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। জলজন্তুগণ যেমন জলমধ্যে মগ্ন থাকে, আমরাও সেইরূপ বায়ুরাশিতে নিমগ্ন রহিয়াছি। ধরাতলে দৈর্ঘ্য প্রস্থে একহস্ত প্রমাণ স্থানের উপর ন্যূনাধিক ৬০ ষাট মণ বায়ু অবস্থিত আছে। যেমন জলমগ্ন হইলে, উপরিস্থিত জলের ভার বোধ হয় না, সেইরূপ আমরা ঐ বায়ুরাশি-মধ্যে নিমগ্ন থাকাতে আমাদের মস্তক-স্থিত বায়ুর ভার কিছুমাত্র অনুভূত হয় না।

—॰—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৃক্ষ-লতাদির উৎপত্তির নিয়ম।

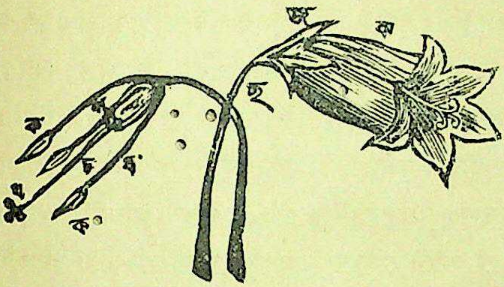

আমরা অকস্মাৎ কোন অভিনব বস্তু দৃষ্টি করিলেই আশ্চর্য্য বোধ করি; কিন্তু আমাদের চতুঃপার্শ্বে যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সতত সম্পন্ন হইতেছে, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণার্থ তাদৃশ যত্নবান্ হই না। বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, এবং দিন কয়েকের মধ্যেই সেই পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হইতেছে, ইহা সকলে সচরাচর দেখিয়া থাকেন, কিরূপে তাহা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, অনেকেই তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করেন না। পশ্চাৎ সে বিষয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে; পাঠ করিলে, পাঠকবর্গ চমৎকৃত হইবেন।

পুষ্পের পাপ্ড়ি কাহাকে বলে, সকলেই জানেন সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম দল। চতুর্দ্দিকে পাপড়ি, তাহার মধ্যস্থলে যে কতকগুলি সরু সরু সূত্র থাকে, তাহাকে কেশর বলে। তন্মধ্যে যে সূত্রগাছি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তাহার নাম গর্ভ-কেশর, অবশিষ্ট সমুদায়কে পরাগ-কেশর কহে। এস্থলে একটি পুষ্পের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। ক, ক, ইহার পাপ্ড়ি; খ, খ, পরাগ-কেশর, গ, গর্ভ-কেশর এবং ঘ, বীজ-কোষ। ঐ বীজ-কোষে বীজ থাকে। স্পষ্ট করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেখিবার নিমিত্ত পুষ্পের পাপ্‌ড়ি কেশরাদি পৃথক্ পৃথক্ চিত্রিত হইয়াছে।

বীজ-কোষে যে বীজ থাকে, প্রথমে তাহার অঙ্কুরোৎপাদনের থাকে না। পরাগ-কেশরের শিরোভাগে যে ধূলির ন্যায় একপ্র গুঁড় গুঁড় পদার্থ থাকে, তাহাই গর্ভ-কেশরের শিরোভাগে পতিত হ বীজ-কোষের বীজ সমুদায়কে উৎপাদিকা-শক্তি প্রদান করে। ঐ পদার্থকে পুষ্পরেণু কহে। পরাগ-কেশরে যেমন রেণু থাকে, কেশরের শিরোভাগে সেইরূপ একপ্রকার তরল-পদার্থ থাকে।

বীজ-কোষস্থ বীজ-সমূহের অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি-সম্পাদন অনেক পুষ্পে এক প্রকার অতি মনোহর অদ্ভুত কৌশল দৃষ্ট হইয়া থা তাহার স্থূল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতেছে। যে পুষ্পের পরাগ- বড়, আর গর্ভ-কেশর ছোট, তাহা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে, এবং যে পু পরাগ-কেশর ছোট ও গর্ভ-কেশর বড়, তাহা ভূতলের দিকে অ হইয়া থাকে। ইহাতে গর্ভ-কেশরের শিরোভাগ পরাগ-কেশরের শি ভাগের অপেক্ষায় নীচে থাকে; সুতরাং পরাগ-কেশরস্থ রেণু স সহজেই গর্ভ-কেশরে পতিত হইয়া, বীজ-কোশস্থ বীজ সমু উৎপাদিকা-শক্তি সম্পাদন করে। এতাদৃশ সুচারু কৌশল না থা ফল উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিত।

সকল পুষ্পেই যে পরাগ-কেশর ও গর্ভ-কেশর উভয়ই থাকে, নয়। কতকগুলি পুষ্প আছে, যাহাতে কেবল পরাগ-কেশর থা আর কতকগুলি পুষ্পে কেবল গর্ভ-কেশর থাকে। এক পু পরাগ-কেশরের রেণু অন্য পুষ্পের গর্ভ-কেশরে পতিত হইয়া, উৎপাদন করে। পুষ্প-রেণু এরূপ লঘু যে, বায়ু দ্বারা অনা এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে সঞ্চারিত হইতে পারে;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরমেশ্বর এই বিষয় সম্পাদনার্থে অন্য এক প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল করিয়া রাখিয়াছেন। পুষ্পে মধু থাকাতে, মধুমক্ষিকারা তাহা পান করিতে আইসে। যখন তাহারা কোন পরাগ-কেশর-বিশিষ্ট পুষ্পে উপবেশন করে, তখন সেই পুষ্পের রেণু তাহাদের গাত্রে লিপ্ত হইয়া যায়। অনন্তর, যে পুষ্পে কেবল গর্ভ-কেশর আছে, তাহাতে গমন করিলেই তাহাদের গাত্রস্থ রেণু সেই পুষ্পের গর্ভ কেশরে পতিত হইয়া ফল উৎপাদন করে।

যে বীজ এইরূপে পরিপক্ক হয়, তাহা মৃত্তিকাস্থ হইয়া আবশ্যকীমত বায়ু, জল ও তেজ প্রাপ্ত হইলেই, অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। প্রথমে কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে, পরে বীজের যে স্থানকে 'চোক' বলে, সেই স্থান বিদীর্ণ হইয়া সূত্রের ন্যায় এক একটি অঙ্কুর বহির্গত হয়। অনন্তর, সেই অঙ্কুর ২ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ মৃত্তিকার মধ্যে গিয়া মূল হয়, আর এক ভাগ ঊর্দ্ধগামী হইয়া কাণ্ডশাখাদিরূপে পরিণত হয়।

এস্থলে একটি অঙ্কুরিত বীজের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। এই বীজ বিদীর্ণ হইয়া ক, খ, চিহ্নিত দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে যে বৃক্ষ লতা বা তৃণ উৎপন্ন হইয়াছে, গ, তাহার মূল এবং ঘ, তাহার কাণ্ড। সকল বীজের অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে সমান কাল আবশ্যক করে না। সর্ষপের অঙ্কুর এক দিবসেই উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু গোলাপের বীজ অঙ্কুরিত হইতে ন্যূনাধিক ২ দুই বৎসর আবশ্যক করে।

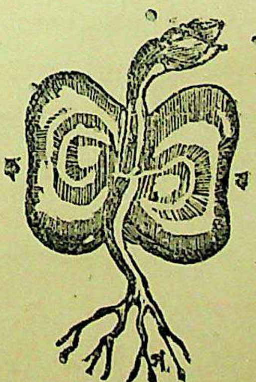

পরিপক্ক বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি সহজে নষ্ট হয় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

২,০০০।৩,০০০ দুই তিন সহস্র বৎসরের পুরাতন বীজও অঙ্কু হইতে দেখা গিয়াছে। মিশর দেশের এক সমাধি-ক্ষেত্রে ৩,০০০ সহস্র বৎসরের একটা পলাণ্ডু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তাহা হ উত্তম পলাণ্ডু-বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। এ প্রকার কত ফল অ যে, অতি প্রখর তেজেও তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট করি পারে না।

কতকগুলি উদ্ভিদের পুষ্প হয় না; সুতরাং তাহাদের উৎপত্তির নি এরূপ নয়। তাহাদের ত্বক্, পত্র অথবা অন্য কোন স্থ এক প্রকার অতিক্ষুদ্র পদার্থ থাকে, তাহাই বীজবৎ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ উৎপাদন করে।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

উষ্ণ-প্রস্রবণ।

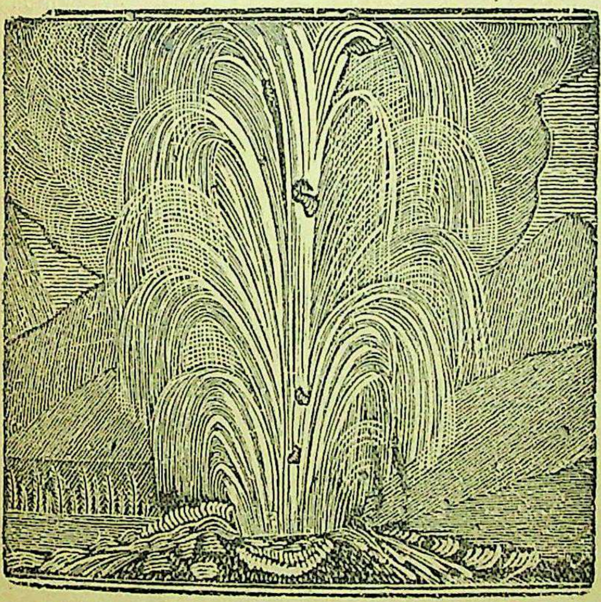

পৃথিবীর কত স্থানে কত প্রকারই অদ্ভুত পদার্থ আছে, এবং তদ্দ্বারা কতই বা আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে! স্থানে স্থানে ভূ-মণ্ডলের অভ্যন্তর হইতে যে জল-প্রবাহ নির্গত হয়, তাহার নাম প্রস্রবণ। যে সকল প্রস্রবণের জল স্বভাবতঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, তাহার নাম, উষ্ণ-প্রস্রবণ; ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে সীতাকুণ্ড নামে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে, তাহা লোকের অবিদিত নাই। পাটনা জেলার অন্তর্গত রাজগিরে অনেকগুলি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। সে সমুদায়ের প্রচলিত নাম কুণ্ড। তথাকার দুইটি পর্ব্বতের নাম বৈভার ও বিপুল। বৈভার পর্ব্বতের পূর্ব্ব পাদে গঙ্গাযমুনা-কুণ্ড, অনন্তঋষি-কুণ্ড, সপ্তঋষি-কুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, কশ্যপঋষি-কুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড ও মার্কণ্ড-কুণ্ড। বিপুল গিরির পশ্চিম পাদে চন্দ্রমা-কুণ্ড, রাম-কুণ্ড, শৃঙ্গীঋষি-কুণ্ড, সীতা-কুণ্ড, সূর্য্য-কুণ্ড ও গণেশ কুণ্ড।

পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডেও অনেকানেক উষ্ণ-প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আইসলণ্ড দ্বীপে যত, এত আর কুত্রাপি নাই; এবং তথাকার কতকগুলি প্রস্রবণের জল যেরূপ তেজে নির্গত হয়, অন্য কোন স্থানের প্রস্রবণের সেরূপ তেজ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ কোন কোন পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী ভূমি হইতে, অনেকগুলি পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে, আর কয়েকটা শিখর-দেশের নিকট হইতে বহির্গত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্বীপে যত উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে, তাহাদের মধ্যে গয়সের নামে বিখ্যাত ৩।৪ তিন চারিটি প্রস্রবণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তন্মধ্যে আবার দুইটি বিশিষ্টরূপে প্রসিদ্ধ, মহাগয়সের ও নবগয়সের। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে মহাগয়সের নামক প্রস্রবণের-চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।

তথায় মৃত্তিকাময় প্রাকারে পরিবেষ্টিত এক বৃহৎ কুণ্ড আছে। যখন স্থির থাকে, তখন তাহার জল বিলক্ষণ উষ্ণ ও কাচের ন্যায় নির্ম্মল এবং তাহা হইতে সর্ব্বদা জলীয় বাষ্প ও অল্প অল্প

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বুদ্‌বুদ্ উঠিয়া থাকে। কুণ্ডের পরিধি অর্থাৎ বেড় ন্যূনাধিক ১০০ এক শত হস্ত, কিন্তু তাহার জল অধিক গভীর নয়। যখন কুণ্ড পরিপূর্ণ থাকে, তখন ৩ তিন হাতের অপেক্ষা অধিক জল থাকে না। তাহার মধ্যস্থলে ন্যূনাধিক ৫৪ চোয়ান্ন হস্ত গভীর একটা কূপ আছে, সেই কূপ আড়ে ৬ ছয় হাত। কিন্তু মুখের নিকট ক্রমে প্রশস্ত হইয়া কুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে।

আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে যেমন উষ্ণ জল ও জলীয়-বাষ্পাদি প্রচণ্ডবেগে নির্গত হয়, উল্লিখিত প্রস্রবণ হইতেও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ হইয়া থাকে। প্রথমে ঘন ঘন কামানের শব্দের ন্যায় ঘোরতর গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করা যায়, তৎক্ষণাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, পরক্ষণেই কুণ্ডের জল উত্তরোত্তর প্রবলরূপে ফুটিতে থাকে; অবশেষে জল ও বাষ্পাদি সহসা উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত বাষ্প এত ঊর্দ্ধে উঠে যে, প্রায় ৮ আট ক্রোশ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে জল ও বাষ্প বারংবার নির্গত হইবার পর একটা প্রকাণ্ড জল-প্রবাহ প্রভূত বাষ্প রাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে বহুদূর উত্থিত হইয়া থাকে। সে সমস্ত অত্যদ্ভুত বৃহদ্‌ব্যাপার দৃষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভূরি ভূরি বাষ্পরাশি ঘূর্ণিত হইতে হইতে উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে, এবং সেই সঙ্গে ঊর্দ্ধগামী জল প্রবাহ সকল কম্পিত হইতে হইতে ফেনাকার হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সেই ফেনের কিয়দংশ বাষ্প হইয়া যায়। অবশিষ্ট ভাগ পৃথিবীতলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব ফেন-বর্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ভূ-মণ্ডলে ইহার তুল্য সুদৃশ্য আশ্চর্য্য ব্যাপার অতি বিরল। কুণ্ডের জল নির্গত ও উত্থিত হইবার সময়ে নানাবিধ মনোহর বর্ণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধারণ করে। কখন কখন উৎকৃষ্ট নীলবর্ণে, কখন কখন উজ্জ্বল হরিদ্‌বর্ণে, এবং অধিক দূর উত্থিত হইলে শুদ্ধ শ্বেত বর্ণে শোভা পায়। ঊর্দ্ধগামী প্রবাহ সমুদায় নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, সহস্র সহস্র পরম শোভাকর শুভ্রবর্ণ জলধারা উৎপাদন করে। তন্মধ্যে কতকগুলি ধারা ঠিক সরলভাবে উত্থিত হয়, আর কতকগুলি ধারা সুন্দররূপ বক্রভাবে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করে। ঐ সকল জলধারার বেগ এরূপ প্রবল যে, তাহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, সে প্রস্তর তৎক্ষণাৎ ভূ-মণ্ডলে পতিত না হইয়া, কিয়দ্দূর জলের তেজে ঊর্দ্ধগামী হয়। কুণ্ড হইতে কিয়ৎকাল এইরূপ জল নির্গত হইয়া নিবৃত্ত হয়; তখন সেই কুণ্ড একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। পরে আবার জল উঠিয়া পূর্ব্ববৎ স্থির হইয়া থাকে।

ঐ কুণ্ডের জল এত তপ্ত যে, পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা অগ্নি ব্যতিরেকে ঐ জলে মাংস পাক করিয়া খায়। তাহারা একটি পাত্রে শীতল-জল-সংবলিত মাংস পূরিয়া ঐ কুণ্ডের উষ্ণ জলে সেই পাত্র স্থাপন করে। ইহাতে মাংস পাক হয়, আর অগ্নি আবশ্যক করে না।

কত দেশে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। পূর্ব্বোক্ত আইস্‌লণ্ড দ্বীপেই পরস্পর নিকটবর্ত্তী এমন দুই অদ্ভুত প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে যে, যখন তাহার একটা হইতে জলধারা সকল উত্থিত হইতে থাকে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতীয় প্রস্রবণ হইতে কিছুমাত্র জল নির্গত হয় না, এবং তৎপরে যখন ঐ দ্বিতীয় প্রস্রবণ হইতে জলধারা নির্গত হয়, তখন প্রথমোক্ত প্রস্রবণ হইতে একটিও ধারা উত্থিত হয় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে উভয় কুণ্ডের জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া পরম কৌতুক উৎপাদন করে। ইহা দেখিয়া আপাততঃ অদ্ভুত বোধ হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

সমুদ্রের গর্ভমধ্যেও ঐরূপ অনেকানেক উষ্ণ-প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে। কোন কোনটার জলধারা সতেজে নির্গত হইয়া, সমুদ্রের উপরিভাগস্থ জল অপেক্ষাও অধিকতর ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে।

কোন কোন্ প্রস্রবণ হইতে জলের সহিত এরূপ দাহ্য পদার্থ সকল নির্গত হয় যে, তাহা অগ্নিসংযুক্ত হইবামাত্র জ্বলিয়া উঠে। তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন জলই জ্বলিতেছে।

যে যে প্রদেশে আগ্নেয়-গিরি আছে, অথবা পূর্ব্বে কোন কালে ছিল, কিংবা যেখানে অগ্নি-ঘটিত অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক উৎপাতের ঘটনা হইয়াছিল, সেই সেই প্রদেশেই অনেক উষ্ণ-প্রস্রবণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বোধ হয়, যেরূপে আগ্নেয়-গিরি উৎপন্ন হয়, উষ্ণ-প্রস্রবণও সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, অবনীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নিময় মহাসাগরের তরঙ্গ লাগিয়া, তাহার উপরিস্থিত কঠিন আবরণ স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া ছিদ্র উৎপন্ন হয়, এবং পৃথিবীর গর্ভস্থিত উষ্ণ-জল সেই ছিদ্র দিয়া, নির্গত হইয়া, উষ্ণ-প্রস্রবণ উদ্ভাবন করিয়া থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তর সাতিশয় উষ্ণ। যে স্থান হইতে যে প্রস্রবণের জল উৎক্ষিপ্ত হয়, সে স্থান যেমন উষ্ণ, সে প্রস্রবণের জলও তদনুরূপ উষ্ণ হইয়া থাকে। জল যত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া [illegible] তদপেক্ষা অধিক উষ্ণ হয়, তাহা হইলে, সেই প্রস্রবণের জল নির্গত হইবামাত্র বাষ্প হইয়া যায়।

এই সমস্ত অদ্ভুত বিষয় সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই অচিন্ত্য শক্তি ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুপম কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। তিনি সৃষ্টিকালে যে যে বস্তুকে যে যে গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের সেই সেই গুণ দ্বারা এই সমুদায় অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে।

প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার।

একালি পর্য্যন্ত জনসমাজে যেরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে সর্ব্বদেশীয় লোকদিগকে প্রধান ও নিকৃষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে হইয়াছে। বিদ্যা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতর-বিশেষই এরূপ শ্রেণী-ভেদের মূলীভূত। এ প্রকার শ্রেণী-ভেদ হইলে, সুতরাং কাহাকেও বা সেবক অর্থাৎ ভৃত্য, কাহাকেও বা সেব্য অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্র কেহই নহে, উভয়েই পরতন্ত্র। উভয়েই পরস্পর-সাহায্য-সাপেক্ষ। প্রভু আপনার অর্থ দিয়া ভৃত্যের আনুকূল্য করেন, ভৃত্য তদ্‌বিনিময়ে পরিশ্রম দিয়া প্রভুর উপকার করে। অতএব ভৃত্যকে হেয় ও জঘন্য জ্ঞান করা প্রভুর পক্ষে উচিত নয়, প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করাও ভৃত্যের পক্ষে বিধেয় নয়। তাঁহাদের পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তদ্‌বিষয়ে দুই চারি কথার উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। অগ্রে প্রভুর কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ ভৃত্যের কর্ত্তব্য লিখিত হইতেছে।

ভৃত্যদিগের প্রতি সতত সদয় ব্যবহার করা উচিত। তাহাদিগকে প্রহার ও প্রভুত্ব প্রদর্শন এবং তাহাদের প্রতি পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে। তাহাদের প্রতি এরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে, তাহাদের অনুরাগ-বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোষ ও বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়া থাকে। মান অপমান ও সুখ দুঃখ বোধ সকলেরই তুল্যরূপ, এই পরম কল্যাণ-কর যথার্থ তত্ত্ব প্রভুদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

ভৃত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া, তাহাদের উপর অত্যাচার করা কোন মতে উচিত নয়। তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ, বাৎসল্য ও সৌজন্য প্রকাশ করা এবং যখন যে বিষয়ে আদেশ করিতে হয়, তাহা প্রসন্নভাবে অকর্কশ মৃদু বচনে করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহারা যদি প্রভুর কার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া উচিত মত ব্যবহার করে, তাহা হইলে, তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপ যত্ন ও আদর করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহাদের শরীর অসুস্থ ও অস্বচ্ছন্দ হইলে, তৎপ্রতীকারার্থে সম্যগ্‌রূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তাহারা কোন দুর্ব্বিপাকে পতিত হইলে, উদ্ধার করা বিধেয়; তাহাদের ক্লেশনিবারণ ও অবস্থার উন্নতি-সাধনার্থ সুমন্ত্রণা প্রদান করা আবশ্যক। এদেশে অনেক ব্যক্তি ভৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ কটূক্তি ও কঠোর ব্যবহার করেন, তাহা অত্যন্ত গর্হিত। তাঁহারা অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি যেরূপ অকথ্য অশ্রাব্য শব্দসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে, লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ভদ্রলোকের ভদ্রতা-গুণের ব্যতিক্রম হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। একারণ এদেশে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সহিত সহবাস, ও কথোপকথন করা যথার্থ ভদ্র-প্রকৃতি সুশীল ব্যক্তির পক্ষে কঠিন কর্ম্ম। অন্যের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা করিলে যে স্বকীয় স্বভাবকে কলঙ্কিত করা হয়, ইহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহার অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভৃত্যের অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর অত্যাচারে ভৃত্যের তত হইতে দেখা যায় না। অপহরণ ও বিশ্বাসঘাতকতা যে ভৃত্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কর্ম্ম, ইহা বলা বাহুল্য। তাহারা স্বামি-কর্ত্তৃক যে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। স্বামীকে সম্যক্ প্রকারে সমাদর করা ও তাঁহার সন্তোষ-সাধনার্থে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। নিতান্ত চাটুকার হওয়া দূষণীয় বটে, কিন্তু ন্যায়ানুগত আচরণ দ্বারা প্রভুর সন্তোষ সম্পাদনার্থ যত্নবান্ থাকা কদাচ দূষ্য নহে, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। প্রভুর কার্য্য নিজ কার্য্য জ্ঞান করা, প্রভুর সম্পদে সম্পদ্ ও বিপদে বিপদ্ বোধ করা, প্রভুর দুঃসময় ঘটিলে, সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করা এবং প্রভুর উপকার করিতে পারিলে, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া প্রফুল্ল ও প্রসন্নচিত্ত হওয়া, প্রভুপরায়ণ পুণ্যশীল সেবকের প্রধান কর্ম্ম। প্রভুর কার্য্যে অবহেলা করিয়া আত্মকার্য্য সাধন করা এবং প্রভু-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে যে সময়ে প্রভুর কর্ম্ম বিহিত, সে সময় কর্ম্মান্তরে ক্ষেপণ অথবা নিরর্থক গল্প করিয়া নষ্ট করা, কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নয়। প্রভু কোন কার্য্যে প্রেরণ করিলে, অনেকে যে স্থানান্তরে ও কার্য্যান্তরে কালক্ষেপ করিয়া আইসে, উহা কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত দূষ্য ও ঘৃণাকর। এরূপ আচরণ নিতান্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ। প্রভুর কার্য্যে যত্ন ও অনুরাগ থাকিলে, এরূপ ব্যবহার করিতে কোনরূপে প্রবৃত্তি হয় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দীপ-মক্ষিকা।

জগদীশ্বর কত স্থানে কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কত বস্তুকে কত প্রকার মনোহর শোভাতেই বা শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন! এ দেশে খদ্যোতিকা ও অন্য দু' একটা জন্তুকে অন্ধকারে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়। অন্ধকারময়ী রজনীতে খদ্যোত-পরিবেষ্টিত বৃক্ষ সমুদায় অতীব সুদৃশ্য। বোধ হয়, যেন অগণ্য হীরক-খণ্ড বৃক্ষোপরি শোভা পাইতেছে। কিন্তু এই পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠায় যে পরম সুন্দর পতঙ্গের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহার প্রখর জ্যোতিঃ দৃষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঐ পতঙ্গের নাম দীপ-মক্ষিকা। এক একটা দীপ-মক্ষিকার এত আলো যে, তাহাতে অতিমাত্র ক্ষুদ্র অক্ষরও পড়িতে পারা যায়, এবং কোন কাষ্ঠ-খণ্ডের অগ্রভাগে কয়েকটা একত্র বদ্ধ করিলে, প্রায় মসালের ন্যায় দেখায়। ঐ প্রখর জ্যোতিঃ তাহাদের মস্তক হইতে নির্গত হইতে থাকে। মস্তক দীর্ঘাকার, মৎস্যের পটকার ন্যায় স্বচ্ছ এবং অল্প অল্প লোহিত ও হরিদ্বর্ণ চিহ্নে চিহ্নিত। মস্তক অপেক্ষা আর আর অঙ্গের বর্ণ অধিকতর উজ্জ্বল।

মেরিয়ান্ নামে একটি বিবি পতঙ্গজাতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি দীপ-মক্ষিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিয়াছেন, "আমেরিকার আদিম নিবাসী কতিপয় ব্যক্তি আমাকে কতকগুলি দীপ-মক্ষিকা আনিয়া দিয়াছিল। আমি একটি বাক্সের মধ্যে তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম; তখন তাহাদের এই জ্যোতিঃ-প্রকাশকতা-গুণ জানিতে পারি নাই। রাত্রিকালে শয়ন করিয়া আছি, হঠাৎ একটা শব্দ শ্রবণ করিয়া, শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলাম। ঐ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

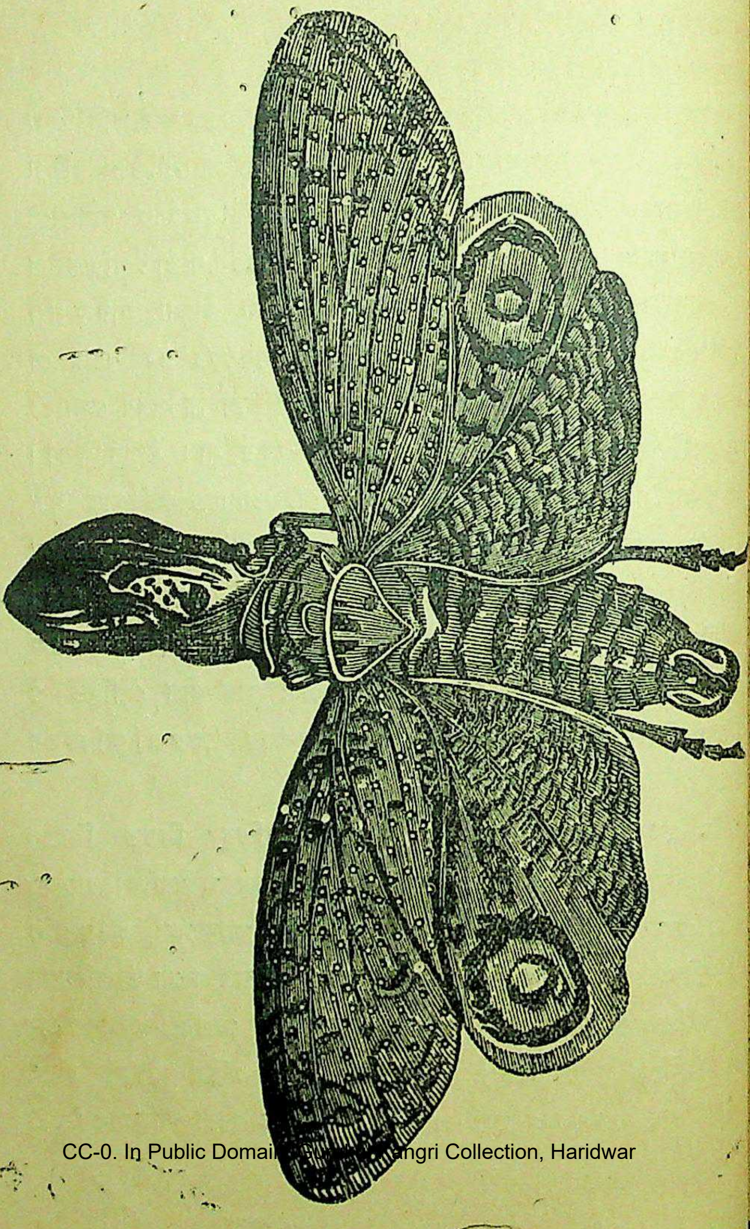

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাক্স হইতে শব্দ বহির্গত হইতেছে, ইহা নিরূপণ করিয়া, সত্বর তাহা উদ্ঘাটন করিলাম। উদ্ঘাটন করিয়া দেখি, তাহা হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখা সকল নির্গত হইতেছে। ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া বাক্স ফেলিয়া দিলাম। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই আমার বিস্ময় দূর হইল, তখন এই আশ্চর্য্য জ্যোতির প্রশংসা করিতে করিতে দীপ-মক্ষিকাদিগকে পুনর্ব্বার সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম।”

দীপ-মক্ষিকা অনেক প্রকার। তন্মধ্যে এ স্থলে যে প্রকারের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত করা গেল, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমেরিকার দক্ষিণখণ্ড ইহাদের জন্মস্থান ; বিশেষতঃ তাহার অন্তঃপাতী সরিনাম দেশে অনেক পাওয়া যায়। চীন দেশে এক প্রকার আছে, তাহাও উত্তম ; কিন্তু আমেরিকার দীপ-মক্ষিকা অপেক্ষায় ছোট।

কতকগুলি মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তুরও এইরূপ শরীর হইতে নির্গত পদার্থ-বিশেষের জ্যোতিতে এক এক সময়ে সমুদ্র আলোকময় হইয়া উঠে। কোন কোন উদ্ভিজ্জ হইতেও সময়-বিশেষে এইরূপ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় কবিগণ কাব্য-বিশেষে তাহার প্রসঙ্গও বর্ণনা করিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন।

একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা যেমন মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, এমন আর কোন জন্তুর নয়। যদিও অন্যান্য প্রাণীরও এরূপ স্বভাব দৃষ্টি করা যায় যে, তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থান ও একত্র গমনাগমন করিতে ভাল বাসে, কিন্তু মনুষ্য যেরূপ সকল বিষয়েই পরস্পর-সাপেক্ষ, অন্য কোন প্রাণী সেরূপ নয়। আমাদিগের সকল বিষয়েই অন্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের আবশ্যক, তাহাই অন্যের যত্ন-সাধ্য ও অন্যের সাহায্য-সাপেক্ষ। এমন কি, যে দেশে বা যে জনপদে বাস করা যায়, তত্রত্য লোকে যে পরিমাণে কর্ম্মদক্ষ, জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মশীল হয়, সেই পরিমাণে আমাদেরও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। কৃষকেরা কৃষি-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উত্তমরূপ শস্য, ফল, মূলাদি উৎপাদন করিতে না পারিলে, আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি না। শিল্পকারেরা শিল্পকার্য্যে সুদক্ষ হইয়া সুখ-সম্ভোগের উপযোগী উত্তমোত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিতে না পারিলে, এবং নাবিক ও বণিক্‌গণ স্ব স্ব ব্যবসায়ে পারদর্শী হইয়া, নানাদেশীয় দ্রব্যজাত আনয়ন করিতে পারগ না হইলে, আমরা সে সমস্ত সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই না। স্বদেশে উত্তমোত্তম বিদ্যালয় সংস্থাপিত ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ প্রচলিত না থাকিলে, উৎকৃষ্টরূপ বিদ্যাশিক্ষার সম্ভাবনা থাকে না। স্বদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে নানাপ্রকার কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ থাকিলে, তাহাদের সহবাসে থাকিয়া যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা দুরূহ হইয়া উঠে। যদি কোনও জ্ঞানাপন্ন ধর্ম্ম-শীল ব্যক্তি অধার্ম্মিক মূর্খ লোকের সহিত নিরন্তর একত্র বাস

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করেন, তাহা হইলে, কোন ক্রমেই সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারেন না। তিনি আত্মসদৃশ সদ্বিদ্যাশালী, ধার্ম্মিক লোকের প্রতিবাসী হইলে যে প্রকার পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, অজ্ঞান অধার্ম্মিক লোকে পরিবেষ্টিত থাকিলে, কোন মতেই সেরূপ সুখ-সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন না।

অতএব জনসমাজে অবস্থিতিপূর্ব্বক অপর সাধারণের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে উন্নতিসাধনার্থ চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল নিজের ও নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের কর্ম্ম নয়। প্রতিদিবস আপন আপন নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থ ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বদেশের লোকের জ্ঞান, ধর্ম্ম. সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি পায়, কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সমুদায় সংস্থাপিত হয়, এবং রাজ-নিয়ম সংশোধিত ও সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তদর্থে সচেষ্ট হওয়া উচিত। স্বীয় পরিবার প্রতিপালনের ন্যায় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থ যত্ন, পরিশ্রম ও বুদ্ধি পরিচালন করাও যে মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। তাঁহারা ইতর প্রাণীর ন্যায় কেবল লোভ-কামাদি রিপু সমুদায়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা ব্যস্ত। পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ভূ-মণ্ডলস্থ অন্যান্য সমস্ত জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যকে বিশিষ্টরূপ শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন; তাহার মত কি কার্য্য করিতেছি, ইহা সকলেরই এক একবার চিন্তা করা উচিত। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোন্নতি হয়, ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং ইহাই তাঁহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। এই পরম মনোহর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, কার্য্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করা সকলের পক্ষে বিধেয়। আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করা যেমন আবশ্যক, সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া স্বদেশের দুঃখ-বিমোচন ও সুখ-সম্পাদনার্থে যত্ন ও চেষ্টা করাও সেইরূপ আবশ্যক।

পৃথিবীর গতি।

চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী-বায়ুরাশি-সংবলিত সমুদায় ভূ-মণ্ডল শূন্যমার্গে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীকে আপাততঃ অচলা বোধ হয়; কিন্তু ইহা অচলা নহে, প্রতিঘণ্টায় প্রায় ২৯, ৯০০ উনত্রিশ হাজার, নয় শত ক্রোশ গমন করতঃ এক বৎসরে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীর এই গতিকে বার্ষিক গতি কহে। শকট চলিবার সময়ে যেমন তাহার চক্র সকল ঘূর্ণিত হইতে হইতে যায়, পৃথিবীও সেইরূপ আপনা আপনি আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এক অহোরাত্রে একবার আবর্ত্তন করা হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে আহ্নিক গতি কহে। পৃথিবী আপনা আপনি আবর্ত্তন করিতে করিতে তাহার যে ভাগ যখন সূর্য্যাভিমুখে আইসে, তখন সে ভাগে দিন ও অন্য অন্য ভাগে রাত্রি হয়। এক এক বার আবর্ত্তন করিতে ৬০ ষাট দণ্ড লাগে, এই হেতু দিন-মান ও রাত্রিমান উভয়ে ৬০ ষাট দণ্ড।

যে দিকে নৌকা চলে, নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের বোধ হয়, তাহার বিপরীত দিকে তীরস্থ বৃক্ষাদি চলিতেছে। সেইরূপ পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়া বোধ হয়, যেন সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উদয় হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক উহা সূর্য্যের গতি নহে; পৃথিবীর গতি হইতেছে বলিয়া, বোধ হয়, যেন সূর্য্য চলিতেছে।

আমরা বৎসর ও দিবস বিভাগ করিয়া ঋতু, মাস, বার ও প্রহর, দণ্ড, পল, অনুপল প্রভৃতি গণনা করিয়া থাকি। পৃথিবী সমান বেগে ভ্রমণ ও আবর্ত্তন করে বলিয়া, আমরা তৎসংক্রান্ত ভবিষ্যৎ ঘটনা সকল গণনা করিয়া বলিতে পারি এবং আমাদের বিষয়কার্য্যের তদনুযায়িনী ব্যবস্থা করিয়া যথাকালে তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। পৃথিবীর গতির এইরূপ নিয়ম না থাকিলে, কোন্ সময়ে রাত্রি-শেষ ও দিবাবসান হইবে, এবং কোন্ সময়ে ঋতু-পরিবর্ত্তন হইবে, কিছুই জানিতে পারিতাম না; সুতরাং বিষয়কার্য্য ও আচার-ব্যবহারের সুনির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা করিতে সমর্থ হইতাম না। ইহা হইলে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যের বিষম ব্যতিক্রম ঘটিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ দুর্ঘট হইয়া উঠিত। অতএব পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর পৃথিবীর বার্ষিক ও আহ্নিক গতি-সম্বন্ধীয় সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য কল্যাণকর কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এক এক সূক্ষ্ম সূত্রে কত প্রকার কল্যাণই উৎপাদন করিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শিম্পাঞ্জি নামক বনমানুষ।

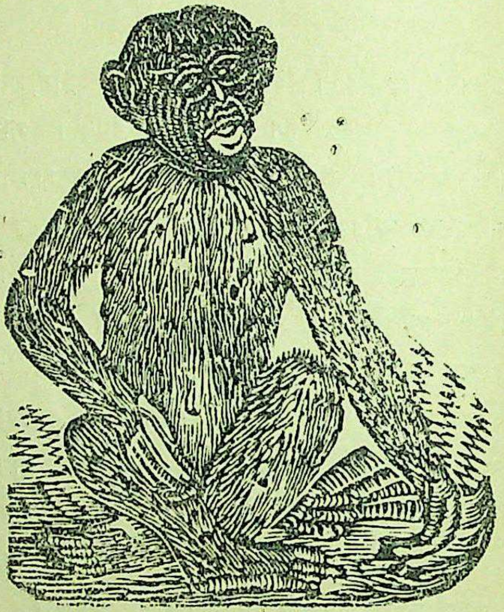

ভারতীয় মহাসাগরবর্ত্তী সুমাত্রা, মালাকা, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি কয়েক উপদ্বীপ গিবন-নামক বনমানুষের জন্মস্থান। ইহাদের সর্ব্বশরী মোটা লোমে আচ্ছাদিত। কিন্তু মস্তক, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে লোম যত ঘন, বক্ষঃ ও উদরের লোম তত নয়। ঘাড় ছোট, কি বিলক্ষণ স্থূল। শৈশবাবস্থায় মস্তক গোল ও ললাট কিছু উ থাকে, কিন্তু বড় হইলে আর সে প্রকার থাকে না। কাণ ছো নাক চেপ্টা, এবং ওষ্ঠ উচ্চ ও পাতলা। মুখে কিঞ্চিৎ নীলের আ আছে। ইহাদের বাহু এত দীর্ঘ হয় যে, দণ্ডায়মান হইলে, হস্তের অঙ্গু মৃত্তিকা স্পর্শ করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শরীরের গঠন বিষয়ে মনুষ্যের সহিত ইহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে বনমানুষ বলে। প্রত্যেক হস্তে এক এক অঙ্গুষ্ঠ থাকাতে, ইহারা তদ্দারা আহার-দ্রব্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করিতে পারে এবং মনুষ্যের কর্ম্মানুরূপ অনেক কর্ম্মসাধন করিতে সমর্থ হয়। ইহারা দুই পায়ে দণ্ডায়মান হইয়া অসুন্দররূপে গমন করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ পটু নহে। ইহাদের শরীরের ভাব বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ হয়, ইহারা বনে বাস করিয়া ফল ভক্ষণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিবে, এই অভিপ্রায়ে, পরমেশ্বর ইহাদিগকে বৃক্ষশাখায় আরোহণপূর্ব্বক ফল চয়ন করিবার উপযুক্ত হস্ত পদ প্রদান করিয়াছেন।

ইহারা শৈশবাবস্থায় মৃদুস্বভাব থাকে; কিন্তু বড় হইলে যেমন বলশালী হয়, তেমনি হিংস্র ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে।

ডাক্তার এবল সাহেব এসিয়াটিক রিসর্চ্চ নামক পুস্তকের পঞ্চদশ খণ্ডে একটি বনমানুষ-বধের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার বল ও পরাক্রমের বিষয় শ্রবণ করিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কোন জাহাজের মাল্লারা সুমাত্রা দ্বীপের পশ্চিমোত্তর ভাগে এক বৃক্ষের উপর একটা বনমানুষ দৃষ্টি করিয়া, ক্রমে তাহার নিকট গমন করিল। সেটা তাহাদিগকে দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল এবং কিছু দূরে কতকগুলি বৃক্ষ একত্র ছিল, সেই দিকে গমন করিতে লাগিল। কখন কখন মনুষ্যের ন্যায় সোজা হইয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে হস্তের অথবা বৃক্ষশাখার উপর ভর দিয়া গমনের বেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এইরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া এক লম্ফে একটা বৃক্ষের উচ্চতর শাখায় আরোহণ করিল এবং ত্বরান্বিত হইয়া বানরের ন্যায় শাখায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শাখায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। মাল্লারা বারংবার বন্দুক লইয়া তাহার শরীরে একাদিক্রমে পাঁচ গুলি নিক্ষেপ করিল। তাহাতে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং একটা বৃক্ষের শাখায় হেলান দিয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল। মাল্লারা তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত সেই বৃক্ষ ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বৃক্ষ ছিন্ন হইয়া পতিত হইতেছে এমন সময়ে, উক্ত বনমানুষ অন্য একটা বৃক্ষে পলায়ন করিল। এমন তেজে তাহাতে আরোহণ করিল যে, বোধ হইল, যেন তাহার বলের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এইরূপ একাদিক্রমে বৃক্ষে বৃক্ষে গমন করিতে লাগিল; সুতরাং তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত মাল্লাদিগকে এক এক করিয়া সমুদায় বৃক্ষ কর্ত্তন করিতে হইল। পরে যখন নিকটে আর বৃক্ষ না দেখিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইল, তখন মাল্লারা সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে পরাস্ত করিল। অবশেষে যখন মৃত্যুদশা উপস্থিত, তখনও এমন একটা বল্লম ধরিয়া অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া ফেলিল যে, অতিমাত্র বলশালী ব্যক্তিরাও তাহা ভগ্ন করিতে সমর্থ হয় না। সেই বনমানুষের শরীর কিঞ্চিৎ ৫ পাঁচ হস্ত দীর্ঘ ছিল।

আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ কঙ্গো ও আঙ্গোলা প্রদেশে আর এক প্রকার বনমানুষ আছে, তাহাদিগকে শিম্পাঞ্জি কহে। ৫৬ ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় একটি শিম্পাঞ্জি শিশুর চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। শিম্পাঞ্জির সহিত মনুষ্যের যত বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, অন্য কোন জন্তুর সহিত তত নাই। ইয়ুরোপের অনেক ব্যক্তি আফ্রিকায় আগমন করিয়া, উহাদিগকে দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কহেন, উহারা মনুষ্যের ন্যায় দুই পায়ে দণ্ডায়মান হইয়া চলিতে পারে, বনের মধ্যে বৃক্ষের শাখা-পত্রাদি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একত্র বাস করে, আর যখন অন্য পরাক্রমশালী হিংস্র পশু ইহাদিগকে আক্রমণ করে, তখন হস্তে যষ্টি লইয়া তাহাদিগকে তাড়না করিয়া থাকে। উহাদের সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় কৃষ্ণবর্ণ লোম আছে। কিন্তু মস্তক স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশের লোম যত ঘন, উদর ও বক্ষঃস্থলের লোম তদপেক্ষা অনেক বিরল। মুখ প্রশস্ত, কর্ণ দীর্ঘ, নাসিকা চেপ্টা, ললাট নামাল, কিন্তু ভ্রূর উপরকার অস্থি উচ্চ। পূর্ব্বোক্ত বনমানুষের বাহু ও পাদ যেমন অসঙ্গত দীর্ঘ, শিম্পাঞ্জিদিগের সেরূপ নয়। দণ্ডায়মান হইলে, উহাদের হস্তের অঙ্গুলি জানুদেশ পর্য্যন্ত পড়ে কি না।

শুনা গিয়াছে, এই পশু অনেক বিষয়ে অনেক প্রকার বুদ্ধিকৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। মাণ্ডার সাহেব-প্রণীত "ট্রেজরি অব নেচরেল্ হিস্টরি" নামক গ্রন্থে একটা শিম্পাঞ্জি পশুর বৃত্তান্ত লিখিত আছে। সেটা আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী ননেজ নদের নিকট হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। উক্ত শিম্পাজি চাবি দিয়া দ্বার খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারিত, এবং তাহার সাক্ষাতে যে কেহ যাহা কিছু করিত, তাহারই অনুকরণ করিতে সমর্থ হইত। শুনা গিয়াছে, সে পূর্ব্বে অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ছিল। এমন কি, যে পিঞ্জরে রুদ্ধ ছিল, তাহার তিনটা লৌহদণ্ড ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ক্রোধ হইলে, আপনার কেশ সমুদায় আকর্ষণ ও উৎপাটনপূর্ব্বক ভূমিতলে প্রচণ্ডরূপে বারংবার লুণ্ঠিত হইত। মানুষে মানুষে সাক্ষাৎ হইলে যেমন পরস্পর পরস্পরের করস্পর্শ করে, ঐ শিম্পাঞ্জি বালকগণকে নিকটে দেখিলে, তাহাদিগের করগ্রহণ করিয়া অবিকল সেইরূপ করিত। শুনা গিয়াছে, আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার সময় যে কাপ্তেন তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তিনি বলেন, ঐ শিম্পাঞ্জি, ভোজনকালে মনুষ্যের ন্যায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অবলীলাক্রমে ছুরি, কাঁটা, চামচ্ ও পানপাত্র ব্যবহার করিত। যখন যাহা আহার করিত, তাহা হস্ত দ্বারা ভক্ষণ না করিয়া, কাঁটা ও চামচ্ দিয়া ভোজন করিতেই ভাল বাসিত।

শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান।

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগার-স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে, পূর্ণচন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশ, প্রভৃত মান সম্ভ্রম—কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই অসুখী, সকল বিষয়ে বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তাকুল; কত কষ্টেই তাহার দিনযাপন হয়। তাহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। চিররোগী ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ হইয়া উঠে। তাহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত-চিত্ত। আহার বিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া, কোনক্রমে কষ্টেসৃষ্টে কালহরণ করা তাহাদের নিত্যব্রত হইয়া উঠে। স্বাস্থ্যরক্ষার্থ যত্ন না করা যে কিরূপ দুষ্কর্ম্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন যে, শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট থাকে এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক সুস্থতাও সাতিশয় সুলভ হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষেই উপকারী এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে, শরীর শীর্ণ হয় এবং শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধ রিপু প্রবল হয়, এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া থাকে। যে শিশু সতত সহাস্যবদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না, এবং অর্দ্ধস্ফুট সুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না। প্রখর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বলহীন হওয়ায় মনও নিস্তেজ হয় এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে, শরীর ও মন উভয়েরই গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে, অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে; কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্যের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যদর্শন-পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-রসের সঞ্চার হইতে থাকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মারকতা-শক্তির হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে এবং রোগশান্তি ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধি হওয়ায় কত কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব যখন শরীরের সহিত মনের এ প্রকার নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং শরীর সুস্থ না থাকিলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিতবিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবন-রক্ষা সুখসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই নিমিত্তে শারীরিক স্বাস্থ্যলাভার্থে যত্নবান্ থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীতমনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিহিত হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুন্দররূপে সুস্থ স্বচ্ছন্দ রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই; কারণ শরীর ভগ্ন হইলে ঐ সমস্ত অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরমশ্রদ্ধাস্পদ পিতামাতাকে যন্ত্রণারূপ অগ্নিশিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয়, এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র-কন্যাদিগকে যথানিয়মে প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম্ম হয়, তবে সাধ্যসত্ত্বে শারীরিক নিয়ম অবহেলনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়া ঐ সমস্ত বিপত্তি উপস্থিত করা, অবশ্যই অধর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জল-প্রবেশ, অগ্নি-প্রবেশ ও উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা, আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা, উভয়ই তুল্য, কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব, এই মাত্র বিশেষ। অতএব পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীররক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে।

রোগ ও অকালমৃত্যুঘটিত যাবতীয় ক্লেশ পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। শারীরবিধান-বিদ্যায় যে সমস্ত ব্যবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত থাকে, তন্মধ্যে এস্থলে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর ইতর প্রাণীদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে তৎপ্রতিপালনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাহারা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব শারীরিক কার্য্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নির্ব্বাহ করতঃ সুস্থশরীরে কাল যাপন করে। অতএব এ বিষয়ে তাহাদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে, অশেষ প্রকারে উপকার দর্শিতে পারে। যে যে বিষয়ে তাহাদের শরীরের সহিত আমাদের শরীরের প্রাকৃতিক ঐক্য আছে, সে সে বিষয়ে তাহাদের ব্যবহার আমাদের আদর্শ-স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। সবিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহাদের তত্তদ্‌বিষয়ক ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ। ইতর জন্তুরা স্বভাবতঃ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে। সকলেই পক্ষীদিগকে অঙ্গপ্রক্ষালন ও পক্ষ বিন্যাস করিতে দেখিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। যখন তাহারা পক্ষ সমুদায় পরিষ্কৃত ও বিন্যস্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন, তাহাদিগকে কেমন সুন্দর দেখায় ও কেমন স্ফূর্ত্তি-যুক্ত বোধ হয়। গৃহস্থের গৃহস্থিত বিড়াল গাত্রের লোমগুলি কেমন পরিষ্কৃত ও চিক্কণ করিয়া থাকে। ধেনুগণ কত যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক বৎসের শরীর লেহন করে। অশ্বগণের শরীর মার্জ্জিত করিয়া না দিলে তাহারা, তৃণাদির উপর লুণ্ঠিত হইতে থাকে। বনের প্রায় সমুদায় পশু পক্ষীই পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু মনুষ্যের আলয়ে থাকিলে, নানা কারণে তাহার কিছু কিছু অন্যথা হইতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ। পশুপক্ষীদিগকে আহার অন্বেষণার্থে পরিশ্রম করিতে হয়, ইহাতে শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার্থে অঙ্গ-সমুদায়কে যত চালনা করা আবশ্যক, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর তাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তুর এরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন যে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না, অথচ পরিমিত পরিশ্রম না করিলেও চলে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃতীয়তঃ। প্রত্যেক প্রাণী আপন আপন স্বভাবানুসারে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে। জগদীশ্বর যে যে জন্তুর যে যে খাদ্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই তাহাদিগের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় পুনঃ পুনঃ অতি ভোজন করিয়া পীড়িত হয় না এবং অহিতকারী দ্রব্য আহার করিয়াও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না।

ইতর জন্তু সকল পরমেশ্বর-দত্ত সংস্কার-বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া, এই প্রকার স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা সে প্রকার অভ্রান্ত-সংস্কার প্রাপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া সে বিষয়ের অভাব পরিহার করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধিসহকারে শরীরের স্বভাব, প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজন এবং তাহাদের কার্য্যের রীতি নিরূপণ পূর্ব্বক শারীরিক নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, এবং তাহা পরিপালন করিয়া, অনির্ব্বচনীয় আরোগ্য-সুখ-সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। পশ্চাৎ এ বিষয়ের এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে।

আমাদের গাত্র চর্ম্মে আবৃত। সেই চর্ম্ম লোমকূপে পরিপূর্ণ। এক এক লোম-কূপ শরীরস্থ অনিষ্টকারী দুষ্ট পদার্থ নির্গত হইবার এক এক দ্বার স্বরূপ। তদ্দ্বারা প্রতিদিন ন্যূন কল্পে ॥৴০ নয় ছটাক নির্গত হইয়া থাকে। যদি লোম-কূপ রুদ্ধ হওয়ায়, সেই সকল অনিষ্টকারী পদার্থ বহির্গত হইতে না পায়, তবে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাকে দোষাশ্রিত করে। রক্ত দূষিত হইলে শরীর অসুস্থ হয়। শরীর হইতে যে স্বেদ নির্গত হয়, তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। অবশিষ্ট ভাগ গাঢ় হইয়া লোম-কূপ-সমুদায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোধ করে। অতএব তাহাদিগকে পরিষ্কৃত রাখিবার নিমিত্ত অঙ্গ সকল প্রক্ষালন ও মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যে বস্ত্র, এ প্রকার ছিদ্রযুক্ত ও পরিষ্কৃত যে অনায়াসে স্বেদ শোষণ করিতে পারে; এবং যে বস্ত্রের মধ্য দিয়া স্বেদ বহির্গত হইতে পারে, তাহাই পরিধান করা বিধেয়। নতুবা শরীর অপরিষ্কৃত থাকিলেও যে প্রকার অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিলেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। চর্ম্ম লোমকূপ দ্বারা যেমন শরীরের দুষ্ট পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, সেইরূপ আবার বাহিরের বস্তুও শোষণ করে। অতএব গাত্র ধৌত ও মার্জ্জিত না করিলে, দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এক প্রকার এই যে, লোমকূপ বদ্ধ হওয়াতে, অনিষ্টকর দুষ্ট পদার্থ সকল শরীর হইতে বহির্গত হইতে পায় না; আর এক প্রকার এই যে, গাত্রে যে সকল মলা থাকে, তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগোৎপাদন করে। শরীরস্থ চর্ম্মের এই প্রকার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গাত্র ও বস্ত্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়। যাঁহারা এই প্রকারে এই নিয়ম অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা তৎপ্রতিপালনে যেমন যত্নবান্ হন, ইতর ব্যক্তিদিগের তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রকারে শরীরস্থ মাংসপেশী মস্তিষ্ক প্রভৃতির স্বভাব ও প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, স্বাস্থ্যসাধনার্থ শরীর ও মন অনতিশয় চালনা করা আবশ্যক।

কোন অঙ্গকে নিতান্ত নিশ্চল রাখা উচিত নয়, এবং কোন অঙ্গকে অতিমাত্র চালনা করাও শ্রেয় নহে। উভয়ই দোষ, উভয়েই শরীর রুগ্ণ ও ভগ্ন হয়। সুস্থ-শরীরে উৎসাহ-সহকারে শরীর ও মনকে অনতিশয় চালনা করিলে, আপনাকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ বোধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হওয়ায় অতি বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ভোগ-বিলাসী ব্যক্তিরা তদনুরূপ সুখাস্বাদনে সমর্থ নহেন। তাঁহারা যাহাকে ইন্দ্রিয়সুখ কহেন, তাহা শারীরিক সুস্থতা-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অপেক্ষায় অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

সাংসারিক আচার-ব্যবহারে এ প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে যে, প্রায় সকলেই অঙ্গসঞ্চালন-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত দুই দোষের কোন না কোন দোষে লিপ্ত আছেন। ধনীদিগের মধ্যে অনেকে পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া আলস্য-সলিলে শারীরিক স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জ্জন দেন, নির্ধনেরা ধনোপার্জ্জনার্থে নিয়মাতীত পরিশ্রম করিয়া পরমায়ু হ্রাস করিয়া ফেলেন; এবং বিদ্যার্থীরা শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম করিয়া, শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করেন ও তন্মধ্যে কেহ কেহ চিররোগী হইয়া বহু কষ্টে জীবন যাপন করেন। প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের অনেকানেক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার কিছুকাল পরেই ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হইতে দেখা যায়। সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি না রাখাতে এবং বিদ্যালয়স্থ সমস্ত ছাত্রকে শারীর-বিধান-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আপনাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া না জানাতেই মহানর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

এক্ষণে বিষয় কর্ম্মের যে প্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিষয়ী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল বিষয়কার্য্যেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে অবকাশ পান না। কিন্তু মনুষ্যের সকল প্রধান-বৃত্তিই যথানিয়মে চালনা করা উচিত এবং কিঞ্চিৎকাল পরিশ্রম ও আমোদ প্রমোদ করাও কর্ত্তব্য। তদব্যতিরেকে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া যায় না। যখন পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে গান-শক্তি ও পরিহাস-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন তন্নিবন্ধন বৈধ-সুখ-সম্ভোগ করা কোন মতে গর্হিত নয়। তাহাদিগকে অসৎ বিষয়ে অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনার্থে নিয়োজন করাই অধর্ম্ম। নির্দ্দোষ আমোদ স্বাস্থ্যসাধন পক্ষে অত্যন্ত উপকারী ও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এইরূপে পরিপাক-শক্তি, শোণিত-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া পশ্চাল্লিখিত নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইয়াছে। প্রতিদিন পরিমিত ভোজন ও বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য, শরীর প্রক্ষালন ও পরিমার্জ্জন করা এবং পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কৃত রাখা আবশ্যক। যে গৃহ শুষ্ক, প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত এবং যাহাতে অহোরাত্র বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চার থাকে, তাহাতে বাস করা বিধেয়। সচরাচর মাদক সেবন করা অকর্ত্তব্য, প্রতিরাত্রিতে ৬।৭ ছয় সাত ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক ও মনোমধ্যে উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে না দেওয়া ও উপস্থিত বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই সমুদায় নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা। অপর সাধারণ সকলেরই এই সমুদায় শুভদায়ক আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ থাকা উচিত। সকলে এই সমস্ত নিয়ম পালন করিতে পারিলে, ভূমণ্ডলে রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-লাভ ও তন্নিবন্ধন অশেষ প্রকার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জলস্তম্ভ।

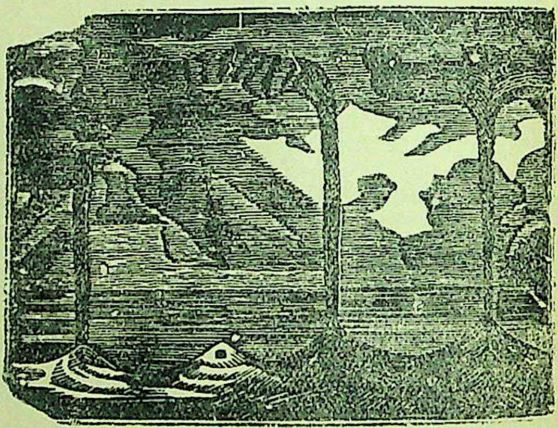

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহাকে জলস্তম্ভ বলে; তাহা এক অদ্ভুত অসামান্য বস্তু।

সমুদ্রের যে স্থানে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তাহার উপরিভাগে নভোমণ্ডলে মেঘ থাকে। প্রথমে প্রবল ঘূর্ণিত বায়ু উপস্থিত হইয়া, তথায় জল অতিমাত্র আন্দোলন করে, এবং চারিপার্শ্বের তরঙ্গ সমুদায় সেই স্থানের মধ্যভাগে অতি দ্রুত আগমন করিতে থাকে। প্রভূত জল ও জলীয় বাষ্প অবিলম্বে রাশীকৃত হইয়া উঠে এবং একটা বাষ্পময় শুণ্ডাকার স্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া, ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং মেঘ হইতেও ঐরূপ আর একটা শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া, তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। যে স্থানে উভয় শুণ্ডের সংযোগ হয়, সে স্থানের বিস্তার ২।৩ দুই তিন ফুট মাত্র। শ্রবণ করা গিয়াছে, যৎকালে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তখন এক প্রকার গম্ভীর শব্দ শ্রুত হইতে থাকে।

সকল জলস্তম্ভ সমান দীর্ঘ নয়; এক একটার দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ১,৭৫০ এক হাজার সাত শত পঞ্চাশ হাত হইয়া থাকে। জলস্তম্ভের পার্শ্ব-দেশ যেমন ঘোরাল দেখায়, মধ্যভাগ সেরূপ নহে। ইহাতে বোধ হয়, উহা শূন্যগর্ভ অর্থাৎ ফাঁপা। উহা সতত এক স্থানে স্থির থাকে না; যে দিকে বায়ু বহে, সেই দিকে চলিয়া যায়। অনেক অনেক জলস্তম্ভ ক্রমশঃ হেলিয়া পড়ে ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে যে বাষ্প-রাশি থাকে, তাহা, বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয়, অথবা সমুদ্রের উপর বৃষ্টি হইয়া পড়ে। জলস্তম্ভ কতক্ষণ থাকে, তাহার নিশ্চয় নাই। কোন কোনটা উৎপন্ন হইবার পর-ক্ষণেই অন্তর্হিত হয়। কোন কোনটা প্রায় এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্তও নষ্ট হয় না। আবার কোন কোনটা উৎপন্ন হইয়া, কিঞ্চিৎকাল দৃষ্টি-গোচর থাকে, পরে আপনিই তিরোহিত হয় এবং পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়। এইরূপে তাহাদের বারংবার আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

কখন কখন স্থলের উপরেও জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়; উহা উৎপন্ন হইবার সময়ে ভূতল হইতে কিছুই উত্থিত হয় না। কেবল মেঘ হইতে একটি বাষ্পময় শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া থাকে। একবার ফরাসী দেশে এরূপ এক বাষ্পময় স্তম্ভ দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা হইতে গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হইয়াছিল, বিদ্যুতের আভা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়াছিল। সেই স্তম্ভ নদী, উপত্যকা ও উচ্চ ভূমির উপর দিয়া এক দিকেই চলিতে লাগিল; কিন্তু কতকগুলি সম্মুখস্থিত পর্ব্বতকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া বেষ্টন করিয়া চলিয়া গেল।

১৭১৮ সতের শত আঠার খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লাঙ্কেশেয়র নামক স্থানে এইরূপ জলস্তম্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সে স্থানের ভূমি দৈর্ঘ্যে ১,৭৫০ এক হাজার সাত শত পঞ্চাশ হাত ও নিম্নে ৫ পাঁচ হাত পর্য্যন্ত একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

১৭৮২ সতর শত বিরাশী শকের ২৮শে শ্রাবণ অপরাহ্লে প্রায় ছয়টার সময়ে কলিকাতার নিকট দুইটি জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়; একটি উহার পশ্চিমাংশে গঙ্গার উপর, অপরটি পূর্ব্বদিকে ধাপানামক জলভাগের উপর দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ সময়ে গগনমণ্ডলে বিস্তৃত মেঘাবলী দৃষ্টিগোচর হয় ও তাহার ঘন ঘন গভীর গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়। যে জলস্তম্ভটি গঙ্গার উপরে আবির্ভূত হয়, তাহার মধ্য দিয়া অতি সূক্ষ্ম জলকণাসমূহ ধারাবদ্ধ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হইয়াছিল। ঐটি ন্যূনাধিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে লীন হইয়া যায়।

যে সময়ে বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত অধিক হয়, সেই সময়েই জলস্তম্ভের উদ্ভব হয়; উহাতে বিদ্যুতের আভা প্রকাশ পায়, গন্ধকের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, আনুষঙ্গিক ঝড় বৃষ্টি ও কখন কখন শিলা-বৃষ্টিও হইয়া থাকে। যে স্থানে উহা পতিত হয়, সে স্থলে গৃহ-বৃক্ষাদি ভগ্ন হইয়া যায়। এই সমুদায় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, পদার্থ-বিদ্যা-বিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিয়াছেন, বিদ্যুৎ যে পদার্থ, সেই পদার্থের প্রভাবে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জলস্তম্ভ দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। নভোমণ্ডলস্থ মেঘাবলী যেন বিশ্বাধিপতির পৃথ্বী-রূপ প্রাসাদের পরম রমণীয় ছাদস্বরূপ প্রতীয়মান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্তম্ভ এবং জলস্তম্ভ যেন প্রকৃত স্তম্ভ হইয়া তাঁহা ধারণ করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোকের এইরূপ এক সংস্কার আছে যে, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেবের ঐরাবত হস্তী শুণ্ড দ্বারা সমুদ্র হইতে জল উত্তোলন করিয়া, পৃথিবীতে বর্ষণ করে। বোধ হয়, কোন সমুদ্র-স্থিত জলস্তম্ভ দৃষ্টে তাঁহাদের এই সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ফলতঃ কি সামান্য, কি অদ্ভুত, কি রমণীয়, জগতে যাবতীয় ব্যাপার একমাত্র অদ্বিতীয় জগদীশ্বরের কার্য্য। সমুদায়ই তাঁহার নিয়মানুসারে উৎপন্ন হয়, তাঁহারই নিয়মানুসারে স্থিতি করে, এবং তাঁহারই আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে।

পরমাণু।

স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর, জল, অস্থি, মাংস, শিরা, রক্ত প্রভৃতি যত জড় বস্তু আছে, সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টি। এই যে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি-বিশিষ্ট আশ্চর্য্য জগৎ, ইহা কেবল পরমাণুপুঞ্জ মাত্র। শিশির-বিন্দু ও বালুকা-কণা যে এত ক্ষুদ্র, ইহাতেও অনেক পরমাণু আছে। সেই সকল পরমাণু এমন সূক্ষ্ম যে, তাহা চক্ষে দেখা যায় না, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করাও যায় না এবং অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও প্রত্যক্ষ করা যায় না।

অদ্যাপি কেহ কোন দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর পৃথক্ করিয়া দেখাইতে পারে নাই; কিন্তু সমুদায় দ্রব্যকে পুনঃ পুনঃ বিভাগ করিয়া ক্ষুদ্র করা যায়, তাহাতে পরমাণু যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ, ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বর্ণকে পিটিয়া এত সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করা যায় যে, তাহার ৩,৬০,০০০ তিন লক্ষ ষাটি হাজার খান পাত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপরে উপরে রাখিলে, এক বুরুল মাত্র স্থূল হয়। এক ভরি স্বর্ণে ৬৭ সাতষট্টি ক্রোশ দীর্ঘ তার প্রস্তুত হইতে পারে। প্লাটীনম্ নামে এক ধাতু আছে, তাহার তার এত সূক্ষ্ম হইতে পারে যে, তাহার ১৪০ এক শত চল্লিশটা একত্র করিলে, এক গাছি রেশমের সমান হয়, এবং ৩০,০০,০০০ ত্রিশ লক্ষটা উপরে উপরে রাখিলে, এক বুরুল স্থূল হয়। রূপার তারের উপর সোনার হল করিলে, সে সোণা যে কত সূক্ষ্ম হয়, তাহা বলা যায় না। উর্ণনাভ যে সূত্র দিয়া জাল প্রস্তুত করে, তাহার এক গাছির মধ্যে ৬,০০০ ছয় হাজার গাছি অতি সূক্ষ্ম সূত্র থাকে; অতএব এই সমুদায় পাত, তার, সূত্র প্রভৃতি যে সকল পরমাণুর সমষ্টি তাহা কত সূক্ষ্ম, বিবেচনা কর।

এক বাটী জলে অত্যল্প লবণ বা চিনি মিশ্রিত করিলে, সমুদায় জল, লবণ বা মিষ্টস্বাদ হয়; সুতরাং ঐ লবণ ও চিনি সমুদায় জলে ব্যাপ্ত হইয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই। সমুদ্রের জলে লবণ আছে, অথচ দেখা যায় না; সমুদ্র হইতে এক বাটী জল তুলিয়া দেখিলে অতি নির্ম্মল বোধ হয়। তাহাতে বিন্দুমাত্রও লবণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সেই জল কোন পাত্রে রাখিয়া জ্বাল দিলে তাহার জলীয় ভাগ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, আর লবণাংশ ঐ পাত্রে লগ্ন হইয়া থাকে। ইহাতে নির্দ্ধারিত হইতেছে, লবণের এ প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সমুদ্রজলে মিশ্রিত থাকে যে, তাহা আমাদের চক্ষুর্গোচর নহে। এক বাটী জলে কিঞ্চিৎ অলক্ত গুলিলে সমুদায় জল রক্তবর্ণ হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক রতি বর্ণকেতে পাঁচ সের জলের রঙ হয়। জলে সাবান ঘর্ষণ করিলে যে বুদ্বুদ উঠে, তাহার উপরকার ছাল এত পাতলা হইতে পারে যে, এক বুরুলের ২৫,০০,০০০ পঁচিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগও হয় কি না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সজীব পদার্থে এ বিষয়ের আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুষ্যের রক্ত সম্পূর্ণরূপে লোহিতবর্ণ নয়। নাড়ীর মধ্যে এক প্রকার জলবৎ স্বচ্ছ পদার্থ আছে, তাহাতে গোলাকৃতি বা ডিম্বাকৃতি রক্তবর্ণ বিন্দু সকল ভাসিতে থাকে। কোন সূক্ষ্ম সূত্রের অগ্রভাগে মনুষ্যের যতটুকু রক্ত লম্বমান থাকিতে পারে, তাহাতে ঐরূপ ১০,০০,০০০ দশ লক্ষ বিন্দু স্থিতি করে। কীটাণু নামে কতকগুলি জন্তু আছে, তাহাদের শরীর ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। তাহারা জল, শিশির, সির্কা, এবং চা, মরীচ, গোধূমাদি অনেক প্রকার শস্য, মূল ও পত্রের ক্বাথ ইত্যাদি নানা দ্রব্যে বাস করে। সামান্য জলে এরূপ কীটাণু আছে যে, তাহাদের কোটী কোটীটা একত্র করিলেও এক বালুকাকণার সমান হয় না। অতি সূক্ষ্ম সূচিকার ছিদ্রপ্রমাণ স্থানে সহস্র সহস্রটা একেবারে সন্তরণ করিতে পারে। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তন্মধ্যে অনেকের শরীর দীর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চে এক বুরুলের ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ এক অন্ত্য ভাগের ২৭ সাতাইশ ভাগ মাত্র। জগদীশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই। হস্তী, অশ্ব, সিংহ ব্যাঘ্রাদির ন্যায় ইহাদেরও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আছে, রক্ত ও নাড়ীশ্রেণী আছে, এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পাকস্থলী আছে। ইহারা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, এবং ইহাদিগের মধ্যে এক জাতি অন্য জাতিকে ভক্ষণ করে। অণুবীক্ষণ * যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করা গিয়াছে, একটা কীটাণু আর একটার উদরমধ্যে চলিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের অবয়বই বা কেমন, ইন্দ্রিয়দ্বারই বা কেমন এবং রক্তস্থ গোলাকার বিন্দু সকলই বা কেমন সূক্ষ্ম!

* অণু—সূক্ষ্ম, বীক্ষণ,—দর্শন। যে যন্ত্রের দ্বারা চক্ষুর অগোচর অতি সূক্ষ্ম জড় বস্তু সকলও দৃষ্টি করা যায়, তাহার নাম অণুবীক্ষণ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেমন জিহ্বার সহিত ভক্ষ্য দ্রব্যের সংযোগ না হইলে, তাহার আস্বাদ পাওয়া যায় না, সেইরূপ গন্ধদ্রব্যের অণু সকল ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্পর্শ না করিলে, ঘ্রাণ পাওয়া যায় না। গন্ধ দ্রব্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; তাহাই নাসিকা-রন্ধ্রে, প্রবিষ্ট হইলে, গন্ধের অনুভব হয়। গৃহমধ্যে কর্পূর রাখিলে, তাহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এক প্রশস্ত গৃহ অর্দ্ধরতি-প্রমাণ মৃগনাভির গন্ধে ২০ কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত আমোদিত ছিল, ইহাতেও যে তাহার কিছুমাত্র ক্ষয় হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। মৃগনাভির যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তাহাই যে আদিম পরমাণু, তাহারই বা নিশ্চয় কি ?

পরমাণু দ্রব হয় না, দগ্ধ হয় না, বিকৃতও হয় না। তাহারা যেমন সৃষ্ট হইয়াছিল, তেমনই আছে। তাহাদের পরস্পর সংযোজন দ্বারা সকল বস্তু রচিত হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে। এই ভৌতিক জগতের যত কাণ্ড দৃষ্টি করা যায়, সমুদায় তাহাদেরই সংযোগ-বিয়োগে ঘটিয়া থাকে। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, ভয়ঙ্কর দাবদাহ এ সমুদায়ই সেই সকল আদিম পরমাণুর কার্য্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নীতি-সূত্র।

১—বিদ্যা পরম ধন ; ধর্ম্ম তাহার উপরের বস্তু।

২—চিরকালই বিদ্যাশিক্ষার কাল ; সে কাল অতীত হয় না।

৩—পরোপকারই পুণ্য ও পরের অপকারই পাপ ; যিনি এই দুইটি মহাবাক্যের মর্ম্মগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার আর ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

৪—সুখ-দুঃখের অনুভব সকলেরই একরূপ, এইটি লক্ষ্য করিয়া লোকের সহিত ব্যবহার করিবে।

৫—তোমার প্রতি লোকের যেরূপ ব্যবহার করা উচিত মনে কর, অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও।

৬—কি ধর্ম্ম কি অর্থ, কি আত্মহিত কি পরহিত, স্বাস্থ্য না থাকিলে কিছুই হয় না।

৭—নিয়মিত অঙ্গচালনা ও পরিমিত ভোজন উত্তম ঔষধ।

৮—দুর্জ্জন-সংসর্গ অপেক্ষা নির্জ্জন-বাস ভাল।

৯—যখন তোমার নিকৃষ্ট-লোকের সহিত সহবাস অভ্যাস হইবে, তখন জানিবে, তুমিও নিকৃষ্ট হইয়াছ।

১০—অল্প ছিদ্র থাকিলেও তদ্দ্বারা বৃহৎ-নৌকা জলমগ্ন হইতে পারে।

১১—সহস্র উপদেশ-বচনের অপেক্ষা একটি সৎকার্য্য-দর্শনের বল অধিক।

১২—আপনার রিপু বশীভূত কর, তাহা হইলে অন্যে তোমার বশীভূত হইবে।

১৩—ক্রোধের পরিণাম শোচনা। ক্রোধী ব্যক্তি আপনার বিষে আপনি জ্বালাতন হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৪—অপ্রিয় বচনের উত্তরে প্রিয় বচন অমৃত সমান।

১৫—যৌবন ও মদ্য এই দুইটি অগ্নির উপর অগ্নি।

১৬—যে স্থানে পান-দোষ প্রবেশ করে, তথা হইতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ই অন্তর্হিত হয়।

১৭—প্রকাশ্যভাবে যাহা না করিতে পার, গোপনে তাহা করিও না।

১৮—যে বিষয় ব্যক্ত করিতে লজ্জা হয়, তাহা মনেও স্থান দিও না।

১৯—অন্যের কৃত যে কার্য্যের নিন্দা কর, আপনি তাহা পরিত্যাগ করিও।

২০—অন্য-কৃত অপরাধ বালুকায় এবং অন্য-কৃত উপকার প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে।

২১—বিপদে ধৈর্য্য এবং সম্পদে ক্ষমা এই দুইটি মনুষ্যের ভূষণ।

২২—মূর্খ ধনী পরম ধনে বঞ্চিত।

২৩—ধনোপার্জ্জনার্থ ইচ্ছামত সকল পথই অবলম্বন করিতে পার; কেবল অন্যায় পথ পরিত্যাগ করিও।

২৪—বুদ্ধিমান্ ধার্ম্মিক লোক অতীব দুর্লভ পদার্থ।

২৫—সত্যের বল মহাবল, পরিণামে সত্যই জয়ী হয়।

২৬ অনেক ইতর জন্তুর সুন্দর কার্য্যনিষ্ঠা দেখা যায়। যে মনুষ্যের বাক্য-নিষ্ঠা নাই, তাহার কার্য্য নিষ্ঠাও নাই; সে, এ অংশে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

২৭—এক মিথ্যা অন্য মিথ্যা প্রসব করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিশিষ্ট।

বিদ্যা—যাহার দ্বারা সত্যাসত্য জানা যায় ; জ্ঞান।

হিতাহিত—ভালমন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল।

ইতর—(১) নীচ, অধম ; (২) অন্য।

অর্ণবযান—সমুদ্র-পোত ; জাহাজ।

বাষ্পীয় পোত—বাষ্পচালিত নৌকা, ষ্টীমার।

ব্যোমযান—শূন্যগামী যান ; বেলুন।

বীক্ষণ—যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরের বস্তু নিকটে বলিয়া মনে হয়।

ধূমকেতু—সূর্য্যতেজে সমুজ্জ্বল, সৌরজগচ্চারী, স্বচ্ছবাষ্প-পরিবেষ্টিত লঘু জ্যোতিষ্ক-বিশেষ।

অন্তরীক্ষ—আকাশ ; শূন্য।

পুরুভুজ—বহুভুজ, জলচর, ক্ষুদ্র প্রাণি-বিশেষ।

মধুক্রম—মৌচাক।

উদ্ভিদ্—যাহা ভূমি ভেদ করিয়া উচ্চদিকে বাড়িতে থাকে ; তৃণ, গুল্ম, তরু ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়সুখ—ভোগসুখ।

অনির্ব্বচনীয়—যাহা বলিয়া উঠা যায় না ; বর্ণনার অতীত।

আনন্দ-নীর—জলে যেমন শরীর নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়, আনন্দে তেমনি অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয় ; সেইজন্য নীরের সঙ্গে আনন্দের তুলনা।

অগ্ন্যুৎপাত—অগ্নি-উৎক্ষেপ ; এস্থলে উৎপাত অর্থ ঊর্দ্ধদিকে পাতিত করা।

পদার্থবিৎ—যাঁহারা জড়ের গুণসমূহ জানেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নির্ভেদ—বিদারণ।

বাড়বাগ্নি—কাল্পনিক সমুদ্রজাত ঘোটকীর মুখনিঃসৃত অগ্নি।

যুগপৎ—একই সময়ে।

প্রত্যুত—বরং।

সিন্ধু-ঘোটক—জলচর জন্তু-বিশেষ। সম্প্রতি কলিকাতায় কৌতুকাগারে একটি মৃত সিন্ধু-ঘোটক রক্ষিত হইয়াছে।

বিপর্য্যস্ত—ব্যতিক্রান্ত; উল্টে পাল্টে যাওয়া।

আততায়ী—ক্রি; "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥"

বীবর—জন্তু-বিশেষ।

প্রাদেশ—বৃদ্ধাঙ্গুলিও তর্জ্জনী বিস্তার করিলে, একের অগ্র হইতে অপরের অগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ; বিঘৎ।

কপিল—পীতের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ পিঙ্গল।

শল্ক—আঁইস।

বেধ—গভীরতা; পুরু দিকের পরিমাণ।

কল্যাণ-বর্দ্ধনার্থ—মঙ্গল-বৃদ্ধির জন্য।

প্রত্যুপকার—প্রাপ্ত উপকারের অনুরূপ উপকার।

কৃতী—সমর্থ; উপযুক্ত; কর্ম্মক্ষম।

আবর্ত্ত—ঘূর্ণজল।

প্রতিহত—প্রতিঘাত-প্রাপ্ত।

বিক্ষিপ্ত—বিস্তারিত।

দুরাকাঙ্ক্ষ—কিছুতেই যাহার আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয় না।

স্পর্শমণি—এই মণির স্পর্শে সমস্ত দ্রব্যই সোণা হইয়া যায়; ইহা কাল্পনিক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অজলমগ্ন—যাহা জলে মগ্ন নয় ।

তিরোহিত—অন্তর্হিত ।

কুসংসর্গ—অসৎসঙ্গ ।

পরমার্থ-পরায়ণ—ধর্ম্ম-পরায়ণ ; ধার্ম্মিক ।

আত্ম-প্রসাদ—"নিষ্পাপ থাকিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অন্তঃকরণে যে অসংকোচ-সংবলিত অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হয়, তাহাকে আত্মপ্রসাদ বলে ।"

দুষ্প্রবৃত্তি—দুষ্ট প্রবৃত্তি ।

প্রতিরূপ—প্রতিমূর্ত্তি ।

অধিষ্ঠানভূত—যাহাতে অধিষ্ঠান করা হইয়াছে, আশ্রয়ভূত ।

খেচর—যাহা আকাশে চরে ; পক্ষী ।

যোজন—চারি ক্রোশে এক যোজন হয় ।

অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি—অঙ্কুর জন্মাইবার ক্ষমতা ।

কাণ্ড—গাছের যে অংশ হইতে সর্ব্ব-প্রথম শাখা নির্গত হয় ।

উষ্ণ প্রস্রবণ—যে ফোয়ারা হইতে তপ্ত জল বাহির হয় ।

প্রাকার—বেষ্টন ; প্রাচীর ।

উদ্ভাবন—উৎপাদন ; অজ্ঞাত তত্ত্ব উদ্ঘাটন ।

স্বতন্ত্র—স্ববশ ; স্বাধীন ।

পরতন্ত্র—পরবশ ; পরাধীন ।

দুর্বিপাক—দুর্ঘটনা ; মন্দ পরিণাম ।

চাটুকার—তোষামোদী ; খোসামুদে ।

খদ্যোতিকা—জোনাকী ।

নরিনাম—দেশ-বিশেষের নাম ; ডাচ্ গায়েনাও বলে ।

কুসংস্কার—ভ্রান্ত ধারণা ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অচলা—পুরাণ-বিশেষে পৃথিবী অচলা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।
আহ্নিক—দৈনিক; অহন্ শব্দের অর্থ দিন।
লোকযাত্রা—সংসার-যাত্রা।
স্বাস্থ্য—সুস্থতা।
গ্লানি—ক্লান্তি; অবসন্নতা।
বিধেয়—বিধানযোগ্য; কর্ত্তব্য।
প্রত্যবায়—পাপ; ক্ষতি; অনিষ্ট।
কালগ্রাসে—মৃত্যুমুখে।
উপত্যকা—পর্ব্বতের নিকটস্থ ভূমি।
জলস্তম্ভ—(water-spout) স্তম্ভাকারে উৎক্ষিপ্ত জলরাশি।
সমষ্টি—সমস্ততা; সাকল্য।
ঊর্ণনাভ—যাহার নাভি হইতে সূত্র নির্গত হয়; মাকড়শা।
বর্ণক—অঙ্গরাগের দ্রব্য; হরিতাল।
রতি—রত্তি; গুঞ্জাফল। ইহা সোণারূপা ওজন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।
রিপু—শত্রু; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয় রিপু।
শোচনা—শোক; পশ্চাত্তাপ।
বাক্যনিষ্ঠা—বাক্যে নিশ্চয়-স্থিতি; যাহা বলা, তাহাই করা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিজ্ঞাপন।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত গ্রন্থ-সমূহের মূল্য-তালিকা।

চারুপাঠ (প্রথম ভাগ)	।৶০
চারুপাঠ (দ্বিতীয় ভাগ)	॥০
চারুপাঠ (তৃতীয় ভাগ)	॥৶০
পদার্থবিদ্যা	॥৶০
বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার (প্রথম ভাগ)	১৲
„ „ „ (দ্বিতীয় ভাগ)	১৲
ধর্ম্মনীতি	১৲
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ) ...	২॥০
„ „ (দ্বিতীয় ভাগ) ...	৩॥০

অক্ষয় কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনী নাথ দত্ত-সম্পাদিত নব-প্রদর্শিত গ্রন্থ।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য ...	১॥০

অক্ষয়কুমারের পৌত্র শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত—

বেণু ও বীণা	১৲
হোমশিখা	১৲
তীর্থ-সলিল	১৲
তীর্থ-রেণু	১৲

উপরোক্ত পুস্তক-সমূহ ৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরীতে ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

METCALFE PRESS
PROPRIETOR A. MUKERJI EST. 1890.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চারুপাঠ

দ্বিতীয় ভাগ।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত

চতুশ্চত্বারিংশবার মুদ্রিত।

সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী, কলিকাতা।

১৯১৪।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ENTERTAINING LESSONS

IN

SCIENCE & LITERATURE.

PART II.

FORTY-FOURTH EDITION.

চারুপাঠ

দ্বিতীয় ভাগ

৺অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত।

চতুশ্চত্বারিংশবার মুদ্রিত।

সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী,—কলিকাতা।

[illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই পুস্তক ইংরাজি ১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে
রেজেষ্টারী করা হইয়াছে।

PUBLISHED BY
JOGENDRA NATH MUKERJEE,
SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
30, CORNWALIS STREET,
AND
PRINTED BY SURENDRA NATH CHATTERJEE,
METCALFE PRESS
76 BALARAM DEY STREET, CALCUTTA

The right of translation is reserved.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিজ্ঞাপন।

চারুপাঠের প্রথম ভাগ সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া, দ্বিতীয় ভাগ প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। প্রথম ভাগ যেরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় ভাগের রচনা ও সঙ্কলনও সেইরূপেই সম্পন্ন হইয়াছে। বিশ্বান্তর্গত বহুপ্রকার প্রাকৃত বিষয়ের বৃত্তান্ত, জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদক কতিপয় শিল্প-যন্ত্রের বিবরণ, নানাপ্রকার প্রয়োজনোপযোগী নীতিগর্ভ প্রস্তাব, ইত্যাদি হিতকর বিষয়-সমুদায় ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে কেবল অবাস্তব উপাখ্যান অধ্যয়ন করাইতেই ভালবাসেন; বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থের গুণাগুণ শিক্ষা করাইতে তাদৃশ অনুরক্ত নহেন। এই নিমিত্ত যে সমস্ত মনঃকল্পিত গল্প পাঠে কিছুমাত্র উপকার নাই, এবং অপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, তাহাও তাঁহাদের অভিমতিক্রমে অনেকানেক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতেও যে চারুপাঠ বহুতর বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা শ্লাঘা ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। [illegible] বোধ হয়, [illegible] প্রাকৃত পদার্থ ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করা যে বালকগণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা এক্ষণে অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। অতএব, শিক্ষকমহাশয়েরা সেই সকল বিষয়ে স্বয়ং শিক্ষিত না হইলে, তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষকতা-কার্য্য রীতিমত নির্ব্বাহিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

পরিশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, এই পুস্তক মুদ্রিত হইবার সময় শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মিত্র অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা।
শকাব্দা ১৭৭৮, ৫ই চৈত্র। } শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

ত্রয়োবিংশ বারের বিজ্ঞাপন।

চারুপাঠের প্রথমভাগ হইতে যে প্রবন্ধগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয়ভাগে সন্নিবেশিত হইল। তদ্ভিন্ন, এই ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ও অন্য দুইটি প্রবন্ধ নূতন রচিত হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
নীতি-চতুষ্টয়	১
বল্মীক	৪
সন্তোষ ও পরিশ্রম	৮
হিম-শিলা	৯
মুদ্রা-যন্ত্র	১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যোম-যান	১৬
বর্ষণ-বৃক্ষ	২২
দিগ্দর্শন	২৩
অসাধারণ অধ্যবসায়	২৫
প্রবাল	২৬
অসাধারণ স্মারকতা-শক্তির উদাহরণ	৩১
পরিশ্রম	৩২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্র	৩৯
জান্ ফ্রেড্রিক্ ওবার্লিন্	৪৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
আলেয়া	৫১
জুবন্ পুষ্প	৫৩
আত্ম-প্রসাদ	৫৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সৌর-জগৎ	৫৬
গ্রহ উপগ্রহ	৫৯
ধূমকেতু	৬২
সৎকথন ও সদাচরণ	৬৪
তাপমান	৬৯
জন্মভূমি	৭১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্লবমান দ্বীপ (ভাসা দ্বীপ)	৭৩
হয়মক্ষিকা ও সমাধিকৃৎ পতঙ্গ	৭৬
পাদপ-পল্লী	৭৮
তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের প্রতি উপদেশ	৮০
মহাকূর্ম্ম, মহাপশু, অতিকায় হস্তী প্রভৃতি	৮১
দিগ্দর্শন-বৃক্ষ	৯২
তুষার-গ্রাম (বরফ-পল্লী)	৯৩
উড্ডীয়মান মৎস্য	৯৫
পতঙ্গ-ভুক্ বৃক্ষ	৯৭
ভূগর্ভস্থ হ্রদ ও অন্ধ মৎস্য	৯৯
আত্মগ্লানি	১০১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৺ অক্ষয়কুমার দত্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চারুপাঠ।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নীতি-চতুষ্টয়।

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন ও নানাবিধ শুভকর নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা চিরদিন প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি আমাদের হিতের নিমিত্ত জল, বায়ু, অগ্নি, নানাবিধ ফল, মূল, শস্য: সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের রোগ-নিবারণার্থে বিবিধ-প্রকার ঔষধ সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমরা তাঁহার কল্যাণকর নিয়ম-সমুদায় নিরূপণ ও পালন করিয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, এই অভিপ্রায়ে তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমরা আপন স্বভাব-গুণে জন্মাবচ্ছিন্নে যত সুখ সম্ভোগ করি, তিনিঃ তাহার বিধাতা। কি পিতা-মাতা, কি পুত্র-কন্যা, কি ভ্রাতৃ-বন্ধু, কি পরোপকারী স্বদেশ-হিতৈষী মহাশয় ব্যক্তি, যাহা হইতে যত উপকার প্রাপ্ত হই, তিনিই তাহার মূলাধার। অতএব শিশুগণ! তাঁহাকে মনের সহিত শ্রদ্ধা করিবে এবং তাঁহার নিকট সতত কৃতজ্ঞ থাকিয়া, একান্ত-অন্তঃকরণে তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ রহিবে।

২। আমরা আপন দোষে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, অশেষ-প্রকার ক্লেশ প্রাপ্ত হই। অপরিমিত ভোজন, মাদক-সেবন, রাত্রি-জাগরণ, দুর্গন্ধময় স্থানে বাস, নিয়মাতীত পরিশ্রম অথবা একেবারেই পরিশ্রম-পরিবর্জ্জন ইত্যাদি নানাপ্রকার অহিতাচরণ করিলে, পীড়িত হইতে হয়। রীতিমত বিদ্যা ও বাসনানুরূপ ব্যবসায় শিক্ষা না করিলে, লোকের নিকট হতমান ও অপদস্থ হইতে হয় এবং অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া, অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাইতে হয়। রিপু-পরতন্ত্র হইয়া, মিথ্যা-কথন, অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবন ও অন্য অন্য প্রকার অধর্ম্ম আচরণে অনুরক্ত থাকিলে, সর্ব্বদা সভয়-চিত্ত, লোকের নিকট নিন্দিত ও রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়; অতএব কি শারীরিক, কি মানসিক, সকল প্রকার অনিষ্টাচরণে নিবৃত্ত থাক; জ্ঞানানুশীলনে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া, আপন অন্তঃকরণ সতত নির্দ্দোষ ও প্রসন্ন রাখ; এবং সন্তোষরূপ সুধা-রস পান করিয়া, অপূর্ব্ব সুখ-সম্ভোগ কর।

৩। যাহাদের সহিত এক গৃহে একত্র বাস করিতে হয়, তাহাদিগকে সর্ব্বদা সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে যত্নবান্ থাকিব, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর আমাদিগকে ভক্তি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। পিতামাতাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া, সাধ্যানুসারে তাঁহাদের সন্তোষ-সাধন করিতে সচেষ্ট থাকিবে। ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত সতত সদ্ভাব রাখিয়া, তাহাদের কল্যাণ-চিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করিবে। ভৃত্যবর্গের প্রতি সদয় ও অনুকূল হইবে এবং পরিজনগণের মধ্যে কাহাকেও অনর্থক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রভুত্ব-প্রদর্শন ও কাহারও প্রতি কর্কশ বচন প্রয়োগ না করিয়া, সকলকেই মৃদু বচন ও প্রিয়াচরণ দ্বারা সুখী করিবে।

৪। পরমেশ্বর যেমন আমাদের সকলের পিতৃতুল্য, সেইরূপ, যাবতীয় মনুষ্য আমাদের ভ্রাতৃ-সমান। অতএব আমাদের উচিত, আমরা সকলকে সহোদরের সদৃশ জ্ঞান করি, সকলের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকি এবং সাধ্যানুসারে সকলের মঙ্গল-চেষ্টা পাই। মনোমধ্যে দ্বেষ-হিংসাকে স্থান দিও না, ভ্রমেও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিও না এবং পরোপকাররূপ ব্রতপালনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইও না। সাধুগণের সহিত সতত সহবাস করিবে এবং সকল গুণের ভূষণ-স্বরূপ বিনয় ও শিষ্টাচার অবলম্বন করিয়া, সকলের প্রিয়পাত্র হইবে। কেবল পরিবার-প্রতিপালন ও স্বজনের শুভানুসন্ধান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, মনুষ্যের পক্ষে উচিত নয়। যাহাতে স্বদেশে জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, স্বদেশীয় কুরীতি সকল পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হয় এবং স্বদেশস্থ লোকের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হয়, তাহার উপায় ও উদ্যোগ করা, অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্বদেশ, আমাদের সকলের গৃহ-স্বরূপ। স্বদেশের শুভানুষ্ঠানে উপেক্ষা করা, অধম লোকের স্বভাব।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বল্মীক।

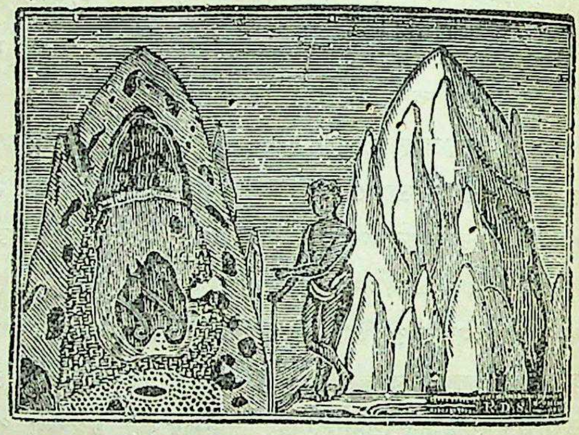

পুত্তিকা-নামক কীট বাস-স্থান-নির্ম্মাণ-বিষয়ে যেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, প্রায় অন্য কোন ইতর প্রাণী সেরূপ পারে না। তাহাদের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাহাদের বাস-গৃহ বল্মীক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

পুত্তিকা নানাপ্রকার; তন্মধ্যে এ স্থানে যে প্রকার পুত্তিকার বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইতেছে, তাহার নাম সামরিক পুত্তিকা।

সামরিক পুত্তিকা আফ্রিকা-খণ্ডে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করিয়া থাকে, এই প্রস্তাবের শিরোভাগে তাহার চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। ঊর্দ্ধাধোভাবে বল্মীক ছেদ করিয়া দ্বিখণ্ড করিলে যেরূপ দেখায়, ঐ প্রতিরূপে তাহারই অনুরূপ আলিখিত হইয়াছে। উহার এক খণ্ডে বল্মীকের বহির্ভাগ ও অপর খণ্ডে অন্তর্ভাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে সকল সামরিক পুত্তিকা বল্মীক প্রস্তুত করে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য ১ এক বুরুলের চতুর্থাংশ অপেক্ষাও ন্যূন; কিন্তু তাহাদের নির্ম্মিত বাস-গৃহ সচরাচর ৭।৮ সাত আট হাত উচ্চ হয়। অনেক অনেক বল্মীক তদপেক্ষাও উন্নত হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঐ সমস্ত বল্মীক, পুত্তিকাগণের শরীর অপেক্ষা যতগুণ উচ্চ, মনুষ্যেরা এ পর্য্যন্ত নিজদেহ অপেক্ষা ততগুণ উচ্চ অট্টালিকা, মন্দির বা স্তম্ভাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। সেনেগেল-নামক স্থানের সমীপবর্ত্তী কোন কোন স্থানে একত্র এত বল্মীক দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, যেন সেই সেই স্থানে এক এক খানি গ্রাম বসিয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত বল্মীক সকল যেমন উন্নত, উহার নির্ম্মাণ-পরিপাটীও তদনুরূপ। উহার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া দেখিলে, সামরিক পুত্তিকাদের নিপুণতা ও বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া, চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাদের সুন্দররূপ আহার-বিহার-সম্পাদনার্থে বাসগৃহের যেরূপ শৃঙ্খলা আবশ্যক, তাহারা তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। রাজপ্রাসাদ ভাণ্ডার-গৃহ, শিশুশালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি অতি পরিপাটী-ক্রমে প্রস্তুত করে। প্রকোষ্ঠ সকল খিলান করা। এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে গমন করিবার নিমিত্ত সুগম পথ প্রস্তুত থাকে। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন করিতে হইলে, যে যে স্থলে কুটিল পথ দিয়া অনেক বেষ্টন করিয়া গমন করিতে হয়, তাহারা সেই সেই স্থলে এক এক খিলান করা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, গতায়াতের সুবিধা করিয়া রাখে। এইরূপে তাহারা আপনাদের আবাস-বাটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া, তাহার মধ্যে সুখে অবস্থিতি করে। উহা এমন দৃঢ় ও কঠিন যে, ৪।৫ চারি পাঁচ জন মনুষ্য, উহার উপর দণ্ডায়মান হইলেও ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

সামরিক পুত্তিকাদিগের কার্য্য-প্রণালীও অতি সুন্দর। ঐ প্রণালী এমত পরিপাটী যে, উহাকে এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের ব্যবস্থা-প্রণালী বলিলেও বলা যায়। ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; শ্রমিক পুত্তিকা, সৈনিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুত্তিকা, বিশিষ্ট পুত্তিকা। শ্রামিক পুত্তিকারা গৃহ, পথ, সেতু প্রভৃতি প্রস্তুত করে। সৈনিক পুত্তিকারা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনানুসারে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাদের শরীর শ্রামিক পুত্তিকাদিগের শরীর অপেক্ষায় প্রায় ১৫ গুণ বড়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রামিক পুত্তিকারা কখনও সৈনিক পুত্তিকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না এবং সৈনিক পুত্তিকারাও কদাচ শ্রামিক পুত্তিকার কার্য্যে নিযুক্ত হয় না। বিশিষ্ট পুত্তিকারা না গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, না যুদ্ধ করিতেই প্রবৃত্ত হয়; তাহারা আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও সমর্থ নয়। কিন্তু তাঁহাদের কলেবর সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত ও উৎকৃষ্ট এবং অঙ্গে পালক উঠিয়া থাকে। তাহাদের দেহ, সৈনিক পুত্তিকাদিগের ২ দ্বিগুণ ও শ্রামিক পুত্তিকাদিগের শরীরের ৩০ ত্রিশ গুণ। অন্য অন্য পুত্তিকারা তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মান্য করে ও প্রধান পদে অধিরূঢ় করিয়া রাখে। তাহারা ঐ পদে অভিষিক্ত হইবার পর, কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই উড্ডীয়মান হইয়া অন্যত্র গমন করে। কিন্তু উড়িবার কিঞ্চিৎকাল পরেই পালক সকল খসিয়া পড়ে। তখন পক্ষী পতঙ্গাদি আসিয়া, তাহাদিগকে আহার করে। কত শতটা বা নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে পতিত হয়। আফ্রিকা-নিবাসীরা তাহাদিগকে ভর্জ্জন করিয়া ভক্ষণ করে।

এইরূপে প্রায় সমুদায় বিশিষ্ট পুত্তিকা নষ্ট হইয়া যায়। যদি ২।৪ দুই চারিটি কোনও ক্রমে রক্ষা পায়, পূর্ব্বোক্ত শ্রামিক পুত্তিকারা, দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া, রাজার ও রাজ্ঞীর পদে বরণ করে এবং এক মৃত্তিকাময় প্রকোষ্ঠমধ্যে স্থাপন করিয়া, যত্নপূর্ব্বক পরিপালন করে। পরে যখন রাজ্ঞীর সন্তান-উৎপত্তির উপক্রম হয়, তখন এক কাষ্ঠময় প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাজ্ঞী যে সমস্ত অণ্ড প্রসব করে, তাহা সত্বর গ্রহণ করিয়া, সেই প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে।

উল্লিখিত পুত্তিকা মহিষী, ... ও রূপান্তর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রাপ্ত হয়, তাহা শুনিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উহার বস্তিদেশ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া, অবশিষ্ট সমুদায় অঙ্গ অপেক্ষায় ১,৫০০ দেড় সহস্র অথবা ২,০০০ দুই সহস্র গুণ স্থূল হইয়া উঠে। উহার শরীর স্বীয় স্বামীর অপেক্ষায় ১,০০০ এক সহস্র গুণ ভারী হয় এবং শ্রামিক পুত্তিকাদিগের শরীর অপেক্ষায় ২০।৩০ বিশ ত্রিশ সহস্র গুণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। একজন পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, এক পুত্তিকা-মহিষী এই অবস্থায় ৬০ ষাট দণ্ডে ৮০,০০০ অশীতি সহস্র অণ্ড প্রসব করিয়াছিল। প্রসবকালে কতকগুলি শ্রামিক পুত্তিকা তাহার নিকট নিযুক্ত থাকে, তাহারা ঐ সকল অণ্ড গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠময় প্রকোষ্ঠমধ্যে স্থাপন করে। ঐ সমস্ত ডিম্ব উদ্ভিন্ন হইয়া, যে সকল পুত্তিকা-শাবক উৎপন্ন হয়, শ্রামিক পুত্তিকারা তাহাদিগকে সম্যক্প্রকারে লালন পালন করে; তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণার্থে যখন যে বিষয় আবশ্যক, তখন তাহা অবাধে সম্পাদন করিয়া থাকে। শাবকগণ এইরূপে লালিত পালিত হইয়া, সক্ষম ও শ্রমক্ষম হইলে, বল্মীকরূপ সুরম্য রাজ্যের কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয়।

পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, যদি কোন প্রকারে বল্মীকের কোন স্থান ভগ্ন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ ১ একটি সৈনিক পুত্তিকা সেই ভগ্নস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। অনতিবিলম্বে আর ২।৩ দুই তিনটি আগমন করে। তদনন্তর ভূরি ভূরি পুত্তিকা বাহির হইতে থাকে। এইরূপ যতক্ষণ বল্মীকের উপর আঘাত করা যায়; ততক্ষণ সৈনিক পুত্তিকা সকল বহির্গত হয় এবং ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া, একপ্রকার শব্দ করিতে থাকে; তাহারা আততায়ীকে আক্রমণ করে, দংশন করে ও দূরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করে; কিন্তু বল্মীকের উপর আঘাত করিতে নিরস্ত হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া, বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করে। অনন্তর সহস্র সহস্র শ্রামিক পুত্তিকা বাহির হইয়া, ঐ ভগ্ন স্থান পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে, লক্ষ লক্ষ পুত্তিকা একত্র কর্ম্ম করিতে থাকে, অথচ কেহ কাহারও কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মায় না এবং এক নিমিষের নিমিত্তও নিজকার্য্য করিতে নিবৃত্ত হয় না। এক একটা সৈনিক পুত্তিকা, এক এক দল শ্রামিক পুত্তিকার সঙ্গে থাকে; বোধ হয় যে, তাহার অধ্যক্ষ বা প্রহরীর স্বরূপ হইয়া তত্ত্বাবধান করে। বিশেষতঃ একটা সৈনিক পুত্তিকা ভগ্ন স্থানের অতি নিকটে দণ্ডায়মান থাকে; সে এক একবার শব্দ করে, আর শ্রামিক পুত্তিকারা তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে আর এক প্রকার শব্দ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ত্বরান্বিত হইয়া, কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে।

মানবগণ, প্রবল বুদ্ধিবল সত্ত্বেও যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হন, এই সকল ক্ষুদ্র কীট, কিরূপে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করে, তাহা আমাদের বুদ্ধির গম্য নহে। কিন্তু যে বিচিত্র-শক্তি বিশ্বকারণ মনুষ্যকে অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধিশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি যে অপরাপর প্রাণীকেও তাদৃশ শক্তি প্রদান করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও মহিমা অপার।

সন্তোষ ও পরিশ্রম।

লিবর্‌পুল্ নিবাসী উইলিয়ম রস্কো সন্তোষ ও পরিশ্রম-গুণের উত্তম উদাহরণ স্থল। তাঁহার পিতা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন না; এ নিমিত্ত তাঁহাকে উচিতমত শিক্ষাদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু উইলিয়ম রস্কো স্বভাবতঃ সুবোধ ও সুশীল ছিলেন; অতএব তিনি কেবল আপন যত্নে ও পরিশ্রমে সুচারুরূপে শিক্ষিত হইয়া, যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং লোরেঞ্জো ডি মেডিচি ও পোপ দশম লিও এই দুই ব্যক্তির জীবন-চরিত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি আপনার প্রথম বয়সের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন,—"আমি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া, পিতার কৃষিকার্য্য-বিষয়ে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার যে গোল আলুর চাষ ছিল, তাহাতেই আমি বিশিষ্টরূপ পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঐ আলু আবশ্যকমত বৰ্দ্ধিত হইলে, আমি মস্তকে করিয়া, বিক্রয়ার্থ বিক্রয়স্থানে আনয়ন করিতাম। পিতা প্রায় আমারই উপর বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতেন, ইহাতে আমার দ্বারা তাঁহার অনেক উপকার দর্শিয়াছিল। এই কর্ম্মে এবং এইরূপ পরিশ্রম-জনক অন্য অন্য কর্ম্মে বিশেষতঃ একটি উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণরূপ তুষ্টিকর কার্য্যে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিয়াছি। এইরূপ পরিশ্রম করিয়া, যৎ-কিঞ্চিৎ কাল অবশিষ্ট থাকিত, তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া যাপন করিতাম। ইহাতে আমার শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইল এবং অন্তঃকরণ সুখী ও জ্ঞান-সম্পন্ন হইতে লাগিল। পরিশ্রমের পর যেরূপ সুনিদ্রা উপস্থিত হইত, তাহা আমার অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম রহিয়াছে। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ? আমার উত্তর এই,—"যাহারা আপন হস্তে, মৃত্তিকা কর্ষণ করে, ভূমণ্ডলে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী।"

হিম-শিলা।

জল শীতল হইলে জমিয়া বরফ হয়, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। সাধুভাষায় বরফের নাম হিম-শিলা ও তুষার-শিলা। ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, নর্‌ওয়ে প্রভৃতি হিমপ্রধান জনপদের নদী, হ্রদ, সরোবরাদি জমিয়া এমন কঠিন হয় যে, লোকে তাহার উপর দিয়া অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে। কোন কোন প্রদেশ বরফে আচ্ছন্ন হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র-বর্ণ দেখায়। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ প্রান্ত অত্যন্ত শীতল; এ নিমিত্ত ঐ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উভয় প্রদেশ বরফে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। উত্তর মহাসমুদ্রে ও দক্ষিণ মহাসমুদ্রে ভূরি ভূরি বরফ একত্র রাশীকৃত হইয়া থাকে। সেই সমস্ত বরফ-

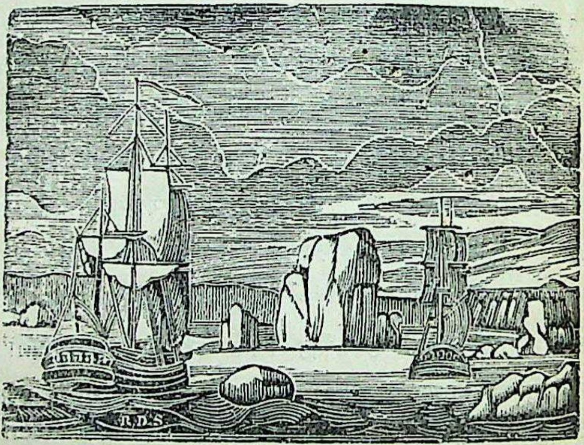

রাশি এত উচ্চ ও এত প্রশস্ত যে, লোকে সে সমুদায়কে বরফের দ্বীপ ও বরফের পর্ব্বত বলিয়া উল্লেখ করে। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে তাহার চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। সেই সকল ভয়ঙ্কর স্তূপাকার বরফের মধ্যে পতিত হইয়া অনেক অর্ণবযান, নাবিক ও মাল্লাগণ-সংবলিত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৭৭৩ সতর শত তিয়াত্তর খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর জগদ্বিখ্যাত কুক সাহেব দক্ষিণ মহাসমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড বরফরাশির সম্মুখে পতিত হইয়াছিলেন; তাহার উচ্চতা প্রায় ৩৩ তেত্রিশ হাত ও বেড় প্রায় ৩,৫০০ তিন হাজার পাঁচ শত হাত। সে দিবস অপরাহ্ণে, তিনি আর একটা পর্ব্বতাকার বরফরাশি-সমীপে উপস্থিত হন। তাহার দৈর্ঘ্য ১,৩৩০ এক হাজার তিন শত ত্রিশ হাত, প্রস্থ প্রায় ২৬০ দুই শত ষাট হাত এবং উচ্চতা ন্যূনাধিক ১,৩৩০ এক হাজার তিন শত ত্রিশ হাত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেফিন বে-নামক সমুদ্র-খণ্ডে ন্যূনাধিক ১ এক ক্রোশ দীর্ঘ অনেক অনেক বরফরাশি দেখিতে পাওয়া যায় ; তৎসমুদায়ের উপরিভাগে মন্দিরের চূড়ার তুল্য আকৃতি-বিশিষ্ট ন্যূনাধিক ৭০ সত্তর হাত উচ্চ ভূরি ভূরি বরফ-রাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমুদ্রের এক এক স্থান এতদূর পর্য্যন্ত বরফে আবৃত যে, বড় বড় গুণ-বৃক্ষকের * অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া দেখিলেও, তাহার প্রান্তভাগ দৃষ্টি-গোচর হয় না।

সমুদ্র জমিয়া কঠিন হওয়াতে, গ্রীন্‌লণ্ড-নিবাসী এস্কিমো-নামক লোকেরা তাহার উপর গমন করিয়া, মৎস্যাদি জলজন্তু সকল ধরিয়া আনে। বরফ মৃত্তিকা অপেক্ষা মসৃণ, এ প্রযুক্ত রুষ, লাপ্‌লণ্ড, কেনেড়া প্রভৃতি শীতল-প্রদেশীয় লোকেরা এক প্রকার চক্রহীন শকটে আরোহণপূর্ব্বক বরফের উপর দিয়া অতি দ্রুত গমনাগমন করে।

এই সমস্ত পর্ব্বতাকার বরফ-রাশি সহজেই ভয়ানক ; তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে তাহারা পরস্পরে ঘর্ষিত হইয়া, অতিশয় ভীষণ শব্দ উৎপাদন করে। সে শব্দ এরূপ প্রচণ্ড যে, তৎকালে তথায় অন্য কোন প্রকার শব্দ কর্ণ-গোচর হয় না। স্থানে স্থানে সমুদ্রের তরঙ্গ সকল উত্থিত হইয়া যেমন ঐ সমস্ত বরফময় পর্ব্বতের উপর প্রবলবেগে পতিত হয়, অমনি শীতে কঠিন হইয়া গৃহ, মন্দিরচূড়া, নগর প্রভৃতি অশেষ-প্রকার বস্তুর আকার ধারণ করে এবং ধারণ করিয়া, কৌতূহলাবিষ্ট জনগণের নেত্রদ্বয় পরিতৃপ্ত করিয়া, তাহাদের পরম পরিতোষ সম্পাদন করে।

বরফ সততই শ্বেতবর্ণ দেখায়। স্থানে স্থানে উহার উপর সূর্য্যের আভা পতিত হইয়া, ধূমল পীতাদি অন্য অন্য মনোহর বর্ণও উৎপাদন করে। তখন উহা দেখিতে পরম রমণীয় ও অতীব আশ্চর্য্য! কখন কখন উহার উপরে সূর্য্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া, তৎ-সন্নিহিত সমুদায় স্থান জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

* মাস্তুলের।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই বিষয় যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহা পাঠ করিলে, আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, যে সমস্ত সমুদ্র বা অন্যান্য জলাশয় হিমশিলায় আচ্ছন্ন থাকে, তাহাতে জীবজন্তু কোন ক্রমেই বাস করিতে পারে না, সমুদায় জল-জন্তু নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর এ আশঙ্কার সম্যক্ নিরাকরণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি হিম-শিলাকে জল অপেক্ষা লঘু করিয়া কি আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশলই প্রকাশ করিয়াছেন! উহা অপেক্ষাকৃত লঘুতর হওয়াতে, জলজন্তুগণের জলময় নিকেতনের ছাদ-স্বরূপ হইয়া ভাসিতে থাকে, এবং তাহারা সেই তুষারময় ছাদের নিম্নভাগে অবস্থিতি করিয়া, সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণ করে। তাহাদের শীতের প্রভাবে পীড়িত হওয়া দূরে থাকুক, মস্তকের উপর তুষার-শিলার আবরণ থাকাতে, উপরিস্থিত অতীব শীতল বায়ু তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা!

মুদ্রা-যন্ত্র।

মনুষ্য কর্ত্তৃক যত প্রকার শিল্প-যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে মুদ্রা-যন্ত্রের তুল্য হিতকারী বুঝি আর কিছুই নাই। পূর্ব্বে কোন গ্রন্থকর্ত্তা একখানি গ্রন্থ রচনা করিলে, শত বৎসরেও তাহা উচিতমত প্রচারিত হওয়া দুরূহ হইত। এক্ষণে কেহ কোন অভিনব পুস্তক প্রকাশ করিলে, মাসত্রয় অতীত না হইতেই, তাহা ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। এক দেশের কোন পণ্ডিত কোন নূতন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া অথবা কোন অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিলে, তাহা মুদ্রা-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া, অবিলম্বে অন্যদেশীয় পণ্ডিতদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, রাজ্যের রাজকীয় কর্ম্মচারীরা অদ্য কোন বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিলে, কল্য তাহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংবাদপত্রে উদিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর হইতেছে ; রজনীতে যে সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ঘটিত হয়, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে দ্বারে দ্বারে দৃষ্ট হইতেছে। ফলতঃ মুদ্রা-যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া অবধি, পৃথিবীতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রচার বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ উল্লেখ করা অসঙ্গত নয়। কিরূপে কত দিনে ঐ মহোপকারী যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইল, ইহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল হইতে পারে। অতএব এস্থলে অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

খৃষ্টাব্দের ৯ নবম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ১০ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-দেশে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি হয়। কিন্তু এক্ষণে যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সীসময় অক্ষর প্রস্তুত করিয়া, পুস্তকাদি মুদ্রিত করা যায়, প্রথমে সেরূপ নিয়ম নিরূপিত ছিল না। তখন কোন বিষয় মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহা কাষ্ঠ-ফলকে খুদিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইত। কিন্তু উল্লিখিত-রূপ মুদ্রাঙ্কনে অনেক ব্যয় ও বিস্তর সময় আবশ্যক করে ; এই নিমিত্ত তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে নাই। যে মহাশয় স্বতন্ত্র অক্ষর প্রস্তুত করিয়া, তদ্দ্বারা পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কিত করিবার নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন, তিনি এই অদ্ভুত শিল্পবিদ্যাকে মানব-জাতির যথার্থ উপকারিণী করিয়া তুলিয়াছেন। বোধ হয়, এরূপ রীতিও প্রথমে চীন্-দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ষ্টানিস্‌লাস্ তুলিয়েন্ নামে এক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হয়, খৃষ্টীয় শকের ১০৪১ দশ শত একচল্লিশ অবধি ১০৪৮ দশ শত আটচল্লিশ পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে চীন-দেশীয় একজন কর্ম্মকারক দগ্ধ মৃত্তিকায় নির্ম্মিত কতকগুলি অক্ষর ব্যবহার করিয়াছিল।

কিন্তু ইদানীং ইউরোপে এ বিষয়ে নূতন সৃষ্টি হওয়াতে, যেরূপ উপকার দর্শিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ১৪৩৬ চৌদ্দশত ছত্রিশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খৃষ্টাব্দ অবধি ১৪৩৯ চৌদ্দশত উনচল্লিশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩ তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময় ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নামক নগরবাসী গটেনবুর্গ এবং হায়েলেম নগরবাসী কোস্‌টর—এ দুই ব্যক্তি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা-বিদ্যার উদ্ভাবন করেন। কোস্‌টর উল্লিখিত হায়েলেম নগরের নিকটবর্ত্তী এক কাননে ভ্রমণকরিতেছিলেন; সহসা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, এক বৃক্ষের ত্বকে কতকগুলি অক্ষর খুদিয়া, তাহা কাগজে মুদ্রিত করিলেন। সামান্য মসীতে মুদ্রিত করিতে গেলে, কাগজ আর্দ্র ও অক্ষর সকল অপরিষ্কৃত হয়, ইহা দেখিয়া, তিনি একপ্রকার ঘন মসী প্রস্তুত করিলেন এবং এক এক কাষ্ঠ-ফলকে বহু শব্দ একত্র খুদিয়া, একবারে এক এক পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কিত করিতে লাগিলেন। যে মহোপকারী যন্ত্র দ্বারা ভূ-মণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রচার এবং সুখ ও স্বচ্ছন্দতা-সংবর্দ্ধন-বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপে দুই এক জন সামান্য মনুষ্যের কৌতুকাবেশ হইতে তাহার সূত্রপাত হয়।

গটেনবুর্গ ও কোস্‌টর উভয়েই প্রথমে কাষ্ঠ-ফলকে অক্ষর খুদিয়া মুদ্রিত করিতেন; পরে তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাষ্ঠময় অক্ষর নির্ম্মাণ করেন। অনন্তর যখন শেখর নামে এক শিল্প-কুশল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধাতু-নির্ম্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিলেন, তখন এ বিষয়ের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল।

বহুকাল পর্য্যন্ত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মুদ্রা-যন্ত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল; পরে ষ্টান্‌হোপ্ নামে এক শিল্প-নিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তি লৌহযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, জ্ঞান-প্রচারের পথ সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ঐ যন্ত্র ষ্টান্‌হোপ্ মুদ্রাযন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত আছে। তদনন্তর ক্লাইবম্র, কগর, কোপ, রথবেন্ প্রভৃতি অনেকে উল্লিখিত যন্ত্রের প্রণালী-ক্রমে লৌহ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। তৎসমুদায় কোন কোন অংশে ষ্টান্‌হোপ্ যন্ত্র অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট।

ঐ সমুদায় মুদ্রা-যন্ত্র দ্বারা সংবাদ-পত্রাদি যত শীঘ্র মুদ্রিত হউক না কেন, তাহাতেও ইউরোপীয় লোকের রাজকীয় ব্যাপার-সংক্রান্ত সংবাদ প্রাপ্তির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ চরিতার্থ হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। মনুষ্যের কর-সম্পন্ন কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ হওয়া দুর্ঘট হইল। পরে ১৮১৪ আঠার শত চৌদ্দ খৃষ্টাব্দের ২৮ আটাশে নবেম্বর টাইম্‌স্-নামক ইংলণ্ডীয় সংবাদ-পত্র-পাঠকেরা অবগত হইলেন, তাঁহারা সে দিবস যে পত্র পাঠ করিতেছেন, তাহা অতি সুন্দর বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। সেই অদ্ভুত যন্ত্র কোনিগ সাহেব কর্তৃক প্রস্তুত। তাহা কলিকাতাস্থ টঙ্কশালার যন্ত্রের ন্যায় বাষ্পের তেজে চলিয়া থাকে। প্রথমে তাহাতে প্রতি ঘণ্টায় ১,১০০ এক হাজার এক শত খণ্ড কাগজ ১ এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইত। অনন্তর ঐ যন্ত্রের কোন কোন অংশ পরিশোধন করিয়া, অধিকতর উৎকৃষ্ট করিলে পর, এক এক ঘণ্টায় ১৮০০ আঠার শত তা কাগজ ১ এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইতে লাগিল। তাহার পর, ১৮১৫ আঠার শত পনর খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত কোনিগ্ সাহেব তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর এক বাষ্পীয় মুদ্রা-যন্ত্র প্রস্তুত করিলেন, তদ্দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ১,০০০ এক হাজার তা কাগজ ২ দুই পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কিত হইতে লাগিল। অবশেষে আপল্লাথ ও কৌপর নামক ২ দুই অতি বিচক্ষণ শিল্প-কুশল ব্যক্তি ঐক্য হইয়া, এক অত্যুত্তম সুকৌশল-সম্পন্ন বাষ্পীয় মুদ্রা-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহা কোনিগ্ সাহেবের যন্ত্র অপেক্ষায় অনেক উৎকৃষ্ট। তাহাতে প্রতি ঘণ্টায় ৪ ০০০ চারি সহস্র তা কাগজ ১ এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়া থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্যোম-যান।

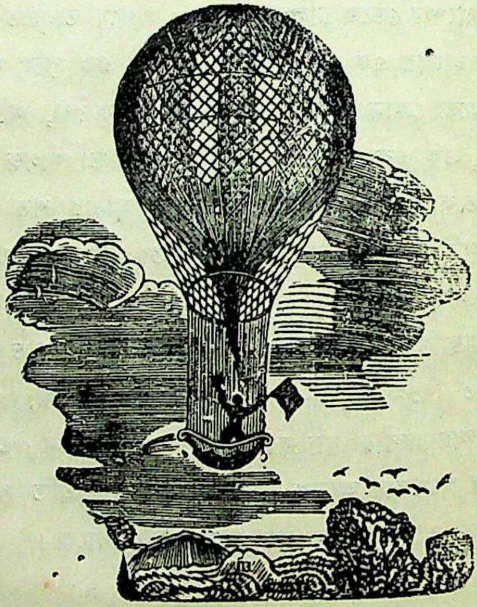

ইদানীং এ প্রদেশের অনেকে বেলুন-যন্ত্র দৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া যে অন্তরীক্ষে উত্থিত হওয়া যায়, তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু উহা ভূতলে পতিত না হইয়া, কিরূপে মনুষ্যাদি ভারী ভারী সামগ্রী-সংবলিত ঊর্দ্ধপথে উত্থিত হয়, তাহা অনেকে অবগত নহেন। অতএব বেলুন-যন্ত্র-সংক্রান্ত স্থূল স্থূল বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে। সাধুভাষায় বেলুনকে ব্যোম-যান কহে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেরূপ কদম্ব-পুষ্পের কেশর সকল তাহার গ্রন্থিকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূ-মণ্ডল চতুর্দ্দিকে বায়ুরাশিতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। যেরূপ মৎস্যাদি জল-জন্তু সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিতি করে, সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় ভূচর ও খেচর জন্তু ঐ বায়ু-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। যে সমস্ত বস্তু বায়ু অপেক্ষায় ভারী, তাহা বায়ু ভেদ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়; আর যে সকল দ্রব্য তদপেক্ষায় লঘু, তাহা উর্দ্ধগামী হয়। শোলা জল অপেক্ষায় লঘু, এ নিমিত্ত জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে। সেইরূপ ধূম ও জলীয় বাষ্প প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ু অপেক্ষায় লঘু, তাহা বায়ুর মধ্য দিয়া উর্দ্ধগামী হয়। ব্যোম-যান যে উপরে উঠে, তাহার কারণ এই, ব্যোমযানে এক প্রকার বাষ্প থাকে, তাহা এরূপ লঘু যে, বস্ত্রাদি-সংবলিত সমুদায় ব্যোম যান এবং তাহার আয়তন-প্রমাণ বায়ুরাশি পৃথক্ পৃথক্ তৌল করিলে, ব্যোম-যান ঐ বায়ুরাশি অপেক্ষায় লঘু হয়; এই নিমিত্ত বায়ু ভেদ করিয়া উর্দ্ধগামী হইতে থাকে। কতকগুলি শোলা একত্র করিয়া, তাহার সহিত অন্য কোন ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া দিলেও যেমন তাহা মগ্ন না হইয়া, জলের উপর ভাসিতে থাকে, সেইরূপ ব্যোম-যান-স্থিত বাষ্পরাশি মনুষ্য-দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া বায়ুর উপর উত্থিত হয়। শোলা ও তৈল যে কারণে জলের উপরে ভাসে এবং ধূম ও মেঘ যে কারণে বায়ুর উপর উত্থিত হয়, ব্যোম-যান যন্ত্র সেই কারণে উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে।

এতদ্দেশে রবার্টসন্ ও কাইট্ সাহেব এই দুইজন মাত্র ব্যোমযান-সহকারে আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপে এক এক জন এ বিষয়ে এরূপ পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের আকাশ-যাত্রার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, পুলকিত হইতে হয়। এখানে রবার্টসন্ ও কাইট্ সাহেবেরা কেবল কৌতুক-প্রদর্শনার্থে উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ইউরোপে কোন কোন মহানুভব ব্যক্তি উপরকার অনেক বিষয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরীক্ষা করিয়া, বিদ্যা-বিশেষের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেও উত্থিত হইয়া থাকেন।

১৮০৪ আঠার শত চারি খৃষ্টীয় শকে বায়ট্ ও গে-লুসাক্ নামে দুই প্রধান পণ্ডিত উপরিস্থ বায়ুর শৈত্য-উষ্ণত্বাদি গুণাগুণ ও অন্যান্য অনেক বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্র, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু ও অপরাপর উপকরণ সঙ্গে লইয়া উঠিয়াছিলেন। উক্ত বৎসর ১৩ তেরই আগষ্ট, প্রাতে দশ ঘণ্টার সময়ে ফরাশিশ্ রাজ্যের রাজধানী পারিস নগরীতে তাঁহারা ব্যোম-যান আরোহণ করেন, মেঘ-সমুদায় ভেদ করিয়া প্রায় ৮,৭০০ আট হাজার সাত শত হাত উত্থিত হন এবং বিবিধ বিষয়ের পরীক্ষা করিতে করিতে ৩॥০ সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল আকাশ-পথে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পারিস নগর হইতে প্রায় ২২ বাইশ ক্রোশ অন্তরে মেরিমিল গ্রামে অবতরণ করেন। উপরের বায়ু যে পৃথিবীর নিকট-বর্ত্তী বায়ু অপেক্ষা শীতল, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা অনেক প্রমাণ দৃষ্টে অবধারণ করিয়াছিলেন; বেলুন-যন্ত্রের সৃষ্টি হইলে পর, উক্ত বায়ট্ ও গে-লুসাক্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া আসিয়াছেন।

উল্লিখিত গে-লুসাক্ সাহেব অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তির অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া, ঐ বৎসর ১৫ পনরই সেপ্টেম্বর আর একবার একাকী অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়াছিলেন। সে বার তিনি ১৫,৩৬০ পনর হাজার তিন শত ষাট হাত অর্থাৎ প্রায় ২ দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন এবং উপর-কার বায়ুর শৈত্য, উষ্ণত্ব, লঘুত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি বহুতর বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তথাকার বায়ু এত শীতল যে, তাঁহার হস্তদ্বয় ক্রমে অবশ হইয়া আসিল, এত লঘু যে, তাঁহার নিশ্বাস পরিত্যাগে সমধিক কষ্ট হইতে লাগিল এবং তথাকার অতি পরিশুষ্ক বায়ু সেবন করাতে তাঁহার গলদেশ নিতান্ত নীরস হইয়া, রুটী পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। তিনি ১৪,৩০৭ চৌদ্দ হাজার তিন শত সাত হাত ১৪,৫২৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত সাতাইশ হাত ঊর্দ্ধ দুই স্থান হইতেই দুই বোতল বায়ু পূরিয়া আনিয়াছিলেন; পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ুতে যে যে পদার্থ যে যে পরিমাণে মিশ্রিত আছে, উপরিস্থ বায়ুতে সেই সেই পদার্থই সেই সেই পরিমাণে মিশ্রিত আছে। অতএব সর্ব্বস্থানের বায়ুরই একরূপ প্রকৃতি। *

ইদানীং গ্রান্ নামে এক ব্যক্তি এ বিষয়ে সমধিক পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বাবধি ১৮৩৬ আঠার শত ছত্রিশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২২৬ দুই শত ছাব্বিশ বার ব্যোম-যান আরোহণ করিয়া আকাশ পরিভ্রমণ করেন; বিশেষতঃ উক্ত বৎসর নভেম্বর মাসে একবার গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া, সর্ব্বসাধারণকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিলেন; সে বারে হলণ্ড ও ইয়মেসন সাহেব তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। তাঁহাদের অধিক দূর গমন করিবার বাসনা ছিল, এ নিমিত্ত এক পক্ষের উপযুক্ত ভক্ষ্য ও ব্যবহার্য্য যাবতীয় সামগ্রী সঙ্গে লইয়া, ৭ সাতই নভেম্বর বেলা ২ দুই প্রহর ১৷৷৹ দেড়টার সময় লণ্ডন নগর হইতে উত্থিত হইলেন। পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে গমনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে অধোমুখে অনেক অনেক গ্রাম ও নগরের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। তাঁহারা ৪ চারি ঘণ্টা ৪৮ আটচল্লিশ মিনিটের সময়ে ইংলণ্ডভূমি পরিত্যাগ করিয়া, সমুদ্রের উপর বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সায়ংকাল অতীত হইলে পর, অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া ফরাশিশ্ দেশের উপরিভাগে উপনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে রাত্রি ঘোর হইয়া আসিল, চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত হইল, তথাপি তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন না। উপরে আকাশমণ্ডল নক্ষত্রপুঞ্জ-পরিপূর্ণ ও নিম্নভাগে ভূ-মণ্ডল দীপ-

* বায়ুতে আক্‌সিজন্ ও নাইট্রোজন্ নামে দুই বাষ্প আছে। গে-লূসাক্, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পৃথিবীর সমীপস্থ বায়ুতে যে বাষ্পের যত ভাগ, উপরিস্থ বায়ুতেও ঠিক তত ভাগ আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মালায় মণ্ডিত দেখিয়া, পুলকিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা কলরব-শূন্য নিস্তব্ধ নভোমণ্ডলে নরলোকের অপরিজ্ঞাত ও প্রত্যক্ষীভূত থাকিয়া, কোন অনির্দ্দেশ্য স্বর্গলোক-নিবাসীর ন্যায় কত কত রাজ্য, রাজধানী, নগর, নদী, গ্রামাদি নিরীক্ষণ করিতে করিতে, শূন্যমার্গে সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিলেন। নিশীথ-সময়ে তাঁহাদিগকে এরূপ গাঢ়তর শীত ভোগ করিতে হইয়াছিল যে, ব্যোম-যানস্থ জল, কাফি ও তৈল পর্য্যন্ত জমিয়া কঠিন হইয়াছিল। নিশাবসানে তাঁহারা এক পরম কৌতুক-জনক ব্যাপার দর্শন করিলেন। এক এক বার কিছুদূর ঊর্দ্ধগামী হইয়া, সূর্য্যোদয় ও তৎসংক্রান্ত আশ্চর্য্য শোভা দর্শন করিলেন, পুনর্ব্বার অধোদিকে অবতরণ-পূর্ব্বক অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিলেন। সে দিবস তাঁহারা দিবাকরকে ৩ তিন বার উদয় ও দুই বার অস্তগত হইতে দেখিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহারা তৎকালে যে অত্যাশ্চর্য্য সুরম্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত রূপ বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ অন্যূন ২২০ দুই শত কুড়ি ক্রোশ শূন্যমার্গে সঞ্চরণ-পূর্ব্বক সমস্ত রজনী পরমসুখে যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে জর্ম্মণির অন্তঃপাতী নাসো উইলবর্গ-নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া, জন-সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন।

কৌতুক-দর্শন ও উপরিস্থ বায়ুর গুণাগুণ-নির্ণয়-ব্যতিরেকে অন্যপ্রকার প্রয়োজন সাধনার্থেও ২।৪ দুই চারি বার ব্যোম-যান যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৭৮৯ সতর শত উননব্বই খৃষ্টাব্দে ফরাশিশ রাজ্যে রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তাহাতে সাধারণ-তন্ত্র*-সংস্থাপনা-কাঙ্ক্ষী সেনা-সংক্রান্ত লোক ব্যোম-যানে আরোহণ করিয়া, উপর হইতে বিপক্ষীয় সৈন্যদিগের গতিবিধি দৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিল। এই রাজ-বিপ্লব

* যে রাজ্যের স্বতন্ত্র রাজা নাই, সমস্ত রাজকার্য্যই সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গের অথবা তদনুমত ব্যক্তিদিগের সম্মতি অনুসারে সম্পন্ন হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

2.6 2.053
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপলক্ষে ১৭৯৪ সতর শভ চুরনব্বই খৃষ্টাব্দে ফিউরস-নামক স্থানে অস্ত্রিয়ার সৈন্যদিগের সহিত ফরাশিশ্ সৈন্যাধ্যক্ষ জোর্ডান সাহেবের যুদ্ধ হয়। তাহাতে কর্ণেল কুতেল সাহেব, একজন সাংগ্রামিক কর্ম্মচারীকে সমভিব্যাহারে করিয়া, ব্যোম-যান আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে উপর হইতে বিপক্ষদিগের যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া, জোর্ডান সাহেবকে ইঙ্গিত দ্বারা তৎসমুদায় অবগত করেন এবং তিনিও তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া শত্রুদিগকে পরাজয় করেন। কর্ণেল কুতেল ও তাঁহার সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারী, ১ এক দিবসে দুইবার উর্দ্ধে ৮৬৬ আট শত ছয়ট্টি হাত পর্য্যন্ত উত্থিত হন। বিপক্ষীয়েরা প্রথমবারে দেখিতে পায় নাই; দ্বিতীয়বারে জানিতে পারিয়া, তাঁহাদিগকে নষ্ট করিবার নিমিত্ত কামান দ্বারা ভূরি ভূরি গোলা উৎক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু ব্যোম-যান তৎক্ষণাৎ এতদূর উঠিল যে, কামানের গোলা কোন মতে ততদূর উত্থিত হইতে পারিল না। কুতেল সাহেব আরও কয়েক স্থানে যুদ্ধ উপলক্ষে এই অসমসাহসিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৭০ আঠার শত সত্তর খৃষ্টাব্দে ফরাশিদের সহিত প্রুসিয়দিগের যে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে অপর্য্যাপ্তরূপে ব্যোম-যানের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আইসে। শত্রুপক্ষের সেনাদলের অবস্থা ও উদ্যোগ পর্য্যবেক্ষণ, অবরুদ্ধ নগর হইতে সংবাদ প্রেরণ ও ইতস্ততঃ গমনাগমন এবং বিপক্ষীয় বেলুন-যাত্রীদিগকে আক্রমণ করণ উদ্দেশ্যে বারংবার ব্যোম-যান-ব্যবহৃত হয়। এমন কি, বেলুনে বেলুনে যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে।

বহুকালাবধি নৌকাদির ন্যায় ইচ্ছানুসারে সকল দিকে ব্যোম-যান চালনা করিবার উপায় চেষ্টিত হইয়া আসিতেছে। সংপ্রতি ১৮৬৯ আঠার শত উনসত্তর খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উত্তর আমেরিকার অন্তঃপাতী সান্‌ফ্রান্-সিস্কো-নামক নগরে ঐ নিয়মের সুচারুরূপ পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উহা সম্পাদন করিবার জন্য স্বতন্ত্র একটি কোম্পানি অর্থাৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বণিক্‌-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হন। তাঁহারা আদর্শ-স্বরূপ একখানি বাষ্পীয় বিমান নির্ম্মাণ ও ইচ্ছাক্রমে নানা দিকে পরিচালন করাইয়া, পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিকে যার-পর-নাই চমৎকৃত, পরিতৃপ্ত ও আনন্দ-মদে উন্মত্ত করেন। ঐ বিমান বাষ্পীয় পোতাদির ন্যায় বাষ্পের শক্তিতেই চলে ও কর্ণ দ্বারা বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হয়।

বর্ষণ-বৃক্ষ।

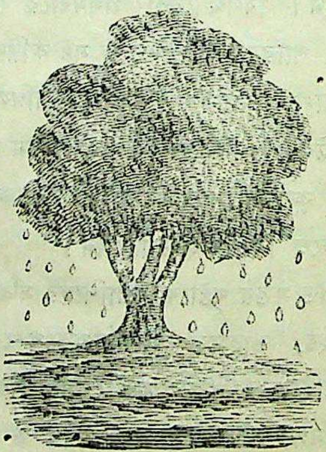

চারুপাঠের প্রথম ভাগে পান্থ-পাদপের প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছ, তাহার সন্দেহ নাই। এখন তদপেক্ষা একটি অদ্ভুততর বৃক্ষের বিষয় বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে পেরু দেশের অন্তর্গত ময়োবম্বা নগরের নিকট একরূপ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মে, তাহার নাম বর্ষণ-বৃক্ষ বা বর্ষণ-তরু। সেই বৃক্ষ চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু হইতে জলীয় বাষ্পাদি গ্রহণ করিয়া, আত্মসাৎ করে, এবং সেই সমুদায় প্রকৃত জলে পরিণত করিয়া, সময়ানুসারে বর্ষণ করিতে থাকে। বিশেষতঃ যে সময়ে গ্রীষ্ম-প্রভাবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নদীর জল শুষ্ক ও অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়, সেই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ষণ করিতে থাকে। এত প্রচুর বারি বর্ষণ হয় যে, সেই বৃক্ষের নিকটস্থ ভূমিখণ্ড জলসিক্ত হইয়া, জলাভূমি-সদৃশ হইয়া পড়ে। বৃক্ষটির আকারও সামান্য নয়। উহা ৫০ পঞ্চাশ ফুট্ উচ্চ এবং নিম্নদেশে উহার স্কন্ধের ব্যাস প্রায় ৩ তিন ফুট্ এবং পরিধি অর্থাৎ বেড় ন্যূনাধিক ৯ নয় ফুট্। যে সকল প্রদেশে জলকষ্ট হইয়া কৃষিকার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে, তথায় এই বৃক্ষ রোপণ করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই।

দিগ্‌দর্শন।

চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে, একথা সকলেরই বিদিত আছে। সেই চুম্বক ২ দুই প্রকার, অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। আকর হইতে যে চুম্বক নামে এক প্রকার অপরিষ্কৃত লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম অকৃত্রিম চুম্বক। অকৃত্রিম চুম্বকে লৌহ অথবা ইস্পাত ঘর্ষণ করিলে, সেই লৌহ ও ইস্পাত চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। উক্ত গুণাবলম্বী লৌহ ও ইস্পাতকে কৃত্রিম চুম্বক বলে। কৃত্রিম চুম্বকও, অকৃত্রিম চুম্বকের ন্যায় অন্য লৌহ ও ইস্পাত আকর্ষণ করিয়া থাকে। নিকেল ও কোবাল্ট নামে ২ দুই ধাতু আছে, তাহাও লৌহ ও ইস্পাতের ন্যায় চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়।

চুম্বক-শলাকার এ প্রকার এক অসাধারণ গুণ আছে যে, তাহার ১ এক দিক্ নিয়তই উত্তরাভিমুখে এবং অন্য দিক্ সুতরাং দক্ষিণাভিমুখে থাকে। অতএব ১ একটা চুম্বক-শলাকা সঙ্গে থাকিলে, কি অকূল সমুদ্র, কি নিবিড় অরণ্য, সকল স্থানেই দিক্ নিরূপণ করা যায়। চুম্বকের এই অসাধারণ গুণ থাকাতে, দিগ্‌দর্শন নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, নাবিকেরা তদ্দ্বারা অনায়াসে সর্ব্বস্থানেই দিক্ নিরূপণ করিতে পারে। ঐ দিগ্‌দর্শন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যন্ত্রে ১ একটি কৃত্রিম চুম্বকের শলাকা এ প্রকার কৌশলে স্থাপিত করিতে হয় যে, তাহা সকল দিকেই ফিরিতে পারে। সেই শলাকার এক দিক্ নিয়ত উত্তরাভিমুখে থাকে, অতএব তদ্দ্বারা অনায়াসে উত্তর দিক্ নির্ণয় করা যায়। এক দিক্ নিরূপিত হইলে, সুতরাং অন্যান্য দিক্ নিরূপিত হয়।

অন্যূন ২,৯০০ দুই হাজার নয় শত বৎসরের পূর্ব্বে চীনদেশীয় লোক চুম্বকের ঐ অসাধারণ গুণ অবগত ছিল ও তদ্দ্বারা দিক্ নিরূপণ করিত। হিন্দুরা তাহাদিগের নিকট, আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট, এবং বোধ হয়, ইউরোপীয়েরা খৃষ্টাব্দের ১৩০০ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবদিগের নিকট ঐ হিতকারী বিষয় শিক্ষা করে।

দিগ্দর্শন সৃষ্টি হইয়া পোত-পরিচালন বিদ্যার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। ইহা দ্বারা দিক্ নিরূপণের অতিশয় সুবিধা হওয়াতে, লোকে অর্ণবযানে আরোহণপূর্ব্বক মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, ভূরি ভূরি দূরবর্ত্তী দেশে গমন করিতেছে, সাগর-পরিবেষ্টিত দ্বীপ-সমুদায় ভ্রমণপূর্ব্বক বিবিধ-প্রকার অভিনব ব্যাপার দর্শন করিয়া, নেত্রদ্বয় পরিতৃপ্ত করিতেছে, ভূ-মণ্ডলের সকল ভাগেই বাণিজ্য ব্যবসায় বিস্তৃত করিয়া, পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেছে এবং নানাদেশীয় পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ্, ধাতু প্রভৃতির স্বভাব ও গুণ জ্ঞাত হইয়া, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা প্রভৃতির সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। দিগ্দর্শনকে সহায়

দিগ্দর্শনের আকৃতি।

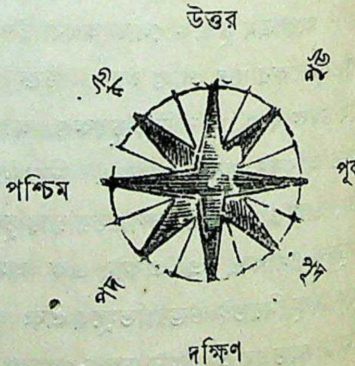

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়া, অনেক অনেক সুনিপুণ নাবিক, পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত গমন করিতেছেন। মেগেলন, ড্রেক প্রভৃতি কতিপয় প্রধান নাবিক সমগ্র ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক, স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন এবং জগদ্বিখ্যাত কোলম্বস অবনী-মণ্ডলের অর্দ্ধখণ্ড-স্বরূপ আমেরিকাখণ্ড আবিষ্কৃত করিয়া, অতুলকীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। দিগ্দর্শনের গুণে দূরবর্ত্তী দেশ-সমুদায় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং বিদেশও স্বদেশবৎ সুগম হইয়াছে।

অসাধারণ অধ্যবসায়।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডিবনশায়র-নিবাসী উইলিয়ম ডেবি ২৬ ষড়্‌বিংশতি ভাগে বিভক্ত ১ এক প্রকাণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ পুস্তক প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে চাঁদা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নিজে নির্ধন, সুতরাং মুদ্রাঙ্কনের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ ছিলেন না; অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া, পরিশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি স্বহস্তে করিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া, স্বয়ং একটি মুদ্রাযন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন এবং অনেক যত্নে কোন ক্রমে কতকগুলি পুরাতন অক্ষর আহরণ করিয়া আনিলেন, কিন্তু তাহা এত অল্প যে, তদ্দ্বারা ১ এক বারে ২ দুই পৃষ্ঠার অধিক মুদ্রিত হইতে পারে না। তিনি এতন্মাত্র উপকরণ-সম্পন্ন হইয়া, ১৭৯৫ সতর শত পঁচানব্বই খৃষ্টাব্দে আপনার চিরাভিলষিত প্রীতিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তৎকালীন পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার কথা কি কহিব? তিনি অক্ষর-সংযোজন অবধি মুদ্রাঙ্কন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মই স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। প্রথমে প্রত্যেক ভাগ ৪০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চল্লিশ খান মুদ্রিত করিবার মানস করেন ; এবং ৩০০ তিনশত পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এইরূপ মুদ্রিত করিয়া, প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ে এবং কোন কোন ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও পত্রিকা-সম্পাদকদিগের সমীপে প্রেরণ করেন। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তক এইরূপে জন-সাধারণের গোচর হইয়া, লোকসমাজে সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইবে। কিন্তু সে আশা বিফল দেখিয়াও ভগ্নোৎসাহ ও নিরস্ত হইলেন না ; লোকের নিকট আদর ও আনুকূল্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া, এক এক ভাগ ১৪ চতুর্দ্দশখণ্ড মাত্র মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন. এবং ন্যূনাধিক দ্বাদশ বৎসরে সমুদায় ২৬ ছাব্বিশ ভাগ সমাপ্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার যত্ন, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের বারংবার প্রশংসা করিতে হয়। বিদ্যার্থীদিগের এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প।

প্রবাল।

আমরা সচরাচর যে প্রবাল অর্থাৎ পলা ব্যবহার করিয়া থাকি. তাহা প্রবাল-নামক একরূপ প্রাণীর পঞ্জর। উহাদের স্বভাব ও সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উহাদিগকে সহসা দেখিলে,অকিঞ্চিৎকর যৎসামান্য কীট বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহারা যে সমস্ত প্রশস্ত দ্বীপ উৎপাদন করে, তাহা অবলোকন করিলে, অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়।

প্রবাল-কীট অনেক-প্রকার ; তন্মধ্যে পর পৃষ্ঠায় ৪ চারি প্রকারের প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে তিন প্রকারের. আকার দেখিতে উদ্ভিদের ন্যায়। বাস্তবিক, পূর্ব্বে প্রবাল একপ্রকার উদ্ভিদ্ বলিয়া লোকের বোধ ছিল ; এনিমিত্ত সংস্কৃত গ্রন্থে উহা লতা, মণি ও রত্ন-বৃক্ষ বলিয়া লিখিত আছে। কিঞ্চিদধিক ১০০ এক শত বৎসর হইল, মার্সেলিস্

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রবাল-কীট।

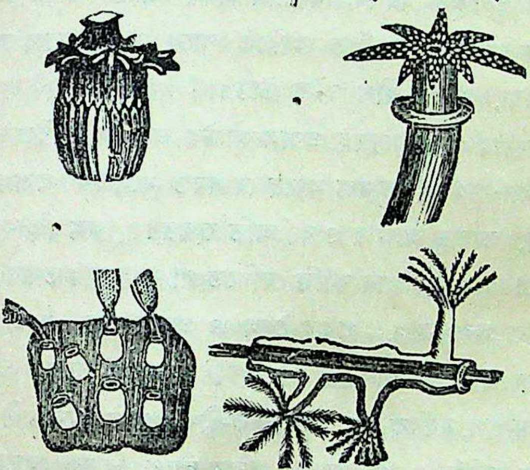

নগরবাসী পেরেনেল্-নামক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয় স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিনি ১৭২০ সতর শত কুড়ি খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং অনবরত ৩০ ত্রিশ বৎসর বিবিধ-প্রকার পরীক্ষা করিয়া অবধারণ করেন, পলা একপ্রকার প্রাণী, কদাচ উদ্ভিদ্ নয়। ইহারা সমুদ্রে বাস করে এবং অনেকে একত্র হইয়া, তথায় বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপ উৎপাদন করে। উহাদের শরীর হইতে দুগ্ধের ন্যায় একপ্রকার শ্বেত-বর্ণ রস নির্গত হয়, সেই রসের এরূপ আশ্চর্য্য গুণ যে, তাহা নির্গত হইয়া অমনি কঠিন হইতে থাকে। শম্বূকের শরীর যেমন কঠিন আবরণে আবৃত থাকে, উল্লিখিত রস কঠিন হইয়া, প্রবাল-কীটদিগের সেইরূপ গাত্রাচ্ছাদন হইয়া থাকে। সেই আচ্ছাদনকে উহাদের বাসগৃহ বলিলেও বলা যায়। কিরূপ যে উহাদের গাত্র হইতে ঐ অপূর্ব্ব রসের উৎপত্তি হয়, তাহা কেহ অদ্যাপি নিরূপণ করিতে পারেন নাই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং একাল পর্য্যন্ত কেহ কোন প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উল্লিখিত রস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই রস কঠিন হইয়া, এরূপ স্থিরীভূত ও দৃঢ়ীভূত হয় যে, সমুদ্রের প্রবল প্রবাহ ও ভীষণ তরঙ্গও তাহাকে কম্পিত ও বিচলিত করিতে পারে না। তাহা ক্রমে ক্রমে রাশীকৃত হইয়া, প্রকাণ্ড দ্বীপ হইয়া উঠে।

প্রায় সমুদায় প্রধান সমুদ্রই প্রবাল-কীটের জন্মস্থান; বিশেষতঃ ইউরোপের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী ভূ-মধ্য সমুদ্রে যে সমস্ত মনোহর প্রবাল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার আকার ও বর্ণ অতি সুন্দর। কিন্তু *স্থির-সমুদ্রেই প্রবাল-কীটের প্রধান প্রধান কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় এক এক স্থানে অনেক প্রবাল-দ্বীপ, প্রবাল-শৈল ও প্রবাল-স্তম্ভ একত্র বিদ্যমান থাকাতে, সে স্থান প্রবাল-সমুদ্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ প্রবাল-সমুদ্রস্থ মৈত্র-দ্বীপ, নাবিক-দ্বীপ সামাজিক-দ্বীপ প্রভৃতি অনেক দ্বীপ প্রবাল-কীট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সেই সমস্ত প্রবাল-দ্বীপে বিস্তর লোকের বসতি আছে, এবং তাহাতে প্রচুর-পরিমাণ ফল, মূল ও শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বহুসংখ্যক শৈল স্থির-সমুদ্রে মগ্ন আছে, ভূরি ভূরি প্রবাল-কীট তাহার উপর একত্র লিপ্ত হইয়া থাকে। তথায় তাহাদের শরীর হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত দুগ্ধবৎ শুক্লবর্ণ রস নির্গত হয়; এবং সেই রস কঠিন হইয়া, তাহাদের গাত্রাবরণ হয়। তাহারা প্রাণত্যাগ করিলে, তৎসমুদায় একত্র মিলিত হইয়া প্রস্তরবৎ দৃঢ়ীভূত হয়; তৎপরে আবার অন্য অন্য জীবিতবান্ প্রবাল-কীট তাহার উপর অবস্থিত হইয়া, উল্লিখিতরূপ গাত্রাবরণ সমুৎপাদন করে। এই প্রকার অসংখ্য প্রবাল-কীটের শরীর একত্র রাশীকৃত হইয়া, প্রবাল-দ্বীপ প্রস্তুত হইতে থাকে।

এইরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিতে তুলিতে, যখন তাহা এত উচ্চ হইয়া

* প্রশান্ত মহাসাগরে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উঠে যে, ভাটার সময়ে তাহার শিরোদেশ আর জল-মগ্ন থাকে না, তদবধি আর কোন প্রবাল-কীট তাহার উপর আরোহণ করে না; পরে জোয়ারের সময়ে শঙ্খ, শম্বূক, প্রবাল, বালুকাদি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। তৎসমুদায় তরঙ্গের তেজে ভগ্ন ও মিশ্রিত হইয়া, একপ্রকার প্রস্তর হইয়া উঠে; সেই শিলা-ভূমি সূর্য্য-কিরণে শুষ্ক ও বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়; জোয়ারের সময়ে সেই সমুদায় খণ্ড জলের বেগে বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হয়; তাহার মধ্যে মধ্যে যে সকল ছিদ্র থাকে, তাহা নানাবিধ জলজন্তু ও অন্য অন্য সামুদ্রিক দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার উপর বালুকা পতিত হইয়া, অত্যুত্তম উর্ব্বরা ভূমি উৎপন্ন হয়। তখন বহু-প্রকার বৃক্ষের বীজ তরঙ্গ-সহকারে তথায় আনীত হইয়া, অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় ও অনতিবিলম্বেই ঐ উচ্চ ভূমিতে ছায়া দান করিয়া সুশীতল করে। যে সকল বৃক্ষ-স্কন্ধ অন্য অন্য স্থান হইতে নদী-প্রবাহ দ্বারা সমুদ্রমধ্যে আনীত হয়, তাহাও কতক উল্লিখিত অভিনব দ্বীপে উপস্থিত হয় ও সেই সেই সঙ্গে কীট-পতঙ্গাদিও তথায় উপনীত হইয়া অবস্থিতি করে। বৃক্ষ সকল বর্দ্ধিত হইয়া, জঙ্গলবৎ না হইতে হইতেই সামুদ্রিক পক্ষী সকল তাহার মধ্যে অবস্থিতি করে এবং পথভ্রান্ত স্থলচর পক্ষীরাও ক্রমে ক্রমে তথায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে; অবশেষে মনুষ্যেরা দ্বীপান্তর ও দেশান্তর হইতে, ঐ অভিনব দ্বীপে আগমন করিয়া, কুটীর নির্ম্মাণ ও ভূমিকর্ষণ-পূর্ব্বক তাহার অধীশ্বর হইয়া বসেন। এককালে যে স্থানে গভীর সমুদ্রের গর্ভ থাকে, পরে সেইস্থান কতকগুলি ক্ষুদ্র কীটকর্ত্তৃক পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদির নিবাস-ভূমিরূপে পরিগণিত হইয়া, বিশ্বপতির অনির্ব্বচনীয় কৌশল ও পরমাশ্চর্য্য মহিমা প্রদর্শন করিতে থাকে।

এই সকল প্রবাল-দ্বীপের আয়তন সমান নয়। কাপ্তেন রীচি ৩২ বত্রিশটি প্রবাল-দ্বীপ পরিমাণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, তাহা আড়ে ১৩ তের ক্রোশ এবং যেটা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তাহা অর্দ্ধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ক্রোশ অপেক্ষা ন্যূন। কোন কোন প্রবাল-দ্বীপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। মাল্‌ডেন-নামক দ্বীপ সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৫৩ তিপ্পান্ন হাত উচ্চ। পেম্বিয়র নামে কতকগুলি প্রবাল-দ্বীপ একত্র অবস্থিত আছে, তাহার একটা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৮৩২ আট শত বত্রিশ হাত উন্নত।

প্রবাল-দ্বীপ লবণ-সংযুক্ত সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয় এবং চতুর্দ্দিকে লবণ-পূর্ণ সমুদ্র-জলেই পরিবেষ্টিত থাকে; অথচ কেমন আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, উহার মধ্যে ৩।৪ তিন চারি ফুট খনন করিলেই, লবণশূন্য সুস্বাদ সলিল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জোয়ারের জল যতদূর উত্থিত হয়, তাহার ২ দুই হাত অন্তরেই এরূপ বিশুদ্ধ বারি নিঃসৃত হইয়া থাকে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এ স্থলে সমুদ্রের লবণযুক্ত নীর, পলার গুণে, এই প্রকার পরিশোধিত হয়।

প্রবাল-কীটের এই চিত্ত-চমৎকারিণী মহীয়সী কীর্ত্তি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। যে সমস্ত মনুষ্য সহস্র সহস্র বৎসর পরে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবে, ঐ ক্ষুদ্র কীটেরা এক্ষণে তাহাদের বাসগৃহ নির্ম্মাণে নিযুক্ত রহিয়াছে। উহারা নিতান্ত জ্ঞানান্ধ জীব, মনুষ্যের তুল্য বুদ্ধি-চাতুর্য্য প্রাপ্ত হয় নাই; অথচ কিরূপে এই অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় ব্যাপার সম্পাদন করে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। যৎসামান্য কীট হইয়া, এতাদৃশ প্রশস্ত উপদ্বীপ উৎপাদন করিতে তাহাদের কি স্বার্থ আছে? কি কারণে বা কিরূপ মন্ত্রণা করিয়া, কোটি কোটি কীট একত্র মিলিত হয়? কিরূপ স্বার্থানুরোধেই বা তাহারা এই বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া, অগাধ সমুদ্রের প্রবল প্রবাহ ও ভয়ঙ্কর তরঙ্গ অতিক্রম করে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত এই,—তাহারা ভালমন্দ কিছুই জানে না; এ বিষয়ে আপন স্রষ্টার নিকট যে অনির্ব্বচনীয় স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া, তাঁহারই মহিমা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অসাধারণ-স্মারকতা-শক্তির উদাহরণ।

ইটালিদেশ-নিবাসী মেগ্লিয়াবেকির স্মারকতা-শক্তির বিষয় শ্রবণ করিলে,চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার সময়ে যত পুস্তক প্রচারিত হয়,তিনি তাহার সমুদায়ই পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারও অধিকাংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যে পুস্তকে যে যে প্রস্তাবের যেরূপ বর্ণন আছে, তিনি তাহার বিস্তারিত বিবরণ বলিতে পারিতেন এবং কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, যে পুস্তকের যে পরিচ্ছেদে, যে অধ্যায়ের যে পৃষ্ঠে, যে বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, সমুদায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া কহিতে পারিতেন। কোন ব্যক্তি এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচনা করিয়া, তাঁহাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। তিনি তাহা পাঠ করিয়া প্রত্যর্পণ করিলে পর, উল্লিখিত প্রস্তাব-রচয়িতা মেগ্লিয়াবেকির স্মরণ-শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, অনতিবিলম্বে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"আমি সে প্রস্তাবটি কিরূপে হারাইয়াছি; আপনার যাহা স্মরণ থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া দেন।" বেকি তাহার অবিকল লিখিয়া দিলেন, বিন্দু-বিসর্গের অন্যথা হইল না। প্রস্তাব-রচয়িতা তাঁহার অসামান্য স্মরণশক্তির এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া, বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

উইলর্-নামক জগদ্বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত পুস্তক-পাঠাদির বিষয়ে অতি প্রগাঢ় পরিশ্রম করায় অন্ধ হইয়াছিলেন। অন্ধ হইবার পর, বীজ-গণিত ও জ্যোতিবিদ্যা-বিষয়ক দুইখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন, তাহাতে কঠিন কঠিন অঙ্ক গণনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উভয় চক্ষুই অন্ধ; সুতরাং কাগজাদির উপর অঙ্কপাত করিয়া গণনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁহার এরূপ অদ্ভুত স্মারকতা-শক্তি ছিল যে, কেবল মনে মনেই সেই সমুদায় গণনা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পণ্ডিতেরা এই বিষয় অবগত হইয়া, বিস্ময়াপন্ন-হৃদয়ে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তিনি যে কোন বিষয় মনন করিতেন, তাহাই তাঁহার চিত্ত-ক্ষেত্রে প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত। তিনি গ্রীক ও লাটিন ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মহাকবি বর্জ্জিল্-প্রণীত ইনেইড্ নামক প্রধান কাব্য তাঁহার এরূপ অভ্যস্ত ছিল যে পুস্তক না দেখিয়া, আদ্যোপান্ত সমুদায় একেবারে আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তিনি ঐ কাব্যের যে পুস্তক সচরাচর ব্যবহার করিতেন, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম পঙ্‌ক্তি ও শেষ পঙ্‌ক্তি মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারিতেন।

পরিশ্রম।

মনুষ্যেরা পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অযত্ন-সম্ভূত অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাব-জাত বাসস্থান প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদিগকে নিজ যত্নে ঐ সমুদায় উৎপাদন ও নির্ম্মাণ করিতে হয়। জগদীশ্বর যেমন ঐ সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যক করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তদুপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া এবং বাহ্য বস্তুসমুদায় তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া, সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, মনুষ্য আপনার শরীর ও মন পরিচালন-পূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহ ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবেন। তিনি এই অশেষ-কল্যাণকর অনুমতি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা পালন করিলেই সুখ, লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ।

অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের বিষয় বোধ করেন; কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা কেবল ভ্রান্তির কর্ম্ম। কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল। পরম-শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকসিতপুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ চিত্ত-রঞ্জন পণ্য-পরিপূর্ণ আপণ শ্রেণী, তড়িৎ-সম-বেগ-বিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ, ধর্ম্ম-শাসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচারস্থান, জ্ঞানরূপ মহারত্নের আকরস্বরূপ বিদ্যা-মন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞান-সমষ্টি-স্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার সমুদায় শুভকর বস্তুই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিমা পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। পরিশ্রম যে পরিণামে সুখোৎপাদন করে, ইহা বিবেচক লোকেরা সহজে স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেক দেশের অনেক গ্রন্থকার আলস্যের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিশ্রম যে কেবল পরিণামেই সুখোৎপাদক,এমন নহে ; কর্ম্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধসুখ সমুদ্ভাবন করে। অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই স্ফূর্ত্তিলাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে। শরীর-চালনায় যে কিরূপ দুর্ল্লভ সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা শিশুগণ বিশিষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির থাকিতে ভালবাসে না ; গমন, ধাবন, কুর্দ্দন করিতে পারিলেই, তাহারা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। যাহারা প্রতি দিবস ৭।৮ সাত আট ঘণ্টা নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বিনা পরিশ্রমে এক দিবস ক্ষেপণ করাও তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন বোধ হয়।

শরীর-সঞ্চালন না করিলে, পীড়িত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাহাতে অঙ্গ-সঞ্চালনের আবশ্যকতা নাই, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগকে ব্যায়াম অথবা অন্যবিধ অঙ্গচালন করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। শরীরের ন্যায় মনেরও চালনা করা আবশ্যক ; নতুবা মনোবৃত্তি-সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইতে থাকে ; সুতরাং তেজস্বিনী মনোবৃত্তি পরিচালন দ্বারা যে প্রকার প্রগাঢ় সুখের উৎপত্তি হয়, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক মনোবৃত্তি সুখ-সলিলের এক একটি পবিত্র প্রস্রবণ-স্বরূপ। তাহাদিগকে যথাবিধানে চালন করিয়া যত সতেজ করা যায়, ততই প্রবল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুখ-ধারা উৎপাদিত হইতে থাকে। অতএব পরিশ্রম যে আবশ্যক ও বিধেয়, তাহা আমাদের প্রকৃতি-পটে সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে।

কেহ কেহ শারীরিক কর্ম্মকে নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। লোকের কেমন বিপরীত বুদ্ধি, তাঁহারা লোক-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপযোগী আবশ্যক হিতকারী কর্ম্মকে ক্লেশকর অপকৃষ্ট কর্ম্ম বিবেচনা করেন, আর অনাবশ্যক অলীক কার্য্য-সমুদায় ভদ্রলোকের অনুষ্ঠান-যোগ্য সুখদায়ক ব্যাপার বোধ করিয়া থাকেন; তাঁহারা কৃষি ও শিল্পকর্ম্ম ইতর বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পশুবধ করা, সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত লোকের অযোগ্য বিবেচনা করেন না। 'ভদ্র' এই আখ্যা-ধারী মহাশয়েরা যৎসামান্য জলাশয়-তটে উপবিষ্ট ও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত হইয়া এবং দুঃসহ চাকচিক্যময় জলপুঞ্জোপরি প্লবমান শ্বেতবর্ণ তরঙ্গের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া, অশেষবিধ নিষ্ঠুরাচরণ-সহকারে প্রাণি-হিংসা করাকে আপনাদের উপযুক্ত কর্ম্ম বোধ করেন; কিন্তু জন-সমাজের উপকারী অত্যাবশ্যক কর্ম্ম-সমুদায় কেবল কষ্টদায়ক নীচবৃত্তি বিবেচনা করিয়া থাকেন। যে সময়ে মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তখন তাঁহাকে উচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, মনুষ্য-নামের গৌরবরক্ষা করিতে দৃষ্টি করা যায়, আর যখন তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া উঠে, তখন পশুবৎ নিকৃষ্টব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া, নিকৃষ্ট জীবের ভাবগ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু অবিবেচক অদূরদর্শী মনুষ্যদিগের এই সমস্ত অনিষ্টকর কুসংস্কার, করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মের অনুগত নহে। যখন আমাদের লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া, তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তখন তাহা কোন ক্রমেই ঘৃণার বিষয় নয়। যাহা তাঁহার নিয়মের প্রতিকূল, তাহাই নিন্দনীয়; তাঁহার নিয়মের অনুকূল ব্যবসায় আদরণীয় ব্যতিরেকে কদাচ নিন্দনীয় হইতে পারে না।

যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, পরম-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয় এবং অন্যের উপাসনা তুচ্ছ করিয়া, স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা নিন্দনীয় বৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় পরম-পবিত্র ধর্ম্ম। স্বহস্তে হল-চালনা করা দূষ্য নহে, করপত্র ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে। এতদ্দেশীয় বিষয়ী লোক, যে সমস্ত ঔপাধিক-লাভ-দায়িকা অর্থকরী বৃত্তিকে প্রধান বৃত্তি বলিয়া জানেন, সে সমুদায়ই দূষ্য ও নিন্দনীয়। ন্যায়-পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক, অন্যায়োপজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়। এরূপ ধর্ম্ম-পরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ্দ-বিশিষ্ট পবিত্র পর্ণকুটীরের নিকট অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অশ্বরথ-শোভিনী চিত্ত-চমৎকারিণী প্রাসাদ-শ্রেণীও মলিন বোধ হয়। এরূপ ঋজু-স্বভাব বুভুক্ষু কৃষকের কদলী-পত্র-স্থিত নিরূপ-করণ তণ্ডুলগ্রাস, পরধনাপহারী বিভবশালী ধনাঢ্যদিগের স্বর্ণ-পাত্রারূঢ় সৌগন্ধ-পরিপূর্ণ সুস্নিগ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহস্রগুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর। বহুকালাবধি এদেশীয় লোকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা ন্যায়-বিরুদ্ধ কুৎসিত কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিবেন, পরোপজীব্য অবলম্বন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবেন, অনাহারে শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ করিবেন, তথাচ ঈশ্বরানুমত, ধর্ম্মানুগত শিল্পকর্ম্ম করিতে সম্মত হইবেন না।

নিয়মিত পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োজনক ও সুখ-জনক বটে, কিন্তু উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাস্তবিক লোকে নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের উহা কষ্টদায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। জনসমাজে এ বিষয়ে অতিশয় অব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা প্রতিদিবস ৩০ ত্রিশ বা ৩৫ পঁয়ত্রিশ দণ্ড কর্ম্ম করিয়া, কষ্টেসৃষ্টে দিনপাত করিতেছে, কেহ বা ৪ চারি দণ্ড কালও নিয়মিত পরিশ্রম করিতে স্বীকৃত নহে। কিন্তু এ উভয়ই অনিষ্টকর। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সম্ভবমত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গর্হিত। তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়; সুতরাং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকলও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তেজোহীন হইতে থাকে। মনুষ্য কেবল এরূপ করিয়া আয়ুঃক্ষয় করিবেন, ইহা কদাচ পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকার শুভকরী শক্তি প্রদান করিয়াছেন; অতএব, প্রতিদিবস তৎ সমুদায় সঞ্চালন করিয়া, শরীর ও মন সুস্থ ও সতেজ করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিবসই জীবিকা-নির্ব্বাহে কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পবিত্র-প্রমোদ-সম্ভোগে যাপন করা বিধেয়।

যে জনসমাজে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগ-বিলাসী ব্যক্তিরা সংসারের কোন প্রকার উপকার না করিয়া, স্তূপাকার ভোজ্য-ভোগ্য সামগ্রী ভোগ করিতেছেন, এবং নির্ধন লোক তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-সেবা-সমাধার্থে প্রতিদিন ৩০।৪০ ত্রিশ চল্লিশ দণ্ড পরিশ্রম করিয়া, শরীর-পাত করিতেছে, তাহার ব্যবস্থা-প্রণালীর কোন না কোন স্থানে কোন প্রকার দোষ অবশ্যই প্রবিষ্ট আছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা পর্য্যায়ক্রমে ক্লেশ ও নিদ্রা এই দুই বিষয়ের সেবা করে। তাহাদের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে। অন্য অন্য শিল্প-যন্ত্রের ন্যায় তাহাদিগকেও এক একটি যন্ত্র বলিলে বলা যায়। যদি জ্ঞান-বৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি করাই মনুষ্যের প্রধান কল্প হয়, তাহা হইলে, জনসমাজে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। আহার-পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন কিঞ্চিৎকাল কর্ম্ম করা আবশ্যক বটে, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মানুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত, অর্থাৎ পরিষ্কৃত পরিচ্ছদে থাকিয়া, শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত, যে প্রমাণ ভোজ্য-ভোগ্য সামগ্রী প্রয়োজনীয়, তাহা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে অধিক পরিশ্রম আবশ্যক করে না। মনুষ্যেরা আপনাদের অতি প্রবল ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, অশেষবিধ অনাবশ্যক দ্রব্যও আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছেন। সেই সমুদায় আহরণার্থ ভোগাভিলাষীদিগকেও অধিক অর্থব্যয় করিতে হয় এবং যাহারা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বীকার করিতে হয়। যদি লোকে ঐ সমস্ত নিষ্প্রয়োজন দ্রব্য লাভের অভিলাষ পরিত্যাগ করে এবং সকলে প্রতিদিবস ন্যূনাধিক এক প্রহর কাল পরিশ্রম করে, তাহা হইলে, সুখ-স্বচ্ছন্দে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

সকলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে সাধ্যানুসারে কর্ম্ম করা উচিত এবং যে সমস্ত জীব সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের স্বীয় সমাজের কোন না কোন প্রকার হিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা বিধেয়। এই কল্যাণকর নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যায়। জগৎ পিতা জগদীশ্বর যাবতীয় জন্তুকে তাহাদের জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী সামর্থ্য দিয়াছেন। সকল সিংহই আপন আহার অন্বেষণ করে এবং প্রত্যেক বীবরই নিজ নিকেতন-নির্ম্মাণ-বিষয়ে সহায়তা করে। যে সকল জীব শ্রেণীভুক্ত হইয়া, এক এক শ্রেণী এক এক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে একটিও বিনা পরিশ্রমে কালহরণ করে না; সুতরাং অন্যদীয় আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। মধুমক্ষিকাদির মধ্যে কতকগুলি মধূথ আহরণ করে, অপর কতকগুলি মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, অবশিষ্ট কতকগুলি মধু রক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত থাকে। কি দুঃখের বিষয়! মনুষ্যেরা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ব্যাপার দেখিয়াও, পরমেশ্বরের স্পষ্টাভিপ্রায় অবগত হন না এবং আপন প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াও, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীত হয়, উল্লিখিত ভোগাভিলাষী মহাশয়দিগের এবং পরোপজীবী নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদিগের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, তাহাদের পোষণার্থে অপর ব্যক্তিদিগকে তত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুরূপ কর্ম্ম করিলে, সকলের ভারের লাঘব হয়। কিন্তু কেবল স্বহস্তে হল-চালন ও খনিত্র ব্যবহার না করিলে সংসারের উপকার করা হয় না, এমত নয়। ধনশালী মহাশয়েরা, আপনাদের অর্থব্যয় ও বুদ্ধি পরিচালন করিয়া, সমস্ত প্রকারে লোকের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপকার করিতে পারেন। তাঁহাদের এই উভয় উপায় দ্বারা জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম, উভয়ই হিতকারী। যাঁহারা বুদ্ধিবলে নূতন শিল্পযন্ত্র প্রস্তুত ও তৎসম্বন্ধীয় কোন অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারের মহোপকারী মহাশয় মনুষ্য। যাঁহারা বাচনিক উপদেশ দিয়া অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়া, লোকের ভ্রম-নিবারণ, চরিত্র-সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি-সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারা ভূ-লোকের শুভাকাঙ্ক্ষী:বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যেমন ঊষাকালে সুকুমার অরুণ-প্রভা পূর্ব্বদেশে প্রকাশিত হইয়া, উত্তরোত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ সমস্ত মহানুভব মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রভাব, ক্রমে ক্রমে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইতে থাকে।

ধনশালী মহাশয়েরা যে, স্বীয় ভোগাভিলাষ খর্ব্ব করিয়া, জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনার্থে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করেন না, এটি তাঁহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের অতিমাত্র উত্তেজনারই কার্য্য। ইহাকে তাঁহাদের অত্যন্ত অযশস্কর অধর্ম্মের মধ্যে গণিত করিতে হয়। তাঁহাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সমুদায় প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিকটে পরাভূত হইয়া রহিয়াছে। এদেশীয় ধনবান্ ব্যক্তিরা অনেকেই যাদৃশ অলীক ব্যাপারে অর্থব্যয় করেন, এবং যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা স্মরণ হইলে, দুঃসহ দুঃখ-তাপে তাপিত হইতে হয় এবং একবারে স্বদেশের প্রতি বিরক্ত হইয়া, স্বজাতীয় লোককে ধিক্কার দিতে হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্র।

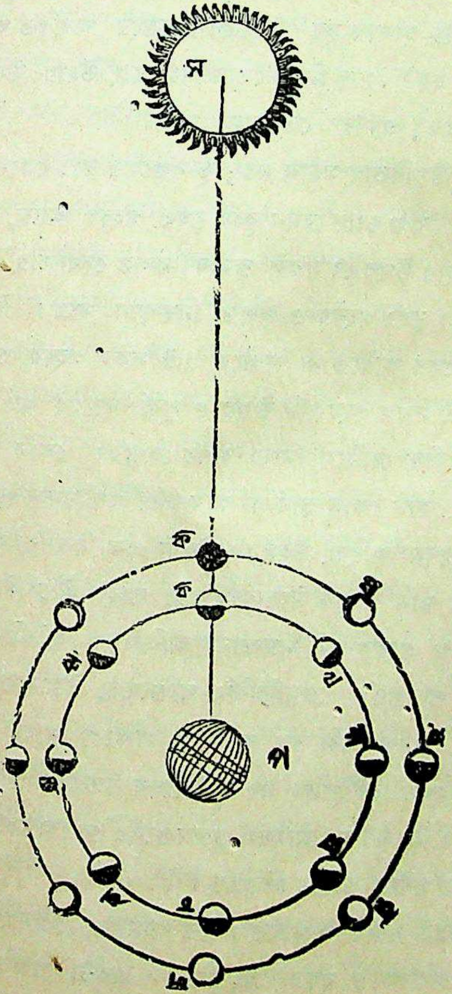

পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে একখানি রূপার থালার ন্যায় দেখায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিন্তু বাস্তবিক উহা পৃথিবী-সদৃশ এক প্রকাণ্ড গোলাকার বস্তু। উহার ব্যাস ন্যূনাধিক ৯৫০ নয় শত পঞ্চাশ ক্রোশ এবং উহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ৪৯ ঊনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। পৃথিবী হইতে প্রায় ১,০৫, ৬০০ এক লক্ষ পাঁচ হাজার ছয় শত ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত আছে, এই নিমিত্ত ক্ষুদ্র বোধ হয়। চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, উহার উপর সূর্য্যের আলোক পতিত হয়; একারণ তেজোময় দেখায়।

চন্দ্র-মণ্ডলের উপরিভাগ সমান নয়; ভূ-মণ্ডলের ন্যায় কোন স্থান উচ্চ, কোন স্থান নিম্ন। বরং চন্দ্রে যেমন বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর আছে, পৃথিবীতে সেরূপ নাই। উহার উপর যে সকল কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক দেখা যায়, তাহা আর কিছুই নয়, কেবল বৃহৎ গহ্বর ও প্রশস্ত নিম্ন-স্থান মাত্র। উহার মধ্যে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করিতে না পারাতে, ঐ সকল গহ্বর ও নিম্ন-স্থান দীপ্তি পায় না। ঐ সমস্ত গহ্বরাদি উত্তর ও পূর্ব্ব ভাগেই অধিক। উহাদিগকে দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে, নানা বর্ণের দেখায়। কোন স্থান ধূসর, কোন স্থান হরিৎ,কোন কোন স্থান বা আরক্তবর্ণ প্রতীয়মান হয়। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া, উহাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ নিরূপণ করিয়াছেন।

চন্দ্রের যে যে স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়, তাহা উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত। উত্তর ও পূর্ব্বভাগে গহ্বর ও নিম্ন-স্থানই অধিক; কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগ পর্ব্বত-পুঞ্জে পরিপূর্ণ। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা উত্তমোত্তম দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিয়া, সমস্ত পর্ব্বতের আকার, প্রকার, শাখা, প্রশাখাদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছেন এবং উহাদের উচ্চতাও গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন। এমন কি, আমরা চন্দ্রমণ্ডলের যে অর্দ্ধভাগ দেখিতে পাই, তাহার নক্সা পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে।

এই সমস্ত উন্নত পর্ব্বত ও গভীর গহ্বর থাকাতে, চন্দ্রমণ্ডলের উপরিভাগ ভূ-মণ্ডল অপেক্ষাও বন্ধুর হইয়াছে। একটা পর্ব্বত ১৬,১৯৮ ষোল হাজার এক শত আটানব্বই হাত, আর একটা ১১,৮৮৬ পনর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হাজার আট শত ছেয়াশী হাত, অন্য একটা ১৫,২১৩ পনর হাজার দুই শত তের হাত উচ্চ।

পৃথিবী যেমন এক বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্র সেইরূপ ২৭ সাতাইশ দিন ১৯ উনিশ দণ্ড ১৭ সতর পল ও ৫৮৬ পৌনে উনষাট অনুপলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার পরিভ্রমণ করে। পৃথিবীর যেমন আহ্নিক গতি আছে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে রথচক্রের ন্যায় আপনা আপনি একবার আবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহাকে চন্দ্রের আহ্নিক গতি বলা যাইতে পারে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে উহার যত সময় লাগে, আহ্নিক গতিও তত সময়ে সম্পন্ন হয়।

চন্দ্র যে নিজে তেজোময় নয়, পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়, ইহা পূর্ব্বেই একবার উল্লেখ করা গিয়াছে। যখন যে ভাগে সূর্য্যের আভা পতিত না হয়, তখন সে ভাগ অন্ধকারময় থাকে ; এই নিমিত্ত দেখা যায় না। পৃথিবীতে যেরূপ পর্য্যায়ক্রমে দিন ও রাত্রি হইয়া থাকে, চন্দ্রেও সেইরূপ হয়। তাহার যে ভাগে যখন সূর্য্যের কিরণ পড়ে, তখন সেই ভাগে দিন ও অন্যান্য ভাগে রাত্রি হয়। যেমন পৃথিবীর আহ্নিক গতি দ্বারা পৃথিবীতে দিন রাত্রি হয়, সেইরূপ চন্দ্রের আহ্নিক গতি দ্বারা চন্দ্রের দিন রাত্রি হইয়া থাকে। তাহার দিনমান ও রাত্রিমান প্রত্যেক প্রায় এক এক পক্ষ।

যেমন কোন দীপের নিকট একটা গোল বস্তু ধরিলে, তাহার অর্দ্ধভাগ মাত্র সেই দীপের আলোকে দীপ্তি পায়, সেইরূপ সূর্য্যের জ্যোতিতে চন্দ্রমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ নিয়ত প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন আমরা সেই অর্দ্ধভাগ সমুদায় দেখিতে পাই, তখন পূর্ণচন্দ্র বলি, আর যখন সমুদায় না দেখিয়া এক এক অংশ দেখিতে পাই, তখন সেই সেই অংশকে চন্দ্রকলা নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে চিত্রক্ষেত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে স, সূর্য্য ; প, পৃথিবী ; এবং ক, খ, গ, ঘ, চ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছ, জ, ঝ, চন্দ্রের স্থান। যখন চন্দ্র ক-চিহ্নিত স্থানে স্থিতি করে, তখন তাহার যে ভাগ সূর্য্যের জ্যোতিতে দীপ্তি পায়, তাহা সূর্য্যাভিমুখে থাকে এবং যে ভাগ সেরূপ দীপ্তি না পায়, তাহাই পৃথিবীর দিকে স্থিতি করে। এই নিমিত্ত পৃথিবীস্থ লোকেরা সে সময় চন্দ্র দেখিতে পায় না। এই সময়কে অমাবস্যা বলে। পরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া যখন খ-চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হয়, তখন তাহার দীপ্তিময় সমুদায় ভাগের চারি অংশের এক অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যেমন ঘ। তাহার পর যখন গ-চিহ্নিত স্থানে আইসে, তখন তাহার দীপ্তিময় ভাগের অর্দ্ধেক দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ব। অনন্তর ঘ-চিহ্নিত স্থানে চারি ভাগের তিন ভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন র। অবশেষে চ-চিহ্নিত স্থানে সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই পূর্ণচন্দ্র বলে। পূর্ণচন্দ্র পরম-শোভাকর।

চন্দ্র নিজে দীপ্তিময় না হইলেও, আমরা যেমন তাহাকে সূর্য্যের দীপ্তিতে দীপ্তিময় দেখি, যদি চন্দ্রমণ্ডলে মনুষ্যাদির ন্যায় বুদ্ধিজীবী জীব থাকে, তবে তাহারাও আমাদের পৃথিবীকে সেইরূপ সূর্য্যরশ্মিতে রশ্মিময় দেখিতে পায়। আমরা যেমন চন্দ্র-কলার হ্রাস-বৃদ্ধি দৃষ্টি করি, তাহারাও তথা হইতে পৃথিবীর সেইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিতে পায়, তাহার সন্দেহ নাই।

পৃথিবীতে যেমন চন্দ্রের কিরণ পড়ে, চন্দ্রমণ্ডলেও সেইরূপ পৃথিবীর আভা পতিত হয়। এই নিমিত্ত, চন্দ্রের যে ভাগ সূর্য্য-রশ্মিতে সুন্দররূপে দীপ্তি পায়, তদ্ভিন্ন অবশিষ্টভাগও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ভাগ সচরাচর ধূসর-বর্ণ দেখায়। ১৭৭৪ সতর শত চুয়াত্তর খৃষ্টাব্দের ১৪ চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী ঐ ধূসর-বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া, ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত হরিদ্বর্ণ হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া লেম্বট-নামক এক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন, তৎকালে আমেরিকার দক্ষিণ খণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী মহারণ্যের হরিদ্বর্ণ আভা চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হইয়া, চন্দ্রের ঐপ্রকার বর্ণ উৎপাদন করিয়াছিল।

চন্দ্রের জ্যোতিঃ আপাততঃ উষ্ণ বোধ হয় না ; এ নিমিত্ত পূর্ব্বতন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পণ্ডিতেরা চন্দ্রকে হিমাংশু ও শীতাংশু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সংপ্রতি মেলনি নামে এক ইউরোপীয় পণ্ডিত অনেকের সমক্ষে পরীক্ষা করিয়া চন্দ্রের জ্যোতিতে তেজের সত্তা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

জান্ ফ্রেডরিক্ ওবর্লিন্।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মহাত্মার নাম লিখিত হইল, তাঁহাকে দয়া-গুণের অবতার বলিলেও বলা যায়। তিনি ১৭৪০ সতর শত চল্লিশ খৃষ্টাব্দে ফরাশিশ্ রাজ্যের অন্তঃপাতী ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালাবধি অকৃত্রিম দয়া ও বাৎসল্যের প্রকাশ করিয়া, পরিজনবর্গের স্নেহ-পাত্র হইয়াছিলেন। বাল্যকালে স্বকীয় সামান্যরূপ উপস্থিত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রতি শনিবারে পিতার নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা একটি মুদ্রাধারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং একত্র করিয়া পরিজনদিগের ও অপর লোকের উপকারার্থে ব্যয় করিতেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, পার্য্যমাণে কাহারও ঋণ রাখিতেন না। কখন কোন ব্যবসায়ী লোক তাঁহার নিকট কোন ক্রীত বস্তুর মূল্য গ্রহণ করিতে আগমন করিলে, যদি তিনি অর্থের অসঙ্গতি-প্রযুক্ত তৎকালে তাহা পরিশোধ করিতে না পারিতেন,তাহা হইলে, ম্রিয়মাণ ও অধোমুখ হইয়া থাকিতেন। জান্ ফ্রেডরিক্ ওবলিন্ আপনার পিতার এরূপ বিষণ্ণ-বদন দর্শন করিলে, তৎক্ষণাৎ আপনার মুদ্রাধারের নিকট গমন করিয়া, তন্মধ্যে যত মুদ্রা পাইতেন, সমুদায় আনিয়া অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে পিতার হস্তে অর্পণ করিতেন।

তাঁহার শৈশবকালীন করুণা ও বদান্যতা-ঘটিত উক্তরূপ ভূরি ভূরি আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি পরের দুঃখ দূরীকরণার্থে আপনার কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিতে কখনও কাতর হইতেন না। প্রত্যুত পরোপকার-করণের স্থল উপস্থিত হইলে, সাতিশয় সুখী হইতেন। এক দিবস একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি ডিম্ব মস্তকে করিয়া, বাজারে বিক্রয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে যাইতেছিল, পথের মধ্যে কয়েকটি দুর্ব্বিনীত নিষ্ঠুর বালক ধাক্কা দিয়া তাহা ফেলিয়া দিল। ইহা দেখিয়া ওবলিন্ তাহাদিগকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন এবং আপনার মুদ্রাধারে যত মুদ্রা ছিল, সমুদায় আনিয়া ঐ স্ত্রীলোককে দান করিলেন।

অন্য একদিন, তিনি এক বস্ত্র-বিক্রেতার বিক্রয়-গৃহের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে দেখিলেন, একটি দুঃখিনী স্ত্রীলোক একখানি বস্ত্র ক্রয়ার্থ ব্যগ্র হইয়াছে, কিন্তু উক্ত বস্ত্র-ব্যবসায়ীর আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত মূল্য প্রদানে সমর্থ হইতেছে না। ওবলিন্ কর্ম্মান্তর উপলক্ষ করিয়া, উল্লিখিত বিক্রয়-গৃহের সমীপদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন; ঐ স্ত্রী বস্ত্রক্রয়ে অপারগ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল দেখিয়া, বস্ত্রের নির্দ্ধারিত মূল্যের মধ্যে তাহার যাহা অকুলান ছিল, তাহা সেই ব্যবসায়ীর হস্তে অর্পণ করিয়া কহিলেন, 'ঐ স্ত্রীলোককে আহ্বান করিয়া, তাহার অভিলষিত বস্ত্রখানি প্রদান কর।' এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে গমন করিলেন; তাহার আশীর্ব্বচন শ্রবণার্থে অপেক্ষা করিলেন না।

ওবলিনের জনক-জননীর চরিত্রও অত্যুত্তম ছিল। তাঁহাদের উপদেশ-গুণে ও সৌজন্য-দর্শনে ওবলিনের স্বভাব-সিদ্ধ দয়া ও বাৎসল্য, তাঁহার বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং বাল্যকালে, তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে যে পরম রমণীয় ধর্ম্মাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট অমৃতময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল।

ওবলিন্ চিকিৎসা-শাস্ত্রাদি নানাপ্রকার হিতকারী বিষয়-সহকারে ধর্ম্ম-শাস্ত্রও উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১৭৬৯ সতর শত উনসত্তর খৃষ্টাব্দে ফরাশিশ্ দেশের অন্তর্গত আল্‌সস্ প্রদেশের ওয়ল্ড্‌বাথ্ নামক স্থানে গ্রাম্যযাজকতা-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্থান বাঁদেলারোষ নামক উপত্যকা-ভূমির অন্তঃপাতী। সে সময় উল্লিখিত জনপদ-নিবাসীরা দারুণ দুরবস্থায় পতিত ছিল। ওবলিনের সদয় অন্তঃকরণ অন্যের দুঃখ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দূরীকরণ-বিষয়ে যেরূপ ব্যগ্র, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। অতএব সে সময়ে তাহাদের যেরূপ ধর্ম্মোপদেশক আবশ্যক ছিল, তাহারা সেইরূপই প্রাপ্ত হইয়াছিল। ওবর্লিন্ তাঁহাদিগকে কেবল্ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া নিরস্ত হন নাই, সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাহারা দরিদ্র, মূর্খ, দুর্ব্বিনীত ও স্বাবলম্বিত কৃষিকার্য্যাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়েই অপটু ও অনভিজ্ঞ ছিল। ওবর্লিন্ তাহাদের ঐ সমস্ত দোষ-সংশোধনার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া,তাহার নানা উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া,তাহাদিগকে জানাইলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার অনুকম্পা-সূচক অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিকূল হইয়া উঠিল। এমন কি, সকলে ঐক্য হইয়া তাঁহাকে পথিমধ্যে প্রহার ও জলমধ্যে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

যাহারা এতাদৃশ অনভিজ্ঞ ও দুর্ব্বিনীত যে, আপন হিতাহিত বিবেচনা করিতে অক্ষম, তাহাদের সহিত বাদানুবাদ করা বিফল জানিয়া, তিনি অবশেষে এই অবধারণ করিলেন যে, ইহাদের কোন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সুনীতিশালী জনপদে গমনাগমন থাকিলে, তত্রত্য লোকের সুখ-সৌভাগ্য দেখিয়া, পর্য্যাপ্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি ও সুপ্রণালী-সিদ্ধ পরিশ্রমাবলম্বনের সমুচিত ফল হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, অনতিদূরবর্ত্তী ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগর সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও সভ্য-লোক-সমাকীর্ণ। তথায় ইহারা আপনাদিগের দ্রব্যজাত লইয়া বিক্রয় করিলে ও তথা হইতে আপন জনপদের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের উপযোগী নানা সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিলে, বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে। অতএব তথায় গমনাগমনার্থ এক সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করা আবশ্যক ও মধ্যে ব্রস্ নামে যে নদী আছে, তাহার উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ অবধারণ করিয়া, তাহাদিগকে ডাকিয়া, আপন অভিপ্রায় অবগত করিলেন এবং কহিলেন, 'নদীর ধার দিয়া এক প্রস্তরময় প্রাচীর ও তাহার উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করা আবশ্যক; অতএব তদর্থে তোমাদিগকে পর্ব্বত ছেদন করিয়া প্রস্তর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আনয়ন করিতে হইবে।' তাহারা শুনিয়া এ কার্য্য সাধন করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া উঠিল এবং এক এক করিয়া সকলেই এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিল। কিন্তু ওবর্লিন্ কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবার নহেন; তাহাদিগকে নানামতে উপদেশ দিলেন ও অনেকপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই সম্মত করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বয়ং স্কন্ধে কুঠার স্থাপন করিয়া ও এক বিশ্বাসী ভৃত্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া, প্রস্তর কর্ত্তন করিতে চলিলেন। পাষাণ পতিত হইয়া তাঁহার হস্তপদাদি আহত হইল এবং কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া, তাঁহার ভুজদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁহার সদয় হৃদয় পর-দুঃখহরণে পরাঙ্মুখ হইবার নহে। তিনি উক্ত বিষয় সম্পাদনার্থে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিলেন এবং আপনার পূর্ব্বতন মিত্রদিগকেও তদর্থে অনুরোধ জানাইয়া অর্থসংগ্রহ করিলেন।

তাঁহাকে অধিক কাল একাকী পরিশ্রম করিতে হয় নাই; তাঁহার শিষ্যেরা অবিলম্বেই সহকারী হইল। তিনি রবিবারে রীতিমত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন; অন্যদিন প্রাতঃকালে স্বগণ-সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোল্লিখিত কল্যাণসূচক কার্য্য সম্পাদনার্থে গমন করিতেন। তিন বৎসরের মধ্যে পথ প্রস্তুত হইল, সেতু নির্ম্মিত হইল ও ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগরে তাঁহার লোকদিগের গতায়াত আরব্ধ হইল। সুভ্যদিগের সহিত অসভ্য লোকদিগের আলাপ-পরিচয় ও দেখা সাক্ষাৎ হইলে, অসভ্যদিগের যাদৃশ উপকার দর্শে, তাহা অবিলম্বেই দর্শিতে লাগিল। ওবর্লিন আপন লোকদিগকে শিল্পকার্য্য শিক্ষা করাইবার বাসনা করিলেন এবং তদর্থে কতিপয় বালককে ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগরস্থ সুনিপুণ সূত্রধর, কর্ম্মকর, ভাস্কর, কাচ-কর্ম্মকর ও শকটকারের নিকট, তাহাদের ব্যবসায় শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। উল্লিখিত বালকেরা তথায় শিক্ষিত হইয়া, স্বপ্রদেশে গিয়া ঐ সমস্ত শিল্পকর্ম্ম আরম্ভ করিল। যে সকল সমৃদ্ধি-সাধক ও সুখ-সম্পাদক ব্যবসায় তথায় কোন কালে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রচারিত ছিল না, তাহা এইরূপে উত্তরোত্তর প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল, এবং তদবধি ওয়ল্ড্‌বাথ্-নিবাসীরা ওবর্লিন্‌কে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া, তাঁহার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল।

তত্রত্য লোকেরা কৃষিকর্ম্মে সুনিপুণ ছিল না; এ নিমিত্ত ওবর্লিন্ তাহাদিগকে তদ্বিষয়েরও উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা দিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। প্রথমে তাহারা অত্যন্ত আপত্তি উত্থাপন করিল এবং "পৌরজনেরা শস্যোৎপাদন-বিষয়ে কি জানে" এই কথা বলিয়া, তাঁহার উপদেশে উপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু ওবর্লিন্ পরোপকার-সাধনে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। তাহাদের সহিত বিতর্ক করা ব্যর্থ জানিয়া, তিনি কৃষিকার্য্য-বিষয়ে স্বয়ং শুভদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার বাস-গৃহের সমীপে ২ দুইটি প্রশস্ত উদ্যান ছিল, তাহা খনন করিয়া সার দিয়া ফল-বৃক্ষ রোপণ করিলেন। বৃক্ষ-সমুদায় শীঘ্র সতেজ ও উন্নত হইয়া উঠিল দেখিয়া, তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহাদিগকে আপনার অবলম্বিত কৃষিপ্রণালী অবগত করিলেন; তাহারাও উক্ত প্রণালী-বিষয়ে অত্যন্ত অনুরক্ত ও উৎসাহিত হইল এবং অনধিক এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের কুটীর-সমুদায় চতুর্দ্দিকে ফলপরিপূর্ণ প্রকৃত উদ্যানে পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিল। তদ্ভিন্ন তিনি গোল আলু, শণ ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনের রীতি উপদেশ দিলেন, এবং কৃষিজীবীদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ একটি কৃষিসমাজ সংস্থাপন করিলেন। যাহারা কৃষিকার্য্যে বিশিষ্টরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিত, তাহাদিগকে ঐ সমাজ হইতে পারিতোষিক প্রদান করিতেন।

এবম্প্রকারে বাঁদেলারোষের যাজকতা-পদে নিযুক্ত হইবার পর ১০ দশ বৎসরের মধ্যে তিনি তদন্তঃপাতী পঞ্চগ্রামনিবাসী লোকদিগের পরস্পর সকল গ্রামে ও ষ্ট্রাসবর্গ নগরে গমনাগমনার্থ সুন্দর পথ প্রস্তুত করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দিলেন, ঐ সকল গ্রামে নানাবিধ শিল্পকার্য্য প্রচলিত করিলেন এবং তথাকার কৃষিকর্ম্মের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি করিলেন।

যে যে বিষয় শিক্ষা করিলে, অন্নাচ্ছাদনের ক্লেশ দূর হয় ও পরমার্থ-বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে, ওবর্লিন্ যুবা ও প্রৌঢ়দিগকে সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া বালকগণকে অন্যান্য গুরুতর বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যৎকালে তিনি বাঁদেলারোমের যাজকতা পদ গ্রহণ করেন, তখন তথায় এক যৎসামান্য কুটীরে একটি পাঠশালা ছিল, পাঁচ গ্রামের বালকেরা সেই কুটীরে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিত। ইহা দেখিয়া ওবর্লিন্ তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এক অভিনব পাঠ-গৃহ প্রস্তুত করিবার মানস করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তত্রত্য লোকেরা এ বিষয়ে আনুকূল্য করিবে; কিন্তু তাহারা আপনাদের মূর্খতা-দোষে নূতন পাঠ-মন্দির নির্ম্মাণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল। পরম দয়ালু ওবর্লিন্ কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবার নহেন; ষ্ট্রাস্‌বুর্গ নগরীর স্বকীয় মিত্রবর্গকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ জানাইলেন এবং আপাততঃ আপনি সমুদয় ব্যয় স্বীকার করিয়া, গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে ওয়ল্‌ড্‌বাথ্‌ নামক স্থানে এক পাঠ-মন্দির প্রস্তুত হইল এবং তাহা দেখিয়া তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর স্থানের লোকেরা এক এক স্বতন্ত্র পাঠ-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সমুদায় সম্পন্ন হইলে পরেও উপযুক্ত অধ্যাপকের অসদ্ভাবে উল্লিখিত বিদ্যালয় সকলের শিক্ষা-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য হইল। ওবর্লিন্ পরোপকাররূপ পবিত্র ব্রতের কোন অঙ্গ অসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না; তিনি কতিপয় ব্যক্তিকে অধ্যাপকতা-কার্য্যে সুশিক্ষিত করিতে উদ্যোগী হইলেন।

বালকগণের শিক্ষা-সাধনের প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া, ওবর্লিনের ক্ষোভ নিবৃত্ত হইল না। দুই বৎসর বয়ঃক্রমের সময়েও শিশুরা নানা বিষয় শিক্ষা করিতে পারে এবং তাহা হইলে, তাহাদের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উত্তরকালীন শিক্ষা নির্ব্বাহও সহজ ও সুসাধ্য হইতে পারে, এই বিবেচনায় তিনি কতিপয় শিশু-শিক্ষালয় সংস্থাপন করিলেন। ২ দুই বৎসরের অন্যূন ও ৬ ছয় বৎসরের অনধিক বয়সের শিশুরা সেই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিত। ওবর্লিন্ তৎসমুদায়ের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থে যে কয়েক-জন নির্ব্বাহিকা নিযুক্তা করিয়াছিলেন, নিজেই তাহাদিগকে বেতন প্রদান করিতেন। তাঁহার সময়ের পূর্ব্বে এতাদৃশ অল্পবয়স্ক শিশুগণের বিদ্যা-শিক্ষার প্রণালী কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না; তিনি বাঁদেলারোষ-নিবাসী বর্ব্বরদিগের শিক্ষা-সাধনার্থ উহা প্রথম সৃষ্টি করিলেন।

ঐ সমস্ত শিশু-শিক্ষালয়ে ছাত্রেরা কেবল বর্ণমালা আবৃত্তি করিয়া কালক্ষেপ করিত না; স্যূতি-কর্ম্ম তন্তু-তনন প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিত এবং শ্রান্তি বোধ হইলে, পশুপক্ষ্যাদির চিত্রময় প্রতিরূপ এবং ইউরোপ, ফরাশিশ্. আল্সাস প্রভৃতির নক্সা পর্য্যবলোকন করিত; মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত সঙ্গীত গান করিয়া পুলকিত হইত। ইহাতে তাহাদের শিক্ষালাভ করা ক্লেশকর বোধ হইত না; তাহারা শিক্ষাস্থান সুখের স্থান ও শিক্ষা-কার্য্য সুখের কার্য্য জ্ঞান করিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁদেলারোষের বালকেরা অন্নাভাবে শীর্ণ ও জ্ঞানাভাবে মূর্খ হইয়াছিল; দয়াময় ওবর্লিনের অনুগ্রহে তাহারা লিখন, পঠন, অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ, পুরাবৃত্ত, পদার্থবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, তূর্য্যশাস্ত্র, চিত্রবিদ্যা এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও পশ্বাদির ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিতে লাগিল। ওবর্লিন্ নিজে তাহাদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন এবং সমুদায় শিষ্যের একত্র সমাগমনার্থ এক সাপ্তাহিক সমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাস্‌বুর্গ ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী নগর নিবাসীরা অসামান্যকারুণ্যশীল, বদান্যবর ওবর্লিনের এই সকল অদ্ভুত ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও তাঁহার আনুকূল্যার্থে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূরিপরিমাণে অর্থ প্রেরণ ও বিষয় দান করিতে লাগিলেন। তিনি দৃষ্টান্তঃকরণে তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আপনার অনুকম্পা-প্রয়োর্জিত অন্যান্য হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিলেন, বালকগণের উপকারার্থ পুস্তকালয় সুংস্থাপিত করিলেন; ছাত্রগণের ব্যবহারোপযোগী বহুপ্রকার পুস্তক মুদ্রিত করিলেন; গণিত ও পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত কতকগুলি যন্ত্র সংগ্রহ করিলেন এবং উপযুক্ত অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

বাঁদেলারোষ-নিবাসীদিগের পরম বন্ধু দয়া-সিন্ধু ওবর্লিন্ তাহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা উভয় বিষয়েই তুল্যরূপ প্রগাঢ় যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতিপ্রকাশ এবং মানব-জাতির সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন উভয়ই কর্ত্তব্য ও আবশ্যক বলিয়া উপদেশ দিতেন। যে কোন বিষয় তাহাদের কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও সুখোৎপাদন-বিষয়ে উপকারী হইতে পারে, তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষা করাইতেন। বাঁদেলারোষের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনবিষয়ে সাহায্য করা তাহাদের বিশেষরূপ কর্ত্তব্য, ইহা তাহাদিগের সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন, এবং সর্ব্বসাধারণ-শুভপ্রিয় পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে বৃক্ষ রোপিত এবং পথ পরিষ্কৃত ও সুশোভিত করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন। তাহারা তাঁহার উপদেশানুসারে উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রের কর্ম্ম নির্ব্বাহ-বিষয়ক প্রস্তাব অনুশীলন করিত, অরণ্যমধ্যে গমনপূর্ব্বক তত্রতা বৃক্ষাদি অন্বেষণ করিয়া আনিয়া, আপন আপন উদ্যানে রোপণ করিত এবং তদীয় পুষ্প সমুদায়ের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়া দেখাইত। যে বালক যতদিন ন্যূন সংখ্যা দুটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া, তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিত, ততদিন তাহার ধর্ম্মশিক্ষা সংক্রান্ত চরম ক্রিয়া সমাপন করিয়া দিতেন না।

এইরূপে এক ব্যক্তির চেষ্টায় বাঁদেলারোষ-নিবাসী অবিনীত অসভ্য লোকেরা অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সুবিনীত হইয়া উঠিল, তাহাদের মূর্খতা দূরীকৃত হইল, জ্ঞান ও ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইল, অনেকপ্রকার উপজীবিকা সমুদ্ভাবিত হইল; এবং ২০ বিংশতি বৎসরের মধ্যে বাঁদেলা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোবের লোক-সংখ্যা ৬ ছয় গুণ হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদয় ও অনুকূল ছিল, প্রধান লোকদিগকে যথোচিত আদর অপেক্ষা করিত এবং সকলেই এক একপ্রকার উপজীব্য অবলম্বন করিয়া, সন্তুষ্ট-হৃদয়ে কালযাপন করিত। যে প্রকার হউক, ওবলিন্ সকলেরই এক একটা উপজীবিকা উপস্থিত করিয়া দিতেন।

এই অশেষগুণসম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি জীবনের সার্থক্য-সাধক পরোপকার ব্রতে চিরজীবন ব্রতী থাকিয়া, ১৮২৭ আঠার শত সাতাইশ খৃষ্টাব্দে ৮৭ সাতাশী বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত আবৃত্তি করিতে করিতে অন্তঃকরণ বিকসিত ও শরীর লোমাঞ্চিত হইতে থাকে। তাঁহার চরিত্র কীর্ত্তন করা চরিতাখ্যায়কের পরম সুখের বিষয়। তিনি পরদুঃখ হরণার্থ যাদৃশ যত্ন, পরিশ্রম, উৎসাহ-প্রকাশ ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অবিচলিত-চিত্তে দুর্নিবার প্রতিবন্ধক সমুদায় নিরাকরণ করিয়া, বাঁদেলারোষ-নিবাসীদিগের যে প্রকার উপকার সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা অন্যের পক্ষে উপদেশ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহাদের জনপদ-বিশেষের উপকার-সাধন করিবার উপায় সম্ভাবনা আছে, এই মহাত্মার চরিত্রকে আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা, তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প।

আলেয়া।

অপর সাধারণ সকলেই আলেয়া-সংক্রান্ত নানাবিধ অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং অনেকে ইহা দর্শনও করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। রাত্রিকালে অনূপদেশে অর্থাৎ জলাভূমিতে ও সমাধিক্ষেত্রে সচরাচর যে আলোকময় বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকেই লোকে আলেয়া কহে। এ আলোক অতি চঞ্চল। ভূতল হইতে ১ এক বা ১॥ দেড় হস্ত উর্দ্ধে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অবস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। কখন ঊর্দ্ধগামী, কখন বা অধোগামী হয়, কখন কখন সহসা অন্তর্হিত হইয়া যায়, পুনরায় তৎক্ষণাৎ অন্য স্থানে আবির্ভূত হইয়া উঠে। কখন কখন স্ফীত হইয়া মশালের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে; আবার সঙ্কুচিত হইয়া দীপশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকে। এক এক বার বিভক্ত হইয়া দুই খণ্ড হয়, পুনর্ব্বার মিলিত হইয়া পূর্ব্ববৎ একত্র হয়। উহা জলে নির্ব্বাণ হয় না। বৃষ্টি ও বরফ পড়িবার সময়েও আবির্ভূত হয়।

কোন ব্যক্তি আলেয়ার নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহার পদ-সঞ্চারে তত্রত্য বায়ু কম্পিত হইয়া, উহাকে বিচলিত ও স্থানান্তরিত করে। অশিক্ষিত সামান্য লোকদিগের এ বিষয়ে এইরূপ কুসংস্কার আছে যে, আলেয়া এক প্রকার ভূতযোনি; প্রান্তরে ও তাদৃশ জনশূন্য স্থানে অবস্থিতি করে, সুযোগ পাইলে, রাত্রিকালে পথিকদিগের পথভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কম্পিত ও সঞ্চালিত হইলে, তাহারা বিবেচনা করে, আলেয়া জানিয়া শুনিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; ইহা বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হওয়াতেই তাহাদিগের কুসংস্কার-সংযুক্ত অন্তঃকরণে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে।

অগ্নি-ব্যতিরেকে যে আলোক উৎপাদন হইতে পারে, ইহা খদ্যোতিকা ও দীপ-মক্ষিকা প্রভৃতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে অনায়াসে জানিতে পারা যায়। আলেয়াও এক প্রকার সেইরূপ আলোক। ইহা ফস্ফোরস্ ও হয়দ্রজন্-নামক পদার্থ-ঘটিত একরূপ বাষ্প ব্যতীত আর কিছুই নহে। জন্তুর শরীর ও বৃক্ষাদি পচিলে, তাহা হইতে ঐ বাষ্প উৎপন্ন হয়। ঐ বাষ্পের এরূপ আশ্চর্য্য গুণ যে, বায়ু-সংলগ্ন হইলে, আপনা হইতেই দীপ্তিমান্ হইয়া উঠে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ক্রুবল্ পুষ্প ।

এই আশ্চর্য্য পুষ্প সুমাত্রা দ্বীপে জন্মে। বোধ হয়, ভূমণ্ডলে এমন প্রকাণ্ড পুষ্প আর নাই। ইহা আড়ে ২ দুই হাত এবং ইহার বেড় ৬ ছয় হাত। পাপড়ি সকল ১ এক ফুট উচ্চ ও পরস্পর, ১ এক ফুট অন্তর। সমগ্র পুষ্পের স্থূলতা সকল স্থানে সমান নয়, কোন স্থলে ১ এক বুরুলের চারি ভাগের তিন ভাগ ও কোন স্থলে বা এক ভাগ অপেক্ষাও ন্যূন। ইহার কর্ণিকাতে /৭৷৷০ সাড়ে সাত সের জল ধরে। এক একটা পুষ্প তৌল করিলেও প্রায় /৭৷৷০ সাড়ে সাত সের হইতে পারে।

বর্ষার শেষ ভাগে ইহার মুকুল হয়; সেই মুকুল তিন মাস পরে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ইহার গন্ধ উত্তম নয়; ঠিক পচা মাংসের মত; মক্ষিকা সকল ঝাঁকে ঝাঁকে গিয়া ইহাতে অবস্থিতি করে।

যদিও এরূপ বৃহৎ পুষ্প আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু যবদ্বীপের সমীপস্থ অন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে * এইরূপ অপর একপ্রকার পুষ্প জন্মে; তাহাও সামান্য নয়। তথাকার লোকে তাহার নাম পত্ম বলিয়া থাকে। তাহারও আড় ২ দুই ফুট এবং বেড় ৬ ছয় ফুট হইবে। এস্থলে তাহার প্রতিরূপ প্রকাশ করা যাইতেছে।

এই উভয় পুষ্পই একপ্রকার। উভয়েরই স্কন্ধ নাই, বৃন্ত নাই, পত্র নাই ও মূল নাই। উভয়ই অন্য বৃক্ষের উপরে জন্মে এবং অন্য বৃক্ষের রস পাইয়া জীবিত থাকে। এই দুই পুষ্পই এত বৃহৎ, অথচ উভয়েরই প্রকৃত বীজ জন্মে না। একপ্রকার অঙ্কুরবৎ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা উভয়েরই উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বিক্টোরিয়া রিজিয়া নামে পদ্মাদির মত একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ্ আছে, তাহারও পুষ্প সামান্য নয়। তাহার ব্যাস ১ এক ফুট ১ এক বুরুল্

* এই [illegible]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পত্র।

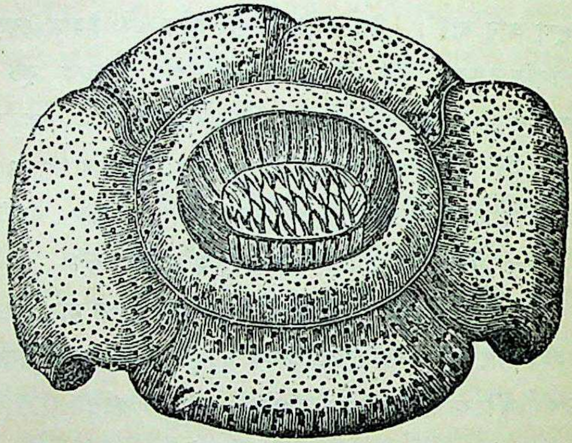

এবং পরিধি অর্থাৎ বেড় ৩। সওয়া তিন ফুটের অধিক হইয়া থাকে। সেই জলজ বৃক্ষের পত্র একটি অদ্ভুত পদার্থ। তাহার ব্যাস ৫ পাঁচ ফুট এবং পরিধি অর্থাৎ বেড় ১৫ পনর ফুট পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার উত্তর খণ্ডে কোন কোন পত্রের ব্যাস ৬ছয় ফুট এবং পরিধি ১৮ আঠার ফুটের অধিক হইয়া থাকে। একবার প্রায় অর্দ্ধমণ-পরিমিত একটি শিশুকে একটি পত্রের উপর শায়িত করা হইয়াছিল। তথাচ তাহা জলমগ্ন হয় নাই। পত্রের বৃদ্ধির ক্রমও সহজ ব্যাপার নয়। তাহার ব্যাস প্রতিদিন ৮আট বুরুল্ বৃদ্ধি হয়। শ্রীমান্ জন-ফিস্ক এলেন সেই গাছের বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকটন করিয়া বলেন, ইহার পত্রের ব্যাস প্রতি ঘণ্টায় অর্দ্ধ বুরুল্ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আত্ম-প্রসাদ।

নিষ্পাপ থাকিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অন্তঃকরণে যে অসঙ্কোচ-সংবলিত অনির্ব্বচনীয় সন্তোষের উদ্রেক হয়, তাহাকেই আত্ম-প্রসাদ বলে। আত্ম-প্রসাদ অমূল্য ধন। যিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে কহিতে পারেন, আমি নিরপরাধ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, পরমপিতা পরমেশ্বরের নিয়ম-সমুদায় প্রতিপালন করিতেছি, যথাসাধ্য পরোপকার-ব্রত পালন করিতেছি, সকল লোকেরই প্রতি অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়যুক্ত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রগাঢ় ভক্তি ও সাতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছি; তিনি অপ্রাকৃতিক মনুষ্য। তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ সুখের নিকেতন। তিনি আপনার নির্ম্মল জলতুল্য পবিত্র চরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন। যদি তাঁহার সাধু ব্যবহার যাবতীয় মনুষ্যের অগোচর থাকে, সুতরাং একবার মাত্রও লোকমুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্ম্মরূপ ব্রত-পালনে কৃতকার্য্য জানিয়া অনুপম-সুখ সম্ভোগ করেন। দুঃখীর দুঃখ-মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান ইত্যাদি কোন স্বানুষ্ঠিত একটি সৎক্রিয়া একবার মাত্রও স্মরণ করিলে যেরূপ বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, অখণ্ড ভূমণ্ডলের আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও, তাহা বিক্রয় করা যায় না। সকলের শুভ-সাধন করাই দীন-দয়াল ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সঙ্কল্প; অতএব তিনি সকলের প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় লোকে তাঁহার কর্ম্মের মর্ম্ম-বোধে অসমর্থ হইয়া, দ্বেষ-প্রকাশ ও অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তাঁহার কি করিতে পারে? গত-সর্ব্বস্ব হইলেও তিনি অধীর হন না। তিনি আপনার হৃদয় রূপ ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সৌর-জগৎ।

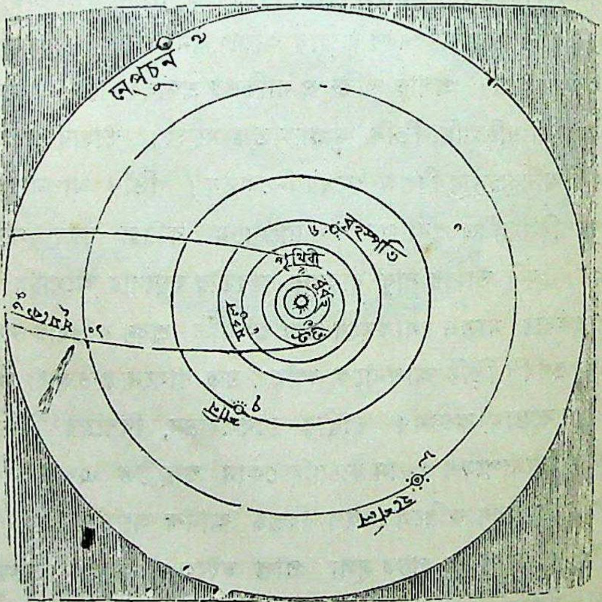

আপাততঃ বোধ হয়, পৃথিবী একস্থানে স্থির হইয়া আছে, আর সূর্য্য তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন, সূর্য্য-মণ্ডল বুধ, শুক্র, পৃথিব্যাদি গ্রহগণের মধ্যবর্ত্তী। গ্রহগণ তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। সূর্য্য নিজে গ্রহ নয়, যাহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এইরূপ পরিভ্রমণ করে, তাহাদের নাম গ্রহ; আমাদের অধিষ্ঠান-ভূতা পৃথিবীও এক গ্রহ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমুদায়ে কত গ্রহ আছে, নিশ্চয় বলা যায় না। এ পর্য্যন্ত ১৫৭ এক শত সাতান্নটা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্য অন্য গ্রহ অপেক্ষা বুধ গ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী; তাহার পর শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, হর্শেল ও নেপচ্যুন গ্রহ যথাক্রমে সূর্য্যমণ্ডলের নিকট হইতে উত্তরোত্তর অধিক দূরে অবস্থিত রহিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পূর্ব্বপৃষ্ঠায় সৌর-জগতের যৎসামান্য চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল তাহা দৃষ্টি করিলেই এ বিষয় সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। ঐ প্রতিরূপ প্রস্তুত হইবার অনেক পরে অর্থাৎ ১৮৫১ আঠার শত একান্ন খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে বল্কাননামে আর একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা সূর্য্যমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডলের মধ্যে কোন স্থানে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। উল্লিখিত প্রধান নয় গ্রহ ব্যতিরিক্ত ফোরা, বিক্টোরিয়া, বেষ্টা, আইরিস, মীটিস, হীবি, পার্থেনোপি, অষ্ট্রিয়া, ইজিরিয়া, ইউনোমিয়া, জুনো, সীরিস, পালাস, হাইজীর প্রভৃতি ১৪৮ এক শত আটচল্লিশটা ক্ষুদ্রতর গ্রহ, মঙ্গল ও বৃহস্পতির ভ্রমণপথের মধ্যস্থলে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। ইহারা পূর্ব্বোক্ত প্রধান নয় গ্রহ অপেক্ষায় অনেক ছোট; অতএব কনিষ্ঠ গ্রহ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে।

গ্রহগণ যেমন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ কতকগুলি উপগ্রহ আছে, তাহারা কোন কোন গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। চন্দ্র পৃথিবীগ্রহ প্রদক্ষিণ করে, অতএব উহা এক উপগ্রহ। পৃথিবীর যেমন এই এক উপগ্রহ, মঙ্গলের সেইরূপ দুই, বৃহস্পতির চারি, শনির আট, হর্শেলের ছয়* এবং নেপচ্যুন গ্রহের দুই উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহ এখান হইতে অতি ছোট দেখায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহারা অতি বৃহৎ পদার্থ। পৃথিবী কিরূপ বৃহৎ, তাহা চারুপাঠের

* শ্রীমান্ হর্শেল যে ছয়টি উপগ্রহের বিষয় লিখিয়া যান, উত্তরকালের জ্যোতির্ব্বিদেরা কেহই তাহার মধ্যে চারিটির অধিক দেখিতে পান নাই। কিন্তু শ্রীমান্ লাসেল ১৮৪৭ আঠার শত সাতচল্লিশ খৃষ্টাব্দে ঐ হর্শেল গ্রহের অপর দুইটি নূতন উপগ্রহ দর্শন করেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রথমভাগে লিখিত হইয়াছে। হর্শেল গ্রহ তাহার ৮২ বিরাশী গুণ, নেপচ্যুন ১০৮ এক শত আট গুণ, শনি ৭০৫ সাত শত পাঁচ গুণ এবং বৃহস্পতি ১১৪৪ এগার শত চুয়াল্লিশ গুণ। কিন্তু সৌর জগতে এই গ্রহ উপগ্রহাদি যত বৃহৎ বস্তু আছে, সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। উহা এত বৃহৎ যে, আমাদের অধিষ্ঠান-ভূতা অবনীর তুল্য ১৪,০০,০০০ চতুর্দ্দশ লক্ষ জীবলোক উহার গর্ভমধ্যে নিবিষ্ট থাকিতে পারে। উহার আয়তন একত্রীকৃত সমুদায় গ্রহের আয়তন অপেক্ষা প্রায় ৬০০ ছয় শত গুণ। যদি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তর খনন করিয়া শূন্য করা যায়, এবং ভূমণ্ডল তাহার মধ্যস্থানে স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এত স্থান থাকে যে, চন্দ্র-মণ্ডল ভূ-মণ্ডলের কেন্দ্র হইতে এক্ষণে যত অন্তরে অবস্থিত আছে, তাহা অপেক্ষা আর ৮১,০০০ একাশী হাজার ক্রোশ, অধিক অন্তরে স্থাপিত হইলেও, অনায়াসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে।

কোন্ গ্রহ সূর্য্যের নিকট হইতে কত অন্তরে অবস্থিত আছে, তাহা জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বুধ প্রায় ১,৬২,০০,০০০ এক কোটি দ্বিষষ্টি লক্ষ ক্রোশ, শুক্র প্রায় ২,৯৯,০০,০০০ দুই কোটি নবনবতি লক্ষ ক্রোশ, পৃথিবী প্রায় ৪,১৮,০০,০০০ চারি কোটি অষ্টাদশ লক্ষ ক্রোশ, মঙ্গল প্রায় ৬,৩৩,০০,০০০ ছয় কোটি ত্রয়স্ত্রিংশৎ লক্ষ ক্রোশ, বৃহস্পতি প্রায় ২১,৫৬,০০,০০০ একবিংশতি কোটি ষট্‌পঞ্চাশৎ লক্ষ ক্রোশ, শনি প্রায় ৩৯,৬০,০০০ উনচত্বারিংশৎ কোটি ষষ্টি লক্ষ ক্রোশ, হর্শেল প্রায়,২১০০,০০০ অশীতি কোটি একবিংশতি লক্ষ ক্রোশ এবং নেপচ্যুন প্রায় ১,২৫,০০,০০,০০০ এক বৃন্দ পঞ্চবিংশতি কোটি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত রহিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, এই সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পরস্পর দূরবর্ত্তিতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আমরা সূর্য্যের নিকট হইতে এত দূরে রহিয়াছি যে, কোন কামানের গোলা প্রতি ঘণ্টায় ২২০ দুই শত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিংশতি ক্রোশ করিয়া গমন করে, তথাচ ২১ একবিংশতি বৎসরেও সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারিবে না, এবং ডাকের গাড়ী যত দ্রুত চলুক না কেন, ১,২০০ বার শত বৎসরের ন্যূনে তথায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবে না।

গ্রহ ও উপগ্রহ।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রহগণ যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, উপগ্রহগণ সেইরূপ গ্রহের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। প্রায় সমুদায় গ্রহ ও উপগ্রহই পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে ভ্রমণ করে, কেবল হর্শেল গ্রহের উপগ্রহ সমুদায় পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া থাকে।

গ্রহ ও উপগ্রহ যে প্রকার প্রচণ্ড-বেগে পরিভ্রমণ করে, তাহা চিন্তা করিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। আমাদের বোধ হয়, পৃথিবী এক স্থানে স্থির হইয়া আছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; উহা প্রতি ঘণ্টায় ১৯,৯৩৭উনিশ সহস্র নয় শত সাঁইত্রিশ ক্রোশ করিয়া নিয়ত ধাবমান হইতেছে। ঐরূপ, শুক্র প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৩৫,২৯০ পঁয়ত্রিশ সহস্র দুই শত নব্বই ক্রোশ, বুধ ৪৯,১১৮ উনপঞ্চাশ সহস্র এক শত আঠার ক্রোশ, বৃহস্পতি ১২,৭৬০দ্বাদশ সহস্র সাত শত ষাট ক্রোশ এবং শনৈশ্চর ৯,৫৮০ নয়সহস্র পাঁচ শত আশী ক্রোশ, গমন করিয়া থাকে। কামানের গোলা প্রতি ঘণ্টায় ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৩৫২ তিন শত বায়ান্ন ক্রোশ গমন করে, বুধ গ্রহ তদপেক্ষা ১৩৬ একশত ছত্রিশ গুণ প্রবলতর বেগে অবিরত পরিভ্রমণ করিতেছে। বৃহস্পতি আমাদের অধিষ্ঠান-ভূমি ভূ-মণ্ডল অপেক্ষায় ১৪১৪ চৌদ্দ শত চৌদ্দ গুণ বৃহৎ এবং যে চারি উপগ্রহে পরিবেষ্টিত, তাহারাও এক একটা পৃথিবী অপেক্ষা স্থূল। এই এক প্রকাণ্ড জড়-পিণ্ড ভূ-মণ্ডল অপেক্ষায় বৃহত্তর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর চারিটা জড়-পিণ্ডকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় ১২,৭৬০ দ্বাদশ সহস্র সাত শত ষাট্ ক্রোশ করিয়া, নভোমণ্ডলে নিয়ত ধাবমান হইতেছে; ইহা একবার মনে করিলে, বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়।

গ্রহগণের এইরূপ সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করাকে উহাদের বার্ষিক গতি কহে। তদ্ভিন্ন উহাদের আহ্নিক গতি নামে আর একপ্রকার গতি আছে; উহারা যতদিনে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার পরিভ্রমণ করে, তত দিনে উহাদের বৎসর হয় এবং চলিতে চলিতে যত সময়ে শকট-চক্রের ন্যায় এক এক বার আপনা আপনি আবর্ত্তন করে, তত সময়ে উহাদের অহোরাত্র হয়। এই শেষোক্ত গতিকে আহ্নিক গতি কহে। উহাদের যখন যে ভাগ সূর্য্যের সম্মুখে থাকে, তখন সে ভাগে দিন ও অন্যান্য ভাগে রাত্রি হয়। সকল গ্রহের আহ্নিক আবর্ত্তন-কাল ও বার্ষিক পরিভ্রমণের কাল সমান নয়, প্রত্যুত বিস্তর বিভিন্ন। আমাদের ৮০ আশী দিন ৫৮ আটান্ন দণ্ড ৯০ নব্বই পল ২৭॥০ সাড়ে সাতাইশ অনুপলে বুধ গ্রহের এক বৎসর হয়; কিন্তু নেপচ্যুন গ্রহের বর্ষ-মান ১৬৪ এক শত চৌষট্টি বৎসর ২২৫ দুই শত পঁচিশ দিন ৪২ বিয়াল্লিশ দণ্ড ৩০ ত্রিশ পল। এই সমস্ত গ্রহে ও তাহাদের উপগ্রহে নানাপ্রকার বুদ্ধিজীবী জীবের বাস থাকা সম্ভব। তাহা হইতে ইহাও অবশ্য যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় যে, ঐ সমস্ত জীব স্বীয় স্বীয় নিবাস-ভূমির দিনমান ও রাত্রিমান অনুসারে বিষয়-ব্যাপারের ব্যবস্থা করিয়া থাকে এবং বৎসর ও ঋতু-পরিবর্ত্তন অনুসারে তাহাদের মনের ভাব ও গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

গ্রহ ও উপগ্রহ নিজে তেজোময় নয়; তেজোময় সূর্য্যের তেজ উহাদের উপর পতিত হওয়াতে, ঐরূপ দেখায়। সকল গ্রহ সূর্য্যের নিকট হইতে সমান দূরে স্থাপিত নয়; অতএব সকল গ্রহ সমান-প্রমাণ তেজ ও জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয় না। বুধ-গ্রহ সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী; এ নিমিত্ত তাহাতে পৃথিবীস্থ সূর্য্যালোক অপেক্ষায় প্রায় সপ্তগুণ প্রখরতর আলোক পতিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়। বুধ গ্রহ এত উষ্ণ যে, তথায় জল রাখিলে, সহজে ফুটিতে থাকে। অন্য অন্য গ্রহ অপেক্ষায় শুক্র পৃথিবীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী বটে। তথাপি উহা এমন উষ্ণ যে, পৃথিবীস্থ কোনপ্রকার প্রাণী বা উদ্ভিদ্ তথায় জীবিত থাকিতে পারে না। মঙ্গল গ্রহে সূর্য্যের রশ্মি এত অল্প পতিত হয় যে, তথায় জল রাখিলে, সহজেই জমিয়া থাকে। ইহাতে অতিদূরবর্ত্তী হর্শেল ও নেপচ্যুন গ্রহ কত শীতল, তাহা অনুভব করা সুকঠিন। নেপচ্যুন গ্রহে যে সূর্য্য-রশ্মি পতিত হয়, তাহার প্রাখর্য্য পৃথিবীস্থ সূর্য্য-তাপের সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবীস্থ সুরা, তৈল প্রভৃতি অতি তরল দ্রব-দ্রব্যও তথায় নীত হইলে, প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। তবে ঐ সমস্ত দূরস্থ গ্রহের তেজ উৎপন্ন হইবার অন্য কোন উপায় আছে কি না, বলা যায় না।

পৃথিবীর ন্যায় অন্য অন্য গ্রহেও ঋতু-পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে, মঙ্গল গ্রহের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুই শ্বেতবর্ণ ক্ষেত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন মঙ্গল গ্রহে শীত ঋতু উপস্থিত হয়, তখন ঐ দুই ক্ষেত্র বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যখন তথায় গ্রীষ্ম ঋতু সমাগত হয়, তখন হ্রাস হইতে থাকে। জ্যোতির্ব্বিদেরা বিবেচনা করেন, ঐ স্থান বরফে আবৃত; শীতকালে অধিক বরফ জন্মে, এই নিমিত্ত অধিক স্থান শ্বেতবর্ণ দেখায় এবং গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া যায়, এই নিমিত্ত তখন ঐ শুভ্রবর্ণ উভয় স্থানের আয়তন হ্রাস হইতে দেখা যায়।

গ্রহ ও উপগ্রহের আকার-প্রকারাদি সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু ধী-শক্তিসম্পন্ন বিদ্যোৎসাহী জ্যোতির্ব্বিদেরা দূরবীক্ষণ-সংকারে তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাহাদের আকার পৃথিবীর ন্যায় গোল এবং প্রায় উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি প্রভৃতির উপরিভাগে চন্দ্রের ন্যায় কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গল গ্রহের কতকগুলি কলঙ্ক কৃষ্ণবর্ণ, আর কতকগুলি পীতবর্ণ আভাযুক্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লোহিত-বর্ণ। চন্দ্রের ন্যায় শুক্র গ্রহেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় এবং পৃথিবীর ন্যায় তাহাতেও উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত আছে। বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যভাগে পাংশুবর্ণ কটিবন্ধ-সদৃশ দুই দীর্ঘাকার কলঙ্কময় ক্ষেত্র আছে, এবং তাহার দক্ষিণ প্রান্তে এরূপ ছোট বড় আর কতকগুলি রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শনিগ্রহ দেখিতে অতি আশ্চর্য্য; তাহার চতুর্দ্দিকে তিনটি বেড় আছে, তাহাদিগকে অঙ্গুরীয়ক কহে।

ধূমকেতু।

সৌর জগতে এই গ্রহ উপগ্রহ ব্যতিরিক্ত ধূমকেতু নামে আর কতকগুলি জ্যোতিষ্ক আছে। কখন কখন নভোমণ্ডলে জ্যোতির্ম্ময়ী গৃহমার্জ্জনী-সদৃশ যে দীর্ঘাকৃতি বস্তুর আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা এক প্রকার ধূমকেতু। কোন কোন ধূমকেতুর এক পুচ্ছ ও কোন কোনটার দুই দিকে দুই পুচ্ছ থাকে, আর কতকগুলির একটিও থাকে না। ধূমকেতু-সমুদায়ও গ্রহের ন্যায় সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে এবং সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হওয়াতে দীপ্তিময় শুক্লবর্ণ দেখায়। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সমুদায় গ্রহই পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করে; কিন্তু সমুদায় ধূমকেতু সেরূপ নয়। অনেক ধূমকেতু পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-সমুদায় যে পথে পরিভ্রমণ করে, তাহাদিগকে কক্ষ কহে। কতকগুলি ধূমকেতুর কক্ষ গ্রহগণের কক্ষ অপেক্ষা অনেক বড়। পৃথিবী সূর্য্যের যত নিকটবর্ত্তী, কতকগুলি ধূমকেতু কখন কখন তদপেক্ষাও সূর্য্যমণ্ডলের অধিক নিকটবর্ত্তী হয়, আবার কখন কখন নেপচ্যুনগ্রহ অপেক্ষাও অধিক দূরে গমন করে। ১৬৬৩ষোল শত তেষট্টি খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতু উদয় হইয়াছিল, তাহা সূর্য্যের নিকট হইতে ৬,৮২,০০,০০,০০০ ছয় শত দ্ব্যশীতি কোটি ক্রোশ পর্য্যন্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং ১৬৮০ ষোল শত আশী খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতু উদয় হইয়াছিল, তাহা এতাদৃশ দূরগামী যে, প্রতি ঘণ্টায় ৩,৮৭, ২০০ তিন লক্ষ সপ্তাশীতি সহস্র দুই শত ক্রোশ চলে ; ইহাতেও তাহার একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে ৫৭৪ পাঁচ শত চুয়াত্তর বৎসর অতীত হয়। জ্যোতির্ব্বিদেরা কহেন, অনেক অনেক ধূমকেতুর একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল লাগে। কোন কোন ধূমকেতুর গতির নিয়ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তাহারা একবার মাত্র আমাদের দৃষ্টি-পথে উপনীত হইয়াছিল, আর কখনই এদিকে ফিরিয়া আসিবে না। অসীম নভোমণ্ডলে অবিশ্রান্তই ধাবমান হইবে!!!

ধূমকেতু অত্যন্ত লঘু পদার্থ, গ্রহের ন্যায় কঠিন নয়। তাহাদের শিরোভাগ স্বচ্ছ বাষ্পরাশিতে পরিবেষ্টিত এবং দুরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে, এমন স্বচ্ছ দেখায় যে, তাহাদের পুচ্ছ ও শিরোভাগের মধ্য দিয়া নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন ধূমকেতুর বিষয় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, তাহারা পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদের বাষ্পময় পুচ্ছের কিয়দংশ মহী-মণ্ডলস্থ বায়ুরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিৎ অনুমান করেন, ১৭৮৩ সতর শত তিরাশী ও ১৮৩১ আঠার শত একত্রিশ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যে অসামান্য কুজ্ঝটিকা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ধূমকেতু-বিশেষের পুচ্ছ-বিনির্গত পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কয়েক বৎসর হইল, ধূমকেতুর বিষয়ে এক অত্যাশ্চর্য্য অভাবনীয় ব্যাপারের ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ১৮২৬ আঠার শত ছাব্বিশ খৃষ্টাব্দে বায়েলা সাহেব এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ধূমকেতু প্রথম দৃষ্টি করেন ; এই নিমিত্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা উহাকে বায়েলার ধূমকেতু কহিয়া থাকেন। ১৮৪৫ আঠার শত পঁয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দে ১৯ উনিশে নবেম্বর দৃষ্ট হইল, উহার উত্তরাংশ কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। পরে ১৯ উনিশে ডিসেম্বর আমেরিকা-নিবাসী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একজন জ্যোতির্ব্বিৎ দেখিলেন, ঐ ধূমকেতু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইটি ধূমকেতু হইয়াছে। একটি কিছু বড়, আর একটি তদপেক্ষা ছোট। উভয়েরই মস্তক ও পুচ্ছ আছে এবং উভয়েই পরস্পর নিকটবর্ত্তী থাকিয়া, এক দিকে সমান বেগে ভ্রমণ করিতেছে। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ ভাগে কখন কিরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? বোধ হয়, নভোমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ এরূপ ঘটিয়া থাকে। সেনেকা-নামক প্রাচীন পণ্ডিত শুনিয়াছেন, একটা ধূমকেতু বিভক্ত হইয়া দুই ভাগ হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, বহুলক্ষ ধূমকেতু সৌর-জগতে পরিভ্রমণ করিতেছে। যে সকল ধূমকেতু দূরবীক্ষণ-ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া যায় না, এক্ষণে এরূপ ২।৩টা করিয়া বৎসর বৎসর আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে বক্তব্য, সৌর-জগতে কত ধূমকেতু আছে, তাহা নিরূপণ করিবার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই।

সৎকথন ও সদাচার।

১। কোন ব্যক্তি গ্রীস্-দেশীয় এরিষ্টটল-নামক জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"মহাশয়! অসত্য কথনে উপকার কি?" এরিষ্টটল উত্তর দিলেন,—"এই উপকার যে, সত্য বলিলেও লোকে আর বিশ্বাস করে না।"

২। কোন ব্যক্তি স্পার্টা রাজ্যের অধীশ্বর এজেসিলস্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহারাজের বিবেচনায় বাল্যকালে কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা উচিত?" নৃপতি উত্তর করিলেন,—"যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, বাল্যকালে তাহাই শিক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা উচিত কর্ম্ম।"

৩। একদা এণ্টেনাইয়স্ পায়স্ নামে এক পরম দয়ালু সুশীল ব্যক্তি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোমক রাজ্যের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন; তাঁহার সভাস্থ কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে যুদ্ধ-বিষয়িণী জয়শ্রী-লাভে সমুৎসুক করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন;—"সহস্র শত্রু নিধন করা অপেক্ষা একটি প্রজার প্রাণরক্ষা আমার অধিক বাঞ্ছিত।"

৪। রোমক রাজ্যের অধিপতি টাইটস্ একদিন রাজ্যের কল্যাণকর কোন কর্ম্ম করেন নাই, ইহা রজনীতে স্মরণ হওয়াতে, তিনি পারিষদবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মিত্রগণ! আমি একটি দিন নষ্ট করিয়াছি।"

৫। ইংলণ্ডাধিপতি মহানুভব আল্‌ফ্রেডের তুল্য জ্ঞানবান্ দয়াবান্ উৎকৃষ্ট নৃপতি অতি দুর্লভ। তিনি সময়কে বহুমূল্য সম্পত্তি বিবেচনা করিতেন; এক মুহূর্ত্তও নিরর্থক ক্ষেপণ করিতেন না। অহোরাত্রকে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া, এক এক প্রকার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ এক এক ভাগ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শরীরে প্রবল রোগ সত্ত্বেও আহার-নিদ্রা-ব্যায়াম বিষয়ে বিংশতি দণ্ডের অধিক ক্ষেপণ করিতেন না। অবশিষ্ট চল্লিশ দণ্ডের মধ্যে রাজ-কার্য্যে বিংশতি দণ্ড এবং লিখন পঠন ও ঈশ্বরোপাসনায় বিংশতি দণ্ড ক্ষেপণ করিতেন। তিনি সময়কে সামান্য বস্তু জ্ঞান করিতেন না; প্রত্যুত, এইরূপ বিবেচনা করিতেন, পরমেশ্বর আমার হস্তে ঐ অমূল্য সম্পত্তি সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব তদর্থে আমাকে তাঁহার নিকট দায়ী হইতে হইবে।

৬। লাইকর্গস্-নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রীস্ দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক ছিলেন। তথাকার এক দুর্বিনীত যুবা রাজ-বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার এক চক্ষু উৎপাটন করাতে, নগরবাসীরা তাহাকে ধরিয়া, লাইকর্গসের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিল,—"আপনি ইহাকে স্বেচ্ছানুরূপ শাস্তি প্রদান করুন।" লাইকর্গস্ তাহাকে শাস্তি প্রদান না করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সুশিক্ষিত ও সুবিনীত করিয়া নগর-নিবাসীদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিলেন,—"যখন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমি তোমাদের নিকট এই ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন ইনি উগ্র স্বভাব ও পরদ্রোহী ছিলেন, এখন ইঁহাকে শান্ত ও সুজন করিয়া প্রত্যর্পণ করিতেছি।" তাহারা লাইকর্গসের এতাদৃশ অসামান্য সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

৭। গ্রীস্ দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী মেগারা নগরে ষ্টিপো-নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন। যে সময়ে ডেমীট্রিয়স্ উল্লিখিত নগর অধিকার করিয়া তদীয় ধন-দ্রব্যাদি অপহরণ করেন, তখন ঐ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"নগর লুণ্ঠন করাতে তোমার কি কিছু অপচয় হইয়াছে?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন,—"কিছুমাত্র হয় নাই। সংগ্রাম আমাদের ধর্ম্মও হরণ করিতে পারে না, এবং বিদ্যা ও বাক্পটুতাও নষ্ট করিতে পারে না; আমার সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে আছে; কারণ, উহা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে।"

৮। কোন নৃপতি কন্যা-শোকে সাতিশয় কাতর হওয়াতে, এক পণ্ডিত তাঁহাকে কহিলেন,—"কখন কোন শোকের বার্ত্তা জানে না, এই প্রকার ৩ তিনটি লোক যদি নিরূপণ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমার দুহিতাকে পুনর্জ্জীবিতা করিয়া দিব।" নৃপতি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কুত্রাপি এরূপ লোক না পাইয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

৯। এপিক্টিটস্-নামক গ্রীক্-জাতীয় পণ্ডিত প্রথমে একজন ধনাঢ্য রোমকের দাসত্ব-ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। দাসত্ব-মোচন হইলে পর, তিনি অত্যন্ত প্রাজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথায় ও কার্য্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না। যেরূপ উপদেশ দিতেন, নিজে তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। দাসত্বাবস্থায় তদীয় স্বামী এক দিবস অত্যন্ত নির্দ্দয়-ভাবে তাঁহার এক জঙ্ঘা ধরিয়া নোয়াইতে আরম্ভ করিলেন, এবং তাঁহার সহিষ্ণুতা শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত উত্তরোত্তর অধিক বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সে সময় এপিক্টিটস্ কেবল এই কথাটি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কহিয়াছিলেন,—"ইহাতে আমার জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া যাইবে।" বাস্তবিক তদীয় স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণে তাঁহার জঙ্ঘা ভগ্ন হইল। তখন নিতান্ত শান্ত-স্বভাব এপিক্‌টিটস্ কহিলেন,—"আমি তো বলিয়াছিলাম, জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া যাইবে।" কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ সহিষ্ণুতা ধরণীতলে অতীব দুর্ল্লভ।

১০। জগদ্বিখ্যাত সর্ আইজাক্ নিউটন্ আপনার অসামান্য বুদ্ধিবলে জ্যোতির্বাদি বিবিধ বিদ্যায় আত্যন্তিকী শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছিলেন,—"আমি বালকের ন্যায় বেলা ভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" সক্রেটিস্ নামক গ্রীস দেশীয় সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, —"আমি কেবল এইটি নিশ্চিত জানি যে, আমি কিছুই জানি না।"

১১। সক্রেটিস্ প্রকৃত জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি স্বদেশীয় কুরীতি-সংশোধন, স্বজাতীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম-নিরাকরণ ও বালকগণের সৎশিক্ষা-সংসাধন-বিষয়ে, সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পণ্ডিতেরা আপনাদিগের ভ্রান্তি স্বীকার না করিয়া, সক্রেটিসের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল, মিথ্যাপবাদ প্রচার দ্বারা অপরাপর লোক-দিগকে তাঁহার বিপক্ষ করিয়া তুলিল, এবং চক্রান্ত করিয়া, তাঁহার প্রাণ-সংহার করিতে উদ্যত হইল। তাহারা অমূলক অপবাদ দিয়া, তাঁহার নামে অভিযোগ করিল এবং প্রাড়্বিবাকেরাও পক্ষপাতে করিয়া তাঁহার প্রাণ-দণ্ড বিধান করিল। বিচার-কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, তিনি প্রাড়্-বিবাকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এক্ষণে আমার প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত, আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাই, তোমরা জীবন যাপন করিতে যাও; কিন্তু ইহার মধ্যে কাহার ভাগ্য ভাল, তাহা পরমেশ্বর-ব্যতিরেকে অন্যে জানে না।"

১২। তিনি প্রাণদণ্ড-বিষয়ক অনুমতি-প্রাপ্তির পর ৩০ ত্রিশ দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। ঐ কয়েক দিবস তদীয় মিত্র ও শিষ্য-সমুদায় সতত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল। তিনি অবিষণ্ণ-হৃদয়ে ও অম্লান-বদনে তাঁহাদের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া কালহরণ করিয়াছিলেন; ক্ষণমাত্র বিষণ্ণ ছিলেন না, বরং অন্যকে তাঁহার নিমিত্ত শোকান্বিত দেখিলে, হিতগর্ভ বচনে অনুযোগ করিতেন। নিরপরাধে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হইল, এই কথা উল্লেখ করিয়া একজন শিষ্য সাতিশয় শোকাকুল-হৃদয়ে বিলাপ করিতেছিল। তাহা শুনিয়া সক্রেটিস্ কহিলেন,—"তোমার কি বাসনা, আমি সাপরাধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিব?"

১৩। সক্রেটিসের মিত্রবর্গ মধ্যস্থ হইয়া, তদীয় উদ্ধারের উপায় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কোন মতেই সম্মত হন নাই। ক্রিটো নামে তাঁহার এক শিষ্য কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া দিবার মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ শুনিয়া কহিলেন,—"ক্রিটো! আমি এই সর্ব্বজনাধিগত অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তি * পরিহারার্থে কোথায় পলায়ন করিব?"

---

* অর্থাৎ মৃত্যু।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাপমান।

সমুদায় জড়-পদার্থ পরমাণু-সমষ্টি। সেই সমস্ত পরমাণু শীতল হইলে, ঘনীভূত হয় এবং উত্তপ্ত হইলে, পরস্পর বিরলীভূত হইয়া, বিস্তৃত হইয়া পড়ে। স্বর্ণ, রৌপ্য, গন্ধক প্রভৃতি কঠিন বস্তু উত্তপ্ত করিলে, তাহাদের পরমাণু-সমুদায় তেজের প্রভাবে পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া, ক্রমে ক্রমে শিথিলীকৃত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ঐ সকল দ্রব্য উষ্ণ হইলে, প্রথমে কোমল হয়, পরে দ্রব হয়, তৎপরে বায়ুবৎ হইয়া যায়। জল, বরফ ও বাষ্প এই তিনই এক পদার্থ। বরফ উষ্ণ হইলে জল হয় এবং জল উষ্ণ হইলে বাষ্প হয়। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় এক বুরুল-প্রমাণ স্থানে যত জল ধরে, তাহাতে তদ্রূপ ১৭২৮ সতর শত আটাইশ বুরুল-প্রমাণ বাষ্প প্রস্তুত হইতে পারে। অতএব অগ্নির উত্তাপে জলের আয়তন ১৭২৮ সতর শত আটাইশ গুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বারুদ এ বিষয়ের যেমন দৃষ্টান্ত-স্থল, এমন আর প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অগ্নি-সংযুক্ত হইলে, তাহা সহসা এত বিস্তৃত হয় যে, তদ্দ্বারা গুলি গোলা সকল অতি দূরে নিক্ষিপ্ত ও অতি কঠিন পাষাণ-দুর্গ অনায়াসে ভগ্ন করিতে পারা যায়।

তেজের প্রভাবে সকল বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি হয় দেখিয়া, পণ্ডিতেরা বায়ু ও আর আর পদার্থের উষ্ণতা-পরিমাণার্থে তাপমান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। নানা দেশে নানাপ্রকার তাপমান যন্ত্র প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে ইংলণ্ড দেশে যে প্রকার তাপমান সচরাচর চলিত, তাহার আকৃতি পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল।

এই তাপমান কেবল একটি কাচের নল মাত্র। তাহার অধোভাগ কুণ্ডাকৃতি; কুণ্ডে পারা থাকে; যখন যত গ্রীষ্ম হয়, তখন ঐ পারা বিস্তৃত হইয়া তত উর্দ্ধে উঠে। কখন কতদূর উত্থিত হয়, তাহা নিশ্চিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জানিবার নিমিত্ত, ঐ নলের পার্শ্বে একাবধি ২১২ দুই শত বার পর্য্যন্ত অঙ্ক-সমুদায় যথাক্রমে অঙ্কিত থাকে। জল যত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া উঠে, তত উত্তপ্ত হইলে, ঐ নলের পারা ২১২ দুই শত বার অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, এবং জল যত শীতল হইলে জমিতে আরম্ভ হয়, তত শীতে পারা ৩২ বত্রিশ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। সজীব মনুষ্যের রক্ত যত উষ্ণ, তত উষ্ণ হইলে, ঐ পারা ৯৮ আটানব্বই অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এই সকল বিষয় রীতিমত বলিতে হইলে, এইরূপ বলিতে হয়, জীবিত মনুষ্যের রক্তের তাপাংশ ৯৮ আটানব্বই ইত্যাদি। ফারেনাইট সাহেব এরূপ তাপমান প্রস্তুত করেন; এ কারণ, তদনুসারে কোন বস্তুর তাপাংশ নিরূপণ করিতে হইলে, তাঁহার ধ্বনি দিয়া বলিতে হয়। যথা,—ফারেনাইটের তাপমান অনুসারে রক্তের তাপাংশ ৯৮ আটানব্বই।

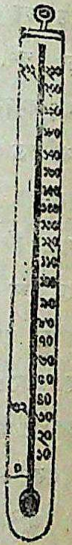

——

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্ম-ভূমি।

প্রত্যেক ব্যক্তির গৃহ যেমন তাঁহার স্বকীয় বাসস্থান, সেইরূপ স্বদেশ আমাদের সকলের একত্রীভূত আবাস-স্বরূপ। স্ব স্ব পরিবারের কল্যাণ-চিন্তা করা যেমন প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সেইরূপ স্বপরিবার-স্বরূপ স্বদেশীয় লোকের শুভানুসন্ধান করাও প্রত্যেকের পক্ষেই বিধেয়। যেরূপ প্রতিদিন কিঞ্চিৎ সময় ক্ষেপণ করিয়া, গৃহকার্য্য সম্পাদন করা উচিত, সেইরূপ, আমাদের সকলের সাধারণের গৃহ-স্বরূপ ভারতবর্ষের সুখবর্দ্ধনার্থ অহরহঃ যত্ন ও পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য।

জন্ম-স্থান স্নেহের আস্পদ। যে স্বদেশানুরাগী চির-প্রবাসী ব্যক্তি, ভূস্বর্গ-স্বরূপ স্বদেশের কোন নদী বা সরোবর,প্রাচীর, বৃক্ষ বা প্রসিদ্ধ উৎসব-ভূমি, প্রিয় বন্ধুর আবাস বা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর স্বীয় বাটী,প্রণয়-পবিত্র মিত্রমণ্ডল বা নিজ-নিকেতনস্থ মূর্ত্তিমতী প্রীতিস্বরূপ মনোহর মুখমণ্ডল সকল সহসা স্মরণ করিয়া, তাহাদিগকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, তিনিই জানেন, স্বদেশ কিরূপ প্রীতি-ভাজন ও স্বদেশীয় বস্তুর কেমন প্রেমময় ভাব! যে দেশ-পর্য্যাটক বহু দিবসের পরে কোন বিদেশীয় পান্থশালা-স্থিত কোন অপরিচিত পথিকের প্রমুখাৎ স্বকীয় জন্মভূমির প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক, অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই জানেন; জন্মভূমি কি পরম মনোরম প্রীতিকর পদার্থ! "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই সুধাময় শ্লোকার্দ্ধ যে মহাত্মা প্রথম উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনিই সুখময় স্বদেশের সুরম্য ভাব অবগত ছিলেন। যে সমস্ত স্বদেশানুরাগী বীর পুরুষ দুরন্ত শত্রুর কঠিন হস্ত হইতে জননী-স্বরূপা জন্মভূমির পরিত্রাণ সাধনের নিমিত্ত অম্লান-বদনে, অকুতোভয়ে, উৎসাহিত-হৃদয়ে আপন জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতেন, প্রাণাপেক্ষা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রিয়তম জন্মভূমির সমীপে জীবন কি তুচ্ছ পদার্থ! যে স্থানে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক লালিত ও প্রতিপালিত হইয়া, কৌমার, কৈশোর ও যৌবন কাল যাপন করিয়াছি, যে স্থান পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ্, বান্ধব প্রভৃতি প্রিয়জনবর্গের আধার-ভূমি, যে স্থানের নামোচ্চারণ করিবামাত্র প্রেম-সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠে, ধরাতলে তাহার তুল্য প্রেমাস্পদ আর কি আছে? এতাদৃশ স্নেহ-ভাজন জন্ম-ভূমিকে দুঃখভারাক্রান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত দেখিয়া, যাহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ না হয়, সে মানব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। দুঃখের কঠোর হস্ত হইতে জন্ম-ভূমির পরিত্রাণ-সাধনার্থ যত্নবান্ না হইয়া যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত-মনে কাল হরণ করিতে পারে, তাহার অন্তঃকরণ পাষাণময়, ইহাতে সন্দেহ নাই; তাহার অসার জীবন জীবনই নহে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্লবমান দ্বীপ।

(ভাসা দ্বীপ)

তোমরা ভূ-গোলের মধ্যে পাঠ করিয়াছ, চতুর্দ্দিকে জল-বেষ্টিত স্থলের নাম দ্বীপ। সেরূপ দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে। আমি একরূপ দ্বীপের বিষয় বর্ণন করিতেছি, তাহা ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়ায়। তাহাকে প্লবমান (অর্থাৎ ভাসা) দ্বীপ বলে। কতকগুলি হ্রদে, এবং যাহার জল মন্দ মন্দ চলে, এমন কোন কোন নদীতেও সেই সকল দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী দেশের মধ্যে আর্তোয়া প্রদেশের অন্তর্গত সেণ্টাওমর নগরের নিকটবর্ত্তী একটি হ্রদ, বিনিস উপসাগরের সমীপবর্ত্তী কোমেক্‌চিয়োর বিবিধ হ্রদ, হেনোবর প্রদেশের অন্তর্গত ওস্‌নাব্রুক প্রদেশের মধ্যে কোক হ্রদ, স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ডের কতকগুলি হ্রদ, প্রুশিয়ার অন্তর্গত জর্ডো ও পোলণ্ডের অন্তর্গত অস্‌ট্রোগথিয়ার হ্রদ ইত্যাদি বিস্তর হ্রদে ভূরি ভূরি প্লবমান দ্বীপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল দ্বীপ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, অথচ তাহাতে বৃক্ষাদি জন্মে ও শস্যফলাদির উৎপত্তি হয়।

নদী-বিশেষেও এইরূপ প্লবমান দ্বীপ উৎপন্ন হয়। এই সকল দ্বীপ নদীর জলে গমনাগমন করে এবং বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া, সমুদ্রেও উপস্থিত হয়। গঙ্গানদীর সাগর-সঙ্গম স্থান হইতে ন্যূনাধিক ৫০ পঞ্চাশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ক্রোশ অন্তর পর্য্যন্ত সজীব বৃক্ষাদি-সংবলিত দ্বীপ পরিচালিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সমুদায় দ্বীপ জলবায়ুর গতিক্রমে স্বতঃই সৃষ্ট হইয়া থাকে। কখন কখন হ্রদ বা নদীর তট ভগ্ন হইয়া পড়িলে, তাহার মধ্যস্থিত বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির মূল তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া, সেই সমস্ত মৃৎ-খণ্ডকে বদ্ধ করিয়া রাখে। ইহাতেই তাহা ছিন্ন ভিন্ন হয় না, দ্বীপরূপে পরিগণিত হইয়া ভাসিতে থাকে এবং কালক্রমে তাহাতে বৃক্ষাদি জন্মিয়া যায়। কখন কখন কাষ্ঠ-খণ্ডাদি স্রোতোজলে একত্র মিলিত হইয়া এইরূপ দ্বীপ উৎপন্ন হয়।

এই সকল দ্বীপ তো স্বভাব-জাত। মানুষেও নানারূপ কৌশলক্রমে প্লবমান দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমাদের ভারতবর্ষেই ইহার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। কাশ্মীর নগরের সমীপে ডল্-নামে একটি হ্রদ আছে; সেই প্রদেশীয় লোকে পরিশ্রম ও বুদ্ধি-কৌশলে তাহাতে বহুসংখ্যক প্লবমান দ্বীপ অর্থাৎ মনোহর শস্যক্ষেত্র-সমুদায় প্রস্তুত করিয়া, বর্ষে বর্ষে প্রচুর-পরিমাণে ধান্য এবং শশা, ফুটী তরমুজ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ফল-মূল উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহারা জলের উপর বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ, বৃক্ষ-শাখা, তৃণাদি বিস্তৃত করিয়া, তাহার উপর মৃত্তিকা-রাশি স্থাপন করে। এইরূপেই অতি সহজে ঐ সমস্ত শস্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে সে প্রদেশে জলপ্লাবন ঘটে। ঐ সমুদায় শস্য-ক্ষেত্র ভাসিয়া থাকাতে, বন্যা-জলে তাহার বিঘ্ন হয় না।

কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী জম্বু প্রদেশের অন্তর্গত সুরহিংসর এবং পঞ্জাবের অন্তঃপাতী মণ্ডীসুকেত রাজ্যের মধ্যে রেওয়াল্‌সর-নামক হ্রদে এক একটি প্লবমান পর্ব্বত আছে; তাহাতে বংশ, নল, ঘাস প্রভৃতি বিস্তর লঘু বৃক্ষ জন্মিয়াছে। হিন্দুরা, বিশেষতঃ তীর্থযাত্রীরা, তথায় গিয়া অর্চনা করিয়া থাকে। ঐ সকল পর্ব্বতে প্রস্তর-মৃত্তিকাদি ভারী বস্তু আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সহিত লঘুতর বৃক্ষ ও বৃক্ষমূলাদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংযুক্ত থাকাতে সমগ্র পর্ব্বতগুলি জল অপেক্ষা লঘু হয়, সুতরাং ভাসিয়া থাকে * ও বায়ু বেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়।

আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো দেশ স্পেনীয়দিগের কর্তৃক অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে তথায় অনেকগুলি প্লবমান উদ্যান বিদ্যমান ছিল। তাহাতে বিবিধপ্রকার পুষ্প ও রন্ধনোপযোগী ফলমূলাদি উৎপন্ন হইত। উদ্যানগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, তাহার মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ ও কখন কখন কৃষকের কুটীরও দেখিতে পাওয়া যাইত।

আসিয়ার অন্তর্গত শ্যামরাজ্যের রাজধানী বেঙ্কক-নগরীতে অনেকগুলি প্লবমান-গৃহ বিদ্যমান আছে।

কোন কোন স্থানের প্লবমান দ্বীপ এক এক বার আবির্ভূত ও এক একবার তিরোহিত হয়। এটি একটি সামান্য অদ্ভুত ব্যাপার নয়। সুইডেনের অন্তর্গত স্মালণ্ড প্রদেশীয় রালাং হ্রদ, ইংলণ্ডের অন্তর্গত কম্বর্লণ্ড প্রদেশীয় ডারোয়েণ্টোয়াটার হ্রদ এবং পোলণ্ডের অন্তর্গত পূর্ব্বোল্লিখিত অস্ট্রোগথিয়ার হ্রদে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য প্লবমান দ্বীপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

* কি কারণে কোন দ্রব্য জলের উপর ভাসিয়া থাকে, এই গ্রন্থেই ব্যোমযানের বিবরণ-মধ্যে সে বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়-মক্ষিকা ও সমাধি-কৃৎ-পতঙ্গ।

পতঙ্গগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া, স্বতঃই আহার-দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহাদের জননী অগ্রেই তাহার উপায় করিয়া রাখে। হয়-মক্ষিকার এই বিষয়-সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। এই মক্ষিকা প্রথমে অশ্বের পাকস্থলী ভিন্ন অন্যত্র জীবিত থাকিতে পারে না। ইহার আহার-সামগ্রী সেই স্থানে প্রস্তুত থাকে; সুতরাং জন্মগ্রহণ করিয়াই ইহার সেই স্থানে থাকা আবশ্যক; নতুবা আহারাভাবে প্রাণত্যাগ হয়। কি কৌশলে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। অশ্বগণ আপনার অঙ্গের যে যে স্থান জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে সমর্থ হয়, সেই সেই স্থানের লোমের অগ্রভাগে মক্ষিকাগণ শত শত অণ্ড প্রসব করিয়া রাখে এবং আপনার দেহ হইতে নির্গত তরলপদার্থ-বিশেষের দ্বারা লোমের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। অশ্বগণ সেই সেই স্থানে জিহ্বা লেহনপূর্ব্বক অণ্ডগুলিকে লালা-মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করে। যে স্থানে সেই অণ্ড-নির্গত মক্ষিকা-শিশুগণের অন্ন প্রস্তুত থাকে, এইরূপেই তাহারা সেই স্থানে অবস্থিত হয় এবং জন্ম গ্রহণ করিয়াই আবশ্যক-মত অন্ন প্রাপ্ত হইয়া, দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এ অদ্ভুত ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখিলে, বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইয়া যাইতে হয়। অপর এক পতঙ্গের বিষয় বর্ণন করিতেছি, তাহাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এটির নাম সমাধি-কৃৎ পতঙ্গ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমাধি-কৃৎ পতঙ্গ।

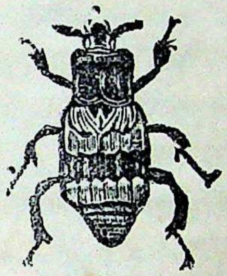

মৃত মূষিক, পক্ষী প্রভৃতি ছোট ছোট জন্তু-শব ইহাদের ভক্ষ্য। ইহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াই সেইরূপ আহার-দ্রব্য আহার করিতে পায়, এইটি আবশ্যক। কিরূপ অপূর্ব্ব কৌশল-ক্রমে তাহা সম্পন্ন হয়, বলিতেছি; পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ইহারা প্রসবের পূর্ব্বে ঐরূপ একটি জন্তু অন্বেষণ করিয়া লয়। যে স্থানে সেই শবটি পতিত থাকে, পাঁচ ছয়টি পতঙ্গ সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং শবের নিম্নদেশে একটি গর্ত্ত খনন করে; কোন কোন পতঙ্গ সেই শবের এক দিক্ তু'লয়া ধরে এবং অন্যেরা তাহার নিম্নদেশ খনন করিয়া যায়। ঐ গর্ত্ত ক্রমশঃ যেমন খনন করা হয়, ঐ শবটি ক্রমে তাহাতে পতিত হইতে থাকে। এইরূপে ইহারা এত সত্বর এই কার্য্য নির্ব্বাহ করে যে, কয়েক দণ্ডের মধ্যেই সেই গর্ত্ত ১০।১২ দশ বার বুরুল গভীর হইয়া যায়। হইলে পর, প্রসূতি ঐ শবের উপর অণ্ড প্রসব করিয়া রাখে। সেই অণ্ড হইতে যে সমস্ত পতঙ্গ জন্মে, তাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াই, আপনাদের আবশ্যক অন্ন আহার করিতে পায়; ইতর জন্তুর কার্য্যেও এত অদ্ভুত কৌশল লক্ষিত হইয়া থাকে।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাদপ-পল্লী।

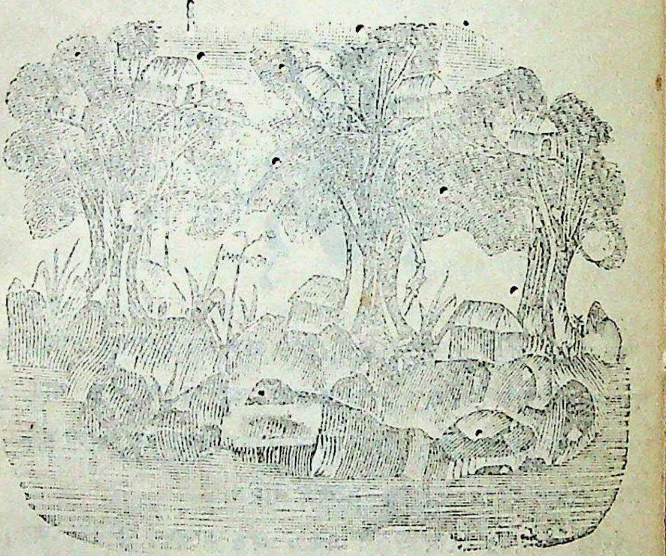

পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি ইতর জন্তুতেই বৃক্ষ, লতা গুল্মাদিতে অবস্থিতি করে। কে কোথায় দেখিয়াছে, মানুষে চিরদিন বৃক্ষবাসী হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু অবনী-মণ্ডলে তাহারও নিতান্ত অসম্ভাব নাই।

স্থির-সমুদ্রে ইসাবেল্ নামে একটি দ্বীপ আছে; সেই দ্বীপের লোকে পর্ব্বতের উপরিস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষে নিজ নিজ আবাস প্রস্তুত করিয়া বাস করে। এইরূপ করাতে, তাহা একটি গ্রামস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। যে পর্ব্বতের উপর সেই গ্রামটি বিদ্যমান আছে, তাহা ন্যূনাধিক ৮০০ আট শত ফুট উচ্চ। তাহার শৃঙ্গ-দেশে বৃহৎ প্রস্তর বিন্যস্ত থাকাতে, তাহা একটি প্রাচীন দুর্গের মত দেখায়। সেই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে ঐ আকাশ-ভেদী বৃক্ষ-সমুদায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ সকল বৃক্ষের স্কন্ধদেশ দৈর্ঘ্যে ৫০ পঞ্চাশ ফুটের ন্যূন ও ১৫০ দেড়শত ফুটের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অধিক নয়। ততদূর পর্য্যন্ত একটিও শাখা থাকে না। তাদৃশ উচ্চ বৃক্ষের উপর যে সমস্ত শাখা জন্মিয়াছে, তাহারই উপরে পাদপ-পল্লীটি বিরাজমান রহিয়াছে। উল্লিখিত দ্বীপে একরূপ দৃঢ় লতা জন্মে, বৃক্ষবাসী লোকে সেই লতা দ্বারা এক প্রকার সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া, ঐ সকল গৃহে গমনাগমন করে। ঐ সিঁড়ি গৃহের মধ্যস্থিত কাষ্ঠস্তম্ভ-বিশেষে লম্বমান করিয়া রাখে এবং ইচ্ছা হইলে, অক্লেশে তুলিয়া লয়। উল্লিখিত গৃহসমুদায় অত্যন্ত দৃঢ় ও সাতিশয় নৈপুণ্য-সহকারে নির্ম্মিত। তাহার প্রত্যেক গৃহে দশ, বার জন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া থাকে। ইসাবেল্-বাসীদের পরস্পর শত্রুতা জন্মে, এই নিমিত্ত ইহারা শত্রুর আক্রমণ-আশঙ্কায় কতকগুলি প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, হস্ত ও ফিঙ্গা দ্বারা সেই সমুদায় সতেজে বহুদূর নিক্ষেপ করিতে পারে।

বৃক্ষ-মূলেও এক একটি স্বতন্ত্র কুটীর থাকে; ইহারা দিবাভাগে তাহাতে অবস্থিতি করে। রাত্রিকালে এবং বিপদের সময়ে উল্লিখিত বৃক্ষ-নিবাসে উত্থিত হইয়া থাকে। ঐ তরুমূলস্থ কুটীরগুলিকে নিম্নতলস্থ ও উপরিস্থিত গৃহসমুদায়কে দ্বিতীয়তলস্থ গৃহ বলিয়া উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হয় না। ইহাদের পরস্পর অত্যন্ত বদ্ধমূল বৈরিভাব জন্মিয়া গিয়াছে। এমন কি, পরস্পরের মস্তক ছেদন করিয়া লওয়াই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্তই উক্তরূপ সতর্ক ও সাবধান হইয়া বাস করিতে হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের প্রতি উপদেশ।

যৌবন বিষম কাল। যৌবনের প্রারম্ভে ইন্দ্রিয়-সকল প্রবল হয়, অন্তঃকরণের বৃত্তি-সমুদায় সতেজ হয় এবং অশেষবিধ সুখ-ভোগের বাসনা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই কাল পাপ ও পুণ্য উভয় পথের সন্ধি-স্থল। তোমরা সেই সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছ; অতএব এই সময়ে বিচার করিয়া সৎপথ অবলম্বন কর। যেমন অন্ধের পক্ষে সুশোভন চিত্র ও বধিরের পক্ষে সুমধুর সঙ্গীত কোন কার্য্যের নয়, সেইরূপ, অনুপদিষ্ট অধিক-বয়স্ক ব্যক্তিকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে, কোন ফল দর্শে না। পরমেশ্বর তোমাদিগকে সংসার-নির্ব্বাহে সমর্থ করিবার অভিপ্রায়ে কাম-ক্রোধাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও প্রদান করিয়াছেন, ইহা যথার্থ বটে; কিন্তু তিনিই আবার তোমাদিগকে সে সমুদায় শাসন করিতে সক্ষম করিয়াছেন। একান্ত যত্ন করিলে, শাসন করিতে পারিবে। যদি নির্জ্জনে থাকিলে কোন দুষ্প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ সচ্চরিত্র শান্ত জনের সমাজে গমন করিবে। অসৎ লোকের সংসর্গ, অসৎ বিষয়ের পুস্তক পাঠ ও অসৎ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইও না। পাপরূপ পিশাচ কখন কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া মনোমন্দিরে প্রবেশ করিবে, কে বলিতে পারে? ধনকষ্টই উপস্থিত হউক, গুরুতর বিপদই বা পতিত হউক, কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু, এই সুধাময় মহাবাক্য সকল অবস্থাতেই স্মরণ রাখিবে। যে মোহান্ধ ব্যক্তি পরম পবিত্র পুণ্য-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ক্লেশকর বোধ করে, সে কোনকালে পুণ্যজনিত সুখ-স্বরূপ সুধাপানে অধিকারী হয় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহাকূর্ম্ম, মহাপশু, অতিকায় হস্তী প্রভৃতি।

বালকগণ! তোমরা কে কত বড় কচ্ছপ দেখিয়াছ, বল দেখি, শুনি। সচরাচর ন্যূনাধিক এক হস্ত, না হয়, কেহ কখন ঊর্দ্ধ সংখ্যা দেড় বা দুই হস্ত-প্রমাণ দেখিয়া থাকিবে। আমি একরূপ অতি প্রকাণ্ড কূর্ম্মের বিষয় অবগত করিতেছি; পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে। সেটি দৈর্ঘ্যে আমার হস্তের ৬ ছয় হাত ৫ পাঁচ অঙ্গুলি এবং প্রস্থে ৩ তিন হাত ২০ কুড়ি অঙ্গুলি। তাহার বক্রাকার পৃষ্ঠদেশ প্রস্থে ৭ সাত হস্ত পরিমিত।

কিন্তু ভাই! এখন এ জাতীয় কূর্ম্ম আর কুত্রাপি সজীব দেখিতে পাইবে না। ইহার বংশ একেবারে ধ্বংস পাইয়াছে। এই কূর্ম্মের মধ্যে একটি প্রস্তরীভূত হইয়া যায়, আমি তাহাই দৃষ্টি করিয়াছি। তাহাতেই তোমাদের নিকট ইহার বিষয় বর্ণনা করিতে সমর্থ হইতেছি। কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে * গিয়া দেখিলে, তোমরাও অক্লেশে দেখিতে পাইবে। পঞ্জাবের উত্তরাংশে শিবালিক পর্ব্বতে † ঐটি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিরূপে ঐটি প্রস্তরীভূত হইল, তাহা এখন তোমাদের জানিতে অভিলাষ হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই। সে বিষয়ের বিবরণ করি, শ্রবণ কর। ঐ কচ্ছপটির মৃত্যু ঘটিলে, উহা জল-যুক্ত স্থানে পতিত ছিল। ক্রমে উহার অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া যায় এবং উহার শরীরের ক্ষুদ্র

* কৌতুক শব্দের অর্থ কৌতূহল অর্থাৎ অপূর্ব্ব বস্তুর দর্শনাদির অভিলাষ; যে গৃহে সেই কৌতূহলজনক-বিষয়-সমুদায় অর্থাৎ অপূর্ব্ব-সুলভ সামগ্রী সকল বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম কৌতুকাগার।

† এই পর্ব্বত-শ্রেণী দেরাদুন, সর্ম্মুর ও হুসিয়ারপুর প্রদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ক্ষুদ্র কণা সকল স্খলিত হইয়া নির্গত হইতে থাকে। সেই জলে প্রস্তর বা অন্য খনিজ বস্তুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা-সমুদায় মিশ্রিত ছিল। উহার শরীরে অস্থি প্রভৃতির কণা-সমুদয় নির্গত হইয়া, যেমন শরীর-মধ্যে ছিদ্র হইতে লাগিল, ঐ প্রস্তরাদির কণা তাহাতে প্রবেশ করিয়া, সেই সমস্ত সূক্ষ্ম ছিদ্র পূরণ করিয়া ফেলিল। এইরূপে সমগ্র শরীরটি প্রস্তরময় হইয়া গেল। এখন ভাবিয়া দেখ, কূর্ম্মটির যেমন আকার তেমনই আছে, কিন্তু উহার শরীরের কণামাত্রও উহাতে বিদ্যমান নাই। অস্থি প্রভৃতির কণা-সমূদায় ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রস্তর বা খনিজ বস্তুর অণুপুঞ্জ আসিয়া, সে সমুদায়ের স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত হইয়াছে। কি জন্তু, কি উদ্ভিদ্, যত বস্তু প্রস্তরীভূত হয়, সকলই এইরূপ। দেখ, কেমন সহজ প্রণালীতে কিরূপ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত মহাকূর্ম্ম এইরূপ প্রস্তরীভূত হইয়া না থাকিলে, কস্মিন্‌কালে যে ভূমণ্ডলে তাদৃশ প্রকাণ্ড কচ্ছপ বিদ্যমান ছিল, ইহা আমরা কদাচ জানিতে পারিতাম না। নানা পর্ব্বতে ভূরি ভূরি ভূচর, খেচর ও জলচর জন্তুর প্রস্তরময় পঞ্জর বা তাহার খণ্ড-বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমুদায় এইরূপে প্রস্তরীভূত হইয়াছে। এখন তোমাদিগকে এ বিষয়ের স্থূল তাৎপর্য্য মাত্র বলিলাম। বালকগণের শিক্ষা-পুস্তকে যৎটুকু বিশেষ করিয়া বলা সম্ভব হয়, কিছু পরে এই প্রবন্ধের মধ্যেই তাহা দেখিতে পাইবে।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, ঐ কূর্ম্মটি যদি জল-মধ্যে থাকিয়া প্রস্তরীভূত হইয়া থাকে, তবে উহা পর্ব্বতের মধ্যে কিরূপে সন্নিবিষ্ট রহিল? এটি একটি অদ্ভুত কথা; তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবীর যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এখন যে সকল স্থানে বিস্তৃত রাজ্য, জনাকীর্ণ নগর ও উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়, এক সময়ে তাহারও প্রচুর ভাগ সমুদ্র-গর্ভ ছিল। ভূতলে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূমিগর্ভে ও উন্নত পর্ব্বতে শঙ্খ, শম্বূক, প্রবাল, মৎস্যাদি জল-জন্তুর রাশি রাশি প্রস্তরীভূত অস্থি-পঞ্জর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এই যে ইউরোপ ও আমেরিকা-খণ্ড এখন সর্ব্বপ্রধান নরকুলের নিবাস-ভূমি এবং পরমাদ্ভুত বিদ্যা-বুদ্ধি ও সাতিশয় সুখ-সভ্যতার আধারস্থল হইয়াছে, সেই ইউরোপেরও প্রায় সমগ্র ভাগ ও সেই আমেরিকারও প্রচুর অংশ সুবিস্তৃত সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল। স্পেন-দেশ ইউরোপীয় সমুদ্রের পশ্চিম সীমা, ইউরেল্ পর্ব্বত পূর্ব্ব সীমা এবং ইংলণ্ড ও সুইডেন প্রভৃত উত্তর সীমা ছিল। ইহার সর্ব্বস্থানেই সামুদ্রিক জন্তুর প্রস্তরীভূত অস্থি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই যে হিমালয় পর্ব্বতে উল্লিখিত মহাকূর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাও এক সময়ে সমুদ্র-বিশেষ ছিল। হিমালয়ের মধ্যে ১৮০০০ আঠার শত ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত নানা স্থানে নানাবিধ সামুদ্রিক জন্তুর প্রস্তরীভূত অংশ সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বদক্ষিণ খণ্ডে যে সমুদ্র-জাত চাখড়ি পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, হিমালয়-শ্রেণীর অন্তর্গত খস্ পর্ব্বতেও তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রমাণ পর্য্যালোচনা দ্বারা এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে যে, এক্ষণে হিমালয়-শ্রেণী যে স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অতি পূর্ব্বে যখন সেই স্থানে সামুদ্রিক পদার্থ-সমুদায় সঞ্চিত হয়, তাহার পর এক সময়ে তথায় জল-পরিবেষ্টিত দীর্ঘাকার দ্বীপ-শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। তোমরা ভূগোলে পীরেনীজ, আল্পস্ ও এন্‌ডিজ্ নামক পর্ব্বতের বিবরণ পাঠ করিয়াছ। তাহাতে রাশি রাশি সামুদ্রিক জন্তুর আকার বিদ্যমান রহিয়াছে। যে অপরিমেয় বস্তুরাশি এক সময়ে সমুদ্র-জলে নিমগ্ন ছিল, তাহা এত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া রহিয়াছে। ভয়ানক পরিবর্ত্তন! ভয়ানক পরিবর্ত্তন! ভয়ানক পরিবর্ত্তন!

এ কথা শুনিয়া তোমাদের কৌতূহল অধিকতর উদ্দীপ্ত হইল, তাহার সন্দেহ নাই। যে স্থান হ্রদ বা সমুদ্র-গর্ভ ছিল, তাহা কিরূপে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতাদি হইয়া উঠিল, তাহা জানিবার জন্য তোমাদের অন্তঃকরণ ব্যগ্র হইতেছে বোধ হয়। সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। উল্লিখিত পর্ব্বত-সমুদায়কে জলজ পর্ব্বত বলে। ঐ সমুদায় জলেতেই জন্মিয়াছে। স্রোতোজলে যে সমস্ত কর্দ্দমাদি মিশ্রিত থাকে, কুত্রাপি স্রোত মন্দ হইলে, তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নে পতিত হইয়া যায়। চলিত ভাষায় ইহাকে পলি পড়া বলে। মনে কর, এই প্রকারের এক পর্দ্দা পলি পড়িল, কিছুকাল পরে তাহার উপর আর এক পর্দ্দা, কিছুদিন পরে তদুপরি আর এক পর্দ্দা। এইরূপে পরে পরে সহস্র সহস্র ও লক্ষ লক্ষ পর্দ্দা পড়িয়া গেল। বাস্তবিকও এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। নদী প্রভৃতির জল-প্লাবনাদি দ্বারা এক এক বারে যত পলি পড়ে, তাহাতে এক এক পর্দ্দা হয়। এমন কি, প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটার দ্বারাও এরূপ ঘটিয়া থাকে। একবার পলি পড়িয়া কিছুকাল বিশ্রাম যায়, পরে স্রোতোবিশেষ দ্বারা পুনর্ব্বার মৃত্তিকাদি আনীত হইয়া, তাহার উপর পতিত হয়। ইহাতেই ভিন্ন ভিন্ন পর্দ্দা হইয়া থাকে। এই পর্দ্দাকে স্তর বলে। এইরূপেই বাঙ্গালা দেশের সমস্ত সুন্দরবনভূমি উৎপন্ন হইয়াছে। অদ্যাপি প্রতি বৎসর গঙ্গা-স্রোতে হিমালয়াদির কিয়দংশ ক্ষয় ও বহন করিয়া,বঙ্গীয় উপসাগরে সংস্থাপন করিতেছে ও তথায় সেই সমুদায় উল্লিখিতরূপে উপর্য্যুপরি স্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। হয়তো উত্তরকালে তাহা হইতে দ্বীপ ও উপদ্বীপ প্রস্তুত হইবে। সকল স্তর সমান নয়, কোন কোন স্তর সমধিক সূক্ষ্ম ও কোন কোনটি অনেক স্থূল দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে শ্লেট ব্যবহার করিয়া থাকি,তাহা সূক্ষ্ম স্তরের প্রস্তর এবং অতিশয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণাবিশিষ্ট মৃত্তিকায় প্রস্তুত হইয়াছে। উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত এই সমস্ত স্তর সমবেত হইয়া যে সমুদায় পর্ব্বত উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্তরীভূত পর্ব্বত কহে। পূর্ব্বোক্তরূপে পলি পড়িবার সময়ে তাহার সহিত নানা-প্রকার জন্তু, কাষ্ঠ পত্রাদি প্রোথিত হইতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

থাকে। সেই পলি অর্থাৎ মৃত্তিকা বালুকাদি কালক্রমে কঠিন হইয়া প্রস্তর হয় ;* এবং তাহার অন্তর্গত জন্তু-পঞ্জর প্রভৃতি অল্পে অল্পে প্রস্তরীভূত হইয়া তাহার মধ্যে নিবেশিত থাকে। পরে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নির তেজে সেই সমস্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্ফীত ও উচ্চ হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর কিরূপ অগ্নিময় ও সেই অগ্নির ক্রিয়াই বা কিরূপ, এই পুস্তকের প্রথম ভাগের অন্তর্গত আগ্নেয়-গিরি-বিষয়ক প্রবন্ধে তাহা পাঠ করিয়া থাকিবে।

ঐ সমস্ত জলজ পর্ব্বতের মধ্যে কেবল জলচর জন্তু থাকে, এমন নয় ; অনেক ভূচর জন্তু ও স্থলজ বৃক্ষাদিও প্রস্তরীভূত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সেই সমুদায় নানা কারণে জলমধ্যে পতিত ও স্রোত দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া, কর্দ্দমরাশির মধ্যে প্রোথিত হয় এবং সেই স্থানে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তরীভূত হইয়া সন্নিবিষ্ট থাকে। এই নিমিত্ত এক পর্ব্বতের এক স্থানেই জলচর ও স্থলচর জন্তু এবং স্থলজ ও জলজ উদ্ভিদ্ একত্র বিমিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, এক স্থানেই কতক সামুদ্রিক, কতক নদীজাত, কতক হ্রদ-স্থিত ও কতক কতক স্থলচর জন্তু প্রস্তরীভূত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। যে শিবালিক পর্ব্বতে পূর্ব্বোক্ত মহাকূর্ম্ম ছিল, ডাক্তার ফল্‌কনর ও কর্ণেল কট্‌লি ঐ পর্ব্বত হইতে পাঁচ প্রকার হস্তী, জলহস্তী, উষ্ট্র, অষ্ট্রীচ, জিরাভ, কুম্ভীর, বানর ও নানাপ্রকার শুক্তি শম্বুক প্রভৃতি অনেকগুলি প্রস্তরীভূত জন্তু প্রাপ্ত হন, ঐ মহাকচ্ছপের অস্থিও তাহারই অন্তর্গত ছিল। ঐ সকল জন্তু জাতির মধ্যে উল্লিখিত হস্তী, জলহস্তী প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

* উপরিস্থিত দ্রব্যের ভার অর্থাৎ চাপ এবং বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের পরস্পর সংযোগাদি দ্বারা কঠিন হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জল-যুক্ত স্থানে জন্তু ও বৃক্ষ-লতাদি কিরূপে প্রস্তরীভূত হয়, পূর্ব্বে অতি সংক্ষেপে অবগত করিয়াছি। শিশুগণের বাঙ্গালা শিক্ষাপুস্তকে যতটুকু বিশেষ করিয়া বলা সম্ভব, এখন বলিতেছি।

যদি কোন মৃত জন্তুর সমগ্র শরীর বা তাহার অংশ-বিশেষ কোন অনাবৃত স্থানে পতিত থাকে, তাহা হইলে রৌদ্র, বৃষ্টি ও বায়ুর শক্তিক্রমে তাহা শটিত হইয়া যায়, ইহা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি তাহা জলমগ্ন থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে বিকৃত হয়। আর যদি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত থাকে, তবে তদপেক্ষাও অল্পে অল্পে বিকার প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় তাহা শটিত বা বিকৃত হইবার সময়ে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সকল যেমন নির্গত হইয়া ছিদ্র হইতে থাকে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জলমিশ্রিত প্রস্তর বা খনিজ বস্তুর তাদৃশ সূক্ষ্ম কণা তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া, ছিদ্র পূরণ করিয়া ফেলে। এইরূপে সেই জন্তুর সমুদায় অংশ ক্রমে ক্রমে বহির্গত হইয়া যায় এবং প্রস্তর বা খনিজ দ্রব্যের কণা-সমুদায় আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। অনেক স্থলে জন্তুর আকার মাত্র থাকে; কিন্তু তাহার শরীরের কণামাত্রও বিদ্যমান থাকে না। মহাকূর্ম্মের প্রস্তরীভবন-বর্ণনার সময় এ বিষয় একবার উল্লেখ করা গিয়াছে। সকল স্থলেই যে এরূপ ঘটে, তাহাও নয়; কোন কোন স্থলে তাহার অস্থি প্রভৃতির কোন কোন অংশ বিকৃত না হইয়া, ঐ প্রস্তরীভূত অংশ-সমুদায়ের সহিত মিশ্রিত রহিয়া যায়। পশু, পক্ষী, মৎস্যাদি জন্তু যেরূপে প্রস্তরীভূত হয়, বৃক্ষ, গুল্ম, লতাদি উদ্ভিদ্‌ও অবিকল সেইরূপে হইয়া থাকে। অনেক পর্ব্বতের প্রস্তর-মধ্যে বৃক্ষ-পত্রাদির অবিকল আকার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই প্রস্তরীভূত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

জন্তুর শরীর প্রস্তরীভূত হইবার পূর্ব্বে তাহার কতক অংশ ঘাত-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতিঘাত দ্বারা নষ্ট, কতক বা পচিত এবং কতক বা অন্যরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে। এই নিমিত্ত অনেক স্থলে তাহাদের প্রস্তরীভূত শরীর বা অঙ্গ-সমুদায় অসম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য অংশ পচিত বা নষ্ট হইলেও, অস্থি দন্তাদি কঠিনতর অংশ-সমুদায় অধিককাল স্থায়ী হয়। সুতরাং ক্রমে ক্রমে প্রস্তরীভূত হইতে পারে। এই নিমিত্ত প্রস্তরীভূত পঞ্জর, অস্থি-খণ্ড শঙ্খ, প্রভৃতিই অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপে প্রস্তরীভূত বিলুপ্ত জন্তু-সমুদায়ের আকার স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে বলিয়াই, আমরা তাহাদিগের বিষয় জানিতে পারিতেছি। কেবল মহাকূর্ম নয়, পূর্ব্বকালে এক্ষণকার অপেক্ষায় এমত কত বৃহৎ বৃহৎ পশু ছিল, কি বলিব? ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে উল্লিখিত মহাকূর্ম্মের কিছু পশ্চিমে একটি সুদীর্ঘ পশুর প্রস্তরীভূত পঞ্জর দেখিতে পাইবে। তাহার নাম মহাপশু। সেটি আমাদের হস্তের প্রায় ১৪ চৌদ্দ হস্ত দীর্ঘ। নিম্নে তাহার চিত্রপট প্রকাশিত হইতেছে, দৃষ্টি কর।

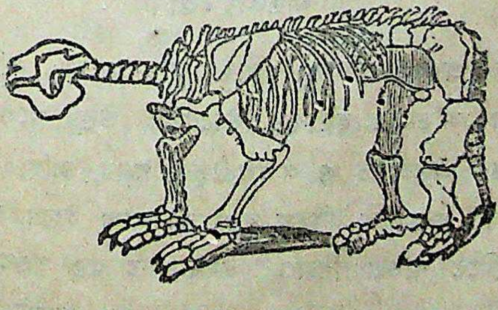

দক্ষিণ আমেরিকার পতিত ভূমির নিম্নভাগে সেই পঞ্জর প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালী দেখিয়া বোধ হয়,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই জাতীয় পশুগণ পাতা লতা ভক্ষণ করিয়া থাকিত। তাহাদের দন্তবল ছিল না; বিশেষতঃ সম্মুখের দন্ত তো একটিও ছিল না; সুতরাং তাহারা কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইত না, বলিতে হয়। ঐ স্থানের মহাপশুর সমভিব্যাহারে তাহার অনুরূপ অনেক-প্রকার বৃহৎ বৃহৎ পশুর প্রস্তরীভূত পঞ্জর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সে সমুদায় জন্তু এখন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; আর জীবিত দেখা যায় না।

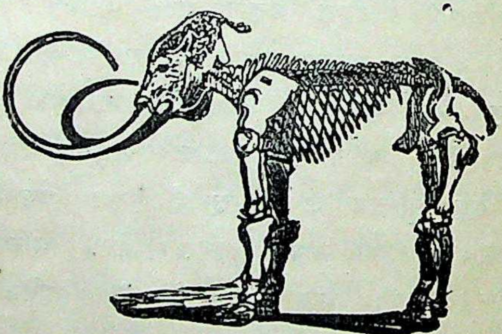

অতিকায় হস্তী।

একটি প্রকাণ্ড বিলুপ্ত হস্তীর অস্থি-পঞ্জরের প্রতিরূপ দেখ। ইহার নাম অতিকায় হস্তী। ইউরোপের উত্তর খণ্ডে এই পশুর বিস্তর বিস্তর প্রস্তরীভূত ও অপ্রস্তরীভূত পঞ্জর, অস্থি, দন্তাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি বিলুপ্ত পশুগণের মধ্যে ইহার অবয়ব যেমন সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এমন আর অন্য পশুর যায় নাই। কেবল পঞ্জর কেন, মাংস বসা প্রভৃতি সমুদায় অংশই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উপরে যে অতিকায় হস্তি-কঙ্কালের চিত্রপট প্রকটিত হইল, তাহা সাইবীরিয়ার অন্তর্গত অক্ষোল হ্রদের তটে তুষার-রাশিতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আবৃত ছিল। তাহার এমন সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, মাংস, বসা, চর্ম্ম, লোম প্রভৃতি কিছুই নষ্ট হয় নাই। বরফ দ্রব হইয়া গেলে পর, কুক্কুর, ভল্লুক, বৃক প্রভৃতি তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া পঞ্জর পরিষ্কার করিয়া দেয়। তাহার মস্তকটি শুষ্ক চর্ম্মে আবৃত এবং কেশগুচ্ছ-সম্বলিত একটি কর্ণের অবয়ব সম্পূর্ণ ছিল। তাহার চর্ম্মের চারি ভাগের তিন ভাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ চর্ম্ম ধূসর বর্ণ এবং ঈষৎ আরক্তবর্ণ উর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণ কেশর দ্বারা আবৃত। ঐ সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হস্তি-শবটি রুষরাজ্যের রাজধানী পিটর্সবর্গে নীত হইয়া রক্ষিত হয়; অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে। উহা কিঞ্চিদূন ১১ হস্ত দীর্ঘ এবং কিঞ্চিদধিক ৬ ছয় হস্ত উচ্চ। উহার বক্রাকার দুইটি দংষ্ট্রা অর্থাৎ বৃহৎ দন্ত প্রত্যেকে ৬ ছয় হস্ত ৮ আট অঙ্গুলি-পরিমিত।

কেবল এই একটি নয়, সাইবীরিয়া দেশের তুষাময় নদী-গর্ভে মাংস-চর্ম্মাদি-সংবলিত এই জাতীয় অনেক পশু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীন মানব-জাতীয়েরা ইহাকে সজীব দেখিয়াছিলেন। তদনন্তর এই জাতি লুপ্ত হইয়া যায়। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্য অন্য অংশের গহ্বর-বিশেষে ও কঙ্করময় স্থানে মনুষ্যের অস্থি ও মনুষ্য-নির্ম্মিত প্রস্তর-সামগ্রীর সঙ্গে এই জাতির পঞ্জরখণ্ড সকল দৃষ্ট হইয়াছে।

এস্থলে এই অতিকায় হস্তী ও চুচুকদন্ত-হস্তীর সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন শরীরের সম্পূর্ণ প্রতিরূপ একত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বে অপর একপ্রকার হস্তী ছিল, তাহার দংষ্ট্রা অতিকায় হস্তীর দন্ত অপেক্ষাও দীর্ঘ। ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে প্রবেশ করিয়া, বাম দিকের প্রকোষ্ঠে গমন করিলে, দেখিতে পাইবে, অনেক প্রকার লুপ্ত হস্তীর করোটী, দন্ত ও অস্থি-বিশেষ অথবা সেই সমুদায়ের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সমস্ত হস্তীর মধ্যে এক প্রকারের নাম হস্তি-গণেশ। তাহার দুই পাশের দুইটি দংষ্ট্রা প্রকাণ্ড। প্রত্যেকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তিন গজ চব্বিশ ইঞ্চি অর্থাৎ সাত হস্ত আট অঙ্গুলি-প্রমাণ দীর্ঘ। ঐ দন্তের মূল ভাগের বেড় পঁয়ত্রিশ বুরুল অর্থাৎ প্রায় দুই হস্ত।

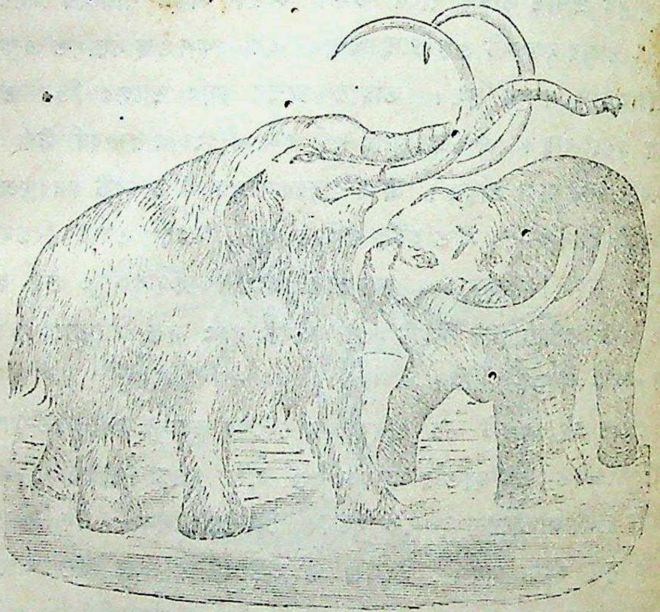

ঐ দন্ত মূলদেশ হইতে ক্রমশঃ কিছু বক্র হইয়া গিয়াছে। এই অতি অদ্ভুত হস্তিগণেশ্বের করোটি ভারতবর্ষের অন্তর্গত শিবালিক পর্ব্বতে পাওয়া যায়। যে উপত্যকা ভূমির মধ্য দিয়া নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তথায় এক প্রকার লুপ্ত হস্তীর করোটি, দন্ত ও বিশেষ বিশেষ অঙ্গের অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উল্লিখিত প্রকোষ্ঠের পশ্চিম পার্শ্বে সেই সমুদায়ের কিয়দংশ অবিকল ও অপর কিয়দংশের প্রতিমূর্ত্তি সজ্জীভূত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই হস্তীর নাম নার্ম্মাদিক হস্তী। ইহা এক্ষণকার জীবিত হস্তীর অপেক্ষা উচ্চতর ছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐ স্থানে আরও কত প্রকার হস্তী প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুর কঙ্কালাদি দেখিতে পাইবে, সে সমুদায়ই লুপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় যে চুচুকদন্ত হস্তীর প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইল, তাহাও এক প্রকার বিলুপ্ত হস্তী। তাহার বিস্তর বিস্তর প্রস্তরীভূত অস্থিপঞ্জর আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের দন্তের অবয়ব দৃষ্টে বোধ হয়, তাহারা বৃক্ষের পত্র-পল্লবাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। সেই পশুর কেবল একটি জাতি ছিল, এমন নয়; ইউরোপ, আসিয়া এবং আমেরিকার নানা স্থানে একাদশ বা দ্বাদশ জাতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সেই সকলই একেবারে ধ্বংস পাইয়াছে। একটিও আর জীবিত নাই। পৃথিবীর কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও কতই ঘটিতেছে, ইহার আদ্যন্ত কে নিরূপণ করিতে পারে?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দিগ্দর্শন বৃক্ষ।

উত্তর আমেরিকার পশ্চিম ভাগে একটি অদ্ভুত বৃক্ষ আছে। তাহার নাম দিগ্দর্শন বৃক্ষ। তাহার পত্রের একটি প্রান্ত দক্ষিণাভিমুখে ও অপরটি উত্তরাভিমুখে থাকে এবং তাহার এক পৃষ্ঠ পূর্ব্ব ও অপর পৃষ্ঠ পশ্চিম দিকে অবস্থিত হয়। ঘোর অন্ধকারময় রাত্রিকালেও পথিকেরা তাহার দ্বারা দিক্ নিরূপণ করিয়া চলিতে পারে। যদি কুত্রাপি আলোকাভাবে কিছুমাত্র দেখিতে না পায়, তথাচ হস্ত দ্বারা তাহার পত্র মাত্র স্পর্শ করিয়া জানিতে পারে, কোন্ দিক্ উত্তর, কোন্ দিক্ দক্ষিণ, কোন্ দিক্ পূর্ব্ব ও কোন্ দিক্ বা পশ্চিম। তাহাদের পক্ষে এটি সাধারণ উপকারের বিষয় নয়; নভোমণ্ডল মেঘমালায় আচ্ছন্ন ও ভূমিতল নিবিড়ান্ধকারে আবৃত হইলেও, সেই বৃক্ষের গুণে দিগ্‌ভ্রম নিবারণ হইতে পারে।

ভূমণ্ডলে কত অদ্ভুত বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশীয় সূর্য্যমুখী পুষ্প-বৃক্ষের বিষয় অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কলিকাতার নিকটস্থ অনেকানেক শোভনোদ্যানে* শীতকালে লুপিন নামে একরূপ পুষ্প-বৃক্ষ জন্মে, তাহার পত্রগুচ্ছগুলি প্রভাতকাল হইতে প্রদোষকাল পর্য্যন্ত নিয়তই সূর্য্যাভিমুখে আবর্ত্তিত হইতে থাকে।

* যে উদ্যানে কেবল পুষ্প-বৃক্ষের ন্যায় অন্যান্য শোভাকর বৃক্ষলতাদিরও পরিপাটী দ্বারা শোভা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে শোভনোদ্যান বলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুষার-গ্রাম।

(বরফ-পল্লী)।

লোকে কেবল বরফ আহার ও ঔষধার্থ ব্যবহার করে, এমন নহে; তাহাতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে বাস করে। কাপ্তেন পেরি সাহেব গ্রীনলণ্ডবাসীদিগকে শীতকালে তুষারগৃহে তৈজস-পত্র ও স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিতে দেখিয়াছেন। ঐ সকল গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে বরফ ভিন্ন অন্য বস্তু আবশ্যক করে না। এ অঞ্চলে যে স্থলে নদী-বিশেষের উপরিভাগ জমিয়া কঠিন অর্থাৎ তুষার-শিলায় পরিণত হইয়াছে, তাহারা তুষার-গৃহ নির্ম্মাণার্থ সেইরূপ স্থান মনোনীত করিয়া লয়। সেই কঠিন বরফ খণ্ড খণ্ড করিয়া বড় বড় টালির মত করে এবং গৃহের চতুর্দ্দিকের আয়তন গোলাকার করিয়া, সেই সমস্ত তুষার-খণ্ড দ্বারা প্রাচীর ও ছাদ প্রস্তত করিতে প্রবৃত্ত হয়। গৃহনির্ম্মাণ সম্পন্ন হইলে, তাহার ছিদ্র-সমুদায় রোধ করিবার উদ্দেশে, তাহার উপর কিছু কিছু বরফ ছড়াইয়া দেয় এবং ছুরিকা দ্বারা ঐ তুষারময় প্রাচীর ভেদ করিয়া, দ্বার ও গবাক্ষ করিয়া থাকে। পরে তুষারময় শয্যা প্রস্তুত করে। শরীরের উত্তাপে তাহা দ্রব না হয়, এই নিমিত্ত তাহার উপর কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড বিস্তৃত করিয়া রাখে। ঐ শয্যার উভয় প্রান্তে দীপ রাখিবার জন্য এক একটি তুষার-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে। অবশেষে গৃহ-দ্বারের সম্মুখে তুষার দ্বারা এক একটি দ্বারমণ্ডপ অর্থাৎ বরফের দাওয়া প্রস্তুত করিয়া লয়।

ঐ সমস্ত গৃহ গোলাকার। উহা ন্যূনধিক ৫ পাঁচ হস্ত-প্রমাণ উচ্চ এবং দেখিতে গুম্বজের মত। গৃহের বেড় ন্যূনাধিক ২৫ পঁচিশ হস্ত এবং প্রাচীরের ভিত্তি ও ছাদের বেড় ২ দুই ফুট-পরিমিত। বরফের চাক্‌চিক্যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং তাহাদের নির্ম্মাণ-কৌশলে ঐ সকল গৃহ শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ অপেক্ষা শতগুণে সুদৃশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তথায় ঐরূপ গৃহ কেবল দুই একখানি নয়, দেখিলে বোধ হয়, যেন এক এক খানি ধবলাকার গ্রাম বসিয়া গিয়াছে।

একে হিম-নিকেতন গ্রীনলণ্ড-ভূমি; তাহাতে ভয়ানক শীতকাল; তাহাতে আবার তুষার-গৃহে অধিবাস; ইহা মনে হইলেও আমরা যেন শীতে জমিয়া যাই বোধ হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উড্ডীয়মান-মৎস্য।

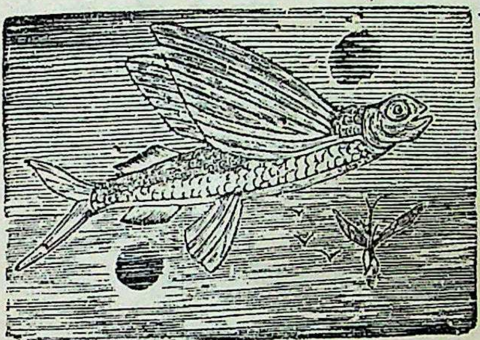

কেবল পক্ষী ও পতঙ্গ উড়িতে পারে, এমন নয়; কতকগুলি মৎস্যও ইতস্ততঃ উড়িয়া যায়। ইহাদের পৃষ্ঠ-স্থিত পাখ্না এত বৃহৎ যে, তদ্দ্বারা ইহারা কিয়ৎকাল শূন্যে অর্থাৎ বায়ু-মধ্যে অবস্থিত হইয়া সঞ্চরণ করিতে পারে। এই সমস্ত উড্ডীয়মান মৎস্য একজাতীয় নয়; বহু জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের শরীরও যত দীর্ঘ, পাখাও প্রায় তত দীর্ঘ হয়। ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ডের নিকটে, ভূমধ্যসাগরে এবং আট্লাণ্টিক মহাসাগরের উষ্ণপ্রধান অংশে দুইটি জাতি সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে সমস্ত ভাগ অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর, তাহাতে ন্যূন সংখ্যা ত্রিশ জাতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহারা পৃথিবীর যে যে অংশে অধিবাস করে, তাহা অতিক্রম করিয়া অন্যত্র যায় না। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া সন্তরণ করে। এক এক দলে কখন কখন শতাধিক মৎস্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এইরূপে সন্তরণ করিতে করিতে, একেবারে একত্র জল পরিত্যাগপূর্ব্বক একমুখেই উড্ডীয়মান হইতে থাকে। উড়িতে উড়িতে কখন কখন অন্যূন ৪০০ চারিশত হস্ত গমন পূর্ব্বক জলে পতিত হয়; হইয়া পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক একত্র উড্ডীন হইতে থাকে। ইহাদের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এরূপ মনোহর উড্ডয়ন দর্শন করিয়া, পুলকিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া যাইতে হয়। ইহারা সমুদ্র হইতে ২০ কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উত্থিত হয়, কিন্তু অনেক সময়ে তদপেক্ষা জলের নিকট দিয়াই চলিয়া যায়। সচরাচর উড্ডীয়মান হইয়া জাহাজের উপরেও পতিত হয়। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপনিবাসীরা সুস্বাদু খাদ্য বলিয়া ইহাদিগকে ভক্ষণ করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পতঙ্গ ভুক্-বৃক্ষ।

পশুপক্ষ্যাদি প্রাণীতেই বৃক্ষ-লতাদির পত্র পল্লব প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, ইহাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকানেক বৃক্ষেও প্রাণী ভক্ষণ করিয়া আপনাদের পুষ্টিসাধন করে, এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পশ্চাৎ কয়েক প্রকারের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে, পাঠ করিয়া দেখিলে, চমৎকৃত হইতে হয়।

মক্ষিকাপাশ।—এই বৃক্ষ আমেরিকা-খণ্ডে জন্মে। ইহার পত্রের উপর পৃষ্ঠে ছয়টি তন্ত অর্থাৎ শুঁয়া আছে। পত্রের এক অর্দ্ধাংশে তিনটি এবং অপর অর্দ্ধাংশে তিনটি। মক্ষিকাদি কোন দ্রব্য তাহা স্পর্শ করিলে, পত্রটি মুদ্রিত হইয়া যায়; কেবল জল-স্পর্শে হয় না। মুদ্রিত হইলে, তাহা জীবের পাকস্থলী-স্বরূপ হয়। মনুষ্যের পাকস্থলীতে যেমন অম্লরস নির্গত হইয়া অন্ন পরিপাক করিয়া দেয়, ঐ পত্রেও অবিকল সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। ঐ মুদ্রিত পত্রের মধ্যে এরূপ অম্লরস নিঃসৃত হয় এবং তদ্দ্বারা উহার ভক্ষণীয় মক্ষিকাদি জীর্ণ হইয়া যায়। হইলে পরে, ঐ পত্র পূর্ব্ববৎ বিস্তৃত হইয়া থাকে। যে সকল পত্রে অধিক পরিমাণে, অর্থাৎ ঘন ঘন পতঙ্গ ভক্ষণ করে, তাহা শীঘ্র আর মুদ্রিত হয় না। একটি গ্রন্থকার কৌতুক করিয়া বলেন, এরূপ করিলে, মক্ষিকাপাশ অপরিমিত-ভোজী মনুষ্যের ন্যায় অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয় এবং কখন কখন তাহাতে একেবারে মরিয়াও যায়।

এল্‌ড্রোবেণ্ডা।—অনেকগুলি জলজ উদ্ভিদেরও এই গুণ আছে। ইউরোপীয় ভাষায় তাহার অনেকগুলি জাতিকে এল্‌ড্রোবেণ্ডা বলে। তাহার মূল নাই; কেবল জলেই অবস্থিতি করে। মক্ষিকাপাশের ন্যায় তাহারও পত্রে কতকগুলি তন্ত আছে। অন্য বস্তু স্পর্শ হইলেই পত্রগুলি মুদ্রিত হয় এবং তাহাতে একপ্রকার রস নির্গত হইয়া ঐ বস্তুকে জীর্ণ করে। জীর্ণ হইলে পর, তাহা বৃক্ষ-মধ্যে শোষিত হইয়া যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

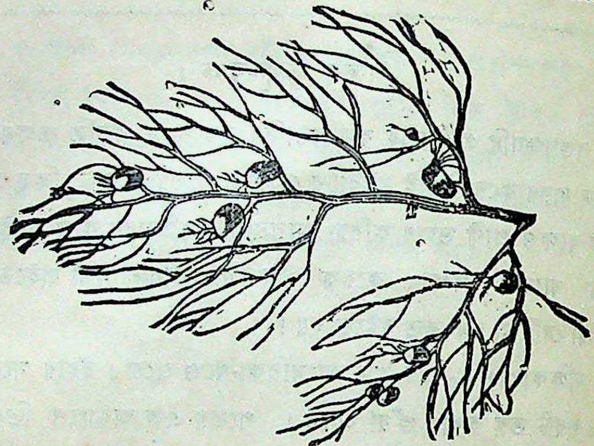

ইউট্রিকিউলেরিয়া।—ব্রিটিশ দ্বীপে ইউট্রিকিউলেরিয়া নামে অপর কতকগুলি জলজ উদ্ভিদ্ আছে, তাহারাও পতঙ্গজীবী। সে সমুদায় অপরিষ্কৃত বদ্ধ জলেই জন্মে। তাহাতে পতঙ্গ প্রভৃতি ধরিবার যে কৌশল আছে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়ঃ তাহার পত্রগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত। তাহার মধ্যে এক একটি স্থলী আছে। সেই স্থলীগুলি জলচর পতঙ্গাদি ধরিবার এক একটি কৌশল-যন্ত্র বিশেষ। উপরে একটি শাখার প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, দেখিলেই ভাবগ্রহ হইবে।

সেই স্থলের প্রবেশ-দ্বারে এক একটি কবাট আছে। কবাট ঠেলিলে ভিতরের দিকেই উদ্‌ঘাটিত হয়। পতঙ্গাদি ঐ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া স্থলীর মধ্যে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না। তথায় প্রাণত্যাগ করিলে পর, ক্রমে ক্রমে শটিত হইয়া শোষিত হইতে থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিল প্রভৃতি নানা স্থানে এই বৃক্ষের নানা জাতি আছে; সে সমুদায়ও উক্তরূপ স্থলী দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জন্তু গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূগর্ভস্থ হ্রদ ও অন্ধ মৎস্য।

চতুর্দ্দিকে স্থলে বেষ্টিত স্বভাব-জাত প্রশস্ত, জলভাগকে হ্রদ বলে, এ কথা তোমরা ভূগোলের মধ্যে পাঠ করিয়াছ, তাহার সন্দেহ নাই। নদী সরোবরাদির ন্যায় সে হ্রদ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে থাকে। ইচ্ছা করিলে, সকলেই তাহা অক্লেশে দেখিতে পায়। আমি একটি অদ্ভুত হ্রদের বিষয় অবগত করিতেছি, শ্রবণ কর। সেটি পৃথিবীর গর্ভদেশে অবস্থিত; সুতরাং অন্ধকারে আচ্ছন্ন। না মনুষ্য, না পশু পক্ষী, ভূচর, খেচর, কোন জীবেই এতকাল তাহা দেখিতে পায় নাই। আফ্রিকা-খণ্ডের অন্তর্গত আল্‌জিরিয়া দেশের বিচিত্র জলপ্রপাতের সমীপ-দেশে সেইটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি খনিকর ঐ সমস্ত জলপ্রপাতের নিকটস্থ একটি অতি বৃহৎ পর্ব্বতখণ্ড কামানের দ্বারা উড়াইয়া দেখে, তাহার নিম্ন-দেশে একটি সুবিস্তৃত জলপথ একটি জলপূর্ণ গহ্বরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। তাহারা ঐ জলপথে অর্থাৎ ভূগর্ভস্থিত নদী-বিশেষে একখানি সামান্য নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক দীপ জ্বালাইয়া চলিয়া গেল। কতক দূর গিয়া দৃষ্টি করে, সেই নদী একটি হ্রদে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। সেই হ্রদটি নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। তাহার উপর একটি আচ্ছাদন আছে। সেই ছাদ অত্যন্ত উচ্চ এবং এরূপ দ্রব্যে নির্ম্মিত যে, তাহার বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ-সমুদায় ঐ দীপের আলোকে জ্বলিতে লাগিল। স্থানে স্থানে ঐ দ্রব্যের বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ আছে। দেখিলে বোধ হয়, উল্লিখিত ছাদ-রক্ষার্থে সে সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা এরূপ চলিতে চলিতে সেই হ্রদের প্রান্তে গিয়া একটি প্রশস্ত জলপথ দেখিতে পায়। সেই জলপথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। বোধ হয়, সেটি একটি পর্ব্বতের সুদীর্ঘ গহ্বর-বিশেষ; তত্রস্থ জলের কিয়দংশ পূর্ব্বোক্ত হ্রদের দিকে যায়। উল্লিখিত খনিকরেরা এইরূপে সেই হ্রদের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উপর দিয়া যেমন গমন করিতে লাগিল, তাহাদের নৌকার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকিল। তাহারা সেইগুলিকে ধৃত করিয়া সঙ্গে লইয়া আইসে। সেইগুলি সমুদায়ই অন্ধ। হ্রদটী যেমন নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই হ্রদবাসী জীবগুলিও তাহার উপযুক্ত অধিবাসী।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আত্ম-গ্লানি।

আত্মপ্রসাদ যেমন পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার, আত্ম-গ্লানি ও গতানুশোচনা সেইরূপ পাপানুষ্ঠানের গুরুতর প্রতিফল। যখন কোন দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সমুদায়ের অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করিয়া পাপ-পিঞ্জরে বদ্ধ হই। তৎকালে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সমুদায় উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ করিলেও,আমরা তাহাতে শ্রুতিপাত করি না। কিন্তু রিপু সকল চরিতার্থ হইয়া অবিলম্বে নিরস্ত হয়, এবং তখন গতানুশোচনারূপ অন্তর্দ্দাহের উদ্রেক হইতে থাকে। তখন আপনার আত্মাই আপনাকে গুরুতররূপে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়। যিনি আপনার কুব্যবহার দ্বারা কাহারও সুখ-রত্ন হরণ করিয়াছেন, অথবা বলে ও কৌশলে কাহারও ধর্ম্মরূপ বিশুদ্ধ ভূষণ ভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত-ভূমিতে তাহার মলিন মূর্ত্তি স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া, তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে। আমার দ্বারা অমুকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, বা অমুকের পরিবার দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, অথবা সংসারের দুঃখস্রোত এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি জন্মগ্রহণ না করিলে, ভূ-মণ্ডলের পাপ-প্রবাহ এক্ষণকার অপেক্ষায় অবশ্য কিছু না কিছু মন্দীভূত থাকিত, এরূপ স্মরণ ও চিন্তন করা দুঃসহ যাতনার বিষয়। যে ব্যক্তি এরূপ আলোচনা করিয়া অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে,তাহার হৃদয় পাষাণময়,তাহার সন্দেহ নাই। যিনি কোন দারুণ দুষ্প্রবৃত্তি-বশতঃ স্বকীয় নিষ্কলঙ্ক সুচারু চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়া, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কোন নির্ধন সামান্য ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার আন্তরিক গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত বিষম যন্ত্রণা চিন্তা করিলে, সেই প্রতারিত দুঃখী ব্যক্তিরও দয়া উপস্থিত হয়। নিদ্রা যেমন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ব্যক্তির অবসন্ন শরীরে ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইয়া, তাহার অজ্ঞাতসারে অল্পে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অল্পে নেত্র-যুগল ভারাক্রান্ত ও নিমীলিত করে, সেই প্রকার পাপরূপ পিশাচ নিঃশব্দে পদ-সঞ্চারণপূর্ব্বক অল্পে অল্পে অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়া, অবশেষে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া লয়। আমোদ যে সমস্ত পাপের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহারও প্রথম অনুষ্ঠান করিয়া ঐ আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি শ্রদ্ধা ও যত্ন-সহকারে কিয়ৎকাল অবাধে ধর্ম্মরূপ পবিত্র ব্রত পালনপূর্ব্বক, পরিশেষে রিপু-বিশেষের বশীভূত হইয়া পাপ-পথে পদচালনা করেন, তিনিই জানেন, অধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমাদের স্বীয় অন্তঃকরণ আমাদিগকে অধর্ম্ম-পথে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিরস্কার করিতে থাকে, কিন্তু আমরা সে উপদেশ অবহেলনপূর্ব্বক যত অত্যাচার করি, আমাদের পাপাচরণ ততই অভ্যাস পায়, এবং অভ্যাস পাইলে ক্রমে ক্রমে গ্লানি ও অনুতাপ-জনিত যাতনা হ্রাস হইয়া আইসে। কারণ, কোন প্রস্তরের উপর পুনঃ পুনঃ খড়্গাঘাত করিলে, খড়্গের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, সকল প্রবল হইয়া, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-সকল দুর্ব্বল হয়; সুতরাং তাহাদের তিরস্কার-করণের শক্তি ন্যূন হইয়া, মনুষ্যকে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন করিয়া ফেলে। মনুষ্য হইয়া রিপু-পরতন্ত্র ও রিপু-সেবায় অনুরক্ত এবং পাপ-জনিত পবিত্র সুখে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?

সম্পূর্ণ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত

গ্রন্থ-সমূহের মূল্য-তালিকা।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার	...	১.০
ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ)	...	২॥০
,, ,, (দ্বিতীয় ভাগ)		৩॥০
বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার (প্রথম)		১৲
,, ,, ,, (দ্বিতীয়)		১৲
ধর্ম্মনীতি	...	১৲
পদার্থবিদ্যা	...	৷৶৹
চারুপাঠ (প্রথম ভাগ) ...	...	৵৹
,, (দ্বিতীয় ভাগ) ...	...	৷০
,, (তৃতীয় ভাগ) ...	...	॥৵৹

প্রাপ্তিস্থান ঃ—সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী,
৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

All rights reserved.

Entertaining Lessons

IN

SCIENCE & LITERATURE

PART III

Thirty-first Edition.

চারুপাঠ

তৃতীয় ভাগ।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত।

একত্রিংশবার মুদ্রিত।

Calcutta:

SANSKRIT PRESS DEPOSITORY.

1913.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Price Ten Annas.]   [মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Entertaining Lessons

IN

SCIENCE AND LITERATURE

PART III.

Thirtyfirst Edition.

চারুপাঠ।

তৃতীয় ভাগ।

অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত।

একত্রিংশবার মুদ্রিত।

Calcutta:

PRINTER—JOGESH CHANDRA AUDHIKARY.

METCALFE PRESS.

76, *Balaram Dey Street*,

PUBLISHED BY JOGENDRANATH MUKHERJI

AT THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY

30, CORNWALLIS STREET.

1912.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রিণ্টার—
শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী ।

এই পুস্তক ইংরাজী ১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে
রেজেষ্টরী করা হইয়াছে ।
The right of translation is reserved.

পাব্লিশার্—
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিজ্ঞাপন।

নূতন গ্রন্থ-রচনা করা দূরে থাকুক, আমার পূর্ব্ব-লিখিত প্রস্তাব সমুদয় সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিবারও সামর্থ্য নাই। কোন কোন পরমাত্মীয় ভদ্র ব্যক্তি অনুগ্রহপূর্ব্বক চারুপাঠের তৃতীয় ভাগ খানি মুদ্রিত করিয়া তুলিলেন, তাহাতেই ইহা মুদ্রিত হইয়া উঠিল। এদেশীয় বিদ্যালয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যেমন কৃপা করিয়া চারুপাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ স্ব স্ব বিদ্যালয়ে ব্যবহার করিলেন, তৃতীয় ভাগ খানিও সেইরূপ করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

২২ আষাঢ়। ১৭৮৮ শক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্রিংশবারের বিজ্ঞাপন।

শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য, বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থকারের জীবনী এবং গ্রন্থোক্ত যাবতীয় স্থানের বিবরণ ও পাত্রের পরিচয় সংযোজিত হইল। দুরূহ শব্দের অর্থ এবং অপেক্ষাকৃত দুরূহ অংশগুলির সরল অথচ সঙ্ক্ষিপ্ত তাৎপর্য্যও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূমিকা।

'চারুপাঠ।'

চারুপাঠ অপরিণত মানব-মনের এবং তরুণ মস্তিষ্কের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির অদ্বিতীয় সহায়। আমোদের সঙ্গে শিক্ষার যে নূতন রীতি সম্প্রতি এদেশের বিদ্যালয়-সমূহে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, চারুপাঠের দূরদর্শী গ্রন্থকার বর্ত্তমান আন্দোলনের বহু বৎসর পূর্ব্বে, সেই রীতির অনুসরণেই এই চারুপাঠ রচনা করেন। চারুপাঠ or Entertaining Lessons নামই এ কথা প্রতিপন্ন করিতেছে। বাহ্য জগতের সঙ্গে মানব-মনের পরিচয়-সাধন, বিজ্ঞান-বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপন এবং হৃদয় ও মনের সদ্বৃত্তি-সমূহের সম্যক্ উদ্বোধন এই গ্রন্থত্রয়ের উদ্দেশ্য। চারুপাঠের অনুকরণে এ পর্য্যন্ত অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে; কিন্তু কোনটীই এরূপ সমাদর লাভ করে নাই। ইহার কারণ কি ?

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের বিশেষত্বই ইহার প্রধান কারণ। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের মত জ্ঞান-তৃষ্ণা এ দেশে অতি অল্প লোকেরই দেখা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যায়। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল "শিখিব ও শিখাইব।" যিনি জীবনে বাস্তবিক জ্ঞানের পিপাসা অনুভব করিয়া জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি যেমন সুন্দররূপে এবং সহজে অন্যের জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটাইতে পারিবেন, আর কেহ তাহা পারিবে না। এক দিকে তাঁহার রচনার সঙ্গে তাঁহার বিজ্ঞান-নিষ্ঠ জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; অন্য দিকে তিনি একজন ক্ষমতাশালী লেখক,—ভাষার অন্তর্গূঢ় শক্তি তাঁহার করায়ত্ত। সুতরাং অক্ষয়কুমারের রচিত চারুপাঠকে স্কুল-বহি বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

বঙ্গ-সাহিত্যে 'চারুপাঠ'।

স্থায়ী সাহিত্যে চারুপাঠের স্থান আছে কি না, এই বিষয় লইয়া, কেহ কেহ তর্ক তুলিয়াছেন; এরূপ তর্ক উঠিবার বিশেষ কোনো ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। নানারূপ অলীক ধারণা ও ভ্রান্ত সংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও পুরাতন পঞ্চতন্ত্র যদি সংস্কৃত সাহিত্যে বহু যুগ ব্যাপিয়া স্থান পাইয়া থাকে, তবে আদর্শের উচ্চতা, ভাষার স্নিগ্ধ-গম্ভীর মনোহারিতা, বিষয়-বৈচিত্র্য এবং চিত্ত-বিকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগিতার জন্য চারুপাঠও যুগযুগান্ত ধরিয়া বঙ্গের স্থায়ী সাহিত্যে মর্য্যাদার সহিত স্থান পাইবে। বিজ্ঞান ও নীতির শুষ্ক-কঙ্কাল বিজ্ঞান-প্রেমিকের অনুরাগ-মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইলে, কতদূর যে মনোরম হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত, বঙ্গভাষায়—একমাত্র চারুপাঠ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রন্থকারের জীবন-কথা।

বংশ-পরিচয়।

বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা টাকীর নিকট গন্ধর্ব্বপুর গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ। অক্ষয়কুমারের প্রপিতামহ রাজবল্লভ বর্দ্ধমান রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন। তিনিই প্রথম গন্ধর্ব্বপুরের বাস উঠাইয়া, নবদ্বীপের সমীপবর্ত্তী চুপী গ্রামে বসতি করেন।

রাজবল্লভের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামশরণ নিতান্ত শিশু। জননীর অনুগত রামশরণ শৈশবকাল হইতে বিধবা জননীর সঙ্গে একত্র নিরামিষ ভোজনে এমনি অভ্যস্ত হইয়া যান যে, তিনি চেষ্টা করিয়াও জীবনে কখনো মৎস্য মাংস স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। রামশরণের চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বরের শেষ সন্তান অক্ষয়কুমার। পিতামহ রামশরণের আমিষ-বিতৃষ্ণা পৌত্র অক্ষয়কুমারে বর্ত্তিয়াছিল; "আমিষ অবিধি" বলিয়া আন্দোলন করিবার অন্তর্গূঢ় কারণ অক্ষয়কুমারের অস্থিমজ্জার মধ্যেই নিহিত ছিল।

পীতাম্বর দত্ত মহাশয় খিদিরপুর কুতঘাটের কেসিয়ার ছিলেন। বেতন অল্প, কিন্তু, উহারই মধ্যে, নিজের ব্যয় সাধ্যমত সংক্ষেপ করিয়া, কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে, প্রতিবাসী ও গ্রামবাসীদের জন্য, দুষ্প্রাপ্য ঔষধ ও পথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইতেন। শোনা যায়, গ্রামে ফিরিয়া পীতাম্বর বয়োবৃদ্ধ মাত্রকেই শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিতেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও, এ বিষয়ে তিনি জাতি পাঁতি মানিয়া চলিতেন না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পীতাম্বরের পত্নীর নাম দয়াময়ী। কৃষ্ণনগরের নিকট ইট্‌লে গ্রামে দয়াময়ীর পিত্রালয়। পিতার নাম রামতুলাল গুহ। সৌজন্যে, দয়ায়, বিচক্ষণ বিবেচনায় এবং সহজ বুদ্ধির প্রাচুর্য্যে দয়াময়ী পীতাম্বরের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

জন্ম।

১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ তারিখে, হোরা পঞ্চমীর দিনে চুপীর বাড়ীতে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ঐ বৎসরে আর একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উভয়ের জন্ম-বৎসরে যেমন এক, কর্ম্মক্ষেত্রেও তেমনি নানা সূত্রে বহুবার দুইজনকে একত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমারের জন্মের পূর্ব্বে, দয়াময়ীর আরও তিন চারিটি সন্তান হয়, তাহারা সকলেই অল্প বয়সে বিনষ্ট হইয়া যায়।

বাল্য-জীবন।

মৃত-বৎসা জননীর আদরের সন্তান অক্ষয়কুমার মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ একাকী ভোগ করিতে পাইয়াছিলেন। বোধ হয়, এইজন্য তাঁহার মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাব তেমন করিয়া কখনও মাথা তুলিতে পারে নাই। তাঁহার বৈষয়িক চিঠিপত্র হইতে জানা যায়, পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইতে, অক্ষয়কুমারের তেমন আগ্রহ ছিল না; অপর পক্ষ সন্তুষ্টচিত্তে ধর্ম্ম ভাবিয়া, যতটুকু দিতে স্বীকৃত হন, তাহাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন, মোটের উপর বিরোধ মিটিলেই তিনি বাঁচিয়া যান। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত নিরীহ ও নির্ব্বিরোধ ছিলেন। এই শান্তগম্ভীর বালকটির কৌতূহলের কিন্তু অন্ত ছিল না। কাঠাকালি কষিতে কষিতে পৃথিবী কয় কাঠা, জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল জন্মিয়াছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইরূপে কয়েক বৎসর পল্লী-পাঠশালায় কাটাইয়া দশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার খিদিরপুরের বাসায় আসিলেন। এই সময়ে পিয়ার্সন্ সাহেবের প্রাকৃতিক ভূগোলের বঙ্গানুবাদ তাঁহার হাতে পড়ে। জিজ্ঞাসু শিশুর হৃদয়ে এতদিন আত্মীয় স্বজন ও গুরুমহাশয়ের নিকট বৃষ্টি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিশ্ব-ব্যাপার সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা যে একেবারেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। পূর্ব্বেই চাণক্য-শ্লোক পড়িবার সময়, সর্ব্বত্র-পূজ্য বিদ্বান্ হইবার জন্য তাঁহার মন লালায়িত হইয়াছিল ; এইবার দশ বৎসর বয়সের অক্ষয়কুমার, জ্ঞানের আকর ইংরাজী ভাষা শিখিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

কিছুদিন তিনি এক মাষ্টারের কাছে পড়িলেন। কিন্তু সেই মাষ্টার ভাল ইংরাজী জানিতেন না। অক্ষয়কুমার অল্প দিনেই সে কথা বুঝিতে পারিলেন এবং পিতৃব্যপুত্র হরমোহন দত্তের কাছে অনুযোগ করিলেন। অভিভাবকেরা তাঁহাব শিক্ষা-বিষয়ে তেমন মনোযোগ করিতেছেন না দেখিয়া, তিনি এক মিশনরি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তখনকার নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা খ্রীষ্টান্ স্কুলে ছেলে পাঠানো ভাল বিবেচনা করিতেন না। অভিভাবকেরা ভয় করিলেন, ছেলে খৃষ্টান্ হইবে। এইবার অক্ষয়-কুমারকে ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে ভর্ত্তি করা হইল। খিদিরপুর হইতে প্রত্যহ পদব্রজে যাওয়া আসায় যথেষ্ট সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, অক্ষয়কুমার নিজ পিস্‌তুতো ভাই রামধন বসু মহাশয়ের কলিকাতার বাড়ীতে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ষোল বৎসর ; ইহার পূর্ব্বেই, তের বৎসর বয়সে, আগড়পাড়ার রামমোহন ঘোষের কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সহিত অক্ষয়কুমারের বিবাহ হয়।

ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে অক্ষয়কুমার একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। রীতিমত ইংরাজী শিক্ষার এই আরম্ভ। পর বৎসর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ায়, স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে পঞ্চম শ্রেণী হইতে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরেই পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের কাশীধামে মৃত্যু হয়। সে সময়ে অক্ষয়কুমার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। পিতৃবিয়োগে অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন ঘটিল এবং বিদ্যালয়ও ছাঁড়িতে হইল।

কর্ম্মজীবন।

প্রভাকর-সম্পাদক, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে, হরমোহন দত্তের নিকট প্রায়ই যাইতেন। হরমোহন দত্ত মহাশয় সুপ্রীম কোর্টে কর্ম্ম করিতেন। এই সূত্রে অক্ষয়কুমারের সহিত গুপ্ত-কবির পরিচয় ঘটে। এক দিন ঈশ্বরচন্দ্রের সহকারী অনুপস্থিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন অক্ষয়কুমার "প্রভাকর"-কার্য্যালয়ে বেড়াইতে যান। গুপ্ত-কবি অক্ষয়কুমারকে প্রভাকরের জন্য ইংরাজী খবরের কাগজ হইতে কিছু অনুবাদ করিয়া দিতে বলেন; তাহাতে অক্ষয়কুমার বলেন, "আমার দ্বারা উহা সম্ভব নয়, আমি কখনও গদ্য লিখি নাই।" শেষে গুপ্ত-কবি পুনর্ব্বার অনুরোধ করায় অক্ষয়কুমার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। লেখা দেখিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "যিনি বহুদিন অবধি এই কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, তিনিও এমন সুন্দর লিখিতে পারেন না।" এই অক্ষয়কুমারের গদ্য-রচনার সূত্রপাত। ইহার পুর্ব্বে তিনি কেবল "অনঙ্গ-মোহন" নামে একখানি পদ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয় ছাড়িয়াও অক্ষয়কুমার বিদ্যাচর্চ্চা ছাড়েন নাই। এই সময়েই তিনি নিজের চেষ্টায় উচ্চাঙ্গের গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান এবং জর্ম্মন্ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। এ সময়ে রাজা রাধাকান্তদেবের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দৌহিত্র, হিন্দু কলেজের ছাত্র, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় ইঁহার সহায় ছিলেন। বিদ্যাসাগর ইংরাজী সাহিত্য চর্চ্চা করিবার জন্য প্রায়ই আনন্দমোহনের নিকট যাইতেন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের আলাপ হয়।

১২৪৬ সালে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সভা স্থাপন করেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহার কথায় অক্ষয়কুমারও ঐ সভার সভ্য হন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের এই সূত্রপাত। পরবৎসর এই সভার যত্নে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" স্থাপিত হয়। অক্ষয়কুমার মাসিক আট টাকা বেতনে ঐ পাঠশালায় পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলের শিক্ষক হইলেন।

১২৪৮ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার অর্থে ইঁহার রচিত "ভূগোল" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকাগারে একখানি মাত্র আছে। ১২৪৯ সালে, অক্ষয়কুমার টাকীর ৺প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায়, বিদ্যাদর্শন নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিদ্যাদর্শন মোটে ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

১২৫০ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা প্রথম প্রচারিত হয় এবং অক্ষয়কুমার উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। প্রবন্ধ-গৌরবে এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে তত্ত্ববোধিনী অল্পদিনের মধ্যেই দেশ-বিখ্যাত হইয়া উঠিল। তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তথাপি গ্রাহক-সংখ্যা সাতশত দাঁড়াইল। বন্ধু-বৎসল বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারকে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে শিক্ষা-বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টরের কর্ম্ম করিয়া দিবার জন্য সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিলেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার সে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। তত্ত্ববোধিনীর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংস্রবে থাকিলে স্বদেশে সুশিক্ষা-বিস্তারের সহায়তা করিতে পারিবেন,—শুধু এই আনন্দে তিনি ষাট টাকার চাকরীতেই সন্তুষ্ট রহিলেন।

লিখিতে আরম্ভ করিলে, অক্ষয়কুমারের সংজ্ঞা থাকিত না। লিখিতে লিখিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, চাকরেরা বাতি জ্বালিয়া খাবার রাখিয়া, দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া, প্রস্থান করিত। হুঁস্ নাই। প্রভাতে পত্রিকা-সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীরা নিয়মিত সময়ে কার্য্যালয়ে আসিয়া দেখিত, খাবার পড়িয়া আছে, অক্ষয়কুমার বঙ্গভাষার জন্য "অক্ষয় যশের মালা" রচনা করিতে ব্যস্ত। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। অর্শ ও উদরাময় পূর্ব্বেই দেখা দিয়াছিল! তাহার উপর ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে মূর্চ্ছার সঙ্গে দুশ্চিকিৎস্য শিরোরোগ আসিয়া জুটিল। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকতা ছাড়িতে হইল। অতঃপর তিনি কিছু দিন নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু পীড়া-বৃদ্ধি হওয়ায়, তাহাও ছাড়িতে হইল। এই সময়ে বিদ্যাসাগরের যত্নে ও প্রস্তাবে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে তাঁহার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা হইল। ইহাতে তিনি সাংসারিক দুশ্চিন্তা হইতে কিয়ৎপরিমাণে অব্যাহতি পাইলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার এই বিশেষ বৃত্তি অক্ষয়কুমার অধিক দিন গ্রহণ করেন নাই। পুস্তকের আয়ে যেমন গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধা দূর হইল, অমনি বিনয়ের সহিত লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আমি আর তত্ত্ববোধিনী সভাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিব না।"

সাহিত্য-জীবন।

অক্ষয়কুমারের প্রথম রচনা 'অনঙ্গমোহন' এখন পাওয়া যায় না। ১২৪৮ সালে তাঁহার ভূগোল প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স প্রায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একুশ বৎসর। আমরা সেই ভূগোলের ভূমিকা হইতে অক্ষয়কুমারের প্রথম বয়সের গদ্য-রচনার কিছু নমুনা দিতেছি,—"ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্র-সুধা-লোভী উদ্‌বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া, বহু ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি। * * * এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল। পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষরূপে সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় বিত্তব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকার কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহসপূর্ব্বক কহিতে পারি, উক্ত সভার এরূপ অনুগ্রহ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইতে পারিত না, অতএব চিত্তমধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া, তাহার কৃপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।"

বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার সঙ্গে এই রচনার যতখানি প্রভেদ, তদপেক্ষা এই ভূগোলের অনতিপূর্ব্বে প্রকাশিত যে কোনো গদ্য গ্রন্থের ভাষাগত প্রভেদ অনেক বেশী। ভাষা দিব্য অনায়াস-গতি লাভ করিয়াছে, জড়তা একেবারে নাই বলিলেও চলে, অথচ এ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনো গ্রন্থই রচিত বা প্রচারিত হয় নাই। কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অক্ষয়কুমারের এই বাল্যরচনা, বিদ্যাসাগরেরও পূর্ব্বে, "গ্রাম্য-পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য-বর্ব্বরতার" হস্ত হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিয়াছিল।

ছন্দ যে কেবল পদ্যের সামগ্রী নহে, সে কথাটা অনেক সময়ে অনেক লেখকের ধারণায় আসে না। মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যেও ছন্দ আছে, চলিবার সময়ে পা ফেলিতে হয় তালে তালে; অথচ গদ্য রচনায় ছন্দ যতি বা তাল না মানিলেও চলিবে, ইহা একেবারেই ভুল। যাঁহারা যথার্থ ভাষা-শিল্পী, তাঁহারা, অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও, গদ্যের এই দুর্নিরীক্ষ্য ছন্দের নিয়ম আপনা হইতেই ধরিতে পারেন। অক্ষয়কুমারও যে তাহা পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই বাল্য-রচনার ক্ষুদ্র নমুনাটিও পরিব্যক্ত করিতেছে।

এই স্বভাবসিদ্ধ রচনা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন-ভার প্রদান করেন। সে কথা তিনি আত্মজীবনীতে স্পষ্টই লিখিয়াছেন।

ভূগোল প্রকাশের পূর্ব্ব হইতে অক্ষয়কুমার নীতি-তরঙ্গিণী সভায় যে সমস্ত বক্তৃতা করেন এবং প্রভাকরে যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তৎসমূহের সমসাময়িক উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখনো শোনা যায়। দুঃখের বিষয়, সে সমস্ত রচনা রক্ষিত হয় নাই।

ভূগোলের পর ১৭৭৩ শকে বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের প্রথম ভাগ এবং ৭৪ শকে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। দুই ভাগই জর্জ্জ কুম্ব্ প্রণীত Constitution of man নামক গ্রন্থের মূলতত্ত্বের ভিত্তির উপরে রচিত। মৌলিক গবেষণাও উহাতে যথেষ্ট আছে। য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের নিয়মগুলিকে নিরপেক্ষভাবে তুলনায় সমালোচনা করিয়া, প্রকৃত পন্থা-নির্দ্দেশের অকৃত্রিম চেষ্টাও উহাতে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ভাগ আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবং দ্বিতীয় ভাগ সুরাপান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে যে দুইটি আন্দোলনের সূত্রপাত্র হয়, তাহার ফলে অনেকেই— বর্দ্ধমানের মহারাজ পর্য্যন্ত—মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করেন, এবং ভদ্রসমাজে মদ্যের প্রভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

১৭৭৪ শকে চারুপাঠের প্রথম ভাগ, ৭৬ শকে দ্বিতীয় ভাগ এবং ৮১ শকে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মনীতি ও পদার্থবিদ্যা যথাক্রমে ৭৭ ও ৭৮ শকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অনেকের ধারণা এগুলি ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। এ বিষয়ে স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা বোধ হয়, ইংরাজী গ্রন্থের সহিত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ মিলাইয়া দেখেন নাই। মীর্জ্জার স্বপ্নদর্শনের আদর্শে চারুপাঠের স্বপ্নদর্শন লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু, মীর্জ্জার স্বপ্নদর্শনে যাহা নাই, চারুপাঠের স্বপ্নদর্শনে তাহা আছে। আডিসনের কল্পনা অপেক্ষা অক্ষয়কুমারের কল্পনার অধিকতর বিকাশ হইয়াছে। অধ্যাপক উইলসনের 'হিন্দুধর্ম্ম-সম্প্রদায়' ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের আদর্শ হইলেও, শেষোক্ত গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।" ১৭৯২ শকে এই উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ এবং ১৮০৪ শকে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই বৃহদায়তন গ্রন্থ পুরাতত্ত্বের নানা জটিল তথ্যের মীমাংসায় এবং কূট তর্কের আলোচনায় পরিপূর্ণ, অথচ যখন উহা রচিত হয়, তখন অক্ষয়কুমার অর্শে, উদরাময়ে এবং মস্তিষ্কের পীড়ায় অস্থির। কাহারো সঙ্গে জোরে কথা কহিলে যন্ত্রণা-বৃদ্ধি হয়; দুই চারি পঙ্‌ক্তির অধিক একসঙ্গে রচনা করিতে পারেন না এবং যতটুকু রচনা করেন, সেটুকুও নিজে লিখিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। ঔষধ মকরধ্বজ চতুর্ম্মুখ প্রভৃতির শিশি কৌটায় ঘর বোঝাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পথ্য পল্‌তার ঝোল, মাংসের ক্বাথ, বেলের মোরব্বা। কিন্তু "ঈপ্সিতার্থ-স্থির-নিশ্চয় মন" অপটু শরীর ও পীড়িত মস্তিষ্কের উপর জয়ী হইল। দুশ্চর তপস্যা নিষ্ফল হইবার নয়। বিশেষজ্ঞ ম্যাক্‌স্‌-মূলার লিখিলেন—"আপনার মূল্যবান্ মৌলিক গবেষণা-সংবলিত উপাসক-সম্প্রদায় পড়িয়া প্রীতিলাভ করিলাম।"

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় অক্ষয়কুমারের আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার।"

অক্ষয়কুমারের প্রবর্ত্তিত রচনা-প্রণালী বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে আদর্শ-রচনা-প্রণালী-রূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার প্রণালীর অনুসরণে যাঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্য স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অন্যতম। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের গ্রন্থাবলীতেও অক্ষয়কুমারের প্রভাব অল্পবিস্তর অনুভূত হয়।

বঙ্গভাষার ব্যাকরণকে কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃত-নিরপেক্ষ করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। সম্বোধন পদে 'মুনে!' 'দেবি!' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'মুনি!' 'দেবী!' লিখিবার রীতি তিনিই প্রবর্ত্তন করেন।

ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, নীতি-বিদ্যা, শারীর-বিধান, তাড়িত-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত নানা বিষয়ের প্রবন্ধ রচনার সময়ে সুতীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকেও অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গভাষা এজন্যও যে তাঁহার নিকট প্রভূত-পরিমাণে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শেষ-জীবন।

বালিগ্রামে 'শোভনোদ্যান' নামক নিজ উদ্যান-বাটিকায় অক্ষয়কুমারের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। শোভনোদ্যান ক্ষুদ্র হইলেও, সেকালে "কনিষ্ঠ বোটানিক্ গার্ডেন" নামে পরিচিত ছিল। নানাদেশ হইতে আনীত এত বিচিত্র তরুলতার সংগ্রহ, তখন এদেশের আর কোন উদ্যানেই ছিল না।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই সময়ে অক্ষয়কুমার বিষয়-কর্ম্ম কিছুই দেখিতে পারিতেন না। কর্ম্মচারীরা যাহা খুসী তাহাই করিত। ইহাদের মধ্যে একজন কয়েক সহস্র টাকা আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়া যায়; শেষে রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলে, ঐ ব্যক্তি উত্তরে লেখে,—"আপনি বিধবা-বিবাহ করিলে আপনি আমাকে পুরস্কৃত করিবেন বলিয়াছিলেন, আমি বিধবা-বিবাহ করিয়াছি, জানিবেন।" অক্ষয়কুমার অনুসন্ধানে জানিলেন, লোকটা বিধবা-বিবাহ করিয়াছে বটে; জানিয়াই চিঠি লিখিলেন,—"সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলাম।" এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। তিনি নিজে তালি দেওয়া জুতা জামা এবং তালি দেওয়া তৈজস ব্যবহার করিতেন, অথচ দুঃস্থের দুঃখ দূর করিতে এবং সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানের জন্য প্রার্থীর প্রার্থনার অতিরিক্ত চাঁদা দিতে অক্ষয়কুমার মুক্ত-হস্ত ছিলেন।

ইঁহার গৃহসজ্জা ছিল—প্রস্তরীভূত জীবজন্তু, শঙ্খ-শম্বুক; যত্নের সামগ্রী ছিল—আশ্রম-তরুগুলি; এবং চিত্ত-বিনোদনের উপায় ছিল—রাসায়নিক ও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা। প্রত্যহ প্রভাতে বেড়াইবার জন্য একখানি গাড়ী রাখিয়াছিলেন। গাড়ীখানি ছিল—বিষম ভারী, ঘোড়াটি ছিল—মন্থর-গতি; তাহার উপর গাড়ী হাঁকানো হইত—অতি ধীরে। জোরে হাঁকাইলেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মাথা ঘুরিয়া উঠিত। শুনিতে পাই, সেকালে বালিগ্রামের অল্পবয়স্ক বালকেরা, সহপাঠীদের মুধ্যে যাহারা জড়-ভাবাপন্ন, তাহাদিগকে "অক্ষয় দত্তের ঘোড়া" বলিয়া পরিহাস করিত।

শিরঃপীড়ার প্রকোপে ক্রমে অক্ষয়কুমারের একটি চক্ষু ছোট হইয়া গেল, অনবরত কবিরাজী তৈল মালিস করায়, সম্মুখের কেশগুলি খাটো হইয়া পড়িল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিন হইল এবং দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় বেশী লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করিতে পারিতেন না, অথচ হৃদয় একেবারে নীরস হইয়া যায় নাই। বাল্যের অভ্যাস-মত বৃদ্ধ বয়সেও প্রত্যহ কতকগুলি কাককে নিজ খাদ্যের অংশ দিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। প্রত্যহ বেড়াইতে যাইবার সময়, দানে এবং কুশল-প্রশ্নে, পথের অন্ধ, অনাথ সকলকেই "তুষিয়া" যাইতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু "প্রবাসী"তে পিতৃবন্ধু অক্ষয়কুমারের যে পত্রগুলি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই সরসতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমার পাঠ্যাবস্থায় মহাকবি হোমার বিরচিত ইলিয়াড্ কাব্যের পোপ-কৃত ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া জানিতে পারেন যে, প্রাচীন গ্রীস্ও আমাদের ভারতবর্ষের মত বহু দেবতার আরাধনা করিত। শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, গ্রীস্ এখন একেশ্বরবাদী এবং সমস্ত গ্রীস্ জাতি পূর্ব্বে যে সব দেবতাদের ভয়ে কম্পমান ছিল, সেই সব দেবতারা এখন কৌতুকাগারে কৌতুকের সামগ্রী হইয়া আছেন। অক্ষয়কুমারের মনের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইল; তিনি প্রতিমা-পূজার বিরোধী হইলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, তত্ত্বোবোধিনী সভার সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মমত অবলম্বন করেন। ইহার পরে, বিজ্ঞান-সম্মত পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠে, মানুষের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বোধেরই সমষ্টি মাত্র, এইরূপ তাঁহার ধারণা জন্মে। তত্ত্বান্বেষী অক্ষয়কুমার সুতরাং কতকটা অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়িলেন। শেষ বয়সে, বোধ হয়, বহু আলোচনা ও বহু দর্শনের ফলে, জগতের আদিকারণ বিশ্ববীজের প্রতি জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার পুনর্ব্বার আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; ঐ প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, চিঠি-পত্রের শিরোদেশে লোকে যেমন 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়,' 'শ্রীহরি শরণ,' 'ওঁ' প্রভৃতি লেখে, অক্ষয়কুমার শেষবয়সে তেমনি 'বিশ্ববীজ' লিখিতেন।

১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৭ এ মে ১৮৮৬) তারিখে অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয়। পত্নী-বিয়োগ পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। পুত্র-শোকও পাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত ছিলেন।

মহামনা, মনস্বী অক্ষয়কুমারের অন্তঃকরণের মহত্ত্ব তাঁহার মৃত্যুতেও অমর হইয়া আছে। সামান্য অবস্থার গৃহস্থ হইয়াও তিনি স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির প্রায় এক-চতুর্থাংশ দরিদ্র-সেবায় ও সাধারণ-হিতে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা
১লা মাঘ, ১৩১৬ } শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	।/০—১।/০
স্বপ্নদর্শন,—বিদ্যাবিষয়ক	১
কীটাণু	১১
মিত্রতা	১৭
মেঘ ও বৃষ্টি	৩০
তাড়িত, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত	৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নদর্শন,—কীর্ত্তি-বিষয়ক	৪১
বিহঙ্গম-দেহ	৫৪
উল্কাপিণ্ড	৫৭
বায়ু-সেবন ও গৃহ-পরিমার্জ্জন	৬৫
গ্রহণ	৭৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন-দর্শন,—ন্যায়-বিষয়ক ৮৩
জীব-বিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা ৯৫
জোয়ার ভাঁটা ১০৫
ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ! ১১১
সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য ... ১৩২
পরিশিষ্ট ... ... ১—৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৺অক্ষয়কুমার দত্ত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চারুপাঠ।

তৃতীয় ভাগ।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

স্বপ্নদর্শন,—বিদ্যাবিষয়ক।

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া, আমি কিয়ৎকালাবধি দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানা স্থান পর্যটন-পূর্ব্বক এখন মথুরা-সন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয্য-প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন-পূর্ব্বক সুললিত লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক-খণ্ড গগন-মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকিরণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া, স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ-বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া, কম্পমান হইতেছিল; কখনও গগনালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া, অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া, স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া, সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া, আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে, জগতের আদি অন্ত, কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদায় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল-কল্লোলের কলকল-ধ্বনি বৃক্ষ-পত্রের শরশর-শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোলদ্বারা আমার পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়ন-দ্বয় নিমীলিত করিয়া, আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন স্থানে কেবল নবীন-দূর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষ-সমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝর-তীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্‌বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া, যতদূর দৃষ্ট হইল, তত দূরই মহোৎসাহে ও পরমসুখে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড় নির্জ্জন নিস্তব্ধ বন-খণ্ডে, এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক শান্ত স্বভাব অবলোকনে, তাঁহাকে বন-দেবতা জ্ঞান করিয়া, বিহিত-বিধানে নমস্কার করিলাম ও তাঁহার পুনঃ পুনঃ দর্শন-লাভদ্বারা নয়ন-যুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোল-প্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া, গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার মানস করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বাক্য-স্ফুরণ না হইতেই, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, সাতিশয় আগ্রহ-প্রকাশ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"আমি তোমার মানস জানিয়াছি; আমার নাম বিদ্যা; তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহার এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই রম্য কানন ভ্রমণকরিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি; চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, হৃষ্টমনে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে, অরণ্যের শৈত্য, শোভা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া, অতুলানন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া,তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দেবি! এস্থানের নাম কি এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে?" তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া উত্তর করিলেন,—"এ বিদ্যারণ্য, এ অরণ্যে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন; কিন্তু ইহার ফলভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনমাত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল আহরণের প্রত্যাশায় কতক দূর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার এই রমণীয় কাননের ফলভোগ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি তাহার আস্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন না। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদায় দর্শাইতেছি, চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা-সমুদায় সুমধুর রসস্ফীত-ফল-ভরে অবনত হইয়াছে, যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধু-ধারা সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে ও সুকুমার-মতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্য-তরু। দেখিয়াছ, অলঙ্কৃতি-রূপা কি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রমণীয়-লতা তাহাকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে ঐ বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে, যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধীর প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ।" ইহা কহিয়া বিদ্যাদেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাক্যাবসান হইলে, আমি জ্যোতিষ-তরুর নিকট-বর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-সমুদায় এক এক বার প্রগাঢ়রূপ মনোনিবেশ-পূর্ব্বক ধ্যান-পরায়ণ হইতেছেন, আর বার প্রসন্ন-বদনে হাস্য করিয়া, অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা-সংযুক্ত নহে; আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত তরুর ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ আর একটিও দৃষ্টি করি নাই। তাহার কোন স্থানের কণামাত্রও ক্ষয় নাই ও কুত্রাপি একটিমাত্র ছিদ্র কিংবা চিহ্ন নাই। আমি এই অদ্ভুত তরুর বিষয় সবিশেষ জানিবার জন্য পরম কৌতূহলী হইয়া, বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন,—"এই সারবান্ অক্ষয় বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তী জ্যোতিষ-তরুর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মূল ইহাতে সম্বন্ধ দেখিতেছ, প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া তদুপরি প্রতিষ্ঠিত আছে।” বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে; শাখা প্রশাখা ও বৃক্ষ-রুহ-সংবলিত এক গণিত-বৃক্ষ অর্দ্ধ কানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ-প্রদর্শিকা বনদেবী সানু গ্রহ-বচনে বলিলেন,—“সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষ-লতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কয়েকটা কলম তোমাদিগের দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্ন-জাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া, উৎসাহ ও যত্ন-সহকারে তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি সাধন করিয়াছে! আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়; কারণ, যতগুলি বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক-জাতীয়; তাহার নাম স্মৃত; আর বাম দিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।” আমি ঐ উভয়জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। ঐ সমস্ত সহজেই অসার, রন্ধ্র-পরিপূর্ণ, কোনটা বা নিতান্ত শূন্য-গর্ভ, তাহাতে আবার সমুচিত যত্ন-সহকারে পরিপালিত না হওয়াতে, অতিশয় দুরবস্থ হইয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, দক্ষিণদিকে সমুদায় বৃক্ষ যদিও সম্যক্‌রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্ন-শাখ হইয়াছে, কিন্তু পারিপাট্য নাই; বোধ হইল, যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা সমুদায় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বামদিকের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটির বা সমুদায় গিয়া এক দিকের একমাত্র শাখা আছে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরমকৌতুক দেখিলাম, কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা-সহকারে মহাকোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরু-সমূহ দর্শন করিয়া, সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম এবং অতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যাদেবীকে কহিলাম, —"দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখলাভ করিলাম। ভূ-মণ্ডলে এত নির্ম্মল সুখ-ধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, এ স্থানে বিশুদ্ধ-চিত্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করেন, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।" এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিষণ্ণ-বদনে কহিলেন,—"তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ, এ স্থান ধর্ম্ম-শীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তত্ত্ব-পরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য্য সকলেই এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া, অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে; পাপ-রূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট-স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, বিজাতীয় বেশধারী অভিমান স্বমস্তক উন্নত ও গ্রীবা দেশ বক্র করিয়া, অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহাশ্লাঘা-প্রকাশ-পূর্ব্বক সগর্ব্ব পদ-বিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না যে, উহারা মনে মনে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে। তৎ-পার্শ্বে দৃষ্টি কর, ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উনি অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কেহ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অভিমানকে স্পর্শমাত্র করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া, তাহার বৈর-নির্য্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এদিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। এক্ষণে ও যেরূপ স্থূলকায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে, বিশ্ব-সংসার ভোজন করিলেও, উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি জান? লোভ। বিশেষতঃ কাব্য-তরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচারে এ স্থানের অতিশয় অপযশ ঘোষণা হইয়াছে; উহাদের নাম কাম ও পান-দোষ। এককালে এই অপূর্ব্ব আনন্দ-কাননে নিষ্কলঙ্ক দম্পতী-প্রেমেরই প্রাদুর্ভাব ছিল; তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, কোন দুষ্ক্রিয়া এ স্থানে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হইত না। এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। দম্পতী-প্রেম ও তাঁহার সহচরদিগের দৈন্য-দশা উপস্থিত হইয়া পরানুরাগী কামরূপ পিশাচেরই আধিপত্য বৃদ্ধি হইতেছে। অবলোকন কর, পান-দোষ আপনার দল-বল-সহকারে কি অহিত আচরণ করিতেছে! কি বীভৎস বেশ ধারণ করিয়াছে! দেখ দেখ, তাহার ভয়ে ধর্ম্ম সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে আর কতকগুলি দুর্দ্দান্ত পিশাচ পিশাচী আসিয়া, তাহার সহিত বিকট হাস্য করিয়া নৃত্য করিতেছে। হে প্রিয়তম! এমত পরিশুদ্ধ পুণ্যধামে, এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা এই সমস্ত রাক্ষস পিশাচকে আশ্রয় দেয়, তাহারা তদ্দ্বারা আমাকেই প্রহার করে; আমি এ অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া, স্বয়ং এরূপ ভূরি ভূরি অপ্রিয় ব্যাপার আর কত দেখাইব? ঐ ঘন-পল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরমাসুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার পর কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত ও কত কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কতকগুলি বেশভূষা-কল্পনা দ্বারা তৎসমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে, উহার নাম কপটতা।"

সমুদায় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম,—এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোক-দুঃখেতেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই একটি সুখময় পুণ্যধাম ছিল, তাহাতে এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া, সর্ব্ব-দুঃখ-নিবারিণী সন্তাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে সকল রাক্ষস-পিশাচের অহিত আচার দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে! বিশেষতঃ কাম ও পানদোষ এই দুই জন নানাবিধ সুমধুর প্ররোচনা-বাক্য বলিয়া, আমাকে তৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাহাদিগের অতিকুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, এখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি, তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয়, এই আশঙ্কায় পরম-হিতৈষিণী বিদ্যাদেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া, সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় দিয়া, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত প্রহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"তোমরা দুই জনে ইহার দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহার নিকটস্থ হইতে না পারে।"

এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্ন-বদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন,—"এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের ? শষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ ঐ তোমার লক্ষিত স্থান; ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই কথা শুনিয়া আমি পরম-পুলকিত-চিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল-প্রত্যাশায় মহোৎসাহ-সহকারে দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিলম্বে পর্ব্বত-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রতা সুশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহু পরিশ্রমী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহারা যাত্রীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, আর পুরুষের নাম যত্ন।

ঐ পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতি কষ্টে কিছু দূর গমন করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলাম, সম্প্রতি এই স্থানে অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয়া মহীয়সী শক্তিদ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন—"হে প্রিয়তম! এ পর্ব্বতের পার্শ্ব-দেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই, যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান,—সাবধান।" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া, চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে, যতই আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি * উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল। তথাকার সুশীতল মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্ব-সংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই

* ধর্ম্মাচলের উপর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিছুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, কতকগুলি পরমপবিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী এবং সারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া, অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন, আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইঁহারা দেব-কন্যা হইবেন, তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা-পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ ; ইঁহারা দেব-কন্যাই বটেন এবং এই ধর্ম্মাচল ইঁহাদের বাসভূমি। ইঁহাদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি। সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নাম-করণ হইয়াছে। ইঁহাদের রূপ ভুবন-বিখ্যাত। ইঁহারা যে পর্য্যন্ত সুশীল, তাহা কি বলিব। বিদ্যারণ্য-যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহাদিগেরই শ্রম সফল ও জন্ম সার্থক। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও জীবন পবিত্র কর।"

বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে আমি উল্লিখিত শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া, অভূত-পূর্ব্ব অতি নির্ম্মল আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, সেই সুন্দর মারুত-সেবিত যমুনা-কূলেই শয়িত রহিয়াছি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কীটাণু।

ঊর্দ্ধদিকে অসীম নভোমণ্ডলে নয়ন নিক্ষেপ করিলে, বিশ্বপতির বিশ্ব-রাজ্যের সীমা-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া, যেমন বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়, অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলেও মহীমণ্ডল-বাসী প্রজাপুঞ্জের সংখ্যাবধারণে সমর্থ না হইয়া, সেইরূপ চমৎকৃত হইতে হয়। গণ্ডার, মহিষ, হস্তী সিংহ প্রভৃতি যে সমস্ত বৃহৎকায় পশুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে ত্রস্ত হইতে হয়, তাহাদের সংখ্যা গণনা করা নিতান্ত অসাধ্য বোধ হয় না বটে, কিন্তু যে সমস্ত অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য কীট-পতঙ্গে পৃথ্বী-মণ্ডল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা মানবীয় বুদ্ধির সাধ্য নহে। তাহারা অতিসূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত কীটাণু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাদের বৃত্তান্ত যেমন আশ্চর্য্য, বোধ হয়, লোক-প্রসিদ্ধ প্রচলিত উপন্যাস এবং কথা-সরিৎসাগর বা আরব্য উপন্যাসের অন্তর্গত অত্যদ্ভুত উপাখ্যান সমুদায়ও সেরূপ আশ্চর্য্য নহে।

যখন আমরা অণুবীক্ষণ-সহকারে কীটাণুবর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন বোধ হয়, আমরা অখিল বিশ্বেশ্বরের অন্য এক অত্যদ্ভুত অভিনব বিশ্বদর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন মনে হয়, যাহা কখন দেখি নাই, ভাবি নাই, স্বপ্নেও কখন কল্পনা করি নাই, তাহাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করিলাম। কীটাণুগণের আকৃতি বিচিত্র, গতিবিধি বিচিত্র, ব্যবহারও বিচিত্র। তাহাদের সংখ্যার বিষয় বিবেচনা করিলে, বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। সমুদায়ে কত প্রকার কীটাণু বিদ্যমান আছে, তাহা এক্ষণে নির্ব্বাচন করিবার সম্ভাবনা নাই। শত শত প্রকার এ কাল পর্য্যন্ত মানবজাতির নেত্রগোচর হইয়াছে; কোন প্রকার কীটাণু গোলাকৃতি, কোন প্রকার বা অণ্ডাকৃতি, কোন প্রকার বা মৎস্যাকৃতি,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

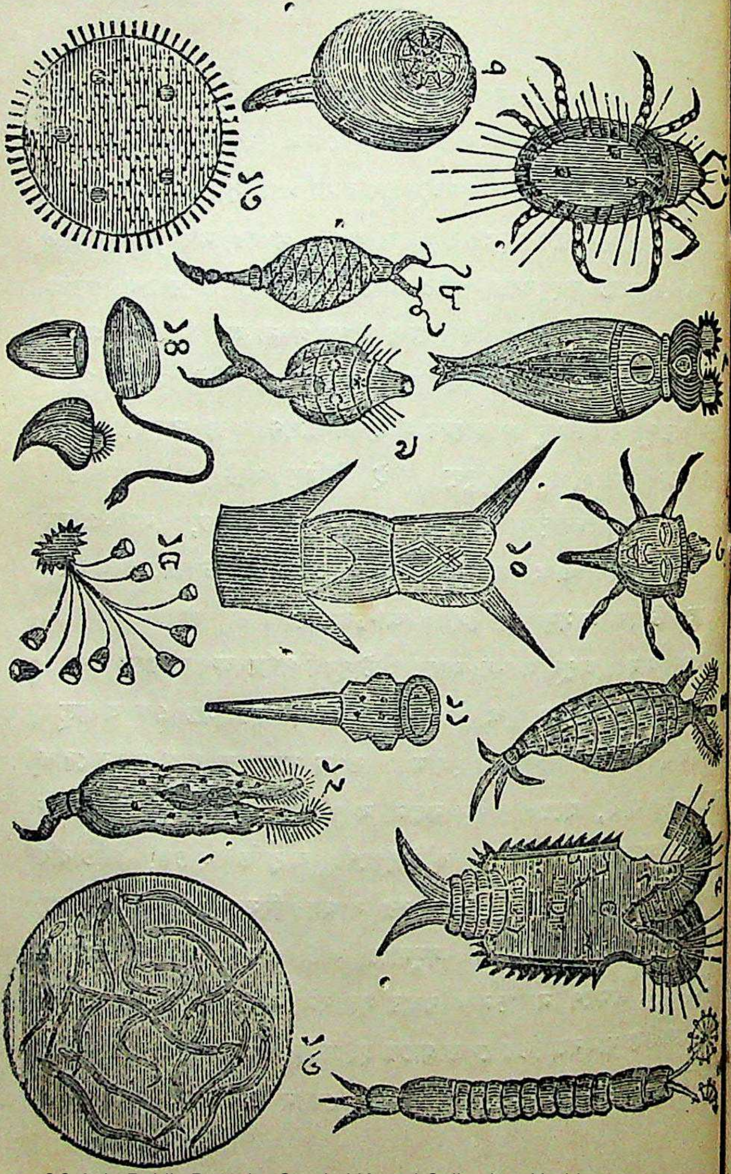

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কোন প্রকার বা জলব্যাল-সদৃশ, কোন প্রকার বা কৃমি-সদৃশ, কোন প্রকার বা কেশাকৃতি কোন প্রকার বা দ্বিশিরাঃ, কোন প্রকার বা শৃঙ্গশালী, কোন প্রকার বা উদ্ভিদ্-সদৃশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কীটাণু-বিষয়ক চিত্র-ক্ষেত্রে যে কয় প্রকারের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল, তাহার অন্তর্গত তৃতীয়-সংখ্যক কীটাণুর আকৃতি মানব-জাতির মুখ-মণ্ডলের অবিকল অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়।* নর-মুখাকৃতি কীট কুত্রাপি বিদ্যমান আছে, বোধ হয়, ইহা কোন ব্যক্তির কল্পনা-পথেও কদাচ উপস্থিত হয় নাই।

কীটাণুর আকৃতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র; এ নিমিত্ত যন্ত্র-সহকার-ব্যতিরেকে প্রায় দৃষ্টি-গোচর হয় না। সামান্য জলে এমন সূক্ষ্ম-কায় কীটাণু আছে যে, তাহার কোটি কোটিটা একত্র করিলেও, এক বালুকা-কণার সমান

* এই তৃতীয়-সংখ্যক কীটাণুর পৃষ্ঠদেশ মনুষ্যের মুখ-মণ্ডল-সদৃশ আচ্ছাদন-বিশেষে আচ্ছাদিত। উহার ছয় পা, এক পুচ্ছ। দ্বিতীয়-সংখ্যক কীটাণুর শিরো-ভাগে যে দুইটি অসামান্য অঙ্গ-বিশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা কখন কখন মণ্ডলাকৃতি, কখন কখন অর্দ্ধ-মণ্ডলাকৃতি হইয়া থাকে। ঐ দুই চক্রের প্রান্তভাগে কতকগুলি সূত্র আছে, তাহা কখন কখন অত্যন্ত কম্পিত ও কখন কখন সত্বর ঘূর্ণিত হইতে থাকে। এই কীটাণুরা নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে, তন্মধ্যে একপ্রকার রূপের প্রতিরূপ সপ্তম সংখ্যায় চিহ্নিত হইয়াছে। ষষ্ঠ-সংখ্যক কীটাণুর মস্তকোপরি দুইখানি গোলাকার জাল আছে। উহারা ঐ জালদ্বয় বিস্তার করিয়া, খাদ্যবস্তু সঙ্কলন করে। কিন্তু যখন জাল বিস্তার না করে, তখন সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গ-দ্বয় বাহির করিয়া, অন্যপ্রকার অদ্ভুত আকার ধারণ করে। দশম সংখ্যায় তাহার প্রতিরূপ প্রকটিত হইল। চতুর্থ-সংখ্যক কীটাণুর মুখদেশে দুই দিকে দুই লোমাবলি-বিশিষ্ট ওষ্ঠ আছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে ঐ ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে এক শুণ্ড এবং বক্ষঃস্থল হইতে ভৃঙ্গারের নল-তুল্য অঙ্গবিশেষ বহির্গত করিয়া দেয়। দ্বাদশ-সংখ্যক কীটাণুর মুখভাগ তাহার সমগ্র শরীরের অর্দ্ধেক হইবে। চতুর্দ্দশ-সংখ্যায় একজাতীয় কীটাণুর তিন প্রকার রূপ আলিখিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ সংখ্যক কীটাণু সম্পূর্ণ গোলাকার। তাহার মস্তকও নাই, পুচ্ছও নাই, পাখাও নাই, কিন্তু ঊর্দ্ধ কি অধোভাগ আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, কখনও লাটিমের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে থাকে, কখন আবার অবলীলাক্রমে সহজে চলিয়া যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয় না; সহস্র সহস্রটা, অতিসূক্ষ্ম সূচিকার ছিদ্র-প্রমাণ স্থানে একত্র সন্তরণ করিতে পারে। যে কীটাণু এত বড় যে, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় এক বুরুল-প্রমাণ স্থানে দশ কোটির অধিক থাকিতে পারে না, কীটাণুর মধ্যে তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় বলিতে হয়; কিন্তু তাহাদেরও আকৃতি যেরূপ সূক্ষ্ম, তাহাই বা কে অনুভব করিতে পারে? উল্লিখিত-রূপ এক বুরুলকে এক ঘন বুরুল বলে; এক ঘন বুরুল-প্রমাণ স্থানে যদি ১০,০০,০০,০০০ দশ কোটি কীটাণু অবস্থিতি করিতে পারে, তবে এক ঘন ক্রোশে ২৯, ৮৫, ৯, ৮৪, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০০ উনত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার নয় শত চৌরাশি পরার্দ্ধ কীটাণু অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি প্রতি দিবস এক কোটি করিয়া গণনা করিতে পারে, তথাচ তাহার সমুদায় গণনা করিতে ৮, ১৮, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০০ আট শঙ্খ এক মহাপদ্ম আট নিখর্ব্ব অপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। যদি এক ক্রোশ-প্রমাণ স্থানে এইরূপ অসংখ্য-প্রায় কীটাণুর নিবাস হইল, তবে সমগ্র ভূমণ্ডলে কত কীটাণু বিদ্যমান আছে, তাহা কে অনুভব করিতে পারে? নদ, হ্রদ, সমুদ্র, সরোবর, তড়াগ প্রভৃতি সমুদায় জলাশয় এবং প্রায় সর্ব্ব-প্রকার বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম ও পুষ্প তাহাদিগের বাস-স্থল। যে স্থান সহসা জীব-শূন্য অকর্ম্মণ্য বোধ হয়, অণুবীক্ষণ সহকারে তাহা প্রাণি-পুঞ্জে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে স্থান আপাততঃ গতি ও ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত বোধ হয়, অণুবীক্ষণ-সহকারে, সেস্থানে কোটি কোটি কীটাণু সতত সঞ্চরণ করিতেছে, দৃষ্টি করা যায়। যে স্থলে আপাততঃ সচেতন পদার্থের সম্পর্ক মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, অণুবীক্ষণ-সহকারে তাহা সুখ ও সন্তোষের আধার-রূপে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত দৃষ্টি-যন্ত্র-সহকারে স্থানে স্থানে যে সমস্ত মৃত কীটাণু দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যার বিষয় বিবেচনা করিলে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিস্মরার্ণবে নিমগ্ন হইয়া হত-জ্ঞান হইতে হয়। কত শত গ্রাম, নগর ও শস্যক্ষেত্রের মৃত্তিকা কীটাণু-শবে সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ। দেশ-বিশেষের সুপ্রশস্ত ভূমিখণ্ড কেবল কীটাণু-পঞ্জরেই প্রস্তুত। কত কত উন্নত পর্ব্বত কীটাণু-পুঞ্জের পঞ্জর-রাশি ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

কীটাণুগণের গতিবিধি ক্রিয়াদিও সাতিশয় বিচিত্র। কতকগুলি কীটাণু নির্জ্জীব পরমাণুবৎ চিরজীবন এক স্থানেই অবস্থিতি করে। কতকগুলি আবার কিছু দিন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া, উত্তর কালে এক-স্থানে স্থাবরবৎ স্থির হইয়া থাকে। অবশিষ্ট কতকগুলি স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বদিকেই গমনাগমন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। অনেক-বিধ কীটাণু আলোকময় স্থানে অবস্থান করে, কিন্তু বহুপ্রকার আবার ঘোর-তর অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া, সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করে। কতকগুলি মাংসাশী; তাহারা আপন অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর অন্য জাতিকে হনন করিয়া, ভোজন করে। অপর কতকগুলি নিরামিষ-ভোজী; তাহারা অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্ পদার্থ আহার করিয়া জীবিত থাকে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম জীবের, পশু পক্ষী মৎস্যের ন্যায় পদ, পক্ষ ও পাখ্না নাই, অথচ অনেকে অতি সত্বর গমনাগমন করিয়া থাকে। * অনেক প্রকার কীটাণু জন্মান্ধ, অথচ অন্য পশু সন্নিহিত হইলে, অনায়াসে বুঝিতে পারে; এবং অন্যজাতীয় জীবকে আক্রমণ ও হনন করিয়া ভক্ষণ করে। ইহাদের জন্মমৃত্যুও অসামান্য নিয়মানুসারে নির্ব্বাহিত হয়। বৃক্ষের শাখায় যেমন কলিকা উৎপন্ন হয়, কোন কোন কীটাণুর সন্তান সেইরূপ তাহাদের গাত্রোপরি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর কতকগুলি কীটাণুর শরীর আপনা আপনি বিভক্ত হইয়া, এক এক ভাগ এক একটি স্বতন্ত্র প্রাণী হইয়া উঠে। কোন কোন

* তাহাদের গাত্রে নেত্র-রোম-সদৃশ কতকগুলি তন্তু থাকে। তদ্দারা তাহারা যাতায়াত করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জাতির জন্ম মৃত্যু সুখ সম্ভোগ সমুদায় ২।৪ দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই নির্ব্বাহিত হয়। কোন কোন জাতিরা ২০।২৫ বিশ পঁচিশ দিবস জীবিত থাকে। কীটাণুগণ যে জলাশয়ে অবস্থিতি করে, তাহা শুষ্ক হইলে, উহাদের কলেবর ধূলি-কণাবৎ পরিশুষ্ক হইয়া পতিত থাকে। কিন্তু তিন চারি বৎসর পরেও যদি তাহাতে জল স্পর্শ হয়, তবে ঐ সমস্ত মৃতবৎ দেহ তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জীবন পাইয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ও কুর্দ্দন করিতে আরম্ভ করে। মৃত দেহে পুনর্ব্বার জীবন-সঞ্চারের বিষয় অবাস্তবিক উপন্যাসের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। বিশ্বপতির বিশ্বমধ্যে সর্ব্বস্থানেই যে আবহমান-কাল তদনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমরা স্থূল সূক্ষ্ম, সজীব নির্জ্জীব, স্থাবর জঙ্গম যে কোন পদার্থে নেত্রপাত করি, তাহাতেই মহিমার্ণব মহেশ্বরের অপরিসীম মহিমা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। একদিকে দূরবীক্ষণ-সহকারে নভো-মণ্ডল-বিক্ষিপ্ত দীপশিখা-সদৃশ প্রতীয়মান প্রত্যেক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল এক এক প্রকাণ্ড জীব-লোক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; অন্য দিকে অণুবীক্ষণ-সহকারে এক এক বিন্দু-প্রমাণ স্থানে এক এক বিশালতর জীব-লোকের ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইতেছে। এক দিকে দূরবীক্ষণ-প্রদর্শিত সংখ্যাতীত গ্রহ-নক্ষত্রাদির সহিত তুলনা করিলে, পৃথিবী এক বালুকা-কণা অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়; অন্য দিকে অণুবীক্ষণ-সহকারে প্রত্যেক বনের পত্রমধ্যে, প্রত্যেক উপবনের কুসুমমধ্যে ও প্রত্যেক জলাশয়ের জল-মধ্যে জীব-পরিপূর্ণ, সংখ্যাশূন্য, জীব-লোকের ব্যাপার দিবানিশি সম্পন্ন হইতে দৃষ্ট হইতে থাকে। আমরা দূরবীক্ষণ-সহকারে নভো-মণ্ডলে যত দূর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তদপেক্ষা দূরতর প্রদেশে বিশ্ব-স্রষ্টার জ্ঞান, শক্তি, মহিমা ও করুণার অসংখ্য নিদর্শন অলক্ষিত রহিয়াছে, এ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিষয়ে যেমন সংশয় হইবার বিষয় নাই, সেইরূপ এক্ষণে অত্যুত্তম অণুবীক্ষণ-সহকারেও যে স্থানে অতি সূক্ষ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না, তাহাও মনুষ্যকৃত সর্ব্ববিধ দৃষ্টি-যন্ত্রের অলক্ষ্য অদৃষ্টি-গোচর জীবপুঞ্জের অধিষ্ঠান-ভূমি হইবে, ইহাতে অসম্ভব কি? কি আশ্চর্য্য! এক এক অণু-প্রমাণ স্থানে কতই বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, কতই সুখ ও সন্তোষ সঞ্চারিত হইতেছে, বিশ্বপতির কতই অবিনশ্বর কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। গগন-বিক্ষিপ্ত জ্যোতিষ্কগণের সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া, অন্তঃকরণ অবিচলিত রাখা যদি কখন সম্ভব হয়, তথাচ সমুদ্র-নিবাসী কীটাণুগণের সংখ্যা স্মরণ হইলে, চিত্তভূমি বিচলিত ও শিরোদেশ বিঘূর্ণিত না হইয়া পার পাইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহিমার্ণব! তোমার এ কীদৃশ মহিমা!

মিত্রতা।

সঙ্গলাভের বাসনা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ এবং সমস্ত সদ্গুণ আমাদের আদরণীয়। কাহারও কোন সদ্গুণ সন্দর্শন করিলে, তাহার প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার হয়, এবং অনুরাগ-সঞ্চার হইলেই, তাহার সহিত সহবাস করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে একজনের প্রতি অন্য জনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হইতে পারে; কিন্তু উভয়ের সমান ভাব না হইলে, প্রকৃতরূপ বন্ধুত্ব-ভাবের উৎপত্তি হয় না। সমান ভাব ও সমান অবস্থা সদ্ভাব-সঞ্চারের মূলীভূত। এই হেতু, বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার এবং প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্য-ভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই হেতু পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত লোকের, অজ্ঞের সহিত অজ্ঞ লোকের, সাধুর সহিত সাধু লোকের, এবং অসাধুর সহিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অসাধু লোকের মিত্রতা-ভাব অক্লেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হেতু ধনীর সহিত ধনী লোকের, দুঃখীর সহিত দুঃখী লোকের এবং মধ্য-বিত্তের সহিত মধ্য-বিত্ত লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক সৌহৃদ্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মানসিক প্রকৃতির সাম্যভাবই বন্ধুত্ব-গুণোৎপত্তির প্রধান কারণ। যে সমস্ত সুচরিত্র ব্যক্তির মনোবৃত্তি একরূপ হয়, সুতরাং এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্য্যে অনুরক্তি জন্মে, তাঁহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতা লাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু মেদিনী-মণ্ডলে দুই ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে সমান হওয়া সম্ভব নয়। যাহাদের জ্ঞান সমান, তাহাদের অবস্থা সমান নয়। যাহাদের অবস্থা সমান, তাহাদের ধর্ম্ম সমান নয়। যাহাদের ধর্ম্ম সমান, তাহাদের প্রবৃত্তি সমান নয়। যাহাদের প্রবৃত্তি সমান, তাহাদের সম্পত্তি সমান নহে। অনৈক্য ঘটনার এইরূপ অশেষবিধ হেতু বিদ্যমান থাকাতে, এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সমস্ত বিষয়ে মিলন হয় না; সুতরাং সম্পূর্ণরূপে সৌহৃদ্য-ভাবও উৎপন্ন হয় না। যে বিষয়ে যাহাদের অন্তঃকরণের ঐক্য হয়, তাহাদের সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া সদ্ভাব হইতে পারে, এবং যে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে বৈষম্যভাব উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই সদ্ভাব স্থায়ী হইতে পারে। যাঁহার সহিত কিয়ৎ বিষয়ে ঐক্য হয়, আমরা এ সংসারে তাঁহাকেই বন্ধুত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। এরূপ বন্ধুও অতি দুর্লভ।

আমরা যাদৃশ বন্ধু-লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণী-মণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু-ব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়। কোন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি * উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে সংসার একটি অরণ্য মাত্র। অপর এক

* বেকন্।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহাত্মা * নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বন্ধু-হীন জীবন আর সূর্য্য-হীন জগৎ উভয়েই তুল্য। তৃতীয় এক ব্যক্তি + লিখিয়া গিয়াছেন, সংসার-রূপ বিষ-বৃক্ষে দুইটি সুরস ফল বিদ্যমান আছে, কাব্যরূপ অমৃত-রসের আস্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ কি কঠোর পদার্থ, তিনি তাহা অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সম্পৎ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে বিষয়-সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর, তাহাও তাঁহার প্রতীত হয় নাই। বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনি মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাপিত চিত্ত শীতল হয়, এবং বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত শোক-সন্তপ্ত সুদুঃখিত ব্যক্তিরও অধরযুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্নভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপন-তাপে তাপিত হইয়া, সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে, অঙ্গ-সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদ-লাভ হয়, সেইরূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া, সন্তোষসহ প্রবোধ-সুধার সঞ্চার হয়।

বন্ধুত্ব-গুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। উহা এমন মনোহর বিষয় যে, শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ এস্থলে আমাদের মিত্রতা-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যত আবশ্যক, মিত্রতার গুণ বর্ণন করা তত আবশ্যক নয়।

*সিসরো। + হিতোপদেশ-কর্ত্তা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাহারও সহিত মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হইবার সময়ে কিরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত; তৎপরে যত কাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, ততকাল কিরূপ আচরণ করা বিধেয়; পরিশেষে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলেই বা কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য নয়। সাধু-সঙ্গ যেমন গুণ-কারী, অসাধু-সঙ্গ তেমনি অগুণ-কারী—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। বন্ধুর দোষে আমাদের চরিত্র দূষিত হয়। আমরা যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি ও যাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করি, তাঁহার দোষ-সমুদায়কে দোষ বলিয়া বিবেচনা করি না; প্রত্যুত, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া, তদনুরূপ অসদাচরণ করিতেই প্রবৃত্ত হই। তাঁহার দোষ-সমুদায় আমাদিগের এমন অক্লেশে অভ্যাস পায় যে, জানিতে পারিলেও পারি না, কিরূপে অভ্যাস হইল। অতএব যখন আমাদের গুণাগুণ ও সুখ-দুঃখ মিত্রের গুণাগুণের এত সাপেক্ষ, তখন যে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র ও সদ্বিবেচক বলিয়া নিশ্চয় না জানা যায়, তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। যাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই বলবতী, তাঁহারই সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য।

মিত্রের দোষে চিরজীবন দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা এবং মিত্রের গুণে চিরজীবন সুখী হইবার সম্ভাবনা। যে দুষ্কর্ম্মশালী দুঃশীল ব্যক্তির সহিত কিছুদিন মিত্রতা থাকিয়া বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহারও সেই অল্প কালের সংসর্গ-দোষে আমাদের চরিত্র এমন দূষিত হইতে পারে যে, জন্মের মত দোষী থাকিয়া, অশেষ-বিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া কাল হরণ করিতে হয়। যদি কিয়ৎক্ষণ হাস্য-কৌতুক ও প্রমোদ-সম্ভোগ মাত্র বন্ধুত্ব-করণের উদ্দেশ্য হইত, তবে, কেবল পরিহাস-পটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া, তাঁহারই সহিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

বন্ধুত্ব করিতাম। যদি কাহারও নিকট কিছু সাংসারিক উপকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শিষ্টতা ও সৌজন্য-প্রকাশ মাত্র বন্ধুত্ব-করণের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে, কেবল উদার-স্বভাব ঐশ্বর্য্যশালী অথবা ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি লোক-সমাজে মান্য লোকের মিত্র বলিয়া গণ্য হওয়া বন্ধুত্ব-করণের অভিসন্ধি হইত, তাহা হইলে, কোন লোক-মান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য, অথবা কথঞ্চিৎ লোকের নিকট তাঁহার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত অশেষ মত চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু যদি মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা হয়, যদি মিত্রের ক্লেশে ও মিত্রের বিপদে বিপন্ন হওয়া বিধেয় হয়, যদি মিত্রের দোষ গোপন করিয়া সুস্পষ্ট পক্ষপাত-দোষে দূষিত হওয়া আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, যদি পাপিষ্ঠ মিত্রের সংসর্গ-বশতঃ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হওয়া সম্ভাবিত হয়, যদি বন্ধুজনের কদাচার-জনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া অকপট-হৃদয় সুহৃদ্‌বর্গের প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়, তবে কাহারও সহিত মিত্রতা-গুণে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার গুণ ও চরিত্র যত্নপূর্ব্বক নিরূপণ করা কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ।

ধরণী-মণ্ডলে ধর্ম্ম-ব্যতিরেকে আর কিছুই স্থায়ী নহে। ধর্ম্ম যে মিত্রতার মূলীভূত নয়, তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না। বন্ধু যেমন বিশ্বাস-স্থল, এমন আর কেহই নয়। কিন্তু অপাত্রে বিশ্বাস করিলে, অবিলম্বেই প্রতিফল পাইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থ-লাভ-প্রত্যাশায় কাহারও সহিত মিলন করে, যদি বন্ধুজন-সম্পর্কীয় কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলে, স্বার্থ-লাভ হয়, তবে সে কথা কেন না প্রকাশ করিবে? যে ব্যক্তি অধর্ম্মা-চরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে বন্ধুজন-সমীপেই বা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবে? যে ব্যক্তি আমাদের আকস্মিক দারিদ্র্য-দশা উপস্থিত দেখিয়া, আমাদের নিকট উপকার-প্রত্যাশা রহিত হইল বলিয়া, চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি আমাদের দুঃখানলে সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে কেন ব্যগ্র হইবে? এমন ব্যক্তি যদি আমাদের অপযশ ঘোষণা করিয়া স্বার্থ লাভ করিতে পারে, তবে আমাদিগের চরিত্রে অসত্য কলঙ্ক আরোপণ-পূর্ব্বক সুখ্যাতি লোপ করিতেই বা কেন পরাঙ্মুখ হইবে? অনেক ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধুর বিষম অত্যাচার-জনিত দুঃসহ ক্লেশে কাতর হইয়া থাকেন, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ ক্লেশ কেবল সেই বন্ধুর দোষে নয়, নিজ দোষেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করাতেই তাঁহাকে ঐ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। বন্ধুত্ব ঘটনার প্রারম্ভ-সময়ে যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, তাহা না করাতেই, উক্তরূপ ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে হয়। অতএব, অসাধু লোকের সহিত বন্ধুতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। সদ্বিদ্যাশালী সচ্চরিত্র দেখিয়া বন্ধু করিবে।

দ্বিতীয়তঃ। যে সময়ে কোন ব্যক্তিকে মিত্র বলিয়া অবধারণ করা যায়, সেই সময় অবধি তৎসংক্রান্ত কতকগুলি অতি মনোহর অভিনব ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হয়। সেই সমুদায় পবিত্র ব্রতই বা কি, এবং কিরূপেই বা পালন করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে। যত কাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, তাবৎ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্পাদন করিতে হয়, তাহা অগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাঁহার বিচ্ছেদ বা প্রাণত্যাগ-জনিত সুদারুণ শোক-সন্তাপ যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলে, তৎপরে যাবৎ কাল জীবিত থাকিতে হয়, তাবৎ কাল তদীয় সদ্ভাব-সংক্রান্ত যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমরা যাঁহার সহিত যথা-নিয়মে বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হই, তাঁহাকে অসঙ্কুচিত-চিত্তে অব্যাহতভাবে বিশ্বাস করা প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন আমরা তাঁহাকে নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন বিবেচনা করিয়া, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য-রূপ বিশুদ্ধ ব্রত অবলম্বন করিয়াছি তখন, তাঁহার নিকট অকপট-হৃদয়ে হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটন করা, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রোমক-দেশীয় কোন নীতি-প্রদর্শক * নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "তুমি যাঁহাকে আত্মবৎ বিশ্বাস না কর, তাঁহাকে যদি বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, তবে তুমি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত প্রভাব প্রতীতি করিতে সমর্থ হও নাই; তুমি যাঁহার প্রতি অনুরক্ত হও, তিনি তোমার হৃদয়-নিলয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত কি না, দীর্ঘকাল বিবেচনা করিবে। কিন্তু যখন বিচার করিয়া, তাঁহাকে যথার্থরূপ উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিবে, তখন তাঁহাকে অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে স্থান প্রদান করিবে।" বাস্তবিক মিত্র-সদৃশ প্রত্যয়-স্থল আর কেহই নাই। প্রকৃত মিত্রের অকপট হৃদয় বিশ্বাস-রূপ পরম পদার্থের জন্ম-ভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার হস্তে ধন-প্রাণাদি সমুদায়ই বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করা যায়। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নয়। যে বিষয় পিতার নিকট ব্যক্ত করিতে শঙ্কা উপস্থিত হয়, ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিতে সংশয় জন্মে, এবং ভার্য্যা-সমীপেও সময়-বিশেষে গোপন রাখিতে হয়, মিত্র-সন্নিধানে তাহা অসঙ্কুচিত-চিত্তে অক্লেশে ব্যক্ত করা যায়।

যে ব্যক্তি একান্ত প্রীতি-ভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাস-পাত্র, তাঁহার কল্যাণ-সাধন-বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে, এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তদর্থে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়; তাঁহার যদি কোন বিষয়ের অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, সে অপ্রতুল-

* সেনেকা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিহারার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হন, তাহা হইলে, প্রীতি-বচন ও স্নেহ-বিতরণ দ্বারা সেই সন্তাপের শান্তি করিতে সযত্ন হওয়া উচিত। যদিও আমরা তাঁহার শোক-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ না হই, তথাচ কিছু না কিছু শমতা করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই। কখন কখন প্রণয়-পবিত্র প্রবোধ-বচন দ্বারা তাঁহার দুঃখের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয়া, শোকের বিষয় কিয়ৎক্ষণ বিস্মৃত রাখিতে পারি। যদি তিনি নিরপরাধে লোকের নিকট নিন্দিত হন, তাহা হইলে, আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া প্রবোধ দিতে ও তাঁহার মিথ্যাপবাদ-জনিত মানসিক গ্লানির শমতা করিতে সমর্থ হই; এবং জন-সন্নিধানে তদীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে পারি। তাঁহার উল্লিখিতরূপ অশেষপ্রকার উপকার সম্পাদন করা, আমাদের উচিত কর্ম্ম। তাঁহার উপকার-সাধনে সযত্ন ও সমর্থ হওয়া, আমাদের সুখের কার্য্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বন্ধুর পাপাঙ্কুর উৎপাটন করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা তাঁহার যত প্রকার উপকার সাধন করিতে পারি, তন্মধ্যে কোন প্রকারই উহার তুল্য কল্যাণকর নয়। মনুষ্যের পক্ষে কোন পদার্থ ধর্ম্ম অপেক্ষায় হিতকারী নহে; অতএব হৃদয়াধিক প্রিয়তম সুহৃজ্জনের হত-প্রায় ধর্ম্ম-রত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যে সময় যাঁহাকে বন্ধুত্ব-পদে বরণ করা যায়, সে সময়ে তিনি যথার্থ সচ্চরিত্র থাকিলেও, পরে অসচ্চরিত্র হওয়া অসম্ভব নহে। মনুষ্যের মন নিরন্তর একরূপ থাকা সহজ নয়; পুণ্য-পদবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে, দৈবাৎ পদ-স্খলন হইয়া, বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুজনের এতাদৃশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অকল্যাণকর বিড়ম্বনা ঘটিলে, তাঁহাকে পুণ্য-পথে পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পাপাসক্ত ব্যক্তিকে হিত-বাক্য কহিলে, কি জানি সে বিপরীত ভাবিয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনায় অনেকে মিত্রগণের দোষ সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন না ; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার উচিত ব্যবহার নয়। পীড়িত ব্যক্তি কটু ও তিক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিতে সম্মত না হইলেও, তাহাকে ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান যেমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, অধর্ম্ম-স্বরূপ মানসিক রোগে রুগ্ন ব্যক্তিকেও উপদেশ-ঔষধ সেবন করান, সেইরূপ অবশ্যই কর্ত্তব্য ও পুণ্য কর্ম্ম। সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলে, বন্ধুত্ব-ব্রত লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার সন্তোষ-সাধন ও রোগোৎপত্তি-নিবারণ-উদ্দেশে মৃদুবচনে সুমধুর-ভাবে উপদেশ দেওয়া বিধেয়। যদি তিনি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে ও আমাদের উপদেশ-বাক্যের অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, তিনি আপনার অবলম্বিত অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইবেন ও আমাদের প্রতি রুষ্ট না হইয়া, সমধিক সন্তুষ্টই হইবেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-রূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধারার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তিনি আমাদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, এবং প্রণয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা-রস মিলিত করিয়া, অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-ভাব প্রদর্শন করিবেন।

যাঁহারা সরলান্তঃকরণে প্রিয়-বচনে মিত্র-গণের দোষোল্লেখ করিয়া, সদুপদেশ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা প্রকৃত মিত্র-পদের বাচ্য নহেন। যাঁহারা কোন মিত্রের কুপ্রবৃত্তি সমুদায় বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, তাঁহার রোষোৎপত্তির আশঙ্কায় বাক্যমাত্র ব্যয় করেন না, স্পষ্টবাদী শত্রু-সকল তাঁহাদের অপেক্ষা হিতকারী সুহৃদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রোমক-রাজ্যের এক পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন, "অনেক ব্যক্তি প্রিয়ংবদ মিত্র অপেক্ষায় বদ্ধবৈর শত্রু-সমীপে অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কারণ, তাঁহারা উক্তরূপ শত্রুর নিকট সকল যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্তরূপ মিত্রগণের নিকট কস্মিন্‌কালে শুনেন নাই। তাঁহাদের বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই বিপরীত; কেন না, তাঁহারা অধর্ম্মের অনুরক্তি ও সদুপদেশ-গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করেন। ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অনেকেই, অথবা প্রায় সকলেই উক্তরূপ মিত্র-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকেন। তাঁহারা আপনার তুষ্টিকর ভিন্ন অন্য বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং তাঁহারা যে সমস্ত পদানত বন্ধুকে বন্ধু সম্বোধন করেন, তাহারাও তাঁহাদের তোষ-জনক ব্যতীত অন্য বাক্য উল্লেখ করিতে সাহসী হয় না। ধনী মহাশয়েরা চতুর্দ্দিক্ হইতে আপন ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতেই ভালবাসেন এবং তদীয় আজ্ঞাবহ মিত্র মহাশয়েরা প্রতি বাক্যেতেই তাঁহাদের সে বাসনা সুসিদ্ধ করিতে থাকেন। পূজ্য ও পূজক উভয় বন্ধুর মধ্যে এক জন পরিচারণা ও অন্য জন অর্থলাভমাত্র অভিলাষ করেন। তাঁহারা যদি পরস্পর মিত্রশব্দের বাচ্য হইতে পারেন, তবে ক্রীত দাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না হইবে? অকপট-হৃদয়ে অকুণ্ঠিত-ভাবে সদুপদেশ প্রদান করা এবং সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই উপদেশ গ্রহণ করা, বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত লক্ষণ। সে স্থলে যদি চাটুকারিতা-দোষ উপস্থিত হয়, তবে সে চাটুকারিতা যেমন অনিষ্টকর হইয়া উঠে, বিদ্বেষীদিগের সুস্পষ্ট বিদ্বেষ-বচন কদাচ সেরূপ অনিষ্টকর নয়।

তৃতীয়তঃ। কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইতে হইলে, সে সময়ে কিরূপ আচরণ করিতে হয় এবং বদ্ধ হইবার পরেই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই দুই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। এক্ষণে বন্ধুত্ব-ঘটিত চরম ক্রিয়ার বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সৎপাত্রে প্রণয় সংস্থাপন করিলে, কস্মিন্ কালে সে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নয়। যাঁহারা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পবিত্র নিয়মানুসারে পরস্পর বন্ধুত্ব-ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের অন্তিম দশা উপস্থিত না হইলে, তদীয় বন্ধুত্বেরও অন্তিম দশা উপস্থিত হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মিত্র-পরিগ্রহ-সময়ে যিনি যত বিবেচনা করুন না কেন ও যত সাবধান হউন্ না কেন, লক্ষণাক্রান্ত সুজন মিত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সুকঠিন কর্ম্ম। অবনী-মণ্ডলে জ্ঞান-পবিত্র সুচরিত্র মিত্র-সদৃশ সুদুর্লভ পদার্থ আর কিছুই নাই। আমরা এক সময়ে যাঁহাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক জানিয়া, সুহৃদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অন্য সময়ে তাঁহার এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার আর পথ থাকে না। যদিও তিনি কোন গুরুতর দুষ্টদোষে দূষিত না হন, তথাচ এরূপ সন্দিগ্ধ, সারল্য-হীন ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন যে, তাঁহার প্রণয়-পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব যাঁহারা পরস্পরের গুণাগুণ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হন, কোন না কোন কালে তাঁহাদের সেই বন্ধন একেবারে ছিন্ন হওয়া সম্ভব। যদি ভাগ্য-দোষ-বশতঃ এতাদৃশ নিদারুণ ঘটনা নিতান্তই ঘটিয়া উঠে, তথাচ তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের সমাপ্তি হয় না। আমরা জন্মাবধি কস্মিন্ কালে যাহার মুখাবলোকন করি নাই, আর যাহার সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া, পুলকিত-চিত্তে কিয়ৎকাল অতিপাত করিয়াছি, এই উভয়ই আমাদের সমান যত্নের পাত্র বা সমান অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। যদিও ঐ শেষোক্ত সুহৃদ্ মহাশয় আমাদের সহিত নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া, আমাদের অনুরাগ লাভের একান্তই অযোগ্য হন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তথাচ তিনি সদ্ভাবের সময়ে বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে যে কোন গোপনীয় বিষয় অবগত করিয়াছিলেন, সেই সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা কদাচ ব্যক্ত করা উচিত নয়। যে সময়ে কাহারও সহিত সৌহৃদ্য থাকে, সে সময়ে তিনি আপনার মনের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া, আমাদের নিকট এতাদৃশ গুহ্যবিষয় প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাহা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি তাঁহার উক্ত-রূপ অনর্থের অথবা কিছুমাত্র অনিষ্ট-ঘটনার সম্ভাবনা নাও থাকে, তথাচ যখন আমরা তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি—অমুক বিষয় অপ্রকাশ রাখিব, তখন তাহা প্রাণ-সত্ত্বে প্রকাশ করা বিধেয় নয়। যদি তাঁহার সমীপে উক্তরূপ বাচনিক অঙ্গীকার নাই করিয়া থাকি, তথাচ যাঁহার সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাঁহার নিকট উক্তরূপ অঙ্গীকার করা, প্রথমাবধিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধুজনের গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করা বিহিত নয়, ইহা বন্ধুত্ব-বিষয়ক এক প্রধান নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব তিনি সদ্ভাব সত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া, সংগোপনে যে বিষয় আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন, সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও, তাহা চিরকালই হৃদয়-মধ্যে যত্নপুর্ব্বক নিহিত রাখা বিধেয়।

প্রায় সকল বিধিরই স্থল-বিশেষে সঙ্কোচ করিতে হয়। সৌহৃদ্যের বিভেদ হইলেও, সুহৃজ্জনের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি স্থলে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যদি তিনি দ্বেষ-পরবশ হইয়া, মিথ্যাপবাদ দিয়া, আমাদের নির্দ্দোষ চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত কোন গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করিলে, সে দোষে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, সে বিষয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকাশ করা কদাচ অবৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। তিনি যখন অনর্থক অপবাদ দিয়া, আমাদের অকলঙ্কিত চরিত্রকে কলঙ্কিতবৎ প্রতীয়মান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বলিতে হইবে, আমরা যে তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব, তিনি আর এরূপ প্রত্যাশা করেন না।

এতাদৃশ সুহৃদ্ভেদ সমধিক যন্ত্রণার বিষয়। কিন্তু অনেকের বন্ধুত্ব ইহা অপেক্ষাও স্থায়ী ও সুখকর হইয়া থাকে। জীবনান্ত-ব্যতিরেকে তাঁহাদের সৌহৃদ্য-ভাবের অন্ত হয় না। সুহৃদ্ভাগ্যশালী উভয় মিত্রের মধ্যে একজন যদি দুর্ব্বিপাকবশতঃ প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে, অন্য জন তখনও একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না, এবং নিষ্কৃতি পাইতে বাসনাও করেন না। তিনি মিত্রের শোকে বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেও, সে জলে তাঁহার হৃদয়-স্থিত প্রীতির চিহ্ন প্রক্ষালিত হয় না। তিনি বন্ধুর দেহ দীপ্ত চিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলেও, সে বন্ধুর কথনোন্মুখ মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্ত-পথ হইতে অপনীত হয় না। তিনি অতি দুঃসহ শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও, তাঁহার অন্তঃকরণের প্রেমের অঙ্কুর কদাচ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় না। বন্ধুর মান, বন্ধুর যশ ও বন্ধুর পরিজন, তখন তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে। তিনি মৃত বন্ধুর পরিবার ও দেশান্তর-নিবাসী অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তির পরিবার, এই উভয়ের প্রতি কদাচ সমান ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন, মৃত বন্ধুর সন্তানের বিপৎ-পতনের সমাচার শুনিয়া, সেরূপ উদাসীন থাকিতে কদাচ সমর্থ হন না। মৃত বন্ধুকে স্মরণ রাখা, তাঁহার সদ্‌গুণ-সমূহ কীর্ত্তন করিয়া তদীয় যশঃ-শশধর বিমল রাখিতে চেষ্টা পাওয়া এবং তাঁহার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিজন-বর্গের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া, তাহাদের প্রতি সৌজন্য ও কারুণ্যভাব প্রকাশ করা, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

মেঘ ও বৃষ্টি।

জল উত্তপ্ত হইলে যে ধূমাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প কহে। শীত ঋতুর প্রাতঃকালে নদী, সরোবর প্রভৃতি হইতে যে ধূমাকার বস্তু উঠিতে দেখা যায়, তাহাও ঐ বাষ্প বৈ আর কিছুই নয়। ঐ সকল বাষ্প ঘন হইলেই মেঘ হয়। মেঘ সচরাচর দুই ক্রোশের অধিক উঠিতে পারে না। এমন কি, অনেক মেঘ ১॥০ দেড় ক্রোশ পর্য্যন্তও উত্থিত হয় না। বৃষ্টির সময়ে কতখান মেঘ কেবল অর্দ্ধক্রোশমাত্র উর্দ্ধে থাকিয়া জল বর্ষণ করে, এই নিমিত্ত উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে, অধোদিকে মেঘের চলাচল দেখিতে পাওয়া যায়। ৪।৫ চারি পাঁচ ক্রোশ উপরের বায়ু অতি স্বচ্ছ ও পরিশুষ্ক। তথায় মেঘ ও বাষ্পের লেশ মাত্র নাই।

মেঘের উৎপত্তি, বায়ুর শৈত্য ও উষ্ণত্বের উপর বিস্তর নির্ভর করে। জল যত উত্তপ্ত হয়, তাহা হইতে ততই বাষ্প উঠিতে থাকে। এ নিমিত্ত প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে অধিক বাষ্প উৎপন্ন হইয়া অধিক দূর উত্থিত হয়। সেই সমস্ত বাষ্প উপরিস্থিত বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে; অত্যন্ত লঘু বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ সমূহ বাষ্প-রাশি আকাশ-মণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, এমত সময়ে যদি কোন দিক্ হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া, তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে, ঐ সকল বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘ জন্মায়। এইরূপ অন্য অন্য কারণেও বায়ুর উষ্ণতা-হ্রাস ও শৈত্য-বৃদ্ধি হইয়া, মেঘ উৎপাদন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করে। দিবাবসান-কালে বায়ুর উত্তাপ ক্রমশঃ অল্প হইতে থাকে; এই নিমিত্ত সে সময়ে সতত মেঘ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। উপরিস্থিত বায়ু অধঃস্থিত বায়ু অপেক্ষা শীতল; এই হেতু যে সমস্ত জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে অদৃশ্য থাকে, তাহা উপরে উঠিয়া ঘন হইয়া মেঘ জন্মায়।

উপরে প্রতিক্ষণ নানা দিকে নানাপ্রকার বায়ু-প্রবাহ বহিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মেঘ-সমুদায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া অশেষবিধ অদ্ভুত আকার ধারণ করে। মেঘ সকল এক নিমিষের নিমিত্তেও স্থির নহে, সর্ব্বদাই তাহাদের কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। অদৃশ্য জলীয় বাষ্পের সহিত শীতল বায়ু মিশ্রিত হইলে, যেমন সেই বাষ্প ঘন হইয়া, মেঘ উৎপাদন করে, সেইরূপ আবার উৎপাদিত মেঘে উষ্ণ বায়ু লাগিলে, সেই মেঘ বিক্ষিপ্ত হইয়া, অদৃশ্য হইয়া যায়। এক এক খান মেঘ উঠিতে উঠিতে যে অন্তর্হিত হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই।

সমুদায় মেঘই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জল-কণা-সমূহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া, অশেষ-প্রকার মনোহর বর্ণ উৎপাদন করে। সূর্য্য-কিরণে নীল, পীত, লোহিত, হরিৎ, পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণ আছে। বহু-কোণ-বিশিষ্ট কাচে ও অন্য অন্য কোন বস্তুতে সূর্য্য-কিরণ পাতিত করিয়া, ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখান যায়। বেলোয়ারি ঝাড়ের কলমে রৌদ্রের আভা পতিত হইয়া যে নানাবিধ বর্ণ উৎপাদন করে, তাহা অপর সাধারণ সকলেই বিদিত আছে। গগন-মণ্ডলস্থ মেঘাবলির বিচিত্র বর্ণও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে; সচরাচর এই কয়েক বর্ণের মেঘ দেখিতে পাওয়া যায়;—শ্বেত, পীত, লোহিত, পিঙ্গল ও ধূসর। হরিদ্বর্ণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মেঘও পরম সুদৃশ্য; কিন্তু অতি বিরল। সায়ংকালীন জলদ-জালের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া, কে না মোহিত হয়?

রামধনুর পরম সুন্দর শোভাও ঐরূপে সমুদ্ভূত হয়। উল্লিখিত বহুকোণ কাচের ন্যায়, বৃষ্টি-কালীন জল-কণা-সমূহে সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইলেও, তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কিরণ-জাল সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উহার এক একটি জল-কণা এক এক খানি বহুকোণ কাচ-স্বরূপ। এইরূপ বহু-সংখ্যক জল-বিন্দু একত্র হইয়া রামধনু উৎপাদন করে। নভো-মণ্ডলের যে ভাগে সূর্য্য-মণ্ডল অবস্থিত থাকে, তাহার বিপরীত ভাগে রামধনু দৃষ্ট হয়। লোকে উহাকে রামধনু ও ইন্দ্র-ধনু উভয়ই বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা কাহারও ধনু নয়। জল-কণা-সমূহে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইয়া, এইরূপ মনোহর আকার উৎপন্ন হয়। সূর্য্য-কিরণের ন্যায় চন্দ্র-কিরণেও রামধনু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু চান্দ্র রামধনুর বর্ণ সৌর রামধনুর তুল্যরূপ উজ্জ্বল নয়। যিনি এই অত্যাশ্চর্য্য অচিন্ত্য বিশ্ব-কার্য্যের সর্ব্ব স্থানে সুললিত-সৌন্দর্য্য-সুধা বর্ষণ করিতেছেন, উহাতে কেবল তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইতেছে!

মেঘ কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-কণা-ব্যতিরেকে যে আর কিছুই নয়, ইহা পূর্ব্বে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন বাষ্প শীতল হইয়া মেঘ জন্মায়, সেইরূপ মেঘ শীতল হইলে, তাহার অণু-সমুদায় ঘন হইয়া, জল হইয়া পড়ে। যে মেঘের ভার যে স্থানের বায়ুর ভারের সমান, সেই মেঘ সেই স্থানে অবস্থিত থাকে। পরে কোন হেতু-বশতঃ শীতল হইলেই, ঘনীভূত ও ভারাক্রান্ত হইয়া জল-ধারা-রূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাকেই বৃষ্টি কহে। অতএব বৃষ্টির নিয়ম অতি সহজ। ইহা জানিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবশ্যক করে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমুদ্র ও জলাভূমি হইতে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়। এই নিমিত্ত সেই সেই স্থানে ও তাহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বত-শিখর অপেক্ষাকৃত শীতল; অতএব যে সকল মেঘ চলিতে চলিতে, পর্ব্বত-শিখরে গিয়া অবস্থিত হয়, তাহা শীতে ঘনীভূত হইয়া জল হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পর্ব্বতেও অধিক পরিমাণে জল-বর্ষণ হইয়া থাকে। যে পর্ব্বত সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ষণ হয় এবং যে পর্ব্বত সমুদ্র-তট হইতে দূরবর্ত্তী, তাহাতে তদপেক্ষা অল্পতর বৃষ্টিপাত হয়।

বায়ু-প্রবাহের ইতর-বিশেষ দ্বারা বৃষ্টি-পাতেরও অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে সমুদ্র; এ নিমিত্ত বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ প্রভৃতি যে কয়েক মাস দক্ষিণ দিক্ অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, সেই সেই মাসে উল্লিখিত সমুদ্র হইতে উৎপন্ন মেঘ-সমুদায় ঐ বায়ু-সহকারে সঞ্চালিত হইয়া, ভারত-ভূমির উপর প্রচুর বারিবর্ষণ করে। এই প্রবল বায়ু কয়েক মাস প্রবাহিত থাকাতে ভারতবর্ষের বর্ষাকাল, শীত বসন্ত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ন্যায়, এক স্বতন্ত্র ঋতু বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। ইংলণ্ডে ও তাদৃশ অন্য অন্য প্রদেশে এরূপ স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতু নির্দ্দিষ্ট নাই, সে সকল স্থানে বার মাসই বৃষ্টি হয়। ভারত-বর্ষের উত্তর দিকে মেঘোৎপত্তির উপায় নাই। এ নিমিত্ত, এত-দ্দেশে কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ-বায়ু নিবৃত্ত হইয়া, উত্তরীয় বায়ু আরব্ধ হইলে, জল-বর্ষণও এক প্রকার নিবৃত্ত হয়।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডের অর্থাৎ দক্ষিণাপথের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ তিন দিকেই সমুদ্র। এ নিমিত্ত, যে সময়ে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন দক্ষিণাপথের পশ্চিম-দক্ষিণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রান্তে, অর্থাৎ মলয়বর-দেশে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, এবং যখন পূর্ব্বোত্তর হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে অর্থাৎ চোর-মণ্ডল-নামক উপকূলে আসিয়া মেঘ ও বৃষ্টি উপস্থিত করে।

পর্ব্বতাদি দ্বারা বায়ুর প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হওয়াতেও বৃষ্টি-পাতের অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। যে বায়ু-প্রবাহ দ্বারা বাষ্পবারি আনীত হইয়া, ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর খণ্ডে মেঘ সঞ্চারিত ও বারি বর্ষিত হয়, তাহা প্রথমতঃ পশ্চিম-দক্ষিণ হইতে বঙ্গীয় অখাতের উপর দিয়া বাহিত হয়। পরে, যখন হিমালয় ও তৎসন্নিহিত দক্ষিণ-দিকস্থ পর্ব্বতের নিকট উপনীত হইয়া, তদ্দ্বারা প্রতিহত হয়, তখন আর উত্তরাংশে গমন করিতে না পারিয়া, পশ্চিমোত্তর ভাগে চলিতে থাকে। পশ্চিমোত্তর ভাগে বহিতে বহিতে, যখন হিন্দুকুশ নামক পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন তদ্দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া, পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রকারে সুলিমান-নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া, তদ্দ্বারা পুনরায় প্রবাহিত হইয়া, অন্য দিকে সঞ্চরণ করে।

যে সমস্ত মেঘ ও বায়ু উল্লিখিত বায়ু-প্রবাহ দ্বারা সঞ্চারিত হয়, তাহা হিমালয়ের উত্তরাংশে গমন করিতে পারে না; হিমালয়-কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া, বারিবর্ষণ-পূর্ব্বক গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি অনেক অনেক নদীর জল বৃদ্ধি করে ও সেই সমস্ত নদীর তীরস্থ ভূমি জলে প্লাবিত করিয়া, উর্ব্বরা করিয়া থাকে। ঐ বায়ু হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহার উত্তর দিকে মেঘ ও বাষ্প সঞ্চালন করিতে পারে না। এ নিমিত্ত, জলাভাবে সেই প্রদেশ মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে।

যদি কোন পর্ব্বতময় প্রদেশ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, তাহা হইলে, তত্রস্থ মেঘ-সমুদায় সেই বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া, অন্য অন্য নিম্নস্থানে গিয়া বর্ষণ করে। যদি সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হয়, তাহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইলে, ঐ মেঘ ঘনীভূত না হইয়া, আরও লঘু হইয়া যায়; সুতরাং তাহাতে বৃষ্টি হয় না। এই কারণে ইউরোপের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী ভূমধ্য-সাগর হইতে যে সমস্ত বাষ্পরাশি উৎপন্ন হইয়া মিশর দেশের উপর দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে গমন করে, তাহা উল্লিখিত মিশর দেশের উপরে ঘনীভূত ও বর্ষিত না হইয়া, উত্তরোত্তর দক্ষিণ দিকেই চলিয়া যায়। পরে যখন আবিসিনিয়ার পর্ব্বতময় উন্নত প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন জল হইয়া বর্ষিত হইতে থাকে। এই নিমিত্ত মিশর দেশে সর্ব্বদাই অনাবৃষ্টি, গ্রীষ্মকালে মূলেই বৃষ্টি হয় না, অন্য সময়েও অতি অল্প। বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণখণ্ডে জল-বর্ষণ অতি অসামান্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত আছে। তত্রত্য লোক বৃষ্টি ব্যতিরেকে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, বিবেচনা করিতে হইলে, আপাততঃ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়া, তাহাদের অনাবৃষ্টি-ঘটিত অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা একেবারে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন; তথায় যেমন যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় না, তেমন গ্রীষ্মকালে এরূপ শিশির-বর্ষণ হয়, যে, তথাকার মৃত্তিকা তাহাতেই আর্দ্র হইয়া, বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন, তথায় নীল-নামে এক নদী আছে; তাহা গঙ্গা নদীর ন্যায় প্রতিবর্ষে বৃদ্ধি পাইয়া, উভয় তট কয়েক মাস জলে প্লাবিত করিয়া রাখে। উহাতে ঐ উভয় তীরস্থ ভূমি অত্যন্ত-রসশালিনী হইয়া অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদন করে।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী পেরু দেশে বালেশ-নামে এক স্থান আছে, তথায় দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তর দিকে বায়ু বহিয়া থাকে। সে স্থানের দক্ষিণ দিক্ শীতল এবং উত্তর দিক্ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শীতল প্রদেশ হইতে উষ্ণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রদেশে বাষ্প সঞ্চালিত হইলে বৃষ্টিপাত হয় না। এই নিমিত্ত ঐ বালেশ ভূমিতে কোন কালেই বৃষ্টি হয় না। কিন্তু করুণার্ণব বিশ্ব-বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! সেখানে যেমন কোন সময়ে বিন্দুপাতও হয় না, তেমন শীতকালে এরূপ ঘোরতর কুজ্ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তদ্দ্বারা অত্যন্ত অনুর্ব্বরা ভূমিও উর্ব্বরা হয় এবং পথের ধূলিও কর্দ্দম হইয়া যায়।

আমাদের দেশে যেমন দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের বায়ুতে অধিক বৃষ্টি হয়, অন্য অন্য দেশেও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ-বিশেষে দিগ্‌বিশেষ হইতে বায়ু বহিলে যে বর্ষণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, ইহা তত্তদ্দেশীয় লোকের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। ইংলণ্ড দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে বায়ু বহিলে অধিক বৃষ্টি হয়। ইহার কারণ এই যে, ঐ দেশের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অতি বিস্তৃত সমুদ্র আছে, সেই সমুদ্রের কিয়দংশ অতিশয় উষ্ণ; সুতরাং তথা হইতে প্রচুর বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, উষ্ণ বায়ুর সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক বাষ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, ঐ বাষ্প সেই বায়ু-সহকারে সঞ্চালিত হইয়া, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড প্রভৃতি শীতল প্রদেশে নীত হইলে, ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি হইয়া পড়ে।

কোন্ প্রদেশে কত বৃষ্টি পতিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহা পরিমাণ করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বর্ষ-মান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রতিবর্ষে কোন্ স্থানে কত জল পতিত হয়, ঐ যন্ত্র দ্বারা পরিমাণ করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। উহাতে যত বুরুল জল পতিত হয়, তত্তৎ স্থানে বৃষ্টি তত বুরুল বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। বর্ষ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মান দ্বারা পরিমাণ করিয়া বোম্বাই, কলিকাতা, রোম, লণ্ডন, উলিয়াবর্গ এই কয়েক স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

৭

এক বৎসরের বৃষ্টির পরিমাণ।

বোম্বাই	৮২ বুরুল।
কলিকাতা	৮১ "
রোম	৩৯ "
লণ্ডন	২২৳ "
উলিয়াবর্গ	১৩॥০ "

এই কয়েক স্থানের মধ্যে বোম্বাই সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ এবং উলিয়াবর্গ সর্ব্বাপেক্ষা শীতল। উষ্ণ স্থানে অধিক বৃষ্টি পতিত হয়, শীতল স্থানে তদপেক্ষা অল্প। ইহার কারণ, উষ্ণ স্থানে যত বাষ্প উৎপন্ন হয়, শীতল স্থানে কখনই তত হয় না। বাষ্প অধিক উৎপন্ন না হইলে, সুতরাং বৃষ্টিও অধিক হইতে পারে না। ফলতঃ পৃথিবীর যে সকল প্রদেশ প্রখর রবি-কিরণে প্রতপ্ত, তথায় অধিক বারিবর্ষণ আবশ্যক করে, এই নিমিত্তই পরম-কারুণিক পরমেশ্বর জল-বর্ষণ-বিষয়ে ঐরূপ শুভকর ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন।

জল-বর্ষণের সহিত কখন কখন অন্য অন্য বস্তুও পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। এ বিষয় আপাততঃ আশ্চর্য্য বোধ হয় বটে, কিন্তু পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া সে আশ্চর্য্য দূরীকৃত করিয়াছেন। ১৮১০ আঠার শত দশ খৃষ্টাব্দে ইয়ুরোপের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্তঃপাতী হঙ্গেরী দেশে রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ জল বর্ষিত হয়। প্রথমে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর বোধ হইয়াছিল, পরে অবধারিত হইল, ঐ প্রদেশের অনতিদূরে এক অরণ্য আছে; তাহা হইতে পুষ্প-রেণু সকল বায়ু-সহকারে সঞ্চালিত হইয়া, বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় লোক যে রক্ত-বৃষ্টির কথা কহিয়া থাকে, তাহাও এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এক বার আয়র্লণ্ডে বৃক্ষ-নির্যাসের ন্যায় ঘনতর একপ্রকার দ্রব পদার্থ পতিত হয়। পরীক্ষা করিয়া নিরূপিত হইল, তাহাও উদ্ভিদ্ ও জন্তু-বিশেষ হইতে নির্গত পদার্থ-বিশেষ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। একদা পারস্তানে এমন একরূপ অপরিজ্ঞাত পদার্থ পতিত হয় যে, পশুগণ তাহা ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮২৮ আঠার শত আটাইশ খৃষ্টাব্দে ঐ বস্তু ফরাশিশ দেশের এক সমাজে উপস্থিত করা হয়। উহা এক প্রকার উদ্ভিদ্। চীন দেশে প্রতি বৎসর বারংবার বালুকা-বর্ষণ হইয়া থাকে। ১৭৭৪ সতর শত চুয়াত্তর শকের চৌদ্দই চৈত্রে আরম্ভ হইয়া ১৭ সতরই চৈত্র পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত এরূপ বালুকাবৃষ্টি হয় যে, ঐ কয়েক দিবস চন্দ্র-সূর্য্য অদৃশ্যবৎ হইয়াছিল। চীন দেশের উত্তর পার্শ্বে গবি নামে বহু-বিস্তৃত বালুকা-ভূমি আছে এবং তথায় সর্ব্বদা ঘোরতর ঘূর্ণি-বায়ু উপস্থিত হইতে থাকে; অতএব বোধ হয়, ঐ বালুকা ঘূর্ণি-বায়ু দ্বারা আকাশমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, অনেক অনেক দূরবর্ত্তী প্রদেশে বর্ষিত হইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বায়ুই এই সমুদায় অদ্ভুত বৃষ্টিপাতের প্রবল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কত কত মৎস্য প্রবল বায়ু দ্বারা ৪।৫ চারি পাঁচ ক্রোশ পরিচালিত হইয়া থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাড়িত, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত।

ভূ-মণ্ডল ও তাহার উপরিস্থিত বায়ু-মণ্ডলের সর্ব্বস্থানে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার নাম তাড়িত।

এই পরমাশ্চর্য্য পদার্থ সচরাচর প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু কখন কখন কোন কোন বস্তু হইতে অতি সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ-স্বরূপে আবির্ভূত হয়। বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি এই পদার্থের কার্য্য। আর কাচ, রেশম, তৈলস্ফটিক, গন্ধক, ধূনা প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য ঘর্ষণ করিয়া, তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প-প্রমাণ তাড়িত প্রকাশ করিতে পারা যায়।

যদি কাচ অথবা লাক্ষা শুষ্ক হস্তে অথবা লোমজ বস্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া কেশ, সূত্র, পালক, কাগজ অথবা অন্য কোন লঘু দ্রব্যের নিকট ধরা যায়, তবে ঐ লঘু দ্রব্য সেই কাচ অথবা লাক্ষা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, তাহাতে লগ্ন হইয়া থাকে; কিন্তু অত্যল্প কাল সংযুক্ত থাকিয়াই বিযুক্ত হইয়া পড়ে। এই উভয় ব্যাপারই ঐ তাড়িত নামক পদার্থের গুণ। যে গুণ দ্বারা লঘু বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে তাড়িতাকর্ষণ বলে এবং যে গুণ দ্বারা তাহা হইতে বিযুক্ত হয়, তাহাকে তাড়িত-বিয়োজন কহে।

তাড়িতের আর এক গুণ এই যে, যদি উহা এক স্থানে অধিক থাকে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য স্থানে অল্প থাকে, তবে প্রথমোক্ত স্থানের কিয়দংশ, শেষোক্ত স্থানে আসিয়া উভয় স্থানের সমান হয়। যদি একখানা মেঘে অধিক-প্রমাণ তাড়িত থাকে, আর একখানা মেঘে অল্প-প্রমাণ থাকে, তবে উভয় মেঘ পরস্পর নিকটবর্ত্তী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইবার সময়ে, প্রথমোক্ত মেঘের কিয়ৎ-পরিমাণ তাড়িত নির্গত হইয়া, শেষোক্ত মেঘে প্রবিষ্ট হয়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটনার সময়ে অতি প্রখর জ্যোতিঃপ্রকাশ ও ঘোরতর মেঘ-গর্জ্জন হয়, লোকে তাহাকেই বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি কহিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে মেঘে, অথবা মেঘ হইতে পৃথিবীতে তাড়িত পদার্থ প্রবেশ করিবার সময়েও ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বজ্রাঘাত ঐ তাড়িত-প্রবাহের আঘাত ব্যতিরেকে আর কিছু নয়।

কোন কোন বস্তু ঐ তাড়িত পদার্থকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সত্বর সঞ্চালন করিয়া থাকে। সেই সকল বস্তুকে তাড়িত-পরিচালক কহে। অন্য কতকগুলি বস্তুর পরিচালকতা-শক্তি এত অল্প যে, কোন স্থানে তাড়িতের সঞ্চারণ নিবারণ করিতে হইলে, ঐ সকল দ্রব্য ব্যবধান দিতে হয়। ঐ সমস্ত বস্তুকে অপরিচালক কহে।

সমুদায় ধাতুই প্রবল পরিচালক। তদ্ভিন্ন অঙ্গার, লবণাক্ত জল প্রভৃতি আর কতকগুলি দ্রব্য আছে, তাহারাও পরিচালক বটে, কিন্তু ধাতুর সদৃশ নহে। কাচ, পালক, পশুলোম এ সমুদায় সর্ব্বতোভাবে অপরিচালক।

অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, কেহ কেহ অট্টালিকার পার্শ্বে এক একটা লৌহময় শীক স্থাপন করিয়া থাকেন। ঐ শীক অট্টালিকার অপেক্ষা উচ্চ। যে যে ধাতুতে উহা প্রস্তুত হয়, তাহার তাড়িত-পরিচালন-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। অতএব, অট্টালিকার উপর বজ্রাঘাত হইবার উপক্রম হইলে, তাহার কারণ যে তাড়িতপ্রবাহ, তাহা শীক দ্বারা সত্বর সঞ্চালিত হইয়া, পৃথিবী-গর্ভে প্রবাহিত হয়। ইহাতে গৃহে আর আঘাত হইতে পারে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নদর্শন,—কীর্ত্তি-বিষয়ক।

আহা কি দেখিলাম! এমত অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরব-পরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে এক পরম শোভাকর অপূর্ব্ব পর্ব্বত দর্শন করিলাম। সে পর্ব্বত এত উচ্চ যে, তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘ-সমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্ব-দেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরবরোহ; মনুষ্য-ব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কখন ঊর্দ্ধ-নয়নে পর্ব্বতের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, কখনও বা লোক-সমারোহ এবং তাহাদের বিবিধ-বিষয়ক যত্ন, চেষ্টা, ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্য্যালোচন করত ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।

এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপারের আদ্যন্ত কিছুই অনুভব করিতে না পারিয়া, ম্রিয়মাণ হইতেছিলাম; এমতকালে এক পরম-সুন্দরী বিদ্যাধরী আমার ললাটদেশ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, কহিতে লাগিলেন,—"তুমি কি চিন্তা করিতেছ? এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের নাম কর্ম্মক্ষেত্র, ঐ মহাশৈলের নাম কীর্ত্তিশৈল, উহার শিখর-দেশে কীর্ত্তি-দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। যাবতীয় কীর্ত্তি-সেবকেরা তাঁহার সেবার্থে তৎসন্নিধানে গমন করিতেছে।" বিদ্যাধরী-সমীপে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমি অপার আনন্দ অনুভব করিলাম, এবং কহিলাম,—"দেবি! তোমার অসম্ভাবিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া, আমি কৃতার্থ হইলাম; এক্ষণে যদি অভয় দান কর, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; তুমি কে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।" তিনি কহিলেন,—"আমি বিদ্যাধরী, আমার নাম প্রজ্ঞা, তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া, এখানে আবির্ভূত হইয়াছি। যদি কীর্ত্তিদেবীর মূর্ত্তি ও কীর্ত্তি-সেবকদিগের কৌতুক দর্শন করিবার বাসনা থাকে, আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর, সমস্ত দর্শন করাইব।"

আমি বিদ্যাধরীর এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, পরম পুলকিত-চিত্তে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবামাত্র পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ঘন ঘন বংশী-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। আহা! সেই সুধাময় মধুর রব যাহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের চিত্ত-ভূমিতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-নীর নিঃসৃত ও আশ্চর্য্য উৎসাহ-তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল এমন প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, বোধ হইল, যেন তাহারা মরণ-ধর্ম্মশীল মানব-স্বভাব অতিক্রম করিয়া, অমর-ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে স্থানে যে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই সে সুধা-সিক্ত বংশী-রব শ্রবণ করে নাই, আর কতকগুলি লোক অল্প অল্প শ্রবণ করিয়াও তাহার সুমধুর রসাস্বাদ-পুরঃসর সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, পরমারাধ্যা বিদ্যাধরীকে এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন,—"ঐ বৃহৎ পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে যে তিন প্রত্যন্ত পর্ব্বত দৃষ্টি করিতেছ, তাহার এক এক পর্ব্বতে এক একটা যক্ষ বাস করে। তাহারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেবতুল্য বেশ-ভূষা করিয়া, এক এক নিবিড় কুঞ্জে অবস্থিতি-পূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করে। সেই তিনটা যক্ষ যাহাদের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ নয়। তাহাদের নাম কি জান? অজ্ঞান, আলস্য ও আমোদ।" বিদ্যাধরী যাহা বলিলেন, বাস্তবিকও তাহাই প্রত্যক্ষ হইল। সকল-জাতীয় যাবতীয় হীন-বুদ্ধি অকর্ম্মণ্য সামান্য মনুষ্য তগদত-চিত্তে সেই কুটিল-স্বভাব বিশ্ব-বঞ্চক যক্ষদিগের কুমন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া, তাহাদের প্ররোচন-বাক্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিল। কেবল উন্নত-বুদ্ধি তেজীয়ান্ পুরুষেরা কীর্ত্তিদেবীর বংশীরব শ্রবণমাত্র মহোৎসাহ-প্রকাশ-পুরঃসর মহাশৈলে আরোহণার্থ উদ্যত হইলেন। সেই সুধাময় মধুর শব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহরে যতই প্রবিষ্ট হইল, ততই মিষ্ট বোধ হইয়া, তাঁহাদের উৎসাহ-শিখা প্রজ্বলিত করিতে লাগিল।

দেখিলাম, তাঁহারা অত্যন্ত ঔৎসুক্য-সহকারে উল্লিখিত পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে যে বস্তু সমভিব্যাহারে লইলে, সে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার কোন না কোন বস্তু সঙ্গে করিয়া চলিলেন। কেহ একখানি শাণিত প্রখর তরবার, কেহ কোন পরিপাটি পুস্তক, কেহ একটি সুন্দর দূরবীক্ষণ, কেহ বা এক গোলযন্ত্র ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক সামগ্রী সঙ্গে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেখি, মনুষ্য-বিরচিত সমস্ত প্রধান বস্তু তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। যাত্রীরা সকলে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া, নানা পথে আরোহণ করিতে লাগিল; অনেকে এরূপ সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া চলিল যে, তদ্দ্বারা শিখর পর্য্যন্ত আরোহণ করিবার সম্ভাবনা নাই, কিয়দ্দূর উঠিয়াই স্থগিত হইতে হয়। ভূ-মণ্ডলস্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শিল্পকর ও গ্রন্থকার-দিগের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি এই সকল সঙ্কীর্ণ পথের পথিক হইয়াছিলেন্।

আমাদের বাম পার্শ্বে অন্য এক সম্প্রদায় দর্শন করিলাম। তাঁহারা অতি কুটিল বন্ধুর পথ অবলম্বন করাতে, সর্ব্বদা দিগ্‌ভ্রম হইয়া বিপথগামী হইতেছিলেন। তাঁহারা পরিশ্রম ও কর্ম্ম-দক্ষতা বিষয়ে অন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা ন্যূন না হইয়াও, অধিক দূর আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কেহ কেহ অনবরত এক প্রহর কাল ক্লেশ করিয়া যত দূর উত্থিত হইয়াছিলেন, সহসা একবার পদস্খলন হইয়া, নিমেষ-মাত্রে তাহার দ্বিগুণ পথ অধোগমন করিলেন। দেখি, রাজ-নিয়ম-ব্যবসায়ী কত শত সুবিখ্যাত ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মানস, জ্ঞানের সিংহাসন হরণ করিয়া, চতুরতা ও ধূর্ত্ততাকে প্রদান করেন।

এই সমস্ত অদ্ভুত-ব্যাপার দর্শন করিতে করিতে, অনেক দূর আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়া দেখি, পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী অন্য অন্য যত পথ দৃষ্টি করিয়াছিলাম, সমুদায় আসিয়া, দুই প্রশস্ত পথে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সমস্ত পথের সমুদায় যাত্রী এই দুই বৃহৎ পথে প্রবেশ করিয়া, দুই সম্প্রদায় হইল।

এই দুই প্রশস্ত পথের প্রবেশ-দ্বারের অনতিদূরে এক এক ভীষণাকার যক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। তাহার এক জন ধূম্রবর্ণ, দীর্ঘ-দন্ত ও কুটিল-নেত্র; চর্ম্ম-পরিচ্ছদ * পরিধানপূর্ব্বক প্রকাণ্ড লৌহ-দণ্ড হস্তে করিয়া অবস্থান করিতেছিল। যাহারা তাহার সমীপস্থ পথে গমন করিতেছিল, তাহাদের সকলেরই সম্মুখভাগে সেই দণ্ড ঘন ঘন চালনা করিতে লাগিল। লোকে তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পমান

* পুরাণে যমের এই প্রকার রূপ বর্ণনা আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়া পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক 'মৃত্যু মৃত্যু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আর যে যক্ষ দ্বিতীয় পথের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহার নাম দ্বেষ। তাহার হস্তে যমদণ্ডের ন্যায় কোন সাজ্যাতিক অস্ত্র ছিল না বটে, কিন্তু সে যে একপ্রকার বিকট ও উৎকট মুখভঙ্গি প্রকাশ করিয়া বিষপূরিত মৃদুস্বরে পর-পরীবাদ আরম্ভ করিল এবং অতি কুৎসিত ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া, সকলের প্রতি যেরূপ বিষদৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতে মৃত্যু অপেক্ষাও তাহাকে ভয়ানক জ্ঞান হইল। এমন কি, আমাদের সমভিব্যাহারী শত শত যাত্রী তাহার আকার দর্শনে ও বাক্য শ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া, শৈলারোহণে নিবৃত্ত হইল। এই দুই রুক্ষস্বভাব যক্ষ দৃষ্টি করিয়া, আমার যেরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু পূর্ব্ব-কথিত বংশীধ্বনি পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে, অভিনব উৎসাহ-সঞ্চার ও সাহস বৃদ্ধি হইল, এবং তদ্দ্বারা হৃদয়-ভূমি ভীরুতা-রূপ কুজ্ঝটিকা হইতে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মুক্ত হইতে লাগিল। যাহাদের হস্তে প্রখর তরবার ছিল, তাহারা স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক দর্প করিয়া, প্রথমোক্ত পথে প্রস্থান করিল। অবশিষ্ট সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তি সকল দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়া, অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথমে উভয় পথই কিঞ্চিৎ কষ্ট-দায়ক বোধ হইল, পরে যখন উল্লিখিত যক্ষদ্বয় আমাদের দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইল, তখন উভয় পথই তত্তৎ-পথের পথিকদিগের সাতিশয় সুখ-দায়ক বোধ হইতে লাগিল। যদিও আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু দূর হইতে প্রথম পথের ভাব ও তদীয় যাত্রীদিগের ব্যবহার এক এক বার অবলোকন করিলাম। বলিতে কি, তাহা কোন মতেই আমার মনঃপূত ও পরিশুদ্ধ বোধ হইল না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তদনন্তর আমরা পরম প্রফুল্ল-চিত্তে সুমধুর বংশী-স্বর শ্রবণ-পুরঃসর অতিশয় উৎসাহ-সহকারে সুচারু কীর্ত্তিশৈল আরোহণ করিতে লাগিলাম। পথি-মধ্যে প্রায় সকলেই দুই একবার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কৃত-কার্য্য হইয়া, শিখর-দেশে উপনীত হইলেন। আহা! সে স্থানের কি অপূর্ব্ব শোভা! কি মনোহর ভাব! তাহার শোভা এখনও আমার চিত্ত-পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। সে স্থানের সুন্দর সুস্নিগ্ধ সমীরণ কি নিরুপম-সুখদায়ক! তাহার প্রত্যেক হিল্লোলে সর্ব্বাঙ্গে সুবিমল সুখ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। আমাদের বোধ হইল, যেন কি অনির্ব্বচনীয় অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইতেছি। তৎপ্রদেশের আর এক অপূর্ব্ব গুণ আছে, শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া, স্ব স্ব পূর্ব্ব-কৃত্য সমস্ত যত স্মরণ করা যায়, ততই অন্তঃকরণ আনন্দ-নীরে, নিমগ্ন হইতে থাকে। আমরা ইতস্ততঃ পদচারণা-পূর্ব্বক মধ্যদেশে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা অবলোকন করিয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাহার বহির্দ্বারোপরি "কীর্ত্তি-নিকেতন" এই কথাটি বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহার চারি দিকে চারি রৌপ্যময় শুভ্রবর্ণ কবাট-সংযুক্ত প্রশস্ত দ্বার আছে, এবং তাহার অভ্যন্তরে কীর্ত্তি-দেবী এক সুচারু সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, অনবরত বংশী-বাদন করিতেছেন। যাত্রিগণ শ্রবণ করিয়া, হর্ষ-সাগরে অবগাহন করিলেন; এবং বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, আনন্দ-মনে উৎসাহ-সহকারে কীর্ত্তি-নিকেতনে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিদ্বারে পুরাবৃত্তবিৎ নামে কতকগুলি পণ্ডিত অবস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অনেক ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে করিয়া, অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সহায়তা-ব্যতিরেকে তথায় প্রবেশ করিতে কদাচ সমর্থ হইতেন না। ভূ-মণ্ডলের চারি খণ্ডের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক চারি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন; আমিও পরম কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, কীর্ত্তি-নিকেতনে প্রবেশ-পুরঃসর সমস্ত সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; দেখিলাম, কীর্ত্তি-দেবী স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, সকলকে যথাসম্ভব সংবর্দ্ধনা-পূর্ব্বক সুমধুর-স্বরে এক এক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে এক এক আসনে উপবেশন করিলেন। কীর্ত্তি-দেবীর পরম পবিত্র সুরম্য শোভা দর্শন, তাঁহার পুষ্পালঙ্কারের সুচারু সুদূর-গামী সৌরভ গ্রহণ এবং তাঁহার সুধা-সিক্ত সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া, সকলে এক-কালে মোহিত হইয়া গেল; তাঁহার শরীরের সৌগন্ধে সে স্থান অনবরত আমোদিত ছিল। আমি ইতস্ততঃ পদ-চারণ-পূর্ব্বক এক এক দিকের এক এক প্রকার মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া, পুলকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলাম। দেবীর বামপার্শ্বে কতিপয় দীর্ঘকায়, বৃষ-স্কন্ধ, মহাবল-পরাক্রান্ত, বীর-পদবী-বিশিষ্ট মনুষ্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, অকুতোভয়ে উপবিষ্ট আছেন; তাঁহাদের মুখ-শ্রীতে সাহস ও উৎসাহের সমুদায় লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমি কোন কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ-পূর্ব্বক অতিশয় ঔৎসুক্য-সহকারে একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিতেছি দেখিয়া, আমার সমভিব্যাহারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন,—"জান না? ইঁহারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, অত্যুৎকট দুরূহ ব্যাপার-সমুদায় সাধন করিয়াছেন। অবনী-মণ্ডলে ইঁহাদের পাণ্ডব ও কৌরব-পদবী প্রচারিত আছে।" কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত, প্রভূত-বলবিশিষ্ট, কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তিই সেই শ্রেণীর প্রধান আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বিদ্যাধরী তাঁহাদের নাম ও গুণ কীর্ত্তন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিলেন; বিদেশীয় লোকের নাম উত্তমরূপে স্মরণ থাকে না। একজনের নাম বুঝি আলেকজাণ্ডর, একজনের নাম সীজর, আর একজনের নাম হানিবল ইত্যাদি। যে সমস্ত পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতেরা এই সকল যাত্রীকে সমভিব্যাহারে করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক যাত্রীর পার্শ্ব-দেশে অবস্থান-পূর্ব্বক কীর্ত্তি-দেবীর সমীপে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই সুযোগে আপনারাও পরিচিত ও তাঁহার অনুগৃহীত হইলেন।

কীর্ত্তি-দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বের ভাব আর এক প্রকার। তথায় যে সমুদায় মহানুভব মনুষ্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে, শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণ জনেরও অন্তঃকরণ এক বার প্রফুল্ল হইতে পারে। তাঁহাদের সহাস্য বদন, সুধাময় মধুর বচন এবং আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল লোচন প্রত্যক্ষ করিয়া, আমি প্রীতিরূপ অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইলাম। তাঁহারা কীর্ত্তি-দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং কয়েকটি পরম সুন্দরী প্রিয়বাদিনী রমণী চিত্র-বিচিত্র অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও পরম-শোভাকর মনোহর অলঙ্কার ধারণ-পূর্ব্বক, তাঁহাদের সহযোগিনী-স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি-পদবী সর্ব্বত্র প্রচলিত, এবং তাঁহাদের সহযোগিনী রমণীরা রাগিণী বলিয়া সর্ব্ব স্থানে বিখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত বীরগণ যেমন এক এক পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতের সমভিব্যাহারে তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, কবিদিগকে সেরূপ কাহারও আনুকূল্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই; বরং তাঁহারাও অনেকানেক বীর্য্যবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তি-নিকেতন-প্রবেশ-বিষয়ের সহায়তা করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান; তাঁহাদের করস্থিত পুস্তকের কোন মনোহারিণী শক্তি আছে, দ্বারবানেরা তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাদিগকে যত্ন-সহকারে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পথ প্রদান করিল। দুই শ্মশ্রু-ধারী সহাস্য-বদন প্রাচীন পুরুষ এই শ্রেণীর মধ্যস্থল-বর্ত্তী অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আর দৃষ্টি করি নাই। বিদ্যাধরী কহিলেন,—"এক জনের নাম বাল্মীকি, আর একজনের নাম হোমর।" দক্ষিণ ভাগে হোমর এবং তাঁহার বামভাগে বাল্মীকি, এক এক খানি পরম রমণীয় পুস্তক হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাল্মীকির বাম পার্শ্বে এক পরম রূপবান্ যুবা পুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, বিবিধ বর্ণ-বিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ আসনের সৌরভে সর্ব্বস্থান আমোদিত হইতেছিল। তিনি না কি উজ্জয়িনী-নিবাসী নৃপতি-বিশেষের সভাসদ থাকিয়া, নৃপতি অপেক্ষা শতগুণে কীর্ত্তি-দেবীর প্রিয় পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি, স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক অশেষ শোভাকর উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম অনুপম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহাদের উত্তম শোভা আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় বস্ত্রালঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন, যে, বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও দৃষ্টি-গোচর হয় না। ও দিকে হোমরের পার্শ্বে বর্জ্জিল, ডাণ্টে, মিল্টন, সেক্সপিয়র, বায়রন্ প্রভৃতি শত শত রসার্দ্র-চিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি যথাযোগ্য স্থানে অবস্থিত ছিলেন। সহৃদয় সেক্সপিয়র যে রত্নময় সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, তাহা এই শ্রেণীর সকল আসন হইতে উন্নত ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই শ্রেণীর অত্যাশ্চর্য্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া, আমার অন্তঃকরণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

ইঁহারা সকলে বিচিত্র কথা-প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছিলেন; তন্মধ্যে বাল্মীকি ও কালিদাসের একটি কথা শ্রবণ করিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা কহিলেন,—"আমাদের স্বজাতীয় নব্য সম্প্রদায়ী যুবকদিগের মধ্যে অনেকে আমাদিগকে যথোচিত আদর অপেক্ষা না করিয়া, ভিন্নজাতীয় কবিদিগেরই অশেষ উপচারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তবে সুখের বিষয় এই যে, ভিন্নজাতীয় পণ্ডিতেরা আমাদের প্রকৃত মর্য্যাদা জানিতে পারিয়া, বিশিষ্টরূপ শ্রদ্ধা-সহকারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। দেখ, তাঁহারা আমাদিগকে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও সেরূপ পরিধেয় পরিধান করি নাই। এখন তদ্দৃষ্টে স্বজাতীয় নব্য ব্যক্তিরাও কেহ কেহ আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন।"

অতঃপর যাঁহারা কীর্ত্তি-দেবীর সম্মুখস্থিত সিংহাসন-সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় বর্ণন করি। তাঁহারা সকলেই প্রায় ধ্যান-মগ্ন এবং সকলেরই ললাট-দেশ প্রশস্ত। পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি-ভাজন বলিয়া বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সকলকেই সেই স্থানে দৃষ্টি করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। যাঁহারা ভূ-মণ্ডলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, বিদ্যা-বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তথায় তাঁহাদের সকলেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। তথায় আমার সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য অম্লান-ভাবে প্রসন্ন-মনে বিরাজ করিতেছিলেন। প্রথমে মহাত্মা আর্য্যভট্টকে কিছু ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিয়াছিলাম; পরে অকস্মাৎ তাঁহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ও প্রদীপ্ত হইতে দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার প্রধান প্রিয়তর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবিকও তিনি কয়েকটি অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহানুভব মনুষ্যের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"পূর্ব্বে কেহই আমার যথার্থ মর্য্যাদা অবগত হইতে পারেন নাই; সুতরাং আমার কথায় আস্থা করা দূরে থাকুক, অত্যন্ত অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু এই সমস্ত বিদেশীয় বন্ধু আমার অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া, আমার শ্রম সার্থক ও মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।*" তিনি যে সমুদায় বিদেশীয় ব্যক্তিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি তাঁহাদের পরিচয় জানিবার্থে পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আমার সমভিব্যাহারিণী বিদ্যাধরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন,—"একজনের নাম কোপর্নিকস, একজনের নাম গালিলিয়, একজনের নাম নিউটন্ ইত্যাদি।" এই সকল প্রখ্যাত নাম শ্রবণ মাত্র, আমার অন্তঃকরণ পুলকিত ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে ইঁহাকে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য অপেক্ষা গরিষ্ঠ বলিয়া বোধ ছিল, এখানেও দেখিলাম, ইনি সকলাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন। বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য এবং প্লেটো ও পিথাগোরসকেও দর্শন করিলাম। প্রথমে তাঁহারা সভার মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরে ভূ-মণ্ডলের পশ্চিম-খণ্ড-নিবাসী কতকগুলি নব্য গ্রন্থকারের প্রখর মুখ-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, এক পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এইরূপ কত দেশের কত গুণবান্ ও বিদ্যাবান্ ব্যক্তিকে একত্র দৃষ্টি করিলাম, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। সকলের আপন গুণ ও মর্য্যাদানুসারে

* আর্য্যভট্ট পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন; কিন্তু তাঁহার পরে বরাহমিহির ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি তাহা স্বীকার করেন নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আসন-গ্রহণ সম্পন্ন হইলে, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে একে একে কীর্ত্তি-দেবীর স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কহিলেন,—"দেবি! আমি লোকদিগকে শিক্ষাদানার্থে মানসিক ও কায়িক ক্লেশ করিয়া শরীর ক্লিষ্ট এবং অন্তঃকরণ নির্বীর্য্য করিয়াছি। কিন্তু অনেকেই তদর্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন না, এবং কেহই তাহার পুরস্কার প্রদান করেন না। অতএব, মাতঃ! তোমার শরণাপন্ন হইয়া নিবেদন করিতেছি, তোমার সানুগ্রহ কটাক্ষপাত-ব্যতিরেকে ভূ-মণ্ডলে আমার আর কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।" কেহ কহিলেন,—"দেবি! আমি কেবল তোমার প্রসাদ-লাভ-প্রত্যাশায় এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি এবং অর্দ্ধরাত্র জাগরণ-পূর্ব্বক মনোহর কাব্য প্রস্তুত করিয়াছি; অতএব জননি! আমার প্রতি সকরুণ-নেত্রে কটাক্ষপাত কর।" যে সমস্ত মহাবীর দেবীর বাম ভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া, এইরূপ স্তব আরম্ভ করিলেন,—"দেবি! আমরা কেবল তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর সঙ্কট-সমুদায়ে পতিত হইয়াছি। তোমার নিমিত্ত কত শত নগর শোণিত-প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছি, কত শত গ্রাম অগ্নি-সংযুক্ত করিয়া দগ্ধ করিয়াছি এবং কত শত জাতির স্বাধীনতা-রত্ন হরণ করিয়াছি। অতএব, দেবি! অতঃপর তোমার পাদ-পদ্মে স্থান দান কর।" আমি শেষোক্ত লোকদিগের স্তোত্র-সমুদায় শ্রবণ-পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম, কি! ইঁহাদের মধ্যে অনেকে কীর্ত্তি-দেবীর সেবার্থে সর্ব্ব-সেবনীয় পরম পূজনীয় দেব-দেব ধর্ম্মকে অবহেলন ও কীর্ত্তি-শৈলে আরোহণার্থ পরম পবিত্র ধর্ম্মাচল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন! ইতিমধ্যে আমার সমভিব্যাহারিণী হিতকারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন,—"তুমিও কেন এই নিকেতনের এক আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন কর না?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কহিলাম,—"বিদ্যাধরি ! তুমি অনুকূল হইয়া আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শিরোধার্য্য। কিছুমাত্র যশঃস্পৃহা না থাকিলেই কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, এ স্থানে উপস্থিত হইব? কিন্তু সুখ্যাতি-প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয়-পরিচালনার উপর নির্ভর করে, তাহার নিমিত্তে কোন স্থায়ী ধন বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নহে। আমি কীর্ত্তি-দেবীকে কোন ক্রমে অশ্রদ্ধা করি না, এবং তাঁহার প্রসাদ-লাভার্থে ব্যাকুলও নহি। আমি, যে দেবতার যতদূর সেবা করা উচিত, তাহা করিব এবং দেবাধিপতি ধর্ম্মের আরাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিব; ইহাতে কীর্ত্তিদেবী আমার প্রতি অনুকূল হইয়া, কৃপা-কটাক্ষ করেন, আমি সাতিশয় আগ্রহ-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে হৃদয়-ধামে স্থান দান করিব। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, যদি যাবতীয় লোকের অজ্ঞাত থাকি, সেও ভাল, পাপ-পঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া, কীর্ত্তি-লাভের অভিলাষী নহি।

এইরূপ চিন্তার বেগ প্রবল হওয়াতে, আমি সহসা জাগরিত হইয়া উঠিলাম। এখন নেত্র-উন্মীলন করিয়া দেখিতেছি, কোথায় বা কীর্ত্তি-শৈল, কোথায় বা কীর্ত্তি-নিকেতন! আমি, যে সমস্ত অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, তাঁহারাই বা কোথায়? পূর্ব্ব নিশায় যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই পতিত রহিয়াছি। প্রভাত-সময়ের শিশির-সিক্ত সুকোমল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গের আবরণ-বস্ত্র কম্পিত করিতেছে ও সর্ব্বশরীর শীতল করিতেছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিহঙ্গম-দেহ।

জগদীশ্বর পক্ষিগণের শরীর-নির্ম্মাণ-বিষয়ে যেরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপমা দিবার স্থল নাই। তাহাদের যে অঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই তাঁহার নিরুপম নৈপুণ্য প্রতীয়মান হয়। তাহাদিগকে সতত বায়ু-সাগরে সন্তরণ করিতে হয়, এ নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহাদিগের শরীর একখানি উৎকৃষ্ট তরণি-স্বরূপ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষ দণ্ড-স্বরূপ, পুচ্ছ কর্ণ-স্বরূপ এবং বক্ষঃস্থল নৌকার পুরোভাগ-রূপ। শরীর ভারী হইলে, তাহারা আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হইতে অসমর্থ হইবে, এই বিবেচনায়, তিনি তাহাদের অঙ্গ-সমুদায় অত্যন্ত লঘু পদার্থে প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে অক্লেশে বায়ু ভেদ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাহাদের মস্তকের অগ্রভাগ অস্থূল ও চঞ্চুপুট সুতীক্ষ্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পক্ষিগণের চঞ্চু অতি আশ্চর্য্য বস্তু। যে পক্ষী যেরূপ দ্রব্য আহার করে, জগদীশ্বর তাহার চঞ্চু তদুপযোগী করিয়া দিয়াছেন। শ্যেন, শকুনি প্রভৃতি যে সকল পক্ষী অন্য প্রাণীর শরীর বিদীর্ণ করিয়া, আহার করে, ও শুক-শারিকাদি যে সমস্ত পক্ষী শস্য ভঞ্জন ও ফলাদি খণ্ডন করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাদের চঞ্চু অত্যন্ত কঠিন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হংস, রাজহংসাদি যে সমস্ত পক্ষী পঙ্কের মধ্যে আহার অন্বেষণ করে, তাহাদের চঞ্চু কোমল ও চেপ্টা এবং এ প্রকার কৌশল-সহকারে নির্ম্মিত যে, তাহার মধ্য দিয়া জল নির্গত হয়, কিন্তু সার বস্তু পতিত হয় না। মাংসাশী পক্ষীদিগের চঞ্চুর পার্শ্ব-দেশ তীক্ষ্ণ এবং অগ্রভাগ বঁড়িশবৎ বক্রাকার। তাহারা তদ্দ্বারা নিহত পক্ষ্যাদির শরীর বিদারণ ও মাংসাদি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করে;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আবার বক প্রভৃতি যে সমস্ত পক্ষী জলজন্তু ধরিয়া আহার করে, তাহাদের চঞ্চু কঠিন তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘাকার। কিন্তু তাহাদিগকে যেমন জীবিত জীবের শরীর হইতে মাংস উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিতে হয় না, তেমন তাহাদের চঞ্চুও উল্লিখিত মাংস-ভোজী বিহঙ্গমদিগের চঞ্চুর ন্যায় বক্রাকার নহে। কপোত-চটকাদি গ্রাম্য পক্ষীদিগের চঞ্চু ছোট, স্থূল ও ঈষদ্বক্র; তদ্দ্বারা তাহারা শস্যাদি ভোজ্য বস্তু অক্লেশে তুলিয়া লইতে পারে। এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নিশ্চয় হয়, পক্ষীদিগের মধ্যে যে জাতি যেরূপ সামগ্রী ভক্ষণ করে, পরমেশ্বর তাহার তদুপযোগী চঞ্চু নির্ম্মাণ করিয়া, নিরুপম নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোন স্থলে এ নিয়মের কিছুমাত্র অন্যথা দেখা যায় না, যে স্থলে যেমন আবশ্যক, জগদীশ্বর সে স্থানে সেইরূপ করিয়াছেন।

তিনি যাবতীয় প্রাণীরই গ্রাসাচ্ছাদন-নির্ম্মাণ-বিষয়ে অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু পক্ষীদিগের শরীরের আচ্ছাদন যেমন পরিপাটি, এমন বুঝি আর কোন জন্তুরই নয়। ইহা যেমন লঘু, তেমনি মসৃণ, আবার তদনুরূপ শীত-নিবারক ও উষ্ণতা-সাধক। ইহার বর্ণ ও শোভাই বা কেমন! পর্য্যটকেরা অকস্মাৎ এক এক বন-বিহারী বিহঙ্গমের অসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া, মোহিত হইয়া যান।

এক একটি পালক এক এক অত্যাশ্চর্য্য অসামান্য শিল্পকার্য্য। ইহার পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ পুচ্ছদেশ যেরূপ লঘু, তদনুরূপ দৃঢ়। লঘুতা ও দৃঢ়তা এই উভয় গুণের এরূপ একত্র সমাবেশ আর কোন বস্তুতে দৃষ্ট হয় না। ঐ পূর্ব্বভাগের ন্যায় অপর ভাগও অতি আশ্চর্য্য। তাহা যে পদার্থে প্রস্তুত, ভূ-মণ্ডলের অন্য কোন প্রাণীতে কোন বস্তুতে তাহা বিদ্যমান নাই। উহা লঘু, দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কোমল ও নমনীয়; অতএব ইচ্ছানুসারে সকল দিকে নত ও চালিত করা যায়; এবং স্থিতি-স্থাপক, অর্থাৎ উহাকে কোন দিকে নত অথবা চালিত করিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে অবস্থিতি করে। পালকগুলি লঘু না হইলে, পক্ষিগণ উড়িতে সমর্থ হইবে না; এই বিবেচনায়, পরমেশ্বর উহাদিগকে লঘু করিয়াছেন। উহারা দৃঢ় না হইলে, বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ভগ্ন হইয়া যাইবে; এই কারণে, উহাদিগকে দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করিয়াছেন। উহাদিগকে পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত সকল দিকে চালনা করা আবশ্যক; এই বিবেচনায়, উহাদিগকে কোমল, শিথিল, নমনীয় ও স্থিতি-স্থাপক করিয়াছেন। বিশ্বপতি বিহঙ্গমজাতির শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা একত্র সংসাধনার্থ কতই যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। জগতের যে বস্তুর বিষয় উক্তরূপ বিবেচনা করা যায়, তাহাতেই তাঁহার অদ্ভুত কৌশল ও প্রগাঢ় যত্নের লক্ষণ প্রতীয়মান হয়। অপরিচ্ছিন্ন অসীম বিশ্বের কণামাত্রও তাঁহার অযত্নের বিষয় নয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উল্কা-পিণ্ড।

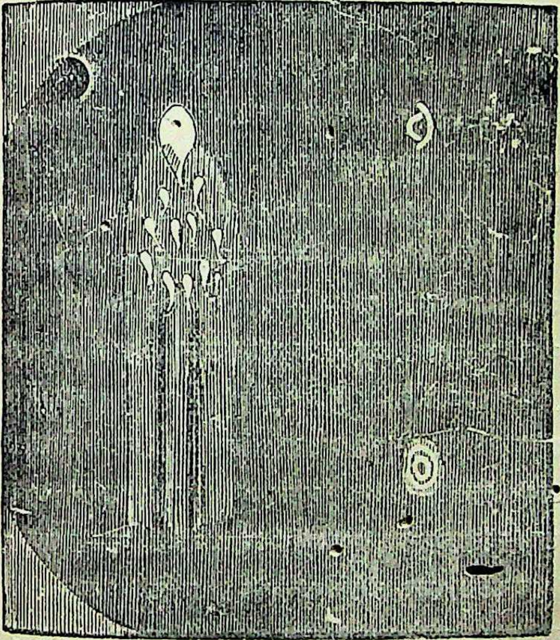

ঈদানীং অনেকে মধ্যে মধ্যে অন্তরীক্ষ হইতে ধাতু-পিণ্ড-পাতের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন। সেই সমস্ত ধাতুপিণ্ড এই প্রস্তাবে উল্কাপিণ্ড বলিয়া লিখিত হইল। রাত্রি-কালে নভোমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে যে নক্ষত্র-পাত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও বাস্তবিক উল্কা-পাত, নক্ষত্র-পাত নয়। এক একটি নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষাও কত-লক্ষ গুণ বৃহৎ, তাহা বলা যায় না। সে সমুদায় পৃথিবীর উপর পতিত হইলে, পৃথিবীর প্রলয়াবস্থা উপস্থিত হয়। উল্কাপিণ্ড পতিত বা গলিত হইবার সময়ে নক্ষত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। ১৭৭২ সতের শত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বায়ত্তর শকের ১৬ ষোলই অগ্রহায়ণে দিবা দ্বিপ্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটি উল্কাপিণ্ড পতিত হয়; তাহা কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটী-নামক সমাজের চিত্র-শালায় আনীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে কত স্থানে ঐরূপ কত উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়, তাহার সংখ্যা করিবার উপায় নাই। এক এক দিন লক্ষ লক্ষ উল্কা-পিণ্ড আকাশ-মণ্ডলে আবির্ভূত হইতে দেখা গিয়াছে।

ঐ সমস্ত উল্কা-পিণ্ড পতিত হইবার সময়ে, অন্তরীক্ষে একটা সুদীর্ঘ অগ্নি-শিখা চলিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ একটা মহাশব্দ উৎপন্ন হয়। কখন কখন এ প্রকার ভয়ঙ্কর ধ্বনি উৎপাদিত হইয়া থাকে যে, ঘর, দ্বার, প্রাচীর প্রভৃতি কম্পিত হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের নিকট যে উল্কা-পিণ্ড পতিত হইবার বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা পতিত হইবার সময়ে, কামানের শব্দের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। কখন কখন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অকস্মাৎ একখানি ঘোরতর মেঘ উপস্থিত হইয়া, অতি গভীর শব্দ-পরম্পরা উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্গে বহু-সংখ্যক উল্কা-পিণ্ড বর্ষিত হইতে থাকে। এক এক সময়ে ঐরূপ মেঘ হইতে সহস্র সহস্র উল্কা-পিণ্ড পতিত হইতে দৃষ্টি-করা গিয়াছে।

উল্কা-পাতের সময়ে শিখা দেখা যায় ও শব্দ হইয়া থাকে; ইহা বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু নভোমণ্ডল হইতে যে স্থূলাকার উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়, ইহা সেরূপ প্রসিদ্ধ ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সে বিষয়ে আর সংশয় নাই। ইহা পতিত হইবার সময়ে উষ্ণ থাকে। ১৮৩৫ আঠার শত পঁয়ত্রিশ খৃষ্টাব্দের ১৩ তেরই নবেম্বর ফরাশিস দেশে উল্কাপাত হইয়া, একটি শস্যাগার একে বারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাত্রিকালে অগ্নি-শিখার ন্যায়ই পতিত হউক, আর দিবাভাগে দীপ্তিশূন্য হইয়াই বা বর্ষিত হউক, সমুদায় উল্কা-পিণ্ড একরূপ পদার্থে পরিপূর্ণ। লৌহ, তাম্র, টীন, গন্ধক, নিকল, কোবাল্ট, সোডা প্রভৃতি, ত্রয়োদশটি পার্থিব বস্তু উল্কাপিণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যে বস্তু নাই, সে বস্তু উহাতে দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীতে খনির মধ্যে বিশুদ্ধ লৌহ ও বিশুদ্ধ নিকল ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায় না; উহাদের সহিত অন্য বস্তু মিশ্রিত থাকে, পরে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু উল্কা-পিণ্ডে যে লৌহ ও নিকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ। তাহার সহিত অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত থাকে না। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, উল্কা-পিণ্ড পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহারা পৃথিব্যাদি গ্রহগণের ন্যায় সূর্য্য-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করে। পৃথিবী-মণ্ডলে যে সমুদায় পদার্থ আছে, যখন উল্কা-পিণ্ডেও কেবল তাহারই কোন কোন পদার্থ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, তখন গ্রহ ও উপগ্রহগণও পার্থিব পদার্থে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব বলিয়া প্রতীত হইতে পারে।

সকল উল্কা-পিণ্ড সমানরূপ বৃহৎ নয়। ছোট বড় নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ব্রেজিল রাজ্যের অন্তঃপাতী বেহিয়া নামক স্থানে একটা উল্কা-পিণ্ড পতিত আছে, তাহার ব্যাস ন্যূনাধিক ৫ পাঁচ হস্ত হইবে। লিখিত আছে, গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সক্রেটিস্ যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসর সে দেশের ইগস্ পোটেমস্ নামক নগরে এক বৃহৎ উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়। তাহা এত বৃহৎ যে একখানি শকট তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বোঝাই হইতে পারে। খৃষ্টীয় শকের দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে নার্নি-নামক নগরের নিকটবর্ত্তিনী নদীতে একটি উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়; উহা এত বৃহৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে, জলের উপর চারি ফুট জাগিয়া ছিল। মোগলজাতির মধ্যে এরূপ জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে, চীন-রাজ্যের পশ্চিমখণ্ডে হরিন্নদীর প্রস্রবণ-সন্নিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ উল্কা-পিণ্ডের কিয়দংশ পতিত আছে, সেই পিণ্ড ২৭ সাতাইশ হস্ত উচ্চ।

উল্কা-পিণ্ড চতুর্দ্দিকে যে দাহ্য পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহা লইয়া পরিমাণ করিলে, উহা অতি বৃহৎ বলিতে হয়। কোন কোনটার ব্যাস ৫০০ পাঁচ শত ফুট, কোন কোনটার বা ১,০০০ এক সহস্র ফুট, কোন কোনটার ব্যাস তদপেক্ষাও অধিক দেখা গিয়াছে। সার্ চার্ল্স ব্লাগডেন্ নামক ইউরোপীয় পণ্ডিত ১৭১৩ সতরশ তের খৃষ্টাব্দের ১৮ আঠারই জানুয়ারিতে একটা উল্কা দৃষ্টি করেন, তাহার ব্যাস ২,৬০০ দুই হাজার ছয়শ ফুট হইবে।

সৌর-জগতে কত কোটি উল্কা-পিণ্ড নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। মধ্যে মধ্যে একেবারে এত উল্কাপাত হয়, যে তাহা দেখিলে ও শুনিলে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিতে হয়। আরবীয় ইতিহাসবেত্তারা বর্ণন করিয়াছেন, যে রাত্রে ইব্রাহিম্ বেন্ আম্মাদ-নামক নরপতি প্রাণত্যাগ করেন, সেই রাত্রে বহুসংখ্যক নক্ষত্র পতিত হয়। ঐ নক্ষত্র-পাত অগ্নি-বৃষ্টি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা গ্রন্থ-বিশেষে মধ্যে মধ্যে যে অগ্নি-বর্ষণের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাহা ঐরূপ কোন উল্কাপাত দৃষ্টে উদ্বোধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ইতিহাস আছে, ১০৯৫ দশশ পঁচানব্বই খৃষ্টাব্দের ২৫ পঁচিশে এপ্রেল ফরাশিদিগের দেশে শিলাবৃষ্টির ন্যায় নক্ষত্র-বৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ লিখিত আছে, ১২০২ বারশ দুই খৃষ্টাব্দের ১৯ উনিশে অক্টোবরের সমস্ত রাত্রি শলভ-বর্ষণের ন্যায় নক্ষত্র-বর্ষণ হইয়াছিল। ১৩৬৬ তেরশ ছেষট্টি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খৃষ্টাব্দের ২১ একুশে অক্টোবরে রাত্রি-শেষে একেবারে এত নক্ষত্র-পাত হয় যে, কেহই তাহা গণনা করিতে সমর্থ হয় নাই।

১৮৩৩ আঠারশ তেত্রিশ খৃষ্টাব্দের ১২ বারই নবেম্বরে আমেরিকা হইতে যে অদ্ভুত উল্কা-পুঞ্জের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়-জনক। ঐ দিবস রাত্রি নয় ঘণ্টা অবধি পরদিবস সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণ পর্য্যন্ত উল্লিখিত বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। অগ্নি-ক্রীড়ায় নক্ষত্র রাজির ন্যায় অসঙ্খ্য উল্কা-পিণ্ড আবির্ভূত হইয়া, চক্ষুর্গোচর সমস্ত নভঃ-প্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। সে সমুদায় যতক্ষণ অতিশয় অবিরল দৃষ্ট হইয়াছিল, ততক্ষণ কাহারও তাহা গণনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। অনন্তর যখন কিছু বিরল হইয়া আসিল, তখন বোষ্টন নগরস্থ এক পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিলেন, প্রতি ঘণ্টায় ৪০,০০০ চল্লিশ সহস্র উল্কা-পিণ্ড আবির্ভূত ও চলিত হইতেছে। ক্রমাগত সাত ঘণ্টা ঐরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়। অতএব বলিতে হয়, ২,৮০,০০০ দুই লক্ষ অশীতি সহস্র উল্কা-পিণ্ড ঐ রজনীতে মনুষ্যদিগের দৃষ্টি-পথে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সময় উল্কার সংখ্যা অনেক ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে তদপেক্ষায় অধিকসংখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব, ইহা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়, উক্ত রজনীতে সৌর জগতের অন্তর্গত ৩,০০,০০০ তিন লক্ষ জড়ময় উল্কা-পিণ্ড আমেরিকার ঊর্দ্ধ দেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিশ্বপতির বিশ্ব-ভাণ্ডারে কত অদ্ভুত বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কেবল কয়েকটি গ্রহ, চন্দ্র ও ধূমকেতু মাত্রই সৌর-জগতে বিদ্যমান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। অসংখ্য উল্কা-পিণ্ড যে তাহার অন্তর্গত থাকিয়া, নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের স্বপ্নেরও গোচর ছিল না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উল্কা-পিণ্ডের গতির বিষয় বিবেচনা করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ভূমণ্ডলস্থ কোন বস্তুর তাদৃশ সত্বর গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭৯৮ সতরশ আটানব্বই খৃষ্টাব্দে ২ দুইটি উল্কা-পিণ্ডের বেগ নিরূপিত হয়; তন্মধ্যে একটির গতি প্রতিপলে ১৬৪ একশ চৌষট্টি ক্রোশ, দ্বিতীয়টির বেগ প্রতিপলে ১৭৯ একশ উনআশি ক্রোশের ন্যূন ও ২২২ দুইশ বাইশ ক্রোশের অধিক নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ দুইটির মধ্যে একটি ভূতলের দিকে অবতীর্ণ হইয়া, পুনরায় ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮২৩ আঠারশ তেইশ খৃষ্টাব্দে ২৭ সাতাইশটি উল্কা-পিণ্ডের গতি ও পথ নিরূপিত হয়; তন্মধ্যে এক একটির বেগ প্রতিপলে ৩৮০ তিনশ আশি ক্রোশ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৮ আঠারশ আটত্রিশ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট সুইজর্লণ্ড দেশে অনেকগুলি উল্কা পিণ্ড পর্য্যবেক্ষিত হয়। তাহাদের বেগ প্রতিপলে গড়ে ২,৩২৩ তেইশ শ তেইশ ক্রোশ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। গ্রহগণের গতির সহিত তুলনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, ঐ সকল উল্কা-পিণ্ড বুধ গ্রহ অপেক্ষা সাড়ে সাত গুণ এবং পৃথিবী অপেক্ষা ১১ এগার গুণ প্রবলতর বেগে পরিভ্রমণ করে। অনেকানেক ধূমকেতুও উক্তরূপ সত্বরগামী নয়।

ঐ সমস্ত উল্কা-পিণ্ড ভূমণ্ডল হইতে কত ঊর্দ্ধে উদিত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, পণ্ডিতেরা অনেক যত্ন ও অনেক আয়াস পাইয়াছেন, এবং গণনা করিয়া, কতকগুলির উৎসেধাঙ্ক নির্দ্ধারণও করিয়াছেন। এ বিষয়ে অতিমাত্র বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটার উৎসেধ ৩ তিন ক্রোশ কোনটার বা ৭০ সত্তর ক্রোশ, কোনটার ১৪০ এক শত চল্লিশ ক্রোশ, কোনটার বা ২৩০ দুইশত ত্রিশ ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক। ১৮৩৮ আঠারশ আটত্রিশ খৃষ্টাব্দে সুইজর্লণ্ড

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেশে যে সমস্ত উল্কা-পিণ্ড পর্য্যবেক্ষিত হয়, তাহাদের উৎসেধ ২৭৫ দুইশত পঁচাত্তর ক্রোশ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

কখন কখন উল্কা-পাতের সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, উঁহার শিখা আবির্ভূত হইবামাত্র অমনি তিরোহিত হয়। কিন্তু কোন কোন উল্কা-পিণ্ডের শিখা ১৭ সতর ২৫ পঁচিশ ও ৩৭ সাঁইত্রিশ পল পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। কোন রণপোতাধ্যক্ষ অর্ণব-যান আরোহণ করিয়া, ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এক স্থানে একটি উল্কা-পিণ্ড দৃষ্ট করিয়াছিলেন। সেই উল্কা-পিণ্ড তিরোহিত হইবার পর তাহার শিখা এক ঘণ্টা স্থির হইয়াছিল। নভোমণ্ডলের যে অংশে পৃথিবীর ছায়া পতিত হয়, যখন সেই অংশে ঐ ছায়ার মধ্যেও উল্কার আভা দৃষ্ট হয়, তখন ঐ আলোক উহার নিজের আলোক বই আর কি বলিতে পারা যায়? গ্রহ-চন্দ্রাদি যেমন সূর্য্যের তেজ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তেজোময় দেখায়, উল্কা-পিণ্ড সেরূপ বোধ হয় না।

উল্কা-পিণ্ড কিরূপে কোথা হইতে পতিত হয়, এই বিষয় লইয়া, পদার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। কেহ কহিতেন, উহা বায়ুমধ্যস্থিত বস্তু-বিশেষের সংযোগে উৎপন্ন হয়। কেহ বলিতেন, উহা আগ্নেয়-গিরি হইতে নির্গত হইয়া থাকে। কেহ বা উহা চন্দ্রলোক হইতে পতিত হয়, বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু ইদানীন্তন পণ্ডিতবর্গ উল্লিখিত অভিপ্রায়-ত্রয় নিরাকরণ করিয়া, মীমাংসা করিয়াছেন, গ্রহ ও ধূমকেতু সমুদায় যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সূর্য্য-মণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, ঐ সমুদয় উল্কা-পিণ্ড সেইরূপ নিয়ম-বদ্ধ থাকিয়া, সূর্য্য-মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভূ-মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, ভূ-তলে আসিয়া উপস্থিত হয়। বৎসরের মধ্যে এক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এক সময়ে অধিক-সংখ্যক উল্কা-পিণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, তাহারা নভোমণ্ডলের যে প্রদেশ দিয়া ভ্রমণ করে, পৃথিবীও সেই সেই সময়ে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, পৃথিবীস্থ লোকেরা অনায়াসেই তাহাদিগকে দেখিতে পায়। ৮ আটই আগষ্ট অবধি ১৫ পনরই আগষ্ট পর্য্যন্তই এবং ৬ ছয়ই নবেম্বর অবধি ১৯ উনিশে নবেম্বর পর্য্যন্তই অধিক উল্কা দৃষ্ট হইয়া থাকে। নবেম্বর মাসের ১২ বারই ১৩ তেরই তারিখে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক উল্কাপিণ্ড আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

ইদানীন্তন অনেকানেক প্রধান জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, চন্দ্র যেমন নিরূপিত সময়ের মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ কতক উল্কা-পিণ্ড কালক্রমে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইয়া, যথানিয়মে উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফরাশিশ রাজ্যের অন্তঃপাতী তুলস নগরস্থ মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এরূপ একটি বৃহত্তর উল্কা-পিণ্ড ধরাতল হইতে ২,২০০ দুই সহস্র দুইশত ক্রোশ ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া, ৮ আটদণ্ড ২০ কুড়ি পলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে; সুতরাং বলিতে হয়, উহা পৃথিবীকে প্রতিদিন প্রায় ৭ সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

১৮৬২ আঠারশ বাষট্টি ও ১৮৬৬ আঠারশ ছয়ষট্টি খৃষ্টাব্দে যে সমস্ত ধূমকেতু দৃষ্ট হয় এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের ভ্রমণ পথের মধ্যে থাকিয়া যে সমুদয় কনিষ্ঠ গ্রহ সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, সে সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ উল্কা-পিণ্ড বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। শনিগ্রহের বলয়ত্রয়ও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডে বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বায়ু-সেবন ও গৃহ-পরিমার্জ্জন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বাস্তবিক উহা পৃথিবীস্থ জীবগণের জীবনস্বরূপ তাহার সন্দেহ নাই। অন্ন, জল, ব্যতিরেকে দুই এক দিবস অতিক্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু বায়ু-ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্র প্রাণ ধারণ করা যায় না। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্রতধারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে নবরাত্র করিয়া, অর্থাৎ নয় দিবস নিরশন থাকিয়া, জীবিত থাকেন, শুনা গিয়াছে; কিন্তু নির্ব্বাত স্থানে নয় পল মাত্র অবস্থিতি করিতে হইলে, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যে সমস্ত পথিক ও বণিক বালুকাময় মরুভূমি পর্য্যটন করে, তাহারা জলপান-ব্যতিরেকে ১০।১৫ দশ পনর ক্রোশ অনায়াসেই ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু নির্ব্বাত স্থান দিয়া ১০।১৫ দশ পোনের পদও গমন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব, বায়ু আমাদিগের জীবন-রক্ষার্থ যেমন আবশ্যক, অন্য কোন বস্তু সেরূপ নয়। অন্ন, জল ও জ্যোতি আবশ্যক বটে, কিন্তু বায়ুর তুল্য নয়। বায়ু পৃথিবীস্থ জীবের সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপ।

কিন্তু সকল স্থানের বায়ু সমানরূপ উপকারী নয়। বিশুদ্ধ বায়ুই প্রকৃতরূপ উপকারী। যেমন, দুর্গন্ধ জল পান করিলে ও গলিত ফল ভক্ষণ করিলে রোগ জন্মে, সেইরূপ অবিশুদ্ধ দুষ্ট বায়ু সেবন করিলেও রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। যিনি কলিকাতা নগরীর পথ-প্রান্তবর্ত্তিনী জলপ্রণালীর নিকটস্থিত দুর্গন্ধ বায়ু নিশ্বাস সহকারে শরীরস্থ করিয়াছেন, এই নগরীর লোক কি জন্য রুগ্ন শীর্ণ ও শ্রীভ্রষ্ট, তাহা তাঁহার অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। *

* এখন ইহার বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়া অনেক পরিমাণে দুর্গন্ধ নিবারণ হইয়াছে। এই সুখের বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রত্যুত, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালীন সুস্নিগ্ধ বিশুদ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া, হৃদয়-পদ্ম বিকসিত করিয়াছেন, চৌরঙ্গী-নিবাসী ইউরোপীয় লোক কি নিমিত্ত হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, তাহাও তাঁহার প্রতীত হইতে পারে।

শরীরের মধ্যে অবিশ্রান্ত রক্ত চলিতেছে। সেই রক্ত চলিতে চলিতে শরীরস্থ অন্যান্য দুষ্ট পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইতেছে; পরে অপর্য্যাপ্ত বায়ু নিশ্বাস-সহকারে দেহমধ্যে নীত হইয়া, সেই দূষিত রক্ত সংস্কৃত করিতেছে। যদি কোন অহিতকারী পদার্থ ঐ বায়ু-সমভিব্যাহারে সতত শরীরমধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে, আশু বা বিলম্বে রোগ জন্মে, তাহার সন্দেহ নাই।

বায়ু নানা কারণে ও নানা প্রকারে দূষিত হইতে পারে। মনুষ্যের শ্বাস-প্রশ্বাস উহার এক প্রধান কারণ। আমরা যে বায়ু নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া শরীরস্থ করি, তাহা শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বিকার প্রাপ্ত হইয়া বহির্গত হয়। ইহা নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবার সময়ে আমাদিগের প্রাণ-ধারণের উপযোগী থাকে; পরে প্রাণ-সংহারের উপযোগী হইয়া বাহির হইয়া আইসে। ইহার প্রাণ-ধারণ-গুণ নষ্ট হইয়া, প্রাণ-হরণ-গুণ উৎপন্ন হয়। ঐ বিষতুল্য বিকৃত বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া যে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা আমাদিগের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকারী। তাহা সেবন করা কর্ত্তব্য নয়।

বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা উক্তরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়, ইহা অক্লেশে পরীক্ষা করিয়া সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। চূণের জলে সামান্য বায়ু ব্যজন করিলে, সে জলের কিছুমাত্র রূপান্তর হয় না, যেমন তেমনই থাকে। কিন্তু ফুৎকার দিলে, উহা অবিলম্বে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মলিন হইয়া উঠে। যে অহিতকারী পদার্থ নিশ্বাস-সহকারে শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহা চূণের জলে মিলিত হইলে, সে জল ঐরূপ আবিল হইয়া থাকে।

আমরা যে গৃহে অবস্থিতি করি, সে গৃহের বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা অনবরতই উক্তরূপ দূষিত হইতে থাকে। যদি বাহিরের বায়ু প্রবাহিত হইয়া, ঐ দূষিত বায়ুকে অপসারিত করিয়া না দেয়, তাহা হইলে, ঐ বায়ু ক্রমশঃ বিষতুল্য হইয়া উঠে। উহা সেবন করিলে, অবিলম্বেই মৃত্যুগ্রাসে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মাণিকচাঁদ কলিকাতার দুর্গমধ্যে দৈর্ঘ্যে ১২ বার হস্ত ও প্রস্থে ৯ নয় হস্ত প্রমাণ একটি প্রকোষ্ঠে ১৪৬ একশ ছচল্লিশ জন ইংরাজকে সমস্ত রাত্রি রুদ্ধ করিয়া রাখাতে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। ঐ প্রকোষ্ঠের এক দিকে একটি মাত্র বাতায়ন ছিল; সুতরাং আবশ্যকমত বায়ু সঞ্চারের উপায় ছিল না। উল্লিখিত বন্দী সকলের নিশ্বাসে উক্ত গৃহের সমস্ত বায়ু অতি শীঘ্র ভ্রষ্ট হইয়া গেল, তাহারা অবিলম্বেই পিপাসায় অস্থির হইল, গাত্রদাহে দগ্ধ হইল এবং বায়ুবিরহে অধীর হইতে লাগিল। সকলেই কিঞ্চিৎ বায়ু লাভের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া, উর্দ্ধস্থ বাতায়নের নিকটস্থ হইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল এবং "বন্দুক করিয়া আমাদের যন্ত্রণার পর্য্যবসান কর" বলিয়া রক্ষকদিগের নিকট ব্যগ্রতা-সহকারে প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরিশেষে এক এক করিয়া হতচেতন হইয়া, ধরণীতলে পতিত হইল, এবং অবশিষ্ট সকলে তাহাদের মৃত শরীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বায়ু প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পর দিন প্রাতঃকালে দ্বারোদ্ঘাটন হইলে, দৃষ্ট হইল ১৪৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একশ ছচল্লিশ জনের মধ্যে ২৩ তেইশ জন মাত্র তখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে, অবশিষ্ট সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

নাসিকার ন্যায় লোম-কূপ দ্বারাও শরীরস্থ অনিষ্টকারী পদার্থ-সমূহ নিয়ত বহির্গত হয়। অতএব তদ্দ্বারাও গৃহের বায়ু ক্রমাগত দূষিত ও অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে। কখন কখন এমন দূষিত হয় যে, তদ্দ্বারা এক প্রকার দুঃসহ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিশির-কালে ঊষা-কালীন বিশুদ্ধ বায়ু সেবনপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির শয়নগৃহের কবাট উদ্‌ঘাটন করিয়া, তাহার শয্যার নিকট গমন করিলে, এরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় যে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয়।

এইরূপে নিশ্বাস-ক্রিয়া, স্বেদ-নিঃসরণ, রন্ধন-ধূম, দুর্গন্ধ বস্তুর বাষ্পোদ্গম ইত্যাদি অনেক কারণ দ্বারা গৃহের বায়ু অবিরত দূষিত হইয়া, গৃহবাসীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইতে থাকে। অতএব যাহাতে গৃহমধ্যে সতত বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে অর্থাৎ বাহিরের বিমল বায়ু গৃহের মধ্যে সর্ব্বদা সঞ্চারিত হইয়া, তথাকার দূষিত বায়ু বহির্গত করিয়া দেয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

তাহার উপায় করা কঠিন কর্ম্ম নয়। বায়ু আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, করুণাময় পরমেশ্বর উহা সর্ব্বত্র প্রচুর রাখিয়া দিয়াছেন। উহা সকল স্থানে, সকল গৃহে ও সকল রন্ধ্রেই সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পথ, ঘাট, গৃহ, কানন, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি যে কোন স্থানে আমাদের অবস্থিতি করা আবশ্যক হয়, তাহাই বায়ুরাশিতে পরিপূর্ণ। মৎস্য, কুম্ভীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জল-জন্তু যেমন জলাশয় মধ্যে নিমগ্ন থাকে, আমরাও সেইরূপ সুগভীর বায়ুরাশিতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। অতএব বায়ু যেমন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক, তেমনি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। কিন্তু কেমন দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরমেশ্বরের করুণাময় অভিপ্রায় অবহেলা করা আমাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, আমরা প্রযত্ন-পূর্ব্বক বায়ু-প্রবাহের প্রতিরোধ করিয়া থাকি। বাসস্থানে অপ্রতিহত বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা নিতান্ত আবশ্যক, ইহা এতদ্দেশীয় লোকেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করে না; সুতরাং গৃহ-নির্ম্মাণের সময়ে তাহার উপায় করিয়াও রাখে না।

এতদ্দেশীয় লোকের গৃহ-নির্ম্মাণের প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, বিস্মিত ও দুঃখিত হইতে হয়। গৃহমধ্যে জ্যোতিঃ ও বায়ু-সঞ্চালনের প্রতিষেধ করা যেন ঐ প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন গৃহ-সমুদায়ের এক একটি প্রকোষ্ঠ এক একটি সিন্দুক বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। বাস্তবিক, সিন্দুকের এক পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র ছিদ্র এবং অন্য এক পার্শ্বে তদপেক্ষা বৃহত্তর আর একটি চতুষ্কোণ ছিদ্র কর্ত্তন করিলে যেমন হয়, পূর্ব্বকালের প্রকোষ্ঠ-সমুদায় অবিকল সেইরূপ ছিল এবং অদ্যাপি পল্লিগ্রামে অনেক স্থানে সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রাচীর ভিত্তির ঊর্দ্ধদেশে দুই একটি হস্তপ্রমাণ গবাক্ষ বা বাতায়ন থাকে; তদ্দ্বারা যে প্রমাণ বায়ু গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, গৃহবাসীরা তাহাই সেবন করিয়া সজীব থাকেন। অনেকানেক তৃণাচ্ছাদিত গৃহে উক্তরূপ গবাক্ষ থাকে না; কেবল এক দিকে অথবা ঊর্দ্ধসংখ্যা দুই দিকে এক বা দুইটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার বিদ্যমান থাকে। আপাততঃ বোধ হয় উল্লিখিত গৃহ ও প্রকোষ্ঠ সমুদায় প্রস্তুত হইবার সময়ে তাহার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বায়ু যাহা রুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা বুঝি তাহা হইতে কোন কালেই নিঃশেষে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিঃসারিত হয় না। অনেক মহাশয় শীতঋতুতে গৃহের বাতায়ন উদ্‌ঘাটন করা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। তথাকার বিষপূরিত দূষিত বায়ু যত্নপূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐরূপ একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে বহুসংখ্যক লোক শয়ন করিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তথাকার বায়ু বিষাক্ত করিয়া রাখে। তাহারা সেই বিষাক্ত বায়ুর মধ্যে সমস্ত রজনী রুদ্ধ থাকিয়া যে প্রাতঃকালে সজীব শরীরে গাত্রোত্থান করে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ভাগ্যে আমরা উক্তরূপ গৃহের উক্তরূপ বাতায়নের সার্সী ব্যবহার করিতে শিক্ষা করি নাই, তাহাই তো বাতায়নের ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প বায়ু প্রবেশ করিয়া গৃহবাসীদিগের প্রাণরক্ষা করে। সার্সী ব্যবহার করিলে, সমুদায় রন্ধ্র রুদ্ধ হওয়ায়, তাহাদিগকে এক রজনীতেই মৃত্যুগ্রাসে প্রবিষ্ট হইতে হইত।

এই মহানগরের এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধুনাতন লোকেরা ইংরাজদিগের দৃষ্টান্তানুসারে গৃহের দ্বার ও বাতায়নাদি প্রশস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের গৃহনির্ম্মাণের সমগ্র প্রণালী বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, গৃহমধ্যে অতি প্রচুর বায়ু-সঞ্চার থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা তাঁহাদের কদাচ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে এক একটি প্রকোষ্ঠ-নির্ম্মাণের যেরূপ রীতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এতদ্দেশীয় সমগ্র গৃহই সেইরূপ রীতিক্রমে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোক আবাস-গৃহ চকবন্দি করা যেমন ভালবাসেন, অন্য কোন প্রণালী সেরূপ ভালবাসেন না। নূতন গৃহের সূত্রপাত করিবার সময়ে, অগ্রে চকের ঘরের স্থান রাখিয়া, তবে অন্যান্য কার্য্য আরম্ভ করেন। চকবন্দি করার গুণ এই যে, সমগ্র গৃহ চতুর্দ্দিকে প্রকোষ্ঠ-শ্রেণীতে বেষ্টিত থাকিয়া, চতুর্দ্দিকের বায়ু রোধ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে থাকে। বিশেষতঃ রাজধানীর মধ্যে উক্তরূপ চকবন্দি করা নিবাস-গৃহ অশেষ অনর্থের মূল। পল্লীগ্রামে স্থান সুলভ, গৃহ সমুদায় অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, বাস্তবাটীর চতুর্দ্দিকে প্রায়ই উদ্বাস্ত থাকে; অতএব তথায় চকবন্দি হইলেও, গৃহমধ্যে কিয়ৎপ্রমাণ বিশুদ্ধ বায়ু কথঞ্চিৎ সঞ্চারিত হইতে পারে। কলিকাতার বিষয় ইহার নিতান্ত বিপরীত; এখানে ভূমি অতি দুর্লভ। গৃহ অতি সঙ্কীর্ণ। চতুর্দ্দিক চকবন্দি হইলে অঙ্গন অতি অল্প থাকে। এই সমস্ত চকের ঘর দ্বিতল এবং ত্রিতল হইয়া থাকে। বাটীর পার্শ্বে কিছুমাত্র উদ্বাস্ত থাকে না। প্রতিবাসীর বাস-গৃহ এরূপ সন্নিহিত ও সংলগ্ন যে, সেদিকে একটি বাতায়ন রাখিবারও উপায় হয় না। উক্তরূপ এক একটি গৃহ এক একটি কূপ বলিয়া অনায়াসেই উল্লিখিত হইতে পারে। আবার যখন ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হয়, তখন দারুময় সিন্দুকের সহিত উহার কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না। উহার মধ্যে নিশ্বাস-বিষ নির্গত হইতেছে, স্বেদ-বিন্দু সঞ্চিত হইতেছে, রন্ধন-ধূম বিরচিত হইতেছে এবং কত প্রকার গলিত বস্তুর বিষময় বাষ্প সঞ্চরণ করিতেছে। করুণাময় পরমেশ্বর, গৃহমধ্যে অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ুর সতত সঞ্চার থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, যে মঙ্গলগর্ভ মনোহর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় লোকে সে নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া, সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতেছেন।

আমরা ভ্রান্তিক্রমে যাহা সুখের বিষয় বিবেচনা করি, আমাদিগের বুদ্ধি-দোষে তাহা অত্যন্ত অসুখের কারণ হইয়া উঠে। ক্রিয়াকাণ্ডের সময়ে গৃহস্থের গৃহ যেরূপ অনিষ্টকারী ও বীভৎসজনক হয়, তাহা এই মাত্র উল্লিখিত হইল। রাত্রিকালে নৃত্যগীতাদি হইলে, ততোধিক অহিতকারী হইয়া উঠে। উহা চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও প্রকোষ্ঠ-শ্রেণীতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিবেষ্টিত, উপরিভাগে চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত, এবং অভ্যন্তরে লোক-জনে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক, উহা উর্দ্ধাধঃ সংবলিত দশ দিকে রুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিলেও অসঙ্গত হয় না। বহির্দ্বার উদ্‌ঘাটিত থাকে বটে, কিন্তু কৌতুকাবিষ্ট অনাহূত লোকের সমাগমে নিতান্ত নিরবকাশ হইয়া যায়। কোন দিক হইতে বায়ু সঞ্চরণের পথ থাকে না। লোকের নিশ্বাসে ও স্বেদনিঃসরণে তথাকার রুদ্ধ বায়ু অতি শীঘ্র দূষিত হয়, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এমন দুর্গন্ধ হয় যে, অসহ্য হইয়া উঠে। তালবৃন্তধারী আজ্ঞাকারী ভৃত্যগণ, সেই সমস্ত দুর্গন্ধময় ঘনীকৃত গরল বারংবার সঞ্চালন করিয়া, নিয়োগকর্ত্তাদিগের ও তদীয় বান্ধবদিগের মুখমণ্ডলে প্রক্ষেপ করিতে থাকে। রাত্রি-জাগরণ ও বিষ-পূরিত বায়ু পরিবেষণ দ্বারা তত্রস্থ সমস্ত লোকের শরীর অবিলম্বে ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া পড়ে। যাঁহারা নিশার্দ্ধ সময়ে অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সতেজ-শরীরে ও সরস-বদনে সঙ্গীত-ভূমি আরোহণ করেন, প্রাতঃকালে তাঁহাদিগকে বিবর্ণ-বদন ও ক্লিষ্ট-লোচন অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইতে হয়! তদীয় মুখশ্রীতে স্বকীয় অত্যাচারের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা আমাদিগের আবাস-গৃহ উল্লিখিতরূপ বিধিবিরুদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করেন, তাঁহারা দেব-গৃহও তদনুরূপ করিবেন, ইহা সর্ব্বতোভাবেই সম্ভব; ফলতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাঁহারা দেবালয়-নির্ম্মাণ-বিষয়ে শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানবিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের একশেষ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় দেব-মন্দিরের মধ্যে অনেক মন্দিরই একদ্বার। যদি বা দুই দ্বার থাকে, তাহার একটি চিরদিন রুদ্ধ; অতএব তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চার ও অব্যাহত জ্যোতিঃ-সমাগমের সম্ভাবনা থাকে না। পবন তথায় প্রবেশ করিতে স্থান পান না এবং সূর্য্যও স্বীয় রশ্মি বিকীর্ণ করিতে পথ পান না। সুপ্রশস্ত উন্নত মন্দিরের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধ্যে দিবা-রাত্রি রাত্রি বিরাজ করে, এবং উহা প্রস্তুত হইবার সময়ে যে বায়ু উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা চিরকারারুদ্ধ দুষ্ট লোকের ন্যায় দূষিত ভাবে চিরকালই তথায় অবস্থিতি করে। কোন কোন প্রধান তীর্থের প্রধান মন্দিরে দিবাভাগেও দীপালোক ব্যতিরেকে দেব-সেবা সম্পন্ন হয় না। ঐ সমস্ত দেবালয়-মধ্যে দীপ-শিখার ধূম উত্থিত হয়, বিল্বদল ও কুসুম-পুষ্প গলিত হইয়া দুর্গন্ধ হয়, যাত্রিগণের নিশ্বাস-বায়ু নিঃসৃত হইয়া ব্যাপ্ত হয় এবং যে মন্দিরে শক্তি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার অভ্যন্তর ও বাহির পশুকণ্ঠ-বিনির্গত পূতিগন্ধ শোণিতে দূষিত হইয়া অতিমাত্র জঘন্য হইয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় লোকের গৃহ-নির্ম্মাণের প্রণালী-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, ঐ প্রণালী যে অত্যন্ত অনিষ্টকারী, ইহা অক্লেশেই প্রতীত হইতে পারে। বাসগৃহের সূত্রপাত করিবার সময়ে সর্ব্বাগ্রে অপর্য্যাপ্ত বায়ু-সঞ্চারের সদুপায় নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

রন্ধনের ধূম, গলিত বস্তুর বাষ্প, দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা, লোমকূপ বিনির্গত স্বেদ-বিন্দু ইত্যাদি অনেক বস্তু দ্বারা গৃহের বায়ু নিয়ত দূষিত হইয়া থাকে, ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যে সমস্ত দুঃখী লোক এক কুটীর বা প্রকোষ্ঠের মধ্যেই অশন, শয়ন, রন্ধনাদি সমস্ত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহাদিগের গৃহের বায়ু ঐ সমস্ত অনিষ্টকারী পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া, অনবরতই দোষাশ্রিত হয়। যে গৃহে ঐ সমস্ত বস্তু বিদ্যমান থাকে, সতত বায়ুসঞ্চার থাকিলেও তথাকার বায়ু বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। প্রত্যুত নিরন্তর বিষাক্ত হইয়া, গৃহবাসীদিগের শরীরের তেজ ও মনের বীর্য্য বিনাশ করিতে থাকে। অতএব বাসগৃহ সতত পরিষ্কৃত রাখা, গলিত ও দুর্গন্ধ বস্তু দৃষ্টিমাত্র অপসারিত করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেওয়া এবং রন্ধনের ধূম গৃহমধ্যে রুদ্ধ না হইয়া, যাহাতে তৎক্ষণাৎ উত্থিত ও বহির্গত হইয়া যায়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

শরীরের স্বেদাদি দ্বারা শয্যায় আস্তরণ মলিন হইলে, অত্যন্ত অস্বাস্থ্য-জনক হয়। তাহা হইতে যে এক প্রকার দুঃসহ দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে, তাহা নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রোগাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে। অনেক ব্যক্তির শয্যা এরূপ মলিন ও দুর্গন্ধ, যে উহা কস্মিন্ কালে রজকের হস্ত স্পর্শ করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। উহা প্রতিরাত্রিতে স্বেদস্বরূপ গরল সংযুক্ত হইয়া, তাহাদিগের স্বাস্থ্যসুখ হরণ করে, ইহা তাহারা জানিতে পারে না। অতএব শয্যা পরিস্কৃত রাখা, বিশেষতঃ তাহার আস্তরণ সতত প্রক্ষালন ও পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার পরে, উহার আস্তরণাদি তুলিয়া বায়ু সেবিত করা এবং শয়নগৃহের দ্বার ও বাতায়ন উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক তন্মধ্যে বায়ু-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে দেওয়া, সম্যক রূপেই বিধেয়। রাত্রিকালের শ্বাস, প্রশ্বাস ও স্বেদ নিঃসরণ দ্বারা গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে, তাহা উল্লিখিত বায়ু-প্রবাহ দ্বারা অপসারিত হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ বায়ু সমাগত হইতে পারে, এবং শয্যাতে যে সমস্ত স্বেদবিন্দু বিলিপ্ত থাকে, তাহাও ঐ বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বিচলিত ও উড্ডীন হইয়া বহির্গত হইতে পারে। যাহাদের শরীর সুপটু নয়, তাহাদিগের শয্যা ও শয়নগৃহ উত্তমরূপ বায়ু-সেবিত করা নিতান্ত আবশ্যক ও সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক ব্যক্তি রাত্রিকালে অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইত। বিস্তর ঔষধ সেবন করিয়াছিল, কিছুতেই প্রতীকার হয় নাই। কিছু দিন পরে দৃষ্ট হইল, তাহার শয্যার আস্তরণ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আস্তরণ পাতিয়া দিলে, ২।৩ দুই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তিন দিবস পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ঘর্ম্ম হয় না, এবং নিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটে না। ইহা দেখিয়া, তাহার সমুদায় শয়ন বস্ত্র দুই দিবসান্তর প্রক্ষালন করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার সে রোগের আশু প্রতীকার হইল এবং সে উত্তরোত্তর বলবান্ হইতে লাগিল।

ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য, বিশেষতঃ সামিষ ব্যঞ্জন কিয়ৎক্ষণ থাকিলেই পচিয়া উঠে; ইহা হইতে যে দুর্গন্ধময় বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা আমাদিগের পক্ষে বিষবৎ অনিষ্টকারী। তাহার ঘ্রাণ লইলে, শারীর-স্বাস্থ্যসাধনের অতি শীঘ্র ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব, উহা গৃহ হইতে অবিলম্বে অপসারিত করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পীড়িত ব্যক্তির গৃহে ঐ সকল সামগ্রী ক্ষণমাত্র রক্ষা করা বিধেয় নয়।

নিশ্বাস সহকারে শরীর হইতে যে বিষ-তুল্য অনিষ্টকারী পদার্থ নির্গত হয়, রাত্রিকালে বৃক্ষলতাদি হইতেও সেই পদার্থ নিঃসৃত হইয়া, সমীপস্থ সমস্ত বায়ু দূষিত করে। অতএব শয়ন গৃহে সজীব বৃক্ষ ও জলাভিষিক্ত পুষ্প স্থাপিত করা, কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়; যে গৃহে ঐ সমস্ত বস্তু স্থাপিত হয়, তাহাতে শয়ন করিয়া, অনেক ব্যক্তি এক রজনীর মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় অনেক লোক প্রস্তাবিত বিষয়ে আর একটি দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাহার তুলনায় উল্লিখিত সমুদায় দোষ, সামান্য দোষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় শৌচাগার পার্য্যমাণে পরিষ্কৃত রাখিতে চাহেন না। কোম্পানির লোক তদর্থে তাঁহাদিগকে উত্তেজনা করিলে, তাহাকে উৎকোচ দিয়া বিদায় করিয়া দিবেন এবং আপনারা সপরিবারে দুঃসহ দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া থাকিবেন, তথাচ উহার প্রতীকারার্থে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় অঙ্গীকার করিবেন না। মনে করুন, যৎকিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া ব্যয়ের লাঘব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিলেন; কিন্তু শৌচাগারজনিত সাঙ্ঘাতিক বিষ নিয়ত শরীরস্থ করিয়া প্রাণ-ধন বিসর্জ্জন দিতেছেন, ইহা ভ্রমেও একবার ভাবেন না। প্রজারা যখন নিজ ভবনে, এবং রাজ-পুরুষেরা যখন রাজপথের প্রান্তবর্ত্তিনী জল-প্রণালীতে উক্তরূপ সাঙ্ঘাতিক বিষ সঞ্চার করিয়া রাখেন, তখন যে কলিকাতা একটি প্রকৃতরূপ প্রধান নরক হইয়া উঠিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি।

গৃহের বায়ু অভ্যন্তরস্থ অনিষ্টকর পদার্থ দ্বারা যেমন দূষিত হয়, সমীপস্থ অস্বাস্থ্য-কর বস্তু দ্বারাও সেইরূপ হইয়া থাকে। কলিকাতার সর্ব্বস্থানেরই বায়ু দোষাশ্রিত; অতএব তদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত আর কি লিখিব! রাজপুরুষেরা অনুকূল হইয়া, উল্লিখিত জল-প্রণালী সমুদায়ের প্রতীকার না করিলে, মহানগর কলিকাতা জিজীবিষু ব্যক্তির বাস-যোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। * পল্লিগ্রামে বাস্তুর চতুর্দ্দিকে অনেক উদ্বাস্তু থাকাতে অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু প্রাপ্ত হইবার উপায় আছে বটে, কিন্তু গৃহের পার্শ্ব-দেশ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত করিয়া রাখাতে, সেই বিশুদ্ধ বায়ু অবিশুদ্ধ না হইয়া, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পায় না। দ্বার-সন্নিহিত আবর্জ্জনা-রাশি, দুর্গন্ধময় ক্ষুদ্র জলাশয়, বাঁশ বাকসাদির নিবিড় জঙ্গল ইত্যাদি অহিতকারী বস্তু দ্বারা সমুদায় গ্রামস্থ লোকের অতি সুলভ স্বাস্থ্যলাভের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটে। গৃহ-মধ্যে মলমূত্রাদি যত প্রকার আবর্জ্জনা উপস্থিত হয়, সমুদায়ই বহির্দ্বার অথবা গুপ্তদ্বারের সমীপে রাশীকৃত থাকিয়া গৃহ-বাসীদিগের সতেজ শরীর নিস্তেজ ও সুস্থ দেহকে অসুস্থ করিয়া থাকে। উল্লিখিত অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী যে সময়ে জলপূর্ণ হয়, সে সময়ে তটস্থ-তৃণাদি

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে এ বিষয়ের প্রতীকার-সাধন কার্য্য আরম্ভ হওয়াতে, কলিকাতার পূর্ব্বাবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তন্মধ্যে পতিত হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, এবং গ্রীষ্মকালে সেই জল যত শুষ্ক হয়, ততই বিষ-তুল্য বাষ্প-রাশি তাহা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে রোগ ও মারী বিকীর্ণ করিতে থাকে। গৃহ-পার্শ্বে যে স্থানে নিবিড় জঙ্গল থাকে, তথাকার বায়ু কোন কালেও পরিশুষ্ক ও পরিশুদ্ধ হয় না। সে স্থানে যখন গমন করা যায়, তখনই এক প্রকার দুরাঘ্রেয় গন্ধ নাসিকা রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। বিশেষতঃ বর্ষ কালে গলিত পত্রাদি পচিয়া এমন অহিতকারী হয় যে, বোধ হয়, অনেক স্থান কলিকাতা অপেক্ষাও অস্বাস্থ্যজনক হইয়া উঠে।

বাস্তু ও উদ্বাস্তুর এইরূপ অপরিষ্কৃত অবস্থা যে রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ, ইহার শত শত প্রমাণ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এডিন্‌বরা নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে কতকস্থান এ প্রকার অস্বাস্থ্যকর ছিল যে, প্রতিবৎসরই বসন্তকালে তথাকার কৃষকদিগের কম্পজ্বর হইত। তাহারা মনে করিত, পরমেশ্বরের বিড়ম্বনাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পরে যখন তথাকার প্রবাহ-শূন্য পীড়া কারক জলাশয় সকল শোধিত হইল, সুনিয়মানুসারে কৃষি কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল, গৃহ সমুদায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত করিবার রীতি প্রচলিত হইল এবং দ্বার-সন্নিধানে যে সকল দুর্গন্ধময় রাশীকৃত আবর্জ্জনা থাকিত, তাহা দূরীকৃত হইল, তখন পূর্ব্বকার সমুদায় রোগ তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া সে স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক বলিয়া, এতদ্দেশীয় লোকের যাবৎ হৃদয়ঙ্গম না হইবে, তাবৎ তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত বিবিধ শাস্তি ভোগ করিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকিবেন।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রহণ।

সূর্য্য নিজে তেজোময়, চন্দ্র ও পৃথিবী নিজে তেজোময় নয়, ইহা চারুপাঠের দ্বিতীয়ভাগে লিখিত হইয়াছে। আর পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে ও চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, ঐ পুস্তকে এ বিষয়েরও বিবরণ করা গিয়াছে। যে যে ছাত্রের তাহা স্মরণ আছে, তাঁহারা সহজেই গ্রহণের বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

ঐরূপ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আইসে, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়, এই নিমিত্তই চন্দ্রকে অন্ধকারে আবৃত দেখায়। ইহাকে চন্দ্রগ্রহণ কহে। পশ্চাল্লিখিত চিত্রময় প্রতিরূপ দেখিলেই এ বিষয় অক্লেশে বুঝিতে পারা যাইবে। স, সূর্য্য; পৃ, পৃথিবী; চ, চন্দ্র; ক, খ, ছ, পৃথিবীর ছায়া; চন্দ্র এই ছায়াতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ ছায়া প্রবেশকেই চন্দ্রের গ্রহণ বলে। পৃথিবী ও চন্দ্রের গতির যেরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে কোন কোন পূর্ণিমাতে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আইসে। এই নিমিত্ত কেবল সেই সেই পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। সকল পূর্ণিমাতে পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্যের ঐরূপ মধ্যবর্ত্তী হয় না; সুতরাং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে না; এই নিমিত্ত সকল পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হয় না।

চন্দ্র যখন ছায়ার মধ্যস্থল দিয়া গমন করে, তখন চন্দ্রের সমুদায় অংশ ছায়াতে আবৃত হয়। ইহাকেই সর্ব্বগ্রাস বলে।

যখন চন্দ্র ঐ ছায়ার এক পার্শ্ব দিয়া গমন করে, তখন চন্দ্রের সমুদায় অংশ ছায়াতে আবৃত না হইয়া, কিয়দংশ মাত্র আবৃত থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহাকেই আংশিক গ্রাস বলে। কখন দ্বিপাদ গ্রাস, কখন ত্রিপাদ গ্রাস, কখন বা পাদমাত্র গ্রাস হয়।

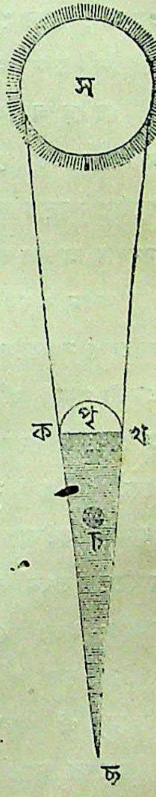

ছায়াতে আবৃত হওয়াতে, যেমন চন্দ্রের গ্রহণ হয়, সূর্য্যের গ্রহণ সেরূপ নয়। যখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আইসে, তখন চন্দ্রের দ্বারা সূর্য্য ঢাকা পড়ে। ইহাকেই সূর্য্যগ্রহণ কহে। পশ্চাৎ এ বিষয়ের যে চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকটিত হইল, তাহা দেখিলে সূর্য্যগ্রহণের বিষয় অনায়াসে বোধগম্য হইবে। স, সূর্য্য ; চ, চন্দ্র ; ক, খ, চন্দ্রের ছায়া ; পৃ, পৃথিবী। চন্দ্রের দ্বারা সূর্য্যের এইরূপ আচ্ছন্ন হওয়াকেই সূর্য্যগ্রহণ বলে। যেমন হাত আড়াল দিলে সম্মুখস্থ প্রদীপ দেখা যায় না, সেইরূপ চন্দ্র সূর্য্যের সম্মুখে আইলে, সূর্য্যের যে অংশ চন্দ্রের অন্তরালে অবস্থিত হয়, সেই অংশ দেখা যায় না।

প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, সূর্য্য যেমন নিজে তেজোময়, চন্দ্র সেরূপ নয়। সূর্য্যের রশ্মি পাইয়া চন্দ্র প্রকাশ পায়। সূর্য্যগ্রহণের সময় চন্দ্রের যে ভাগ সূর্য্যের দিকে থাকে, সে ভাগ সূর্য্যরশ্মি পাইয়া প্রকাশিত হয়। আর যে ভাগ আমাদের দিকে থাকে, সে ভাগ ঐ রশ্মি না পাওয়াতে অপ্রকাশিত থাকে। এই নিমিত্ত সে সময়ে আমরা চন্দ্রও দেখিতে পাই না।

পৃথিবী ও চন্দ্রের গতির যেরূপ নিয়ম নিরূপিত আছে, তদনুসারে কোন কোন অমাবস্যাতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে আইসে;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই নিমিত্ত কেবল সেই অমাবস্যাতেই সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সকল অমাবস্যাতেই চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের সেইরূপ মধ্যবর্ত্তী হয় না; সুতরাং সূর্য্য, চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। এই নিমিত্ত সকল অমাবস্যাতে সূর্য্যগ্রহণ ঘটে না।

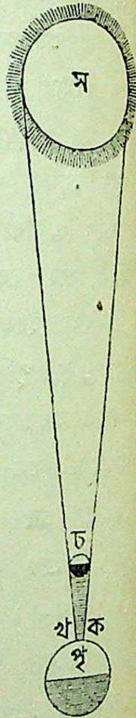

যে যে অমাবস্যাতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হয়, সেই সেই অমাবস্যাতে চন্দ্রের দ্বারা সূর্য্যের সমুদায় অংশ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সমুদায় আচ্ছন্ন হওয়াকেই সর্ব্বগ্রাস বলে।

কখন কখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হইলেও সর্ব্বগ্রাস হয় না। যেমন চক্ষুর অধিক নিকটে একটা পয়সা ধরিলে কোন গুম্বজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, ঐ পয়সা দ্বারা গুম্বজের সমুদায় অংশ ঢাকা পড়ে, সেইরূপ যখন চন্দ্র, পৃথিবীর ও সূর্য্যের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হইবার সময়ে, পৃথিবীর অধিক নিকটে আইসে, তখন সূর্য্যের সমুদায় অংশ চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। যেমন চক্ষু হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটা পয়সা ধরিয়া গুম্বজের মধ্যস্থলে দৃষ্টিপাত করিলে, ঐ গুম্বজের কিয়দংশ মাত্র ঐ পয়সাতে ঢাকা পড়ে এবং ঐ অংশের চারি পার্শ্ব দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে; সেইরূপ যখন চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্যবর্ত্তী হইবার সময়ে, পৃথিবী হইতে কিছু অন্তরে থাকে, তখন সূর্য্যের কিয়দংশ মাত্র চন্দ্র দ্বারা আবৃত হয়, এবং ঐ অংশের চারিপার্শ্ব দৃষ্টি গোচর থাকিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলয়ের ন্যায় দেখা যায়। এই পরম সুদৃশ্য সূর্য্য-গ্রহণকে সূর্য্যের মাধ্য-গ্রাস বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এরূপ গ্রহণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সচরাচর ঘটে না। ১৮৩৬ আঠার শ ছত্রিশ খৃষ্টাব্দে ১৫ পনরই মে ব্রিটিশ দ্বীপে সূর্য্যের যেরূপ মাধ্যগ্রাস দৃষ্ট হইয়াছিল, পশ্চাৎ তাহার প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল।

সম্প্রতি ১৭৭৯ সতরশ উনআশি শকের ৩ তেসরা চৈত্রও ইংলণ্ডের দক্ষিণ ভাগে সূর্য্য-মণ্ডলের ঐরূপ মাধ্য-গ্রাস দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। পৃথিবীর সকল স্থলে সূর্য্য অথবা চন্দ্রের এককালীন উদয় হয় না; গ্রহণের সময়ে যে যে স্থানে উদয় হয়, সেই সেই স্থানের লোকেরা গ্রহণ দেখিতে পায়, অন্য অন্য স্থানের লোকেরা দেখিতে পায় না।

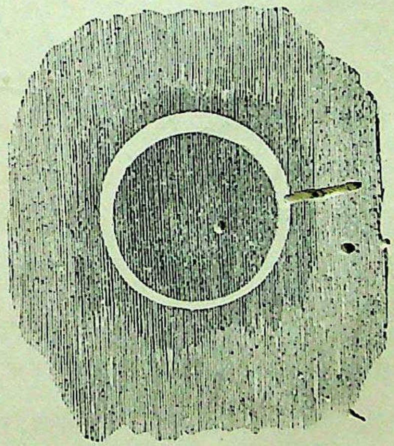

কিন্তু সূর্য্য-গ্রহণের সময়ে যে যে স্থানে সূর্য্যের উদয় হয়, তাহারও সকল স্থানে গ্রহণ দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

সূ, সূর্য্য; চ, চন্দ্র; অ, ক, খ, হ, পৃথিবীর কিয়দংশ, গ, ঘ, চন্দ্রের ছায়া। ঐ গ, ঘ, চিহ্নিত স্থানের লোকেরা সূর্য্যের সর্ব্ব-গ্রাস দেখিতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাইয়াছে ; গ, ক ও ঘ, খ, স্থানের লোকেরা সূর্য্যের কিয়দংশমাত্র আচ্ছন্ন দেখিতেছে। কিন্তু যে যে স্থানে এক একটি চক্ষুর প্রতিরূপ আলিখিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের লোকেরা সূর্য্যের সমুদয় অংশই অনাচ্ছন্ন দেখিতেছে। সুতরাং তাহারা গ্রহণ দেখিতে পাইতেছে না। ক, খ, চিহ্নিত স্থানের লোকেরা গ্রহণ দেখিতে পায় ও ক, অ ও খ, হ, স্থানের লোকেরা সেই সময়ে গ্রহণ না দেখিয়া, তেজোময় সূর্য্য দর্শন করিতেছে। ইহা আপাততঃ আশ্চর্য্য বিষয় বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা জানিলে, আর আশ্চর্য্য বোধ হয় না।

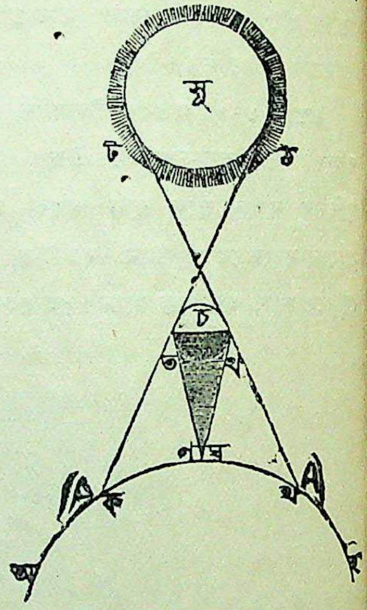

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

স্বপ্ন-দর্শন,—ন্যায়-বিষয়ক।

আমি বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর-প্রদেশীয় বহুতর স্থান পর্য্যটন করিয়া, শীত-ঋতুর উপক্রমেই বিন্ধ্যাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এ প্রদেশে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিক্ মেঘাবৃতবৎ ঘনতর কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন থাকে; অতি শীতল পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হইয়া, কলেবর কম্পমান করে ও বৃক্ষপত্রের শিশির-বিন্দু-সমুদায় ঝরঝর শব্দে পতিত হইয়া, তলস্থ ভূমিকে অল্প অল্প আর্দ্র করিতে থাকে। সূর্য্য-বিম্ব সর্ব্বদা ম্লান মূর্ত্তি; গগন-মণ্ডলে বহু দূর উত্থিত হইলেও নীহার-প্রভাবে চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় অতি মৃদু ভাবে প্রকাশ পায়, এবং মধ্যাহ্ন কালেও তদীয় কিরণ-জাল পরম-সুখ-সেব্য বলিয়া অনুভূত হয়। সায়ংকালে ও রজনীতে গৃহের বহির্ভূত হওয়া, অত্যন্ত দুষ্কর; তৎকালে দ্বাররোধ করিয়া অগ্নিসেবন করাই পরম প্রীতিকর বোধ হয়। গত দিবস যামিনী-যোগে যোগমায়ার মন্দিরের সমীপবর্ত্তী গৃহে কতকগুলি উদাসীনের সহিত একত্র উপবেশন-পূর্ব্বক অগ্নি-সেবন ও পরস্পর কথোপকথনে মহাসুখে কালযাপন করিতেছিলাম। আমার বামপার্শ্বে এক বিমর্ষ যুক্ত মৃদু-ভাষী তরুণ-বয়স্ক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন; কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া অবগত হইলাম, তিনি বাঙ্গালাদেশীয় এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার পিতার পরলোক-যাত্রার পরে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রেরা প্রতারণা করিয়া,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাঁহাকে পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে। তিনি অতি নির্ব্বিরোধ মনুষ্য; বিবাদ-বিসংবাদে কোন ক্রমে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না; তথাপি আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শক্রমে রাজদ্বারেও ইহার প্রতীকার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিপক্ষের সহায়-সম্পত্তি-বল অধিক ছিল, একারণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; অবশেষে মনোদুঃখে সংসার-বিরক্ত হইয়া, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই আমার সম্মুখবর্ত্তী আর এক সুশীল শান্ত-স্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ উদাসীন, "হা নারায়ণ!" বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"ভাই! তোমার দারুণ দুঃখের কথা শুনিয়া, আমি মহা-খেদান্বিত হইলাম; এক্ষণে আমার দুর্দ্দশার বিষয় কিছু শ্রবণ কর। আমি কোন রাজ-সংক্রান্ত সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত ছিলাম এবং নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, যশোভাজন হইয়াছিলাম; ইতিমধ্যে আমার উপরিতন অধ্যক্ষের মৃত্যু ঘটনা হইলে, অন্য এক ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। প্রথমাবধি তাঁহার আচরণ দেখিয়া বোধ হইল, রাজ-কোষের সর্ব্বস্ব হরণ-সঙ্কল্প করিয়াই তিনি এ কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমাকে তাঁহার অনুগামী করিবার নিমিত্তে বিস্তর কৌশল করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই মানস পূর্ণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে আমাকে পদ-চ্যুত করিবার নিমিত্তে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমাগত তিন বৎসর শঠতা, মিথ্যাকথন ও নানাপ্রকার প্রতারণার অনুষ্ঠান দ্বারা চরিতার্থ হইয়া, আপনার কোন প্রিয়-পাত্রকে আমার পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রধান প্রধান রাজ-পুরুষেরা অনেকেই তাঁহার দুষ্ট ব্যবহার ও আমার নির্দ্দোষ চরিত্র জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই মনোযোগ করিলেন না। এ সকল বিষয়ের যেরূপ চরম ফলাফল দেখিয়া আসিতেছি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তে আমার নিশ্চয় বোধ হইল, ইহার প্রতীকার করা এক প্রকার ধ্য। অতএব নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া সংসারাশ্রমে ধিক্কার দিয়া, পথের পথিক হইয়াছি।

এই সমুদায় শোচনীয় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, আমি বিষাদ-সমুদ্রে মগ্ন লাম, এবং দয়া, ক্ষোভ ও ক্রোধ পর্য্যায়ক্রমে আমার অন্তঃকরণকে লিত করিতে লাগিল। সাংসারিক লোকের এই সকল অন্যায়াচরণ তে ভাবিতে, সে রজনীতে আমার সুন্দররূপ নিদ্রা হইল না; চিন্তাকুল-চিত্তে সুচারু সুষুপ্তি-সমাগম সম্ভব নয়। পরে রাত্রিশেষে ৎ নিদ্রাকর্ষণ হইতেই আমি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারসকলই দর্শন লাম! সে সমুদায় আমার এরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়া রহিয়াছে যে, কি বাস্তবিক, সহসা অনুভব করা যায় না। আমি জন-সমাজের প্রকার বিপর্য্যয় দেখিয়াছি, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য ও স্বদেশসম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্টি করিয়াছি, ই যথার্থবৎ বর্ণন করি। কিন্তু স্বপ্নের সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকিলেও না থাকিতে পারে।

আমার বোধ হইল, যেন কোন তিমিরাবৃত রজনীতে ভ্রমণ তে করিতে, অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলের পশ্চিমাংশ দাব-দাহ অসামান্য জ্যোতিঃপূর্ণ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আশ্চর্য্য তেজোরাশি দ্রুতবেগে অধোদিকে আগমন করিতে ল। অনুভব হইল, যেন সূর্য্য-মণ্ডল কোন অনির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় বশতঃ স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া, পতিত হইতেছে। কিঞ্চিৎ সমীপস্থ ল, তাহার অভ্যন্তরে এক পুরুষচ্ছায়া প্রত্যক্ষবৎ আভাসমান । তাহার কিছুকাল পরে, স্পষ্ট দেখিলাম,—শুভ্রকান্তি, শুভ্র-াদি-বিশিষ্ট শুভ্রালঙ্কার-ভূষিত কোন তেজঃপুঞ্জ পুরুষ এক মণিময়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দণ্ডহস্তে * পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন। সেই দণ্ডের শিরোভাগে 'ন্যায়' এই অক্ষরদ্বয় অঙ্কিত ছিল, এবং দিবসে যেমন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, সেই তেজোমণ্ডল-মধ্যে ন্যায়-দণ্ডের প্রভা সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ফলতঃ সেই পুরুষের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া, আমার নিশ্চয় প্রতীত হইল, ইনি ধর্ম্ম-পুরুষ; ন্যায়দণ্ড হস্তে করিয়া ভূ-লোক শাসনার্থ আগমন করিতেছেন। অনেকেই তাঁহার প্রখর প্রভা সহ্য করিতে না পারিয়া, ভীত-চিত্ত হইল; আর যিনি যিনি সহিষ্ণুতা-প্রভাবে তাঁহাকে সুন্দররূপ নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন. তাঁহার নিকটে তিনি পরম রমণীয় রূপে প্রকাশিত হইলেন। এক কালেই তিনি ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গি দ্বারা কাহাকেও ভয়ে কম্পমান করিলেন, কাহাকেও বা প্রসন্ন-বদনে সুমধুর-হাস্য-প্রকাশ দ্বারা পরমানন্দ-নীরে নিমগ্ন করিতে লাগিলেন। যখন তিনি ভূ-মণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্যের দৃষ্টিপথের অন্তর্গত হইলেন; তখন চতুর্দ্দিকে কতকগুলি মেঘাবলি বিস্তার দ্বারা আপনার মহামহিমান্বিত জ্যোতিঃ-পূর্ণ মূর্ত্তি আবৃত করিয়া, তৎপরিবেশ-স্বরূপ আলোক-ঘটা নানা বর্ণভূষিত ও সর্ব্বলোকের সুখদৃশ্য করিয়া বিকীর্ণ করিলেন। ইতিমধ্যে যাবতীয় লোক বিস্ময়াপন্ন ও শঙ্কাকুল হইয়া, এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমাগত হইল। বোধ হইল, যেন সমুদায় মনুষ্য একত্র উপস্থিত হইয়াছে। অকস্মাৎ "সত্যের জয়! সত্যের জয়!" বলিয়া ঘন ঘন আকাশ-বাণী হইতে লাগিল। পরে সেই মহামহিমান্বিত পুরুষ মেঘাভ্যন্তর হইতে কহিতে লাগিলেন.—"মানবগণ! রাজ্যের অবিচার-নিবারণার্থে আমার আগমন হইয়াছে, তোমরা আপন আপন প্রাপ্য বিষয় প্রাপ্ত্যর্থে প্রস্তুত হও!" এই আকস্মিক দৈবধ্বনি শ্রবণ করিয়া,

* পুরাণে ধর্ম্মের এইরূপ মূর্ত্তি বর্ণিত আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন-সমাজ ভয়, আশা, হর্ষ ও খেদে যে প্রকার বিচলিত হইল, তাহা বর্ণন করা যায় না।

তদনন্তর ধর্ম্ম অনুমতি করিলেন,—"প্রথমতঃ বিষয়াধিকারের বিষয় মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ধনে যাহার স্বত্ব আছে, তিনি তাহা এই দণ্ডেই প্রাপ্ত হইবেন। অতএব যাহার যত লেখ্যপত্র আছে, সমস্ত উপস্থিত কর।" ইহা শুনিয়া যাবতীয় লোক স্ব স্ব স্বত্বাধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিবিধ-প্রকার লেখ্য-পত্র আহরণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! তাহাদের উপর ন্যায়দণ্ডের জ্যোতিঃ পতিত হইবামাত্র, তাহাদের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। সেই দণ্ডের এ প্রকার আশ্চর্য্য গুণ যে, তদীয় কিরণ-স্পর্শমাত্র যাবতীয় কৃত্রিম পত্র দগ্ধ হইয়া গেল। দহ্যমান পত্রের প্রজ্বলিত অগ্নি, মুদ্রার লাক্ষাদ্রব ও অনর্গল ধূমোদ্গম দ্বারা সে স্থান অতি ভয়ানক ও পরম বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। কোন কোন পত্রের দুই চারি পংক্তি ও কোন কোন পত্রের কেবল কতিপয় প্রক্ষিপ্ত অক্ষর নষ্ট হইয়া, তাহার অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। কিন্তু শত শত মুদ্রার ষ্ট্যাম্প-পত্র সকল দাবানল-দগ্ধ মহারণ্যের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া, পর্ব্বতাকার হইল। সেই লক্ষ লক্ষ মণিময় দণ্ডের জ্যোতিঃ কত কত পরম গুহ্য স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, অলক্ষিত অপহৃত ও সংগোপিত লেখ্য-পত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম। প্রধান প্রধান বিচারাগারের সহস্র সহস্র অনুজ্ঞা-পত্র দগ্ধ হইল, ইন্সালবেন্ট্ কোর্টের প্রায় সমস্ত নিস্কৃতি-পত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল, ও যে সকল সম্ভ্রমশালী ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, নির্ম্মুক্ত পুরুষের ন্যায় বিহার ও ব্যবহার করিতেছিলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বন্দী হইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে উৎকোচ,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অপহরণ, প্রতারণা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা যাবতীয় ধন উপার্জ্জিত হইয়াছিল, সমুদায় পর্ব্বত-প্রমাণ রাশীকৃত হইয়া, মেঘমণ্ডল স্পর্শ করিল, এবং তখন ধর্ম্মপুরুষ ঘোষণা করিয়া দিলেন,—“এই ধনরাশি হইতে যাহার যত ন্যায্য ধন আছে, গ্রহণ কর।”

উহাতে লোক-সমাজের কি বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল! সহস্র সহস্র ব্যক্তি অপূর্ব্ব-বেশভূষণ ধারণপূর্ব্বক পরম-রমণীয় রথারোহণ করিয়া, মহাবেগে গমন করিতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ অবতরণ পুরঃসর গাত্র হইতে সমস্ত বস্ত্রাভরণ উন্মোচন করিয়া, এক সামান্য বসন পরিধান-পূর্ব্বক পদব্রজে চলিলেন। কোন স্থানে দেখিলাম, লক্ষপতি বা কোটিপতি ধনাঢ্য ব্যক্তি পরমশোভাকর অট্টালিকায় বহুমূল্য অত্যুত্তম আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে পরমসুখে কাল-হরণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একজন সামান্য গৃহস্থ অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আসনচ্যুত করিয়া দিল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নির্গত হইয়া, অতি পুরাতন বৃক্ষ-মূল-বিদ্ধ ভগ্ন গৃহে গিয়া বাস করিলেন। কুত্রচ দৃষ্টি করিলাম, যে সকল ধনাসক্ত, মহামান্য মনুষ্য সমধিক ধনাগম করিয়া, অতি উদার-ভাবে ব্যয় বাসন করিয়া আসিতেছিলেন, ও অতিশয় আড়ম্বর-সহকারে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া, বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহাদের সামান্যরূপ উদরান্ন আহরণ করাও কঠিন হইল, এবং কতকগুলি নিরন্ন নির্ব্বিষয় ব্যক্তি আসিয়া, তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইল। তদ্ভিন্ন ধনাধিকার-বিষয়ে যে সকল অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হইল, তাহার বিবরণ করিয়া শেষ করা যায় না। জাগরিত হইয়া যাহা দেখিতেছি, তখন তাহার বিস্তর অন্যথা-ভাব দৃষ্টি করিয়াছিলাম।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এবম্ভূত অদ্ভুত কাণ্ড সমুদায় অবলোকন করিয়া, বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে অপর এক পরম কৌতূহল-জনক অত্যাশ্চর্য্য বিস্ময়োপকারী ব্যাপার উপস্থিত হইল। ধর্ম্মপুরুষ মেঘান্তরে অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত তাবৎ কার্য্য সমাধা করিয়া, আদেশ করিলেন,—"অবনী-মণ্ডলে কেহ অন্যায় মানসম্ভ্রম-লাভে সমর্থ হইবে না, অদ্যাবধি সকলেই নিজ নিজ গুণানুসারে পদ প্রাপ্ত হইবেন।" এই অতুল হিতকর অনুমতি শ্রবণ করিয়া, লোক-সকল যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠা-পর্য্যাকুল হইল। রূপবান্, বলবান্ ও ধনবান্ মনুষ্যেরা সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মদেবের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায়-দণ্ড-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, অবিলম্বে পরাঙ্মুখ হইলেন। তিনি কেবল তাঁহার সর্ব্বগুণময় ন্যায়-দণ্ডের কিরণ বিকীর্ণ করিয়া, সকলকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। উহাতে যাহাদের বিশিষ্টরূপ ধর্ম্ম, বিদ্যা বা বিষয়-বুদ্ধি আছে, তদ্ভিন্ন আর তাবতেই দণ্ড-জ্যোতিঃ দর্শনমাত্রে বিমুখ ও শঙ্কাতুর হইয়া রহিলেন। সেই সকল মহাত্মারা পর্য্যায়ক্রমে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরম হিতৈষী পুণ্যবান্ লোকেরা প্রথম শ্রেণীতে, বিদ্যাবান্ লোকেরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও বিষয়-নিপুণব্যক্তি সকল তৃতীয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলেন। প্রথম শ্রেণীর শোভা দেখিয়া মন মোহিত হইল। তাঁহাদের কি প্রফুল্ল বদন, সকরুণ নয়ন ও সুমধুর বচন! কি সৌজন্য, কি কারুণ্য-স্বভাব! তাঁহাদিগের পরম পবিত্র জ্যোতিঃ-পূর্ণ মুখশ্রী অবলোকন করিলে, অন্তঃকরণ প্রেমামৃত রসে আর্দ্র হইতে থাকে। কতকগুলি হীন-জাতীয় এবং অজ্ঞাত-কুলশীল মনুষ্যকেও এই শ্রেণী-ভুক্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। জাগ্রৎকালে যাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, আপনাকে অশুচি বোধ করিয়াছিলাম, এখন দেখিলাম, তাঁহারা কত শত সদ্বংশজ ভদ্র-সন্তানের অপেক্ষা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিয়াছেন, এবং যাঁহাদিগকে পরম তপস্বী ঋষিতুল্য বোধ ছিল, তাঁহারা এই শ্রেণীতে যৎকিঞ্চিৎ স্থানও প্রাপ্ত হইলেন না। কত কত দীর্ঘপুণ্ড্রধারী দাম্ভিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের শত শত আত্মাভিমানী বহুভাষী ছাত্র, এই শ্রেণীতে ভুক্ত হইবার নিমিত্তে বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা করিলেন। অবশেষে যখন দর্পহারী ধর্ম্মপুরুষ তাঁহাদের মুখ-মণ্ডলোপরি ন্যায়-দণ্ড চালনা করিয়া, তদীয় প্রচণ্ড জ্যোতিঃ বিস্তীর্ণ করিলেন, তখন তাঁহারা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া, তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্থাপনের সময় বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। যত লোক সে শ্রেণীর অধিকারী, সকলেই নিজ নিজ গুণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্তির নিমিত্তে সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ অবিহিত অনুচিত জিগীষা দেখিয়া, ধর্ম্মপুরুষ দণ্ডহস্তে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া, সকলের স্ব স্ব গুণোচিত সম্মান প্রদান করিলেন। সর্ব্বোত্তম ধী-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি-সমুদায়কে সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত করিলেন। যাহাদের তাদৃশ স্বকীয় শক্তি নাই, যাহারা কেবল পরিচিত গ্রন্থ পাঠ দ্বারা বিদ্যা-বিষয়ে পারদর্শী হইয়াছে, তাহাদিগকে তৎপরে স্থাপিত করিলেন। যাহাদিগের অনেকানেক গ্রন্থ পাঠ হইয়াছে, কিন্তু তাদৃশ বিচারশক্তি নাই, তাহারা সর্ব্বশেষে থাকিল। এইরূপে এক্ষণকার প্রত্যেক বিদ্যাবান্ ব্যক্তি ইহার কোন না কোন স্থানে নিবিষ্ট হইলেন। ফলতঃ কি বিপর্য্যয়ই দেখিলাম। যাঁহাদের বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতি আছে, তন্মধ্যেও অনেকানেক ব্যক্তি অধম স্থানে সংস্থাপিত হইলেন। কতকগুলি বাঙ্গালা-গ্রন্থকর্ত্তা এই শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু আক্ষেপের কথা কি কহিব, ধর্ম্মপুরুষ তাঁহাদিগকে নিতান্ত অনধিকারী বিবেচনা করিয়া, তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রেণীতে কোন স্থানে তাঁহাদের স্থান হইল না। তাঁহাদের এই দারুণ অবস্থা দর্শন করিয়া, আমার অন্তঃকরণ দুঃসহ দুঃখ-তাপে তাপিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম, এই সকল অবোধ মনুষ্য যে বিষয়ে যশঃসৌরভ লাভের বাসনা করে, অধিকারী না হইয়া, তাহাতে কেন প্রবৃত্ত হয়? তবে প্রবোধের বিষয় এই যে, তিনি তাহাদিগকে শ্রেণী-বহির্ভূত করিয়া কহিলেন,—"তোমরা প্রতিপত্তি-লাভ ও স্বদেশোপকারের উৎকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছ। স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে কখন কোন দেশে জ্ঞানের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না। তোমরা কিছুকাল পঠদ্দশায় থাক, পরে মনোরথ পূর্ণ হইলেও হইতে পারে। তোমরা যে সকল প্রস্তাব লিখিয়া থাক, তাহার পূর্ব্বাপর ঐক্য থাকে না, ভাবের প্রগাঢ়তা থাকে না এবং রচনাও পরিপাটি-শুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ যিনি যে বিষয় রচনা করেন, তিনি তাহা নিয়মিতরূপে শিক্ষা ও তদ্বিষয়ে সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হন। আর অনেকে যৎকুৎসিত অনুপ্রাসের অনুরোধে তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত করেন। ইত্যাকার সমস্ত দোষ সংশোধন-পূর্ব্বক অভীষ্ট বিষয়ে পারদর্শী হইতে পারিলে, অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে।" যাহারা ভাষান্তরে সামান্যরূপ কথোপকথন শিক্ষা করিয়া, বিদ্যাভিমান প্রকাশ করে, যাহাদের কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রে কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তাহাদের অপমান দেখিয়া, হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা ধর্ম্মপুরুষের বিস্তর সাধ্য-সাধনা করিয়াও তথায় যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হইল না। আর কতকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দুরবস্থার বিষয় কি বলিব! তাঁহারা নিরুপবীত হীনজাতীয় শত শত ব্যক্তিকে আপনার অপেক্ষা উচ্চ পদাভিষিক্ত দেখিয়া, অতিশয়, সন্তপ্ত হইলেন। আহা! কত কত গুরুদেব ঐ শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লজ্জায় অধোমুখ হইলেন, এবং তাঁহাদের শিষ্যেরা তাঁহার উৎকৃষ্ট স্থানে স্থিতি করিয়া, তাঁহাদের দারুণ দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই শ্রেণীর লোক-সংস্থাপন সমাপ্ত হইলে, ধর্ম্মপুরুষ বিষয়ীদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহা শুনিয়া, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রতাপান্বিত মানগর্ব্বিত শত শত ব্যক্তি সবিশেষ-উৎসাহ-সহকারে সদর্প পাদ-বিক্ষেপপূর্ব্বক আগমন করিলেন। ধর্ম্মদেব ন্যায়-দণ্ডের সুবিমল প্রভায় তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ অবলোকন করিয়া কহিলেন,—"তোমরা এ বিষয়ে উপযুক্ত বটে; তোমরা উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও কর্ম্মদক্ষ; তোমাদের বিলক্ষণ বিষয়জ্ঞান আছে, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন নাই; তোমরা স্বার্থ-পরবশ হইয়া, পর-পীড়া কর, উৎকোচ গ্রহণ কর, এবং স্বীয় প্রভুর অপচয় কর। এ সকল কুব্যবহার পরিত্যাগ না করিলে, কোন প্রকারে তোমাদের সম্ভ্রম-জনক পদলাভে অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।" এই কথা বলিয়া, তাহাদের মধ্যে শতকে এক বা দুইজনকে গ্রহণ করিয়া, অপরাপর সকলের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। তদনন্তর তিনি সংসারের বিষয়-কার্য্য-সম্পাদনার্থে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর কতক লোক আহ্বান করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যেমন জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মশীল, বিষয় কার্য্যে সেরূপ অভিজ্ঞ ও অনুরক্ত নহেন। তবে যে কয়জন ত্রি-গুণ-সম্পন্ন, সুতরাং তিন শ্রেণীতে উপযুক্ত ও পদ-গ্রহণে সম্মত ও অভিলাষী হইলেন, তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট সম্ভ্রান্ত পদ সমুদায় সমর্পণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিয়া দিলেন, ভূ-মণ্ডলে ইহারাই সর্ব্বমান্য, পরম পূজ্য প্রধান মনুষ্য। তৎপরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, যাহারা দুই গুণসম্পন্ন তাহাদিগকে তদপেক্ষা অপকৃষ্ট পদে স্থাপন করিলেন এবং অবশেষে যাহাদের কেবল বিষয়-কার্য্যে নৈপুণ্য আছে, তাহাদিগকে অতি অপকৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিযুক্ত করিলেন, আর উৎকোচগ্রাহী পরপীড়ক পাপাত্মা অপহারীদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে দেখিলাম, পূর্ব্বে যাঁহারা রাজ-সংক্রান্ত উন্নত পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এইরূপ মানচ্যুত ও তিরস্কৃত হইয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা যাহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিতেন না, তাহারা পদস্থ হইয়া, তাঁহাদের এইরূপ বিষম দুর্দ্দশা দর্শন করিতে লাগিল। কতিপয় ইংরেজ-জাতীয় রাজকর্ম্মচারীর অপমানের কথা কি কহিব! তাঁহারা ক্রমাগত নানা দুষ্টাচরণ করিয়াও একাল পর্য্যন্ত কেবল সহায়-বলে ও বুদ্ধি-কৌশলে সমুদায় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে ধর্ম্ম-পুরুষের ন্যায়রূপ দণ্ড-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া, লজ্জিত ও অপমানিত হইলেন, এবং কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের পদে অভিষিক্ত হইয়া যশস্বী হইতে লাগিলেন।

কিন্তু ইহাতেও বিস্তর মান্য পদ শূন্য থাকিল দেখিয়া, ধর্ম্ম-পুরুষ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কতকগুলি জ্ঞানাপন্ন শান্ত-স্বভাব পরিশ্রম বিমুখ ব্যক্তিকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া মৃদুভাবে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"তোমরা বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মশীল বটে; কিন্তু এ প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া, আলস্যের বশীভূত থাকা উচিত নয়। কতকগুলি পুস্তক-সমভিব্যাহারে বিরলে কাল-যাপনার্থে বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, এবং সংসারের শুভাশুভ তাবৎ বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া, অনুৎসাহে কালক্ষেপণ করাও ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়। ভূ-মণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া, যদি সংসারের কার্য্যই না করিলে, তবে জীবন ধারণের ফল কি? শিক্ষিত বিদ্যাকে যদি জগতের উপকারার্থে নিয়োগ না করিলে, তবে সে বিদ্যার প্রয়োজন কি? যদি সকলেই তোমাদের ন্যায় বৃথা কাল হরণ করে, তবে এক দিবসেই লোক-যাত্রার উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয়। তোমরা বলিয়া থাক, আমরা আকাঙ্ক্ষার হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সন্তোষ অবলম্বন করিয়াছি; কিন্তু তোমাদের যে প্রকার হীন অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নয়। তোমরা কোনক্রমে প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছ; সমুচিত অন্ন-বস্ত্রাদি আহরণেও সমর্থ নহ। যথেষ্ট উপাদেয় অন্ন, অক্লেশ-জনক পবিত্র বস্ত্র, প্রশস্ত পরিষ্কৃত বাটী, এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাভাবে তোমাদের পরিবারেরা ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইয়া অশেষ-প্রকার দুঃখ পাইতেছে; তাহাদের রোগ হইলে ব্যয়সাধ্য-প্রযুক্ত তাহার যথোচিত চিকিৎসা হয় না, স্বচ্ছন্দভাবে তোমাদের সন্তানদিগের শরীরপুষ্টি ও মনঃস্ফূর্ত্তি হয় না এবং ধনাভাবে তাহারা উৎকৃষ্ট শিক্ষাও প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে তোমাদের দ্বারা বিবিধ-মতে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে! ক্ষমতা সত্ত্বে এ প্রকার অবস্থায় তৃপ্ত থাকিয়া, এই সমস্ত দুঃখ-নিরাকরণে যত্ন না করা, অবশ্যই দূষণীয় বলিতে হয়। আমার অঙ্গ-স্বরূপ যে সন্তোষ, তাহার এরূপ স্বভাব নয়। আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী অবস্থাতে তৃপ্ত থাকা এবং যে দুঃখ নিবারণের উপায় নাই, তাহাতে ব্যাকুলিত না হইয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রসন্ন-ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই প্রকৃত সন্তোষের লক্ষণ। এইরূপ সন্তোষে পুণ্য ও প্রতিষ্ঠা দুই আছে। অতএব তোমাদের আত্ম-হিত ও সংসারের উপকারার্থে সচেষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তাহা হইলে, তোমরাই এই সকল সম্ভ্রান্ত পদের অধিকারী হইতে পার।"

ধর্ম্মের এই সকল মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া, আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং সাতিশয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়া, মনে মনে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম। এমন সময়ে উদাসীনদিগের স্থানান্তর-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাত্রার্থ উদ্যোগ ধ্বনি শুনিয়া, আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তখন আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলাম, এবং এই পরম-রমণীয় স্বপ্ন-ব্যাপার সম্পূর্ণ সফল হউক বলিয়া, বার বার প্রার্থনা করিলাম।

জীব-বিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড-পতির অত্যাশ্চর্য্য সুচারু কৌশল প্রদর্শন করিতেছে। সকল পদার্থই তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও অচিন্তনীয় শক্তি প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার অপার করুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সর্ব্বস্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। জীবের শরীর অতি আশ্চর্য্য শিল্প-কার্য্য। তাহার প্রত্যেক অঙ্গ পরাৎপর পরম শিল্পকরের নিরুপম নৈপুণ্য-পক্ষে নিরন্তর সাক্ষ্যদান করিতেছে। বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, তিনি স্থল-বিশেষে আপনার অবলম্বিত পদ্ধতির অন্যথা করিয়াও কোন বিষয়ে কোন জীবের অপ্রতুল পরিহার করিতেছেন, তখন তিনি আমাদের মানস-মন্দিরে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া উঠেন। এস্থলে তাঁহার উল্লিখিতরূপ অনির্ব্বচনীয় কৌশলের কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া, একবার চমৎকার-সংবলিত ভক্তি-রসামৃতে অভিষিক্ত হউন।

বিশ্বপতির শক্তি বিচিত্র; সুতরাং তাঁহার কার্য্যও বিচিত্র। কিন্তু তিনি কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি-ব্যতিরেকে কাহাকেও কোন বিশেষ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শক্তি ও বিশেষ অঙ্গ প্রদান করেন নাই। সমুদায় প্রাণীই এই পরমার্থ কথার প্রমাণ স্থল। হস্তী যেমন প্রকাণ্ড-কায়, জগদীশ্বর তাহার গ্রীবাদেশ তদনুরূপ দীর্ঘ করেন নাই; কারণ উহা অত্যন্ত দীর্ঘ হইলে, মস্তকের ভরে অবনত হইয়া পড়িত। কিন্তু এতাদৃশ উন্নত জন্তুর গ্রীবা-দেশ আবশ্যকমত দীর্ঘ না হইলে. তাহার পান-ভোজন সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন হয়। গ্রীবা-দেশ খর্ব্ব হওয়াতে হস্তিগণ গো-মহিষাদির ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া, জলপান ও তৃণপত্রাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। করুণাময় পরমেশ্বর এই সমুদায় আলোচনা করিয়া, তাহাকে একটি সুদীর্ঘ হস্ত অর্থাৎ শুণ্ড প্রদান করিয়াছেন। আহা! পরম শিল্প-কুশল বিশ্ব-নির্ম্মাতা তাহার ঐ কর-নির্ম্মাণে যে পর্য্যন্ত পটুতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয়পদ্ম বিকশিত হইয়া, তাঁহার গুণানুচিন্তনে অনুরক্ত হয়। উহার শিরা, অস্থি ও মাংস-পেশী যেরূপ বিন্যস্ত হইলে, উহাকে ইচ্ছানুসারে সঙ্কোচন ও প্রসারণ করিয়া প্রয়োজনমতে সকল দিকেই সঞ্চালন করা যায়, উহা দ্বারা জলাশয় হইতে জল আকর্ষণ ও বৃক্ষ হইতে শাখা পল্লবাদি ভঞ্জন করা যায়, এবং সকল প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য অনায়াসে গ্রহণ ও উত্তোলন করা যায়, জগদীশ্বর তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। বিশেষতঃ উহার অগ্রভাগের এরূপ সুন্দর গঠন করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা এক একটি তৃণ পর্য্যন্ত গৃহীত হইতে পারে। আমাদের হস্তের অঙ্গুলি এবং হস্তীর শুণ্ডের অগ্রভাগ উভয়ই তুল্যরূপ উপকারী। উভয়েরই দ্বারা এক প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব হস্তীর হস্ত যে সুনিপুণ শিল্প-করের কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার এই অঙ্গটি অনন্য-সাধারণ অর্থাৎ অন্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্য পশু এরূপ সুদীর্ঘ শুণ্ড প্রাপ্ত হয় নাই। সে সকল পশুর উহাতে প্রয়োজন নাই বলিয়াই পরমেশ্বর তাহাদিগকে উহা প্রদান করেন নাই। তিনি অসাধারণ স্থলেই অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করিয়া মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

চর্ম্মচটিকার * জঙ্ঘা ও পদ অত্যন্ত অপটু; এ নিমিত্ত তাহারা ভূতলে ধাবমান হইতে পারে না, এবং উপবিষ্ট হইলে, উত্থিত হইতেও সমর্থ হয় না। তাহাদের এই স্বভাব-সিদ্ধ দোষ পরিহারের অন্য প্রকার উপায় না থাকিলে, তাহাদের তুল্য ভাগ্যহীন জীব পৃথিবীতে আর দৃষ্ট হওয়াও সুকঠিন হইত। তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে হিংস্র পশুর গ্রাস-মধ্যে পতিত হইয়া, মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। কিন্তু বিশ্ব-পিতা পরমেশ্বর ইহার সুন্দর প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহাদের পক্ষযুগের এক এক কোণে লৌহময় বড়িশবৎ এক একটি বক্র নখ প্রদান করিয়াছেন। তাহারা পর্ব্বত-গহ্বর ও গৃহপ্রভৃতির রন্ধ্রাদির মধ্যে সেই নখ নিবেশিত করিয়া লম্বমান থাকে, এবং আবশ্যক মতে তাহা উন্মোচন করিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করে। জগদীশ্বর অন্য কোন বিহঙ্গমজাতির পতত্রে এতাদৃশ বক্র নখর নির্ম্মাণ করিয়া দেন নাই; চর্ম্মচটিকার জীবন-রক্ষার্থ ইহা আবশ্যক বলিয়াই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি একটি পরমাণুও কোন স্থানে নিরর্থক স্থাপন করেন নাই! তাঁহার সমস্ত অদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করা কত আনন্দের বিষয়!

ঊর্ণনাভের জালও উল্লিখিতরূপ মনোহর কৌশলের এক সুন্দর

* চামচিকা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উদাহরণ-স্থল। তাহারা মক্ষিকা ভোজন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে; কিন্তু তাহাদের উড্ডীয়মান হইয়া, মক্ষিকাগণকে আক্রমণ ও হনন করিবার সামর্থ্য নাই। তাহাদের ভক্ষ্য গ্রহণের উপায়ান্তর না থাকিলে, জীবন রক্ষা করা, কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না; এই বিবেচনায় বিশ্ব-পালক পরমেশ্বর তাহাদিগকে জাল প্রস্তুত করিবার শক্তি দিয়াছেন। তাহারা ধীবরদিগের ন্যায় জাল বিস্তৃত করিয়া অবস্থিতি করে, এবং মক্ষিকাগণ যেমন আসিয়া পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে।

বহুরূপ-নামক প্রাণীর বর্ণ-পরিবর্ত্তনের বিষয় অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। যিনি সমুদ্র-তটস্থ বালুকা-বিন্দু ও দূর্ব্বাদলস্থ শিশির-বিন্দু পর্য্যন্ত কোন বস্তু নিষ্প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই, তিনি যে এই অদ্ভুত জন্তুকে এই অদ্ভুত শক্তি নিরর্থক দিয়াছেন, অথবা কেবল মনুষ্যের কৌতুক-সম্পাদনার্থ প্রদান করিয়াছেন, ইহা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। তাহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই। মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ বহুরূপের স্বভাব-সিদ্ধ খাদ্য। উহা বৃক্ষ ও গুল্মে আরোহণ ও রসনা-প্রসারণ করিয়া, তাহাদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু উহার গতি অত্যন্ত মৃদু। পতঙ্গগণ উহাকে নিকটে দেখিলে, অবলীলাক্রমে পলায়ন করিতে পারে। বিশেষতঃ পতঙ্গের দৃষ্টি-শক্তি বিলক্ষণ তেজস্বিনী; কোন হিংস্র জীব নিকটস্থ হইলে, তাহারা অনায়াসে দেখিতে পায়। অতএব কোন প্রকার ছদ্মবেশ-গ্রহণ-ব্যতিরেকে, বহুরূপের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া কোন মতেই সম্ভবে না; এই নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমপুরুষ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে রূপ-পরিবর্ত্তনের শক্তি প্রদান করিয়া, অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন! বহুরূপ যখন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হরিদ্বর্ণ বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া গমন করে, তখন হরিদ্রূপ গ্রহণ করে, এবং যখন পীত ও লোহিতবর্ণ পত্র বা পল্লবের নিকট দিয়া গমন করে, তখন পীত ও লোহিতবর্ণ ধারণ করে। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পত্র-পুঞ্জের কেবল বর্ণ ধারণ করিয়া নিস্তার পায় না; তদীয় আকারেরও অনুকরণ করে। কি আশ্চর্য্য শক্তি! কি অনুপম গুণ! কি অপূর্ব্ব লীলা! কি অদ্ভুত কৌশল!

প্রাকৃতিক-ইতিবৃত্ত-বিৎ পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, স্থলচর ও জলচরের চক্ষুর গঠন-বিষয়ে পরস্পর অনেক বিভিন্নতা আছে। স্থলচরেরা কেবল স্থলের উপরিস্থিত বস্তু দেখিতে পায়, জলচরেরা কেবল জলাশয়ের অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী দৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার মৎস্য আছে* তাহার চক্ষুর উপরিভাগ স্থল চরের এবং অধোভাগ জলচরের চক্ষুর তুল্য। জগদীশ্বর কি অভিপ্রায়ে এ স্থলে সাধারণ পদ্ধতির অন্যথাচরণ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত কাহার কৌতূহল-শিখা উদ্দীপ্ত না হইয়া উঠে? এবং পণ্ডিতেরা ঐ বিষয়ের যে নিগূঢ় অভিসন্ধি অবধারণ করিয়াছেন, তাহা শ্রুতি-গোচর হইলে, কাহারই বা বিস্ময় ও আনন্দোদয় না হইয়া থাকে? উল্লিখিত অসাধারণ মৎস্য যেরূপে সন্তরণ দেয়, তাহাতে তাহার চক্ষুর উর্দ্ধভাগ জলের উপর উত্থিত ও অধোভাগ তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে। অতএব তাহাদিগের চক্ষুর গঠন একরূপ হইলে, তাহাদিগের দৃষ্টি-ক্রিয়া কদাচ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না, এই বিবেচনায়, করুণাময় পরমেশ্বর তাহাদের নেত্র-দ্বয়ের গঠন-প্রণালী উভয়-রীতি-সম্পন্ন করিয়া অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি সচেতন জীবে অচেতন উদ্ভিদের গুণ সংস্থাপন করিয়া, পুরুভুজের প্রকৃতি উৎপাদন

* ইংরাজিতে ইহাকে সরিনামমপ্রাট্ বলে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়াছেন, তিনি উভয় জীবের স্বভাব একত্র মিলিত করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

জগদীশ্বর জীব সাধারণকে দুই চক্ষু প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন পতঙ্গের বহু নেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি ? জ্ঞান-সিন্ধু-স্বরূপ দীনবন্ধু কি মঙ্গলময় অভিপ্রায়ে সাধারণ পদ্ধতির এইরূপ অন্যথাচরণ করিলেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাঁহার কৃপা-ভাজন জ্ঞানিগণ ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া, আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পতঙ্গ-সমুদায়ের নেত্র নিতান্ত নিশ্চল। তাহাদের চক্ষুর তারা এক স্থানেই স্থির হইয়া থাকে। আমরা যেমন ইচ্ছানুসারে সকলদিকেই চক্ষুর চালনা করিতে পারি, তাহারা সেরূপ পারে না। অতএব এরূপ দুই চক্ষু দ্বারা তাহাদের ভক্ষ্য অন্বেষণ ও শত্রুগণের গমনাগমন নিরীক্ষণ করা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া, পরম বিজ্ঞানবিৎ পরমেশ্বর তাহাদিগকে বহু নেত্র প্রদান করিয়াছেন, এবং তৎসমুদায়কে তাহাদের শরীরের যে যে স্থানে স্থাপিত করিলে, সমধিক কল্যাণসাধন ও শোভা-সম্পাদন হয়, তাহাই করিয়াছেন। তিনি উল্লিখিত অভিপ্রায়ে ঊর্ণনাভকে অষ্টচক্ষু প্রদান করিয়াছেন। তাহার মস্তকের উপরিভাগে দুই, সম্মুখভাগে দুই, এবং এক এক পার্শ্বে দুই দুই নেত্র সন্নিবেশিত আছে। এই সমস্ত নেত্র নিতান্ত নিশ্চল হইলেও, প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হওয়াতে, ঊর্ণনাভ স্বকীয় জীবন-রক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনের উপযোগী সমুদায় বিষয়ই দৃষ্টি করিতে পারে। তাহার নেত্র নিশ্চল হওয়াতে, যত প্রকার অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল, বিশ্ব-বিধাতা এইরূপ বিধান দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিয়াছেন। আমরা যে আমাদের স্রষ্টা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও পাতার এই সমস্ত অতি প্রগাঢ় নিগূঢ় অভিপ্রায়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইতেছি, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য ও অতুল আনন্দের বিষয়।

কিন্তু তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় পতঙ্গেরই নেত্রদোষ যে এই এক প্রকারে নিবারণ করিয়াছেন, এমত নয়। তিনি এরূপ কল্যাণ অশেষরূপ উপায় দ্বারা সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি কতকগুলি পতঙ্গের চক্ষুর তারা গোলাকৃতি না করিয়া, বহু-পার্শ্ব-বিশিষ্ট কাচ-সদৃশ করিয়া আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার এক এক পার্শ্ব এক একখানি কাচ-স্বরূপ; সুতরাং তাহার যে পার্শ্বে যে যে বস্তুর আভা পতিত হয়, সে বস্তু সেই পার্শ্ব দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের চক্ষুর তারা নিতান্ত নিশ্চল হইলেও, তাহার দৃষ্টি-ক্ষেত্র অন্য অন্য প্রাণীর তুল্য বহু বিস্তৃত হইয়া থাকে। এডাম্‌স্-নামক পণ্ডিত নিরূপণ করিয়া লিখিয়াছেন, একটি মধু-মক্ষিকার চক্ষে এইরূপ ১৪০০ চৌদ্দশত খণ্ড কাচ দৃষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত পতঙ্গের চক্ষুর তারার ঐ সমস্ত কাচবৎ ভাগ কিরূপ সূক্ষ্ম ও সুপরিপাটী-সম্পন্ন, ও পরম শিল্প-কুশল বিশ্ব-নির্ম্মাতার কত কৌশল ও যত্নের বিষয়, তাহা পাঠকবর্গ একবার চিন্তা করুন, এবং চিন্তা করত বার বার তাঁহার ধন্যবাদ করিয়া, পরম পবিত্র প্রেমানন্দ-নীরে নিমগ্ন হউন।

যদি প্রস্তুত বিষয়ে চক্ষুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল, তবে এস্থলে জগদীশ্বরের আর একটি অসাধারণ কৌশলের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। সমুদায় দ্বি-নেত্রী প্রাণীরই দুই পার্শ্বে দুই নেত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বংশক* প্রভৃতি কয়েক প্রকার মৎস্যের

* বাঁশপাতা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উভয় নেত্রই এক পার্শ্বে থাকে, অপর পার্শ্বে একটিও চক্ষু থাকে না। এরূপ অসামান্য ব্যবস্থা কি বিশ্ব-স্রষ্টার ভ্রান্তি-মূলক? না, কোন বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশে এইরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে?—অভ্রান্ত-স্বরূপের কার্য্যে ভ্রান্তি সম্ভব, এ কথা মুখাগ্রে আনয়ন করা অকর্ত্তব্য। তিনি এ বিষয়ে আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সমুদায় মৎস্য জলাশয়ের অধোভাগে পঙ্কের উপর এ প্রকার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহে, যে তাহাদের ঐ পার্শ্ব সর্ব্বতো-ভাবে পঙ্কেতেই পরিলিপ্ত থাকে। সেই পার্শ্বে চক্ষু থাকিলে, তাহা কোন প্রকারে কার্য্যকর না হইয়া, কেবল ক্লেশ-কর হইবে, অথবা পঙ্কেতে অন্ধীভূত হইয়া যাইবে, এই বিবেচনায়, ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ তাহার একটি চক্ষুও সে পার্শ্বে স্থাপন না করিয়া, অপর পার্শ্বে উভয় নেত্রই স্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক নেত্র নেত্র-নির্ম্মাতার কতই কৌশল প্রদর্শন করিতেছে, এ স্থলে তিনি আবার কৌশলের উপর কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন!

বক ও তাদৃশ কতকগুলি পক্ষী মৎস্যাদি জলজন্তু ভক্ষণ করিয়া, প্রাণ ধারণ করে; কিন্তু হংসাদির ন্যায় তাহাদের পদাঙ্গুলি-সমুদায় চর্ম্মদ্বারা লিপ্ত না থাকাতে, তাহারা সন্তরণ করিতে সমর্থ হয় না; ইহাতে তাহাদের ভক্ষ্যের সহিত শারীরিক প্রকৃতির কিছুমাত্র সামঞ্জস্য থাকে না। কিন্তু ঐ উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন করা সর্ব্বসামঞ্জস্য-সম্পাদক পরমেশ্বরের পক্ষে কত ক্ষণের কর্ম্ম? তিনি বকজাতির জঙ্ঘাদ্বয় কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করিয়া, একেবারেই এ বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা তীর-সন্নিহিত অগভীর জলে পদচারণ করিয়া, মৎস্যদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করে। তাহারা অপরাপর জল-চর পক্ষীর ন্যায় জলাশয়ে সন্তরণ করিতে সমর্থ না হউক না কেন, তাহাদের স্রষ্টা ও পাতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অতীব সহজ কৌশলে তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুন্দর উপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন।

উষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গ ও কোন কোন গুণ অতি অসাধারণ। তাহাদের খুর সমধিক প্রসারিত, তাহাদের পাক-স্থলীর একাংশে জল রাখিবার স্থান আছে, এবং স্থান-বিশেষে জলাশয় বিদ্যমান আছে কি না, তাহার দেড় ক্রোশ অন্তর হইতে, তাহা জানিতে পারে। গো, অশ্ব, মেষাদি অন্য অন্য পশুর এ সকল বিষয় এ প্রকার নয়। কিন্তু জগদীশ্বর যে অভিপ্রায়ে ঐ অসাধারণ পশুকে উল্লিখিত-রূপ অসাধারণ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিচার করিয়া দেখিলে, চমৎকৃত ও প্রীতিপূর্ণ হইয়া, কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইতে হয়। উষ্ট্র আরবদেশের প্রধান ভারবাহী পশু। তাহাদিগকে সতত যে বালুকাময় মরুভূমি পর্যটন করিতে হয়, তাহা প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে অগ্নিবৎ হইয়া থাকে। তথাকার বায়ু নিতান্ত নীরস ও উত্তপ্ত; তথায় জলাশয় নাই, লোকালয় নাই, বন ও উপবন নাই। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া একটিও জীব-জন্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। পথিকগণ যোজন যোজন পথ পর্য্যটন করিয়াও কোথাও বৃক্ষচ্ছায়া এমন কি তৃণমুষ্টিও দেখিতে পায় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া, নিরন্তর হাহাকার করিতেছে। কালরূপী মৃত্যু যেন তাহাদিগকে সহায় করিয়া, জীবসংহারার্থ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এইরূপ দুর্গম স্থানে উষ্ট্রদিগকে বণিক্‌দিগের পণ্যসামগ্রী পৃষ্ঠোপরি গ্রহণ করিয়া, নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হইবে, এই বিবেচনায় জগদীশ্বর ঐ সকল অমূল্য পশুকে তদুপযোগী প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বালুকা-ভূমি পর্য্যটন করিতে হয়, অতএব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্লথ বালুকা-মধ্যে বারংবার পদ প্রবিষ্ট হইয়া, গমনের বঙ্ঘাত না জন্মায়, এই নিমিত্ত, তাহাদিগকে প্রশস্ত খুর প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের উপরে জল রাখিবার এক স্থান করিয়া দিয়াছেন; তাহারা তথায় বারি সঞ্চয় করিয়া ক্রমাগত বহু দিবস নির্জ্জল দেশে ভ্রমণ করে ও প্রয়োজন মতে সেই জল উদ্গীর্ণ করিয়া, পিপাসা শান্তি করে ও শুষ্ক অন্ন সিক্ত করে। মরুভূমির মধ্যে সর্ব্বস্থানে জল প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর; অতএব, তাহাদিগকে এরূপ অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি দিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা তাহারা দেড় ক্রোশ থাকিতে জলাশয়ের উপলব্ধি করিয়া, তদভিমুখে ধাবমান হয়। তাহাদের পৃষ্ঠোপরি যে স্থূলকায় ককুদ্ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল মেদরাশিতে পরিপূর্ণ পথের মধ্যে একাদিক্রমে অনেক দিবস আহার-সামগ্রী না মিলিলে, ঐ মেদ শোণিতের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া, তাহাদিগের জীবন রক্ষা করে। আহা! পরম করুণাময় জগদীশ্বরের কি মহিমা! ঐ সমস্ত বহূপকারী পশুকে অনেক বিষয়ে অসামান্য কার্য্য করিতে হয় বলিয়াই, তিনি তাহাদিগকে উল্লিখিত-রূপ অসামান্য প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি তত্তৎ প্রদেশের বাণিজ্য-ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত সুগম করিয়া, সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

মানব! তুমি এমন কত উদাহরণ প্রদর্শন করিবে? অনন্ত কালেও তাঁহার সমুদায় শুভাবহ কৌশল গণিত ও বর্ণিত হইবার নয়। যেমন সুধাময় পূর্ণ চন্দ্রের মনোহর জ্যোতিঃ সুবিস্তৃত সিন্ধু-সলিলে ও তদীয় তটে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া, পরম রমণীয় শোভা প্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের করুণাময় পরম-পিতার মহিমা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চন্দ্রমার অনুপম অমৃত-রস এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে পরিলিপ্ত হইয়া, তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কীর্ত্তি অহর্নিশ প্রকাশ করিতেছে।

জোয়ার-ভাঁটা।

প্রতিদিন সমুদ্রের দুই বার বৃদ্ধি ও দুই বার হ্রাস হয়; ইহা দেখিয়া ও আলোচনা করিয়া, আপাততঃ সকলকেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, এবং কিরূপে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই কৌতূহল উপস্থিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিন্দু-পণ্ডিতেরা সমুদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্র যে উহার প্রধান কারণ, তাহাও তাঁহারা এক প্রকার অনুভব করিয়াছিলেন! এক্ষণে এ বিষয় যে কত দূর অবধারিত হইয়াছে, তাহার স্থূল তাৎপর্য্যমাত্র পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতেছে।

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া, স্বীয় পথে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে। ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় বেলা ও এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় জোয়ার বলে। চন্দ্র অবশ্য পৃথিবীর স্থল ও জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে; কিন্তু স্থলভাগ কঠিন ও দৃঢ়, এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জলভাগ অতিশয় তরল, এই নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণে চলিত ও স্ফীত হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের নিকট থাকে, তখন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই অংশে জোয়ার হইবারি সম্ভাবনা। ইহাতে দিবারাত্রে এক স্থানে একবার মাত্র জোয়ার হইতে পারে; কিন্তু আমরা দিনরাত্রে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা দেখিতে পাই। এ অদ্ভুত ঘটনার কারণ কি, পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

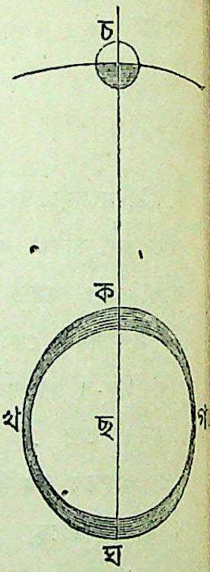

এই চিত্রক্ষেত্রে চ চন্দ্র; ক খ গ ঘ পৃথিবী; খ সুমেরু অর্থাৎ উত্তর প্রান্ত; গ কুমেরু অর্থাৎ দক্ষিণ প্রান্ত; ছ পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যস্থল। এ বিষয় সহজে বুঝিবার নিমিত্ত, পৃথিবী চতুর্দ্দিকে জলে বেষ্টিত জ্ঞান করিতে হইবে। পৃথিবীর ক-চিহ্নিত স্থান চন্দ্রের ঠিক নিম্নভাগে অবস্থিত, এবং অন্য অন্য অংশ অপেক্ষায় নিকটবর্ত্তী; এ নিমিত্ত সেই স্থানের জল, চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে, স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এবং তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী খ এবং গ চিহ্নিত স্থান সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ ক স্থানে জোয়ার এবং খ ও গ স্থানে ভাঁটার উৎপত্তি হইয়াছে। ঘ-চিহ্নিত স্থান সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী; এ নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং তাহার উপরিস্থিত সমুদায় ভাগে তদপেক্ষায় অধিক; কারণ যে বস্তু যত:নিকটে থাকে, আকর্ষক পদার্থ তাহাকে তত তেজে আকর্ষণ করে। অতএব ঐ ঘ-চিহ্নিত জলীয় ভাগ-ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ চন্দ্র কর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে, চন্দ্রের দিকে কিছু উত্থিত হয়, এ নিমিত্ত ঐ সর্ব্বাপেক্ষা অধঃস্থিত ঘ-চিহ্নিত ভাগ নিম্ন দিকে লম্বিত হইয়া পড়ে। ঐ ভাগ নত হইয়া পড়া ও অবশিষ্ট ভাগ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উঠিয়া যাওয়া উভয়ই তুল্য। এই নিমিত্ত ক ও ঘ চিহ্নিত উভয় স্থানে এক সময়ে জোয়ার হইয়া থাকে।

ভূ-মণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু ভূ-মণ্ডলের কেন্দ্রাভিমুখে অর্থাৎ মধ্যদিকে আকৃষ্ট হয় এবং যে বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে যতদূরে অবস্থিত, তাহাতে পৃথিবীর আকর্ষণ তত অল্প। যখন পৃথিবীর ছ-চিহ্নিত কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্য-ভাগ চন্দ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চন্দ্রের দিকে উত্থিত হয়, তখন ঘ-চিহ্নিত স্থান ঐ কেন্দ্র হইতে অধিক দূর পতিত হওয়াতে, তথায় পৃথিবীর আকর্ষণ অল্প হইয়া যায়। সে স্থানের জল আকর্ষণ-শক্তিতে আকৃষ্ট থাকে, তাহার হ্রাস হইলে, সেই জল সুতরাং নত হইয়া পড়ে।

এইরূপে সমুদ্রের যে অংশে যখন জোয়ারের উৎপত্তি হয়, তাহার বিপ-রীত ভাগেও সেই সময়েই জোয়ার হইয়া থাকে। যখন চন্দ্র-মণ্ডল আমা-দের মস্তকোপরি অবস্থিত থাকে, তখন ভূমণ্ডলের যে ভাগে আমাদের অবস্থান, সেই ভাগে এবং তাহার বিপরীত ভাগে এক কালে জোয়ার হয়। সেইরূপ যখন চন্দ্র আমাদের বিপরীত দিকে থাকে, তখনও সেই দিকে ও আমাদের দিকে এক কালেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। এইরূপে প্রতিদিন এক এক স্থানে দুই বার করিয়া সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে, অনায়াসে প্রতীত হইতে পারে, চন্দ্র-মণ্ডল ভূ-মণ্ডলের এক স্থান অপেক্ষা অন্য স্থানকে অধিক আকর্ষণ করে, ইহাতেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। সূর্য্য পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার আকর্ষণের তাদৃশ ইতর-বিশেষ অনুভূত হয় না। এ নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণ জোয়ার-ভাঁটার উৎপত্তির প্রতি যেমন বলবৎ কারণ, সূর্য্যের আকর্ষণ সেরূপ নয়। যদিও তত না হউক, তথাপি সূর্য্যমণ্ডলও চন্দ্রের ন্যায় সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে, এবং তদ্দ্বারা জোয়ারের হ্রাসবৃদ্ধিও সাধন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়া থাকে। কিরূপে সূর্য্যের দ্বারা জোয়ারের হ্রাস-বৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে, পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে।

যে সময় চন্দ্র সূর্য্য উভয়ে মিলিয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করে, সে সময়ে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। অমাবস্যার সময় সূর্য্য চন্দ্র উভয়ে প্রায় সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয়. অর্থাৎ তৎকালে চন্দ্র-মণ্ডল সূর্য্য-মণ্ডলের অধোভাগে অবস্থিতি করে। অতএব উভয়ে এক দিকে থাকিয়া এক স্থানের জল আকর্ষণ করাতে, সে সময়ে জোয়ারের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্ণিমার সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্র পরস্পর নভোমণ্ডলের বিপরীত ভাগে উদয় হয়। চন্দ্র যখন পূর্ব্ব ভাগে, সূর্য্য তখন পশ্চিম ভাগে অবস্থিতি করে, এবং চন্দ্র যখন পশ্চিমদিকে, সূর্য্য তখন পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিতি করে, এবং চন্দ্র যখন পশ্চিম দিকে, সূর্য্য তখন পূর্ব্ব দিকে উদয় হয়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, চন্দ্র-মণ্ডল ভূ-মণ্ডলের যে ভাগের উপর যখন অবস্থিতি করে, তখন সেই ভাগে ও তাহার বিপরীত ভাগে জোয়ারের উৎপত্তি হয়, সেই ভাগের ও তাহার বিপরীত ভাগের জলও সূর্য্য দ্বারা এক সময়েই উচ্ছ্বসিত হয়। অতএব যখন চন্দ্র সূর্য্য পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে, তখনও উভয়ের আকর্ষণ পরস্পর উভয়ের আকর্ষণের সংহারক না হইয়া, উভয় দিকের জোয়ার প্রবল করিয়া তোলে। এই নিমিত্ত অমাবস্যার ন্যায় পূর্ণিমার সময়েও জোয়ারের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা ইহাকেই কটাল কহে।

সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র সূর্য্য অমাবস্যার ন্যায় পরস্পর উপর্য্যধোভাবে অথবা পূর্ণিমার ন্যায় পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিতি করে না; এ নিমিত্ত সে সময়ে জোয়ারের প্রাদুর্ভাব থাকে না। তখন সূর্য্য-মণ্ডলের আকর্ষণ-শক্তি জোয়ারের অনুকূল না হইয়া, প্রতিকূল হইয়া উঠে। এই চিত্রক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পৃথিবী, চ চন্দ্র,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূ সূর্য্য। সূর্য্য এক দিকে ঘ চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করিতেছে, চন্দ্র অন্য দিক্ হইতে ঐ ক-চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করিয়া গ-চিহ্নিত স্থানে তুলিতেছে। ইহাতে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ের আকর্ষণ পরস্পরের অনুকূল না হইয়া পরস্পরের প্রতিকূলই হইয়া উঠে। সূর্য্য অন্য দিক্ হইতে আকর্ষণ না করিলে, চন্দ্র আরও অধিক জল উত্তোলন

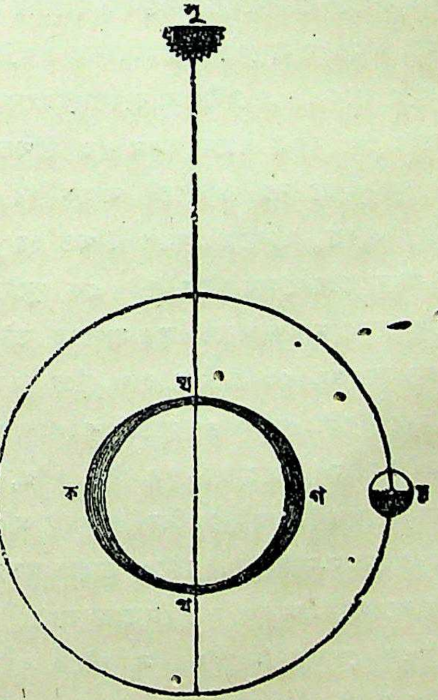

করিতে পারিত। কিন্তু তাহা না পারাতে, গ-চিহ্নিত স্থানে জোয়ারের প্রাদুর্ভাব হয় না। সূর্য্য ঘ-চিহ্নিত স্থানের জল আকর্ষণ করাতে, তথায় ভাটারও আধিক্য হইতে পারে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চন্দ্র ও সূর্য্য সকল সময়ে পৃথিবী হইতে সমান দূরে অবস্থিত থাকে না। কখনও কিছু নিকটে কখনও কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে। যখন অধিক নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সমুদ্রের জল অধিক আকর্ষণ করে এবং যখন দূরবর্ত্তী হয়, তখন তদনুরূপ অল্প-প্রমাণ জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতেও জোয়ার-ভাঁটার অনেক ইতর-বিশেষ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে সময়ে চন্দ্র-মণ্ডল ভূ-মণ্ডলের সমধিক সমীপবর্ত্তী হয়, সে সময়ে অমাবস্যা বা পৌর্ণমাসী সঙ্ঘটন হইলে, জোয়ারের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এ দেশীয় নাবিকেরা ইহাকে তেজ কটাল বলে।

জোয়ারের জল সকল স্থানে সমান দূর উত্থিত হয় না। যে সকল জলাশয় প্রশস্ত নয়, তাহাতেই অধিক দূর উত্থিত হয়; যে সমস্ত অত্যন্ত প্রশস্ত, তাহাতে সেরূপ উত্থিত হয় না। অতিবিস্তৃত পাসিফিক্ মহাসাগরের কোন দ্বীপে দুই এক ফুটের অধিক উঠে না, কিন্তু ব্রিটিস্ চানেল্ নামক অনতিবিস্তৃত সাগরের তট-স্থিত সেণ্ট্ মেলো নগরে জোয়ারের জল ৩৩ তেত্রিশ হাত উচ্চ হয় ও আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী নবস্কোশিয়া প্রদেশে ৪৭ সাতচল্লিশ হাত পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া থাকে। নদীর মধ্যেও জোয়ারের জল উচ্চ হইয়া, অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। এতদ্দেশীয় গঙ্গানদীর বিষয় প্রসিদ্ধই আছে। আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী আমেজন-নদীর মুখ হইতে তাহার অভ্যন্তরে ২২০ দুই শত কুড়ি ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক দূর জোয়ার যায়। ইহাতে এত সময় লাগে যে, এক জোয়ার নিঃশেষিত না হইতে হইতে অন্য জোয়ারের জল নদী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকে।

ভাঁটার সময়ে নদীর জল নির্গত হইয়া যখন মোহানায় পতিত হয়, তখন যদি সমুদ্রে পুনর্ব্বার প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইয়া, মোহানার দিকে আসিতে থাকে, তাহা হইলে, উভয় প্রবাহ পরস্পর সম্মুখীন ও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রতিহত হইয়া, জলময় প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে এবং সেই জলরাশি সতেজে নদীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রচণ্ড-বেগে গমন করিতে থাকে, ইহাকেই বান কহে। জীব, জন্তু, নৌকা প্রভৃতি যাহা কিছু ইহার সম্মুখে পতিত হয়, তাহাই জলমগ্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়। কলিতাতায় বানের সময় বড় বড় জাহাজ প্রভৃতি দোলায়মান হইতে থাকে এবং কখন কখন নঙ্গরের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত আমেজন-নদীর বান ভয়ঙ্কর জলময় পর্ব্বতের ন্যায় একশত বিংশতি হস্ত উন্নত হইয়া, প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইতে থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড!

অখিল বিশ্বের তুলনায় পৃথিবীকে একটি বিন্দু বলিলে বলা যায়। কিন্তু এই ভূ-মণ্ডলও যে প্রকার প্রকাণ্ড পদার্থ, তাহা অনুভব করা সুকঠিন। সমগ্র ভূ-মণ্ডল দূরে থাকুক, ভারত-ভূমির উত্তর সীমাবর্ত্তী হিমালয় ও আমেরিকার পশ্চিম প্রাচীর-স্বরূপ আণ্ডিস্ পর্ব্বত প্রভৃতি যে সমস্ত শত শত যোজন-ব্যাপিনী পর্ব্বত-শ্রেণী মেঘ-শ্রেণী ভেদ করিয়া, স্বীয় মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, তাহাও মনেতে ধারণ করা সহজ নয়। অতীব গাম্ভীর্য্যশালী জন-শূন্য পর্ব্বতময় প্রদেশ অবলোকন করিলে, অন্তঃকরণ তাহাদের আকার-প্রকার সুস্পষ্ট গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, ভীতি-সংবলিত চমৎকার-রসে নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু সমগ্র ভূ-মণ্ডলের সহিত তুলনা করিলে, ঐ সমস্ত সুবিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণীও সামান্য বলিয়া বোধ হয়। যদি তৎসমুদায় উৎপাটন করিয়া, স্থির-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, তাহাদের শিখর-দেশের অগ্রভাগ-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য সমস্ত ভাগই সমুদ্র-গর্ভে মগ্ন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়া থাকে। অবনি-মণ্ডলে এমন কত সমুদ্র, কত দ্বীপ ও কত মহারণ্য ও মরুভূমি রহিয়াছে। এই অতি প্রকাণ্ড ভূমি-পিণ্ডের উপরি-ভাগ ন্যূনাধিক ৩,৮১,১০,৯০০ তিন কোটি একাশী লক্ষ দশ সহস্র নয় শত বর্গক্রোশ। * যদি কোন কৌতূহলাবিষ্ট পর্য্যাটক সমগ্র ভূমণ্ডল-সন্দর্শন-বাসনায় প্রতিদিন এইরূপ ৬ ছয় ক্রোশ করিয়া ভ্রমণ ও দর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার সমুদায় পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করা ১৭,৪০০ সতর হাজার চারি শত বৎসরের ন্যূনে সম্পন্ন হয় না।

অবনি-মণ্ডলের আয়তন মাত্র অনুভব করিয়া নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। ইহাতে সে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার অহর্নিশ সম্পাদিত হইয়া, সর্ব্ব-মঙ্গলাকরের মঙ্গলকর কৌশল সম্পাদিত করিতেছে, তাহা একত্র এককালে অনুভব করা সাধ্যাতীত বোধ হয়। জল-প্রপাত পতিত হইতেছে, প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইতেছে, মেঘাবলি উৎপন্ন হইতেছে, শিলা ও সলিল বর্ষিত হইতেছে, নদী ও নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে, গিরি ও গহ্বর মেঘনাদে নাদিত হইয়া, ভূ-মণ্ডল কম্পমান করিতেছে, এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইয়া, চতুষ্পার্শ্বে ভয়ঙ্কর ব্যাপার উদ্ভাবন করিতেছে। নরলোকে কোন স্থানে কোন পদার্থ মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তে স্থির নহে। সকল পদার্থই সতত পরিবর্ত্তিত হইয়া, বিশ্বপতির অপার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। আমরা চতুর্দ্দিকে কত জাতীয় কত মনুষ্যেই পরিবেষ্টিত রহিয়াছি। তাহাদের আহার বিহার সুখ সন্তোগাদি কত ব্যাপার-ঘটিত কত প্রকার ক্রিয়া-কলাপ প্রতিনিমিষে নির্ব্বাহিত হইতেছে। দেশ-ভেদে, জাতি-ভেদে, তৎসমুদায় সম্পাদনের কত প্রকার

* এক ক্রোশ দৈর্ঘ্য ও এক ক্রোশ প্রস্থে এক বর্গ ক্রোশ হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রণালীই বা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মনুষ্য-ব্যতিরিক্ত কোটি কোটি প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে অবস্থিত রহিয়াছে; কি বায়ু, কি সমুদ্র, কি অরণ্য, কি পর্ব্বত, কি নগর, কি রাজধানী, কি গ্রাম, কি উদ্যান, সর্ব্বস্থানই জীব জন্তুতে পরিপূর্ণ। এক এক বিন্দু প্রমাণ স্থানে অপ্রত্যক্ষ-গোচর সহস্র-সহস্র কীটাণু ভ্রমণ করিতেছে। এমন স্থান নাই যে, তথায় জীব নাই এমন স্থান নাই যে, তথায় সুখ ও সন্তোষের সঞ্চার নাই। জীবগণ আহার করিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, বিচরণ করিতেছে, সন্তরণ দিতেছে, নৃত্য করিতেছে, ধাবিত হইতেছে; তাহাদের সুখসাধনার্থে বিশ্বভাণ্ডার-পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সূর্য্য, বায়ু, মেঘ ও মেদিনী নিয়তই তাহাদের পরিচারণ ও সুখনিয়োজন করিতেছে, নিমেষ মাত্রও স্ব স্ব শুভ-কারিণী সুখ-দায়িনী শক্তি সঞ্চালন করিতে নিরস্ত নয়। এই অশেষ-প্রকার ব্যাপার এক কালে গ্রহণ করা কাহার সাধ্য? এই সমুদায় এক কালে অনুভব করিতে গিয়া অন্তঃকরণ পরাস্ত হইয়া আসিতেছে। যে অননুভবনীয় অনির্ব্বচনীয় মহীয়সী শক্তি দ্বারা এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়া রক্ষিত হইতেছে, তাহা ধারণ করিতে গিয়া চিত্ত বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হইতেছে। এই সমুদায় একত্র অনুভব করিতে পারিলে, যিনি এই বৃহৎ কার্য্যরাশির কারণ, এই অপরিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যের রাজা, এই অশেষপ্রকার প্রজার অভিভাবক ও প্রতিপালক, তাঁহার অপার মহিমা কতক অনুভূত হইতে পারে।

যদি এই অবনি-রূপ একটিমাত্র লোকের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া অন্তঃকরণ শ্রান্ত হইয়া উঠিল, তবে আমরা ব্রহ্মাণ্ডপতির অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পর্য্যালোচনা-বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইব? মেদিনীর মেরু-দণ্ড-স্বরূপ হিমালয়ের তুলনায় একটি কঙ্কর যেরূপ ক্ষুদ্র বোধ হয়, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ভূ-মণ্ডল তদপেক্ষা কদাচ বৃহত্তর নয়। পৃথিবী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জগতের যে প্রণালীর অন্তর্গত, তাহাকে সৌর জগৎ কহে। প্রকাণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল তাহারি মধ্যস্থানে অবস্থিত। ভূ-লোক ও ভূ-লোক-সদৃশ অন্য ১৭৯ এক শত উনআশীটি গ্রহ ও উপ-গ্রহ * ঐ বিশাল সূর্য্যলোকের চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড-বেগে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী নেপচ্যুনগ্রহ সূর্য্যের নিকট হইতে ন্যূনাধিক ১, ২৫, ০০, ০০,০০০ একশত পঞ্চবিংশতি কোটি ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া, ১৬৪ একশত চৌষট্টি বৎসর ৭ সাতমাস ১৬ ষোল দিবসে তাহাকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। এক একটা গ্রহের আয়তন শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একটা গ্রহ † ভূ-মণ্ডল অপেক্ষা প্রায় ৭৩৫ সাতশত পঁয়ত্রিশ গুণ, আর একটা ‡ প্রায় ১৪১৪ চৌদ্দ শত চৌদ্দ গুণ বৃহৎ। ঐ উভয়ের মধ্যে প্রথমোল্লিখিত গ্রহ এরূপ অতি প্রকাণ্ড বলয়-ত্রয়ে পরিবেষ্টিত যে, পৃথিবীর তুল্য শত শত জীব-লোক ঐ অঙ্গুরীয়কের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে। তদ্ভিন্ন কত সহস্র ধূমকেতু ও কত কোটি উল্কা-পিণ্ড সৌর-জগতে ভয়ানক বেগে অজস্র পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? এক একটা ধূমকেতুর আয়তনই বা কেমন বিস্ময়কর! ১৬৮০ ষোল শত আশী খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহার পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ৫,৪১,২০,০০০ পাঁচ কোটি একচল্লিশ লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত, এবং ১৮১১ আঠারশ এগার খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহার পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ২,২৫,২০,০০০ দুই কোটি পঞ্চবিংশতি লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উল্লিখিতরূপ বৃহৎ

* এ পর্য্যন্ত ১৫৭ এক শত সাতান্নটী গ্রহ ও ২৩টা উপগ্রহ অর্থাৎ চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

† শনৈশ্চরগ্রহ। ‡ বৃহস্পতিগ্রহ.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৃহৎ ধূমকেতুসমুদায় এক এক বার সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী হয়, পুনর্ব্বার যাবতীয় গ্রহের কক্ষবৃত্ত অতিক্রম করিয়া সীমাশূন্য নভো-মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে থাকে। ১৭৬৩ সতর শত তেষট্টি খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহা সূর্য্যের নিকট হইতে ৬,৮৩,০০,০০,০০০ ছয় শত তিরাশী কোটি ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং ১৬৮০ ষোল শত আশী খৃষ্টাব্দের ধূমকেতু এতাদৃশ দূরগামী যে, প্রতিঘণ্টায় ৩,৮৭,২০০ তিন লক্ষ সাতাশী সহস্র দুইশত ক্রোশ ভ্রমণ করে, ইহাতেও একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে ৫৭৫ পাঁচ শত পঁচাত্তর বৎসর অতীত হয়। কোন কোন ধূমকেতু এরূপ পথে পর্য্যটন করে যে, তাহা দেখিয়া জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন, তাহারা যে আর কখন সূর্য্য-সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিবে, এমন বোধ হয় না;—তাহারা গগন-মণ্ডলে প্রচণ্ডবেগে নিরন্তর ধাবমান হইবে, আমাদের নিকট আর কদাচ পুনরাগমন করিবে না। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!!!—উল্কাপিণ্ড গ্রহাদির তুল্য বৃহৎ নয়, * এবং ধূমকেতুর সমান দূরগামীও বোধ হয় না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এক এক বারে লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পতিত হইয়া থাকে। ১৮৩৩ আঠার শত তেত্রিশ খৃষ্টাব্দের ১২ই ও ১৩ই নবেম্বরে আমেরিকার উত্তরখণ্ডে নয় ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন ২,৪০,০০০ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার উল্কা-পিণ্ড পতিত হইয়াছিল। যখন এরূপ শিলা-বর্ষণ সদৃশ প্রচণ্ড উল্কা-বর্ষণ বারংবার প্রত্যক্ষ

* ৪।৫ চারি পাঁচ হাত অপেক্ষায় দীর্ঘতর উল্কা-পিণ্ড প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দে ইটালির অন্তঃপাতী নার্নি নগরের নিকটবর্ত্তী এক নদীর উপরে এক বৃহৎ উল্কা-পিণ্ড পতিত হয়, তাহা জলের উপর ২।৩ দুই তিন হাত উচ্চ হইয়াছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়া থাকে, তখন সৌর জগতের কত কোটি উল্কা-পিণ্ড অবিরত উড্ডীয়মান হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে!

সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহাদি যত বৃহৎ বস্তু আছে, সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর। উহা এত বৃহৎ যে, আমাদের অধিষ্ঠান-ভূত ভূ-মণ্ডলের মত ১৪,০০,০০০ চতুর্দ্দশ লক্ষ জীব-লোক উহার গর্ভ-মধ্যে নিবিষ্ট থাকিতে পারে। উহার আয়তন সমুদায় গ্রহের আয়তন-সমষ্টির প্রায় ৬০০ ছয় শত গুণ। যদি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তর খনন করিয়া শূন্য করা যায় এবং ভূ-মণ্ডল তাহার মধ্য স্থানে স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এত স্থান থাকে যে, চন্দ্র-মণ্ডল ভূ-মণ্ডলের কেন্দ্র হইতে এক্ষণে যত অন্তরে অবস্থিত আছে, তাহার অপেক্ষায় আর ৮১,০০০ একাশী সহস্র ক্রোশ অধিক অন্তরে স্থাপিত হইলেও, অনায়াসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারে। বিশেষতঃ বিশ্ব-প্রকাশক প্রভাকর চতুর্দ্দিকে গ্রহ উপগ্রহাদিকে তিমিরাবরণ হইতে মুক্ত করিয়া তেজঃ, জ্যোতিঃ ও সৌন্দর্য্য বিতরণপূর্ব্বক যেরূপ প্রভাব প্রকাশ করে, তাহা এক কালে একত্র অনুভব করিতে হইলে, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। কেবল সূর্য্য-মাত্রের বিশাল আয়তন ও প্রবল প্রভাব পর্য্যালোচনা করাই মানবীয় মনের সাধ্যাতীত বোধ হয়, ইহাতে মনের মধ্যে সমস্ত সৌর জগতের সমুদায় ব্যাপার একত্র ধারণ করা কাহার সাধ্য?

এই সমস্ত বিশাল জ্যোতিষ্কের অতি বিস্ময়-কর আয়তন মাত্র পর্য্যালোচনা করিয়াই বা আমরা জগতের মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্যের বিষয় কি জানিলাম? এই অপরিসীম বিশ্বমধ্যে বিশ্বপতির যেরূপ অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, ঐ সমস্ত প্রকাণ্ড জড়ময় পিণ্ডের প্রচণ্ড

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেগের বিষয় অনুধাবন করিলেই বা তাহা কি জানা যাইবে ? তাহারা যেরূপ প্রবল বেগে পরিভ্রমণ করে, ভূ-মণ্ডলে তাহার অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং তাহা গণনা করিয়া নিরূপণ করিলেও সুস্পষ্ট অনুভব করা যায় না। আমরা অশ্বের গতি, বায়ুর গতি, শরের গতি, এবং বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথের গতিকে সাতিশয় শীঘ্রগতি বলিয়া উল্লেখ করি। কামান হইতে নিক্ষিপ্ত গোলকের বেগ উল্লিখিত সমুদায় বস্তুর বেগ অপেক্ষা প্রবল। কিন্তু পৃথিব্যাদি গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুর বেগের সহিত তুলনা করিলে, অশ্বরথাদির গতি কোথায় থাকে ? শনৈশ্চর গ্রহ প্রতিঘণ্টায় ৯,৬৮০ নয় সহস্র ছয় শত আশী ক্রোশ, বৃহস্পতি ১২,৭৬০ বার সহস্র সাত শত ষাটি ক্রোশ, পৃথিবী ২৯,৯৩৭ উনত্রিশ সহস্র নয় শত সাঁইত্রিশ ক্রোশ, শুক্র ৩৫,২০০ পঁয়ত্রিশ সহস্র দুই শত ক্রোশ এবং বুধ ৪৮,১১৮ আটচল্লিশ সহস্র একশত আঠার ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া থাকে। কামানের গোলা প্রতিঘণ্টায় ঊর্দ্ধসংখ্যা ৩৫২ তিন শ, বায়ান্ন ক্রোশ গমন করে। কিন্তু বুধ গ্রহ তদপেক্ষায় ১৩৬ একশত ছত্রিশ গুণ প্রবলতর বেগে অবিরত পরিভ্রমণ করিতেছে।

এ প্রকার প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড সমুদায়ের চলিতে পারাই আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইহাদের এতাদৃশ প্রচণ্ড বেগ যে, অননুভবনীয় আশ্চর্য্যশক্তি কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা কে অনুভব করিতে পারে ? কামান দ্বারা নিক্ষিপ্ত যে লৌহগোলক সাতিশয় শীঘ্রগামী বোধ হয়, তাহার ব্যাস কতিপয় অঙ্গুলি অপেক্ষায় অধিক নয়। কিন্তু যে বৃহস্পতি গ্রহের ভয়ঙ্কর বেগের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, তাহার গর্ভ-মধ্যে পৃথিবীর তুল্যরূপ বৃহৎপ্রমাণ সহস্রাধিক জীবলোক প্রবিষ্ট থাকিতে পারে। একজন পণ্ডিত গণনা করিয়া লিখিয়াছেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যদি মেদিনী এক স্থানে স্থিরীভূত থাকে, আর সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ ও উপ-গ্রহ যদি মনুষ্যের তুল্যরূপ বাহুবল-বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জীবে পরিপূর্ণ থাকে, এবং তাহা দ্বারা সমবেত হইয়া স্ব স্ব ভুজ-বলে ভূ-মণ্ডল সঞ্চালন করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পায়, তথাপি উহাকে অঙ্গুলি-প্রমাণ স্থানও চালনা করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু উহা বিশ্বপতির বিশ্ব-জনীন শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া কামান-নিক্ষিপ্ত অতি শীঘ্রগামী লৌহগোলক অপেক্ষা পঞ্চাশীতি গুণ প্রবলতর বেগে সূর্য্য-মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এতাদৃশ বিশাল বস্তুর ঈদৃশ ভয়ানক বেগ যে মহীয়সী শক্তিকর্তৃক সমুদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়মধ্যে ধারণ করা কাহার সাধ্য? পৃথিবী অপেক্ষা ৭৩৫ সাত শত পঁয়ত্রিশ গুণ বৃহত্তর শনৈশ্চর গ্রহ, অত্যদ্ভুত অঙ্গুরীয়-ত্রয় ও চন্দ্রমণ্ডল অপেক্ষা বিশালতর অষ্ট উপগ্রহ সমভিব্যাহারে লইয়া প্রতি ঘণ্টায় ৯,৬৮০ নয় সহস্র ছয় শত আশী ক্রোশ ভ্রমণ করিতেছে, ইহা একবার মনন করিলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। যদি আমরা উক্ত গ্রহের সার্দ্ধ চারিশত ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত হইয়া দেখিতে পাই, তাহা হইলে কেবল ঐ অঙ্গুরীয়-ত্রয়-পরিবেষ্টিত অত্যদ্ভুত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের দর্শনেই আমাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হয়, এবং উহা নভো-মণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ব্যাপিয়া অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে উড্ডীয়মান হইতেছে, এইরূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন সূর্য্য-মণ্ডলের বেগের বিষয় বিবেচনা করা যায়, তখন এ চমৎকারই বা কোথায় থাকে! উহা গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি সৌরজগতীয় যাবতীয় বস্তু সমভিব্যাহারে লইয়া নভো-মণ্ডলের কোন অপ্রত্যক্ষ স্থান প্রচণ্ড বেগে প্রদক্ষিণ করিতে চলিতেছে; সেই অননুভবনীয়, গাম্ভীর্য্যশালী ভয়ানক ব্যাপার জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে গেলে, সময়ে পরাস্ত হইয়া আসিতে হয়। এতাদৃশ দুর্ব্বোধ ভয়ঙ্কর গম্ভীর ব্যাপার মনেও ধারণা করা যায় না এবং বাক্যেও বর্ণনা করা যায় না। এরূপ বিষয়ের প্রশংসা করিতে হইলে, কেবল বিস্ময়, চমৎকার, আশ্চর্য্য প্রভৃতি অদ্ভুতবোধক শব্দ মাত্র উল্লেখ করিয়া নিরস্ত থাকিতে হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা উল্লিখিত জীবলোক-সমুদায় জীবশূন্য জড়ময় বিবেচনা করিয়া, তাহাদের বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু এতাদৃশ বিশাল লোক সকল জীবপূর্ণ সুখ-সম্পন্ন না ভাবিয়া কে নিরস্ত থাকিতে পারে? তৎসমুদায়ও পৃথিবীর ন্যায় বিবিধ জীবের নিবাসভূমি। তাহাতেও অবশ্য অশেষবিধ জীবের অশেষ-প্রকার প্রণালী-ক্রমে বিবিধ প্রকার শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। না জানি, তথায় কতবিধ বুদ্ধি-প্রকাশ, প্রেম-বিলাস, আনন্দ-বিকাশ সম্পন্ন হইয়া থাকে! না জানি, আনন্দময়, অমৃতময়-পুরুষ কোন্ লোকে কত প্রকার অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, অগণনীয় মহিমা প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন! না জানি, করুণাময়ের করুণা-ভাজন সন্তানেরা কোন্ লোকে তাঁহার কিরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক করিতেছে।

এখন আমাদের মানস-বিহঙ্গ সৌরজগতের পরিজ্ঞাত ভাগের প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছে। আর তাহাকে ক্ষান্ত রাখা যায় না। তাহার অপরিশ্রান্ত পক্ষ সকল আর নিরস্ত হইবার নয়। অখিল বিশ্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এমন অচিন্ত্য অননুভবনীয় সৌর-জগৎকেও যৎসামান্য ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া বোধ হয়। অগণ্য নক্ষত্র-মণ্ডল তৃণ-ক্ষেত্র-স্থিত তৃণ ও বালুকা-ক্ষেত্র-স্থিত বালুকার ন্যায় অপরিসীম আকাশ-ক্ষেত্রে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এক এক নক্ষত্র এক এক সূর্য্য এবং বোধ হয়, তাহারা প্রত্যেকে এক এক সৌর-জগতের মধ্যস্থানে অবস্থিত থাকিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী

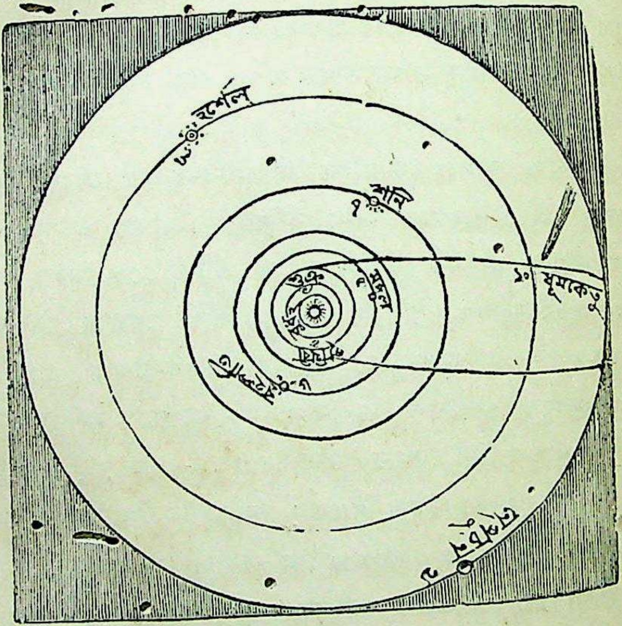

গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতিকে তেজঃ ও জ্যোতিঃ বিতরণ করিতেছে, এবং তত্রত্য-জীবজন্তুদিগকে পালন করিয়া সুস্থতা ও স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা যেরূপ এক সৌর-জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইতেছিলাম, বিশ্বাধিপের বিশ্বরাজ্য সেরূপ কত সৌর-জগতে পরিপূর্ণ, তাহা এক বার অন্তঃকরণে ধারণ করিতে চেষ্টা কর। তাহাদের সংখ্যাই বা কত, রচনাই বা কিরূপ, কত কত বিচিত্র ব্যাপারই বা তৎসমুদায়ে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও নিরূপণ করিবার সামর্থ্য নাই বটে, কিন্তু সেই সমস্ত সৌর-জগৎ যে এক সীমাশূন্য সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এক এক প্রদেশ স্বরূপ এবং এক রাজাধিরাজ মহারাজের শুভকর রাজশাসন দ্বারা রক্ষিত ও পালিত, তাহার সন্দেহ নাই।

তিমিরাচ্ছন্ন মেঘশূন্য রজনীর নিশীথ-সময়ে ঊর্দ্ধ দিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া একেবারে যত নক্ষত্র দৃষ্টি করা যায়, তাহা আমাদের জ্ঞাননেত্রের দৃষ্টিক্ষেত্রে ধারণ করা কঠিন। কিন্তু দূরবীক্ষণ-সহকারে একবারে যত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় নিশীথ-সময়ে নিরীক্ষিত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত তারাও অল্পসংখ্যক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র যত উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে, ততই অধিক নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইতেছে। গগনমণ্ডলে যে দক্ষিণোত্তর-ব্যাপিনী শুভ্রবর্ণ রেখা হরিতালী ও ছায়াপথ* বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কেবল নক্ষত্রে পরিপূর্ণ; অত্যন্ত দূরতা প্রযুক্ত ঐরূপ অতি সূক্ষ্ম শুভ্রবর্ণ নীরদতুল্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। চন্দ্রমণ্ডল নভোমণ্ডলের যৎকিঞ্চিৎ স্থান যাহা ব্যাপিয়া থাকে, হরিতালীর অন্তর্গত তৎপ্রমাণ স্থানে ২,০০০ দুই সহস্র নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। উইলিয়ম্ হর্শেল নামক জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ একদা আপনার নির্ম্মিত অদ্ভুত দূরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথের কিয়দংশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তাহাতে এক বার ৩৭৷৷০ সাড়ে সাঁইত্রিশ পলের মধ্যে ১,১৬,০০০ এক লক্ষ, ষোড়শ সহস্র নক্ষত্র, এবং অন্য এক বার, ১ এক দণ্ড ৪২৷৷০ সাড়ে বিয়াল্লিশ পলের মধ্যে ২,৫৮,০০০ দুই লক্ষ অষ্টপঞ্চাশৎ সহস্র নক্ষত্র তাঁহার দূরবীক্ষণের দৃষ্টিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এক এক নক্ষত্র এক এক

* ইতর ভাষায় ইহাকে যমের জাঙ্গাল কহে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সূর্য্যস্বরূপ, বরং অনেক নক্ষত্র তদপেক্ষা বৃহত্তর ও তেজস্বিতর! বাস্তবিক, গণনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, লুব্ধক নামক নক্ষত্র সূর্য্যাপেক্ষা ৩৬ ছত্রিশ গুণ উজ্জ্বল, আমাদের সূর্য্যমণ্ডল এত উজ্জ্বল বটে, তথাচ এ বিষয়ে নিকৃষ্ট নক্ষত্রগণের মধ্যে গণিত করিতে হইল। দীপ-শিখা-সদৃশ প্রতীয়মান ক্ষুদ্র নক্ষত্র-সমুদায় যে এতাদৃশ তেজস্বী, ইহা স্বপ্নের অগোচর ছিল। তাহাদের অসহ্য তেজঃপুঞ্জ অনুভব করা সৃষ্ট জীবের সাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের জ্যোতিঃ-সমষ্টি মনন করিতেও যেন চক্ষুর্দ্বয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

হীরকখণ্ডবৎ প্রতীয়মান নক্ষত্রগণের সংখ্যা, তেজস্বিতা ও আয়তনের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল, কিন্তু তাহাদের দূরস্থতা-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ না দেখিলে, বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের বিশালতা প্রতীতি করা যে আমার উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহারা এরূপ দূরবর্ত্তী যে, যে সমস্ত জ্যোতির্ব্বিৎ-কেশরী জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মুহূর্ত্তমাত্রে বৃহস্পতি, শনি, হর্শেল ও নেপচ্যুন গ্রহের দূরত্ব নিঃসন্দেহ গণনা করিতে পারেন, তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত বহুপ্রকার যন্ত্র নিয়োগ দ্বারা বিধিমতে চেষ্টা করিয়াও একটি মাত্র নক্ষত্রেরও দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই, কেবল এতাবন্মাত্র অবধারণ করিয়াছিলেন যে, তদুদ্দেশে যে সমস্ত নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষিত হয়, তাহারা কোন ক্রমেই ২২,০০,০০,০০,০০,০০০ দ্বাবিংশতি নিখর্ব্ব যোজনের অপেক্ষা অল্পতর দূরে অধিষ্ঠিত নয়। কিন্তু ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা কোন বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইবার নহেন। সংপ্রতি তাঁহারা অনেক কৌশলে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী ১০।১২ দশ বারটা নক্ষত্রের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহা অঙ্ক দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় বটে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিন্তু মনোমধ্যে সম্যক্ প্রকারে ধারণ করা অসাধ্য। লুব্ধক তারা ন্যূনাধিক ৪৪,০০,০০,০০,০০,৭০০ চতুশ্চত্বারিংশৎ নিখর্ব্ব যোজন এবং ধ্রুবতারা ন্যূনাধিক ২,০১,০০,০০,০০,০০,০০০ দুই শত এক নিখর্ব্ব যোজন অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। ১৮৫৩ আঠার শত তিপ্পান্ন খৃষ্টাব্দে দুইটি নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় হইয়াছে; একটি সপ্তর্ষির অন্তর্গত দ্বিতীয়টি অভিজিৎ নামক নক্ষত্র-ত্রয়ের প্রধান নক্ষত্র। সপ্তর্ষির অন্তবর্ত্তী নক্ষত্র পৃথিবীর নিকট হইতে ১,৪৮,৫০,০০,০০,০০,০০০ এক শত অষ্টচত্বারিংশৎ নিখর্ব্ব পঞ্চ খর্ব্ব যোজন অন্তরে এবং অভিজিতের অন্তর্গত নক্ষত্র ১,৪৩,০০,০০,০০,০০,০০০ একশত ত্রিচত্বারিংশৎ নিখর্ব্ব যোজন অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছে। যে জ্যোতিঃ প্রতি পলে ২০,২৭,৫২০ বিংশতি লক্ষ সপ্তবিংশতি সহস্র পাঁচ শত বিংশতি ক্রোশ চলে, উল্লিখিত অভিজিৎ নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসিতে তাহার প্রায় একবিংশতি বৎসর অতীত হয়। যদি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী চক্ষুর্গোচর নক্ষত্র-গণ এরূপ দূরে অধিষ্ঠিত যে, তাহা মনন ও স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে হত-জ্ঞান হইতে হয়, তবে হরিতালীস্থিত যে সমস্ত তারকা-রাজি বাষ্পরাশি-বৎ প্রতীত হয়, অথবা যাহাদিগকে যন্ত্র-সহকার-ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারা যে কত অন্তরে অবস্থিত, তাহা কে গণনা করিবে? কেই বা তাহা অন্তঃকরণে ধারণা করিতে সাহসী হইবে? তাহাদের দূরত্বের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, বুদ্ধিবৃত্তি বিঘূর্ণিত হইয়া উঠে। জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, অনেক অনেক নক্ষত্র-পুঞ্জের আলোক অবনিমণ্ডলে উপনীত হইতে দশ লক্ষ বৎসর অতীত হয়। কিন্তু এই বা কি? যখন আকাশ-মণ্ডল অসীম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইতেছে, তখন মনোবৎ দ্রুতগামী জ্যোতিঃপদার্থের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দশ লক্ষ বৎসরের পথই বা কত দূর! অনন্ত-স্বরূপের অসীম সাম্রাজ্যের তুলনায় উহাও এক বিন্দু মাত্র।

যাঁহাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যা পর্য্যালোচনা ও নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা অভ্যাস নাই, তাঁহারা যাবতীয় নক্ষত্র-মণ্ডলকে সতত সমভাবাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। নিত্য পরিবর্ত্তনই সমুদায় বিশ্বের স্বভাব-সিদ্ধ লক্ষণ। আমরা নরলোক-নিবাসী হইয়াও নক্ষত্রমণ্ডল-সংক্রান্ত যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাই, তাহাতেও বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। কত কত পুরাতন নক্ষত্র একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। কত কত অভিনব নক্ষত্র অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে। আর কতকগুলি আবির্ভূত হইবার পর দুই এক বৎসর দৃষ্টিগোচর থাকিয়া পুনর্ব্বার তিরোহিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক তারার তেজস্বিতা যথাক্রমে হ্রাস হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি পায়। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা কয়েকটি নক্ষত্রের তেজস্বিতা ও পরিবর্ত্তনের ক্রম এপ্রকার নিরূপণ করিয়াছেন যে, প্রায় চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির ন্যায় উহাদের হ্রাস-বৃদ্ধির সময় ও পরিমাণ গণনা করিতে পারেন। জ্যোতির্ব্বিহীন গ্রহশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত থাকাতে, তাহাদের ঐরূপ ঘটনা হওয়া অসঙ্গত নয়। ফলতঃ তদ্ভিন্ন অন্য কোন হেতু আমাদের অনুভবে উপস্থিত হয় না। হে জগদীশ! এ সকল তোমার কীদৃশী মহীয়সী কীর্ত্তি?

গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুর সহিত তুলনা করিয়া পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদেরা নক্ষত্রগণকে নিতান্ত নিশ্চল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও যথার্থ হইল না। পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রহাদির গতিবিধি বিষয়ে বিশ্বাধিপতির যাদৃশ প্রবল শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, নক্ষ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গণের বিষয়েও তাহা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়াছে। অনেক নক্ষত্র ক্রমশঃ স্থানান্তর হইতেছে, এমন কি, গ্রীশদেশীয় পূর্ব্বকালীন জ্যোতির্ব্বিদেরা নভোমণ্ডলে যে যে স্থানে যে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র দৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার একটিও এক্ষণে সে স্থানে অবস্থিত নাই, তদ্ভিন্ন দুই নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণ-গুণে আকৃষ্ট থাকিয়া, উভয়েই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এক নির্দ্দিষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এই ব্যাপার গগনমণ্ডলের সকল ভাগেই প্রত্যক্ষ হয়। এ পর্য্যন্ত এইরূপ ৬৫০ সার্দ্ধ ষট্‌শত নক্ষত্রযুগ নিরূপিত হইয়াছে, এবং তাহাদের পরিভ্রমণের পথ ও সময় নির্দ্ধারণের বিষয় অনেক অবধারিত হইয়াছে। ধ্রুব নক্ষত্র ৩৬৯ তিন শত উনসত্তর বৎসরে এবং উত্তর ভাদ্রপদ-নামক নক্ষত্রদ্বয়ের অন্তর্গত এক নক্ষত্র ১০,৩৭৬ দশ সহস্র তিন শত ছিয়াত্তর বৎসরে এক একবার ঐরূপ পরিভ্রমণ করে। কিন্তু অনেক নক্ষত্রের পরিভ্রমণের কাল ৫০০ পাঁচ শত বৎসরের অধিক নহে। ঐ সমস্ত পরস্পর-সম্বদ্ধ নক্ষত্রযুগল পৃথিবী হইতে দেখিলে পরস্পর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী দেখায়, কিন্তু সূর্য্য মণ্ডল মেদিনী-মণ্ডলের নিকট হইতে যত অন্তরে অবস্থিত, তাহারা পরস্পর তদপেক্ষা অধিকতর দূরবর্ত্তী বোধ হয়। বাস্তবিক ঐরূপ এক নক্ষত্রযুগের অন্তর্গত দুই নক্ষত্র পরস্পর ১,১০,০০,০০,০০,০০০ একাদশ খর্ব্ব যোজন অপেক্ষা অধিক অন্তরস্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গতি ও পরিবর্ত্তন কেবল সৌর-জগতেরই ধর্ম্ম নয়, সমুদায় নক্ষত্র-মণ্ডলেই ঐ ব্যাপার লক্ষিত হয়। আমরা বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-মন্দির যত দূর আরোহণ করি, ততই তাহার অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হই, এবং তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অন্ত-নির্দ্ধারণ-বিষয়ে নিরাশ হইতে থাকি। আমাদের মানস-বিহঙ্গ প্রথমে পৃথিবী-মণ্ডল পর্য্যটন-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পূর্ব্বক সৌর-জগৎ সন্দর্শন করিয়া নক্ষত্র-পরিপূর্ণ হরিতালী পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছে। অতঃপর আর এক অতি চমৎকারজনক ব্যাপার উপস্থিত! আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত হরিতালী প্রভৃতি যাবতীয় নক্ষত্রশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তৎসমুদায়ের ঊর্দ্ধে ও পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত গাঢ়তর ঘনীভূত তিমির-রাশি-ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তথায় না সূর্য্য, না নক্ষত্র, না অন্যবিধ কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। দূরবীক্ষণ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তথাচ একটি মাত্র রশ্মিও দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবলই পাষাণবৎ দুর্ভেদ্য অন্ধকার মাত্র লক্ষিত হয়। কিন্তু সেই তিমিরাচ্ছন্ন জন-শূন্য গাম্ভীর্য্যশালী নভোভাগ অতিক্রম করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলে, কোন কোন অতিদূরবর্ত্তী দুর্লক্ষ্য স্থান কুজ্ঝটিকাবৎ প্রতীয়মান হয়। সেই সমুদায় নভঃস্থান কেবল নক্ষত্রপুঞ্জে পরিপূর্ণ; দূরস্থতা প্রযুক্তই কুজ্ঝটিকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। সে সমস্ত তারক-স্তবক কতদূরে অবস্থিত, তাহা কে বা গণনা করিবে? কেই বা রটনা করিবে? কেই বা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে? সে সকল স্থান আকাশরূপ অপরিসীম সমুদ্রের এক এক দ্বীপ-পুঞ্জ-স্বরূপ। তথা হইতে দৃষ্টি করিলে, আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পরিদৃশ্যমান নক্ষত্র-সমুদায়ও উল্লিখিতরূপ কুজ্ঝটিকাবৎ বোধ হইবে। আমরা চতুর্দ্দিকে হরিতালী-সংবলিত যাবতীয় নক্ষত্রপুঞ্জে পরিবৃত রহিয়াছি, তাহা যদি এক দ্যুলোক বলিয়া উক্ত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত কুজ্ঝটিকাবৎ দৃশ্যমান স্থান-সমুদায়ও এক এক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দ্যুলোক বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। দূরবীক্ষণ-সহকারে এবম্প্রকার সহস্র সহস্র দ্যুলোক দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আমরা যে অসীম-প্রায় দ্যুলোকের অভ্যন্তরে অবস্থিত রহিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ডে এরূপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কত কোটি দ্যুলোক বিদ্যমান আছে, কে বলিতে পারে? এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অন্তঃকরণ বিহ্বল হইতেছে, চমৎকৃত ও স্থিরীভূত হইতেছে, আর উড্ডীয়মান হইবার শক্তি নাই। ইহাতেও কি বিশ্বরাজ্যের প্রান্তদেশ উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না! ইহাতেও কি বিশ্বাধিপতির শক্তির সীমা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলাম না! হে মহিমার্ণব মহেশ্বর! তোমার এ কিরূপ অদ্ভুত মহিমা?

জ্ঞান-চক্ষে বিশ্ব-পতির বিশ্ব-রাজ্য কতদূর অবলোকন করা গেল, তাহা একবার অন্তঃকরণের একত্র ধারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবিক, তাহাতে একবার মানস-বলে পরিভ্রমণ না করিয়া কে নিরস্ত হইতে পারে? যদি কেহ কল্পনা-পথে পাদ-পীঠ-স্বরূপ পৃথিবী হইতে পদোত্তোলন-পূর্ব্বক জলনিধির ভয়ঙ্কর তরঙ্গ-শ্রেণী ও আগ্নেয়-গিরির ভয়ানক অগ্নি-জ্বালা দর্শন করিতে করিতে উর্দ্ধপথে উত্থিত হন, তবে তিনি কিঞ্চিৎ উঠিয়া গগনমণ্ডলের সকল ভাগে সমভাবে দৃষ্টি-ক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন; গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও উল্কা-পিণ্ড-সংবলিত সমস্ত সৌর-জগৎ একেবারে তাঁহার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া উঠিবে। কি মেষ, কি বৃষ, কি সিংহ, কি মীন, সমগ্র রাশিচক্র একেবারেই দৃষ্ট হইতে থাকিবে। তিনি ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধ-গামী হইয়া প্রচণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল সমীপবর্ত্তী দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিবেন! কিন্তু কোন্ নর তথায় এক নিমিষও তিষ্ঠিতে পারে? তিনি তাহার দুর্ব্বিষহ তেজঃপুঞ্জে অসহমান হইয়া সৌর-জগতের প্রান্তদেশ দর্শনার্থ উত্থিত হইবেন। মঙ্গল-গ্রহের লোহিত প্রভা, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনৈশ্চরের অষ্টচন্দ্র ও ভয়ঙ্কর অঙ্গুরীয়ক ইত্যাদি অশেষবিধ অদ্ভুত বিষয় দর্শন করিতে করিতে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চন্দ্র-দ্বয়-সহকৃত নেপচ্যুন্ নামক অপূর্ব্ব ভুবনে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-রসে আর্দ্র হইবেন, এবং দেখিবেন, আমাদের সৌর-জগৎ অধোদিকে পতিত হইয়া রহিল বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে, এতাদৃশ, এতদপেক্ষা বৃহত্তর ও তেজস্বিতর কত সূর্য্য ও কত সৌর-জগৎ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কৌতুকদর্শী পরিব্রাজক যেমন গ্রাম, নগর, বন, উপবনাদি নিরীক্ষণ করিতে করিতে পর্য্যটন করে, তিনি সেইরূপ কৌতূহলাবিষ্ট সমুৎসুক হৃদয়ে শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট বহুবিধ নক্ষত্র-গহনের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে হরিতালীতে উপনীত হইয়া দেখিবেন, হরিতালী কেবল সূর্য্য ও সৌর-জগতে পরিপূর্ণ। হরিতালীর পৃষ্ঠ-দেশে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, প্রগাঢ়তর তিমির-সিন্ধু পারে দক্ষিণে-বামে ও ঊর্দ্ধ দিকে, অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে ভূরি ভূরি দুর্লক্ষণীয় দ্যুলোক দর্শন করিবেন, এবং দর্শন করিলেই, তথায় বিচরণার্থ ব্যাকুল-চিত্তে ঊর্দ্ধপথে ধাবমান হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার এইরূপ ধাবমান হইবার সময়ে, আমাদিগের এতাদৃশ জ্যোতিঃপূর্ণ, সুবিস্তৃত, দ্যুলোক ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া কিঞ্চিৎ কুজ্ঝটিকাবৎ অস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকিবে; কোথায় বা আমাদের পৃথিবী, কোথায় বা চন্দ্র, কোথায় বা গ্রহমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল! তিনি তথা হইতে, এক গ্রহের সহিত অন্য গ্রহের এবং এক সূর্য্যের সহিত অন্য সূর্য্যের বিশেষ করিতে অসমর্থ হইবেন এবং তৎ-সমুদায়কে সমুদ্রতীরস্থ বালুকাকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বলিয়া বোধ করিবেন। তৎসমুদায় একেবারে অলক্ষিত হইয়া যাইবে; এই স্থলে নিরস্ত হওয়া শ্রেয়ঃকল্প! আমাদের আর অধিক আরোহণ করিবার অধিকার নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নরলোকে এমন জীব কে আছে যে, এই অসীমাকার বিশ্ব-ব্যাপার অনুভব করিয়া, চিন্তা ও বিবেচনার আয়ত্ত করিতে পারে? ইতিপূর্ব্বে বিশ্বাধিপতির বিশ্বব্যাপিনী ঐশী শক্তির পরিমাণ-বিষয়ে গ্রহ-নক্ষত্রাদির দূরত্ব ও বেগত্ব-বোধক যে সমস্ত সংখ্যা-বাচক শব্দ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তাহা মনের মধ্যে ধারণ করা, মনুষ্যের সাধ্য নয়। সে সমুদায় যাঁহার কার্য্য, তাঁহারই সাধ্য। ঈশ্বরের কার্য্য ঈশ্বর-ব্যতিরেকে অন্য কে ধারণ করিতে পারে? কিন্তু ঐ সমস্ত অঙ্ক-নির্দ্দেশ দ্বারা অচিন্ত্য-স্বরূপের অচিন্ত্য-শক্তির সীমা নিরূপিত হইল, ইহা যেন কাহারও হৃদয়স্থ না হয়। তাঁহার আশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে আমাদের মনোবৃত্তির ন্যায় সীমাবচ্ছিন্ন নয়, ইহাই অবধারিত হইল। স্থান শক্তি ও কৌশল-নির্দ্দেশক যে সমস্ত সংখ্যা-বাচক শব্দ আমাদের বুদ্ধি-গম্য হইবার নয়, তাহা তাঁহার পক্ষে সাতিশয় সহজ ও সুগম। নর-লোকেও যে বিষয় অনুভব করা এক জনের পক্ষে অসাধ্য, তাহা অন্যের নিকট অতি সহজ। যে শিশু ৪ চারি অপেক্ষায় অধিক, যে বর্ব্বর ৫ পাঁচ অপেক্ষায় অধিক অঙ্ক গণনা করিতে সমর্থ নয়, লক্ষ ও কোটি গণনা করা তাহার অসাধ্য ও অসম্ভাবিত বোধ হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ বোধাধিক্য হইলেই, ঐ সমুদায় অঙ্ক অনায়াসে অনুভূত ও বুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্ত হইতে পারে। যখন একপ্রকার জীবের একরূপ মনোবৃত্তির কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য সজ্ঘটন দ্বারা বোধশক্তির এতাদৃশ ইতর-বিশেষ হয়, তখন যে অচিন্তনীয় পুরুষের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অনির্ব্বচনীয় শক্তি কোন বিষয়েই আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির স্বভাবাক্রান্ত নয়, প্রত্যুত তদপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট ও অশেষ বিষয়ে ভিন্নভাবাক্রান্ত, তাঁহার কার্য্য যে আমাদের বোধাতিরিক্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও বিস্ময়-জনক বলিয়া প্রত্যয় জন্মিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? স্থান, কাল ও সংখ্যা তাঁহার কার্য্যের ব্যবচ্ছেদ করিতে পারে না। বিশ্বাধিপতির শক্তি, কৌশল ও কুশলাভিপ্রায় বিশ্ব-রাজ্যের সর্ব্বাংশে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহাতে আর সংশয় হইবার বিষয় নাই; কিন্তু ঐ সকল গুণের সীমা নিরূপণ করা মানবীয় বুদ্ধির সাধ্য নয়। বিশাল বিশ্ব-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, বিশ্বেশ্বরের ঐ সমস্ত গুণ অত্যন্ত অধিক, প্রমাণ বলিয়া নিশ্চিত প্রতীত হয়; কিন্তু কত অধিক, তাহা কে নিরূপণ করিবে? আমাদের মনোবিহঙ্গ যতই উড্ডীয়মান হউক, তাঁহার মহীয়ান্ মহিমাচলের শিখর-দেশে উত্থিত হইতে সমর্থ হইবার বিষয় কি? কেবল পরাস্ত হইয়া বারংবার প্রত্যাগমন করিয়া নিরস্ত হয়।

আমরা তাঁহার গুণ ও কার্য্যের সীমা নির্দ্ধারণে সমর্থ নহি বলিয়া, তদ্বিষয়ের আলোচনায় নিবৃত্ত হওয়া, কোন ক্রমেই শ্রেয়ঃকল্প নয়। আমরা তাঁহার গুণ-গ্রাম যত দূর নিরূপণ করিতে পারিব, আমাদের মানব-জন্ম গ্রহণ করা তত দূর সার্থক হইবে। যদি আমাদের স্বকীয় সৌর-জগতের অন্তর্গত অতি বিশাল সূর্য্য অবধি অতি ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু একত্র অন্তঃকরণে ধারণ করা যায় এবং দৃষ্টাদৃষ্ট সমুদায় নক্ষত্র-মণ্ডল প্রত্যেকে যদি এইরূপ সজীব নির্জীব অসংখ্য বস্তু-বিশিষ্ট এক এক সৌর-জগতের মধ্যস্থিত বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে, বিশ্বরাজ্যের বিশালত্ব ও মহত্ত্ব কতক অনুভূত হইতে পারে। এক অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্য পুরুষ ভূরিসংখ্যক দ্যুলোক ও সংখ্যাশূন্য সৌর-জগৎ-সংবলিত বিশাল বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা—ইহা যখন স্মরণ-পথে সমারূঢ় হয়, তখন সেই অচিন্ত্য-স্বরূপের অচিন্ত্যশক্তির পরিমাণ কিঞ্চিৎ প্রতীত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইতে থাকে। তাঁহার মহীয়সী শক্তির এক প্রকার পরিমাণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ; ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুতেই ঐ অননুভবনীয় পূজনীয় শক্তির সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে।

তাঁহার জ্ঞানরূপ বিভাকর-জ্যোতিও আমাদের বুদ্ধি-নেত্রে সহ্য হয় না। জ্যোতিষ, রসায়ন, ভূ-তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত অধ্যাপকেরা বিশ্ব-মধ্যে বিশ্বাধিপতির যে সমস্ত পরমাশ্চর্য্য কৌশল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যখন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, এবং যখন বিবেচনা করা যায়, আমরা এত পর্য্যালোচনা করিয়াও জগৎপ্রণালীর কোটি কোটি অংশের একাংশও জানিতে পারিলাম না, তখন আমরা তাঁহার বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও নৈপুণ্য প্রতীতি করিতে সমর্থ হই না বটে, কিন্তু তাঁহার অত্যদ্ভুত বিশাল কৌশলের ভাব ও প্রকার কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারি এবং তিনি এক এক কৌশল সম্প্রাদনের নিমিত্ত যেরূপ প্রচুর ও প্রশস্ত উপায় নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার অনুভব করিতে সমর্থ হই। কিন্তু নর-লোক-নিবাসী হইয়া, তাঁহার অচিন্ত্য ও আশ্চর্য্য কৌশল সম্যগ্-রূপে ধারণ করিবার অভিলাষ করা অর্ব্বাচীনতার কর্ম্ম।

বিশ্ব-নিয়ন্তা যদর্থে এই মহীয়সী শক্তি ও অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পরম পরিশুদ্ধ প্রীতি-রসে অভিষিক্ত হইতে হয়। কেবল জ্ঞান ও শক্তি থাকিলেই যে তিনি আমাদের পূজার পাত্র ও প্রীতির আস্পদ হইতে পারিতেন, এমন নয়। জ্ঞান ও শক্তি সৎ অসৎ উভয়বিধ বিষয়েই নিয়োজিত হইতে পারে; কিন্তু তিনি আপনার জ্ঞান ও শক্তিকে কেবল কল্যাণ সাধনার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। বিশ্বের শুভ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্পাদনই বিশ্ব-বিধাতার সমস্ত বিধানের প্রয়োজন। অসংখ্য জীবের জীবন-রক্ষা, শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সমুন্নতি এবং সুখ-সম্ভোগ-সংবর্দ্ধনই তাঁহার সকল কৌশলের উদ্দেশ্য! পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় সৌর-জগতের সমস্ত জীবের কল্যাণ-সাধনই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন। তাঁহার করুণা বিশ্বব্যাপিনী।

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য।

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানব-জাতি পশু-জাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়-জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে নিবৃত্ত থাকিয়া, নিকৃষ্ট সুখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিয়া, আপনাকে ভূ-লোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিতে থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে এক-জাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।

অশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ আবাল-বার্দ্ধক্য প্রায় অধম কর্ম্মে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিযুক্ত থাকে। তাহাকে উদরান্ন আহরণার্থ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরিচালনপূর্ব্বক শারীরিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হয়; কিন্তু তাহার প্রধান মনোবৃত্তি-সমুদায় চির-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া, অথবা অযথাবিধানে পরিচালিত হইয়া, অকর্ম্মণ্য ও দোষান্বিত হইতে থাকে। জীবিকা-সংক্রান্ত কার্য্যই তাহার পক্ষে প্রধান কার্য্য, এবং প্রায়ই বর্ত্তমান কাল ও সন্নিহিত বিষয় মাত্র তাহার আলোচনার বিষয়। এরূপ ব্যক্তি স্বদেশ-ব্যতিরিক্ত সর্ব্ব দেশের সকল বিষয়েই প্রায় অনভিজ্ঞ। হয়ত, অবনিমণ্ডলকেই অসীম বলিয়া বিশ্বাস করে। পৃথিবীর আকৃতি কি প্রকার ও আয়তন বা কত, তাহার জল-স্থলের অবস্থাই বা কীদৃশ, তাহার অন্তঃপাতী কোন্ দেশের কিরূপ শোভা, কোন্ দেশে কিরূপ লোকের অধিবাস, তাহাদিগের আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতিই বা কি প্রকার, নদ, হ্রদ, সমুদ্র, সরোবর, দ্বীপ, প্রায়োদ্বীপাদিই বা কিরূপ ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত, এবং কিরূপ গুণাবলম্বী কত প্রকার ভূ-চর, খে-চর ও জলচর প্রাণীতেই বা পরিপূর্ণ, এ সকল বিষয়ে সে ব্যক্তি বন-চারী সিংহ ও শাখারূঢ় বিহঙ্গ অপেক্ষায় অধিক অভিজ্ঞ নয়। মানব-সমাজ কীদৃশ সামাজিক নিয়মে নিয়মিত হইতেছে, পূর্ব্বাবধি পৃথিবীতে সংগ্রাম-সজ্ঘটন, ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন, রাজ-বিপ্লব-সংঘটন প্রভৃতি কত মহানর্থকর ঘটনা সজ্ঘটিত হইয়া আসিয়াছে, এবং মানব-জাতি বিজ্ঞানের কিরূপ প্রভাব ও শিল্পকার্য্যের কিরূপ উন্নতি সম্পাদন করিয়া, উত্তরোত্তর অলক্ষিত-পূর্ব্ব অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি-সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার কিছুই অবগত নয়। সে স্বকীয় নিবাস-ভূমি ভূমণ্ডলের বিষয়ে যেমন অজ্ঞ, অপরিসীম গগন-মণ্ডলের বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর অপেক্ষায় বহু সহস্র ও বহু লক্ষ গুণ বৃহত্তর যে সমস্ত জ্যোতিষ্মান্

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মণ্ডল নভোমণ্ডলে প্রচণ্ড-বেগে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার বিন্দুর কিছুই জ্ঞাত নয়। তৎসমুদায় জানিবার নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণে একবার মাত্রও কৌতূহল-শিখা উদ্দীপ্ত হয় না। দীপ-শিখা-সদৃশ প্রতীয়মান নক্ষত্র-সমুদায় ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎ হউক, দূরস্থ হউক আর সমীপস্থ হউক, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা তাহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। এ সকল বিষয়ে তাহার ভ্রূ-ক্ষেপও নাই। বিশ্বপতির বিশ্ব-রচনা-সংক্রান্ত যে সমস্ত পরম আশ্চর্য্য বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, যে সমস্ত পরম কল্যাণকর প্রাকৃতিক নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক বিদ্যার যাদৃশী শ্রী-বৃদ্ধি হইয়াছে, ও কি ভৌতিক, কি শারীরিক, কি মানসিক, সর্ব্বশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত অভিনব তত্ত্ব দিন দিন উদ্ভাবিত হইয়া, বিশ্ববিধাতার যশঃসৌরভ বিস্তার করিতেছে, সে সমুদায় সে ব্যক্তির গোচর ও হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক নিয়মের অনুশীলনে যে কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য আনন্দের অনুভব হয়, সে জন্মাবচ্ছিন্নে তাহার স্বাদগ্রহণ-করণে সমর্থ হয় না। সুশিক্ষিত ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করিয়া, পরম পবিত্র সুখার্দ্র-হৃদয়ে যেরূপ পরমাদ্ভুত পরিশুদ্ধ জ্ঞানারণ্যে বিচরণ করেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি স্বপ্নেও একবার তথায় পদার্পণ করিতে পারগ হয় না। সে ব্যক্তি বিদ্যা-মন্দিরের দ্বারস্বরূপ ব্যাকরণ-বিদ্যাকেই যথার্থ বিদ্যা বোধ করে; জন্মপত্রিকা রচনা ও শুভাশুভ দিন ক্ষণ গণনাকেই প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিদ্যা বলিয়াই প্রত্যয় করে, অশৌচ-ব্যবস্থা ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধানকেই বাস্তবিক ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া বিবেচনা করে এবং মনঃকল্পিত পৌরাণিক ইতিহাসকেই ভূলোকের যথার্থ ইতিহাস বলিয়া প্রত্যয় করে। স্বদেশীয় শাস্ত্রে যে বিষয়ে যেরূপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং স্বদেশ-মধ্যে যে কার্য্যে যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করে। পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষেরা যে প্রাচীন পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহাই সেই ব্যক্তির মতে সর্ব্বোত্তম। তাহা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ও একান্ত অসঙ্গত হইলেও, তাহার অভিপ্রায় পরিবর্ত্তনসহ নয়। স্বজাতির দোষ-দর্শন ও অপর জাতির গুণাবলোকন-বিষয়ে তাহার নিমীলিত নেত্র উন্মীলিত হইবার নয়। তাহার মতানুসারে আমাদের বুদ্ধিরও আর উন্নতি হইবে না, বিদ্যারও আর উন্নতি হইবে না, ধর্ম্মেরও আর উন্নতি হইবে না, সুখেরও আর উন্নতি হইবে না। তাহার অভিপ্রায় এই, আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, অতএব উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকিব।

করুণাময় পরমেশ্বর বিশ্বরাজ্য পরিপালনার্থ যে সমস্ত মঙ্গলময় নিয়ম সংস্থাপন করিয়া, সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন, অশিক্ষিত ব্যক্তি সে সমুদায় অবগত নয়। তাহার অজ্ঞানাবৃত অন্তঃকরণ সর্ব্বস্থানেই নানা বিভীষিকা কল্পনা করে। ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি অবাস্তবিক পদার্থ তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রে নিরন্তর বিচরণ করে। সে ব্যক্তি সদাই শঙ্কিত, নিয়তই উৎকণ্ঠিত, কতপ্রকার কুসংস্কার-পাশে বদ্ধ হইয়া থাকে। শুভাশুভ দিন ক্ষণ তাহার কতই আশঙ্কা ও কতই উদ্বেগ উৎপাদন করে। বিহঙ্গ-বিশেষের স্বর-বিশেষই বা কত ত্রাস ও কত উৎকণ্ঠা উপস্থিত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত অসত্য বিষয়ে তাহার যেরূপ বিশ্বাস আছে, তাহা কদাচ বিচলিত হইবার নয়; কিন্তু বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা যে সমস্ত যথার্থ বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, ও যে সকল অভিনব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রত্যয় জন্মান সুকঠিন কর্ম্ম। লঙ্কাদ্বীপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মনুষ্যের নিবাস-ভূমি ও সকলেরই গম্য স্থান, ভূ-মণ্ডলের যে ভাগে আমাদিগের বাস, তাহার বিপরীত ভাগেও অন্য লোকের বসতি আছে, অবনি-মণ্ডল শূন্যেতেই অবস্থিত, জন্তুবিশেষ বা বস্তুবিশেষের উপর অধিষ্ঠিত নয়, পৃথিবীর স্থল-ভাগ জলময় সমুদ্রে পরিবেষ্টিত বটে, কিন্তু ক্ষীর-সমুদ্র, সুরা-সমুদ্র, ইক্ষু-সমুদ্র প্রভৃতি পুরাণোক্ত সপ্ত-সমুদ্রের অস্তিত্ব-ঘটিত যত উপাখ্যান প্রচলিত আছে, সর্ব্বৈব মিথ্যা; চন্দ্র সজীব পদার্থ নয়, এবং নিজে তেজোময় নয়, উহার উপর সূর্য্যের আলোক পতিত হয় বলিয়া, তেজোময় বোধ হয়, চন্দ্রমণ্ডলের যে সমস্ত কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হরিণ-শিশু নয়, অত্যন্ত গভীর গহ্বর, সেই সকল গহ্বরে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না; সূর্য্যমণ্ডল ভূ-মণ্ডল অপেক্ষায় ১৪,০০,০০০, চৌদ্দ লক্ষ গুণ বৃহৎ, রথোপরি স্থাপিত নয়, অশ্বকর্ত্তৃকও আকৃষ্ট হয় না; সূর্য্যকে যে প্রতিদিন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে দেখা যায়, তাহা বাস্তবিক সূর্য্যের গতি নয়, পৃথিবী নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে, এই নিমিত্ত সূর্য্যের ঐরূপ গতি প্রতীয়মান হয়, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না, পৃথিবী প্রতিঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া এক বৎসরে একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, ইত্যাদি অবধারিত তত্ত্ব-সমুদায় অশিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসাধ্য বোধ হয়। এই সমস্ত বিষয় অবাস্তবিক উপন্যাস অপেক্ষাও তাহার অসম্ভব বোধ হয়। তাহার অন্তঃকরণ ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে এরূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, জ্ঞানোৎপাদ্য পরমাদ্ভুত বিশুদ্ধ সুখসম্ভোগে তাহার অধিকার হইবার বিষয় কি? বিশ্বপতির বিশ্বরচনা-মধ্যে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, আশ্চর্য্য কৌশল, অপার মহিমা ও অত্যন্ত করুণার অসংখ্য নিদর্শন দর্শন করিয়া, পরমেশ্বর-পরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির হৃদয়মধ্যে যেরূপ চমৎকার-সংবলিত আনন্দ-রসের সঞ্চার হয়,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অশিক্ষিত অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তির সে রসের স্বাদ-গ্রহে সমর্থ হইবার সম্ভাবনা কি?

কিন্তু সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তির প্রশস্ত হৃদয় পরম পরিশুদ্ধ বিদ্যালোক লাভ করিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইয়া থাকে! তাঁহার অন্তঃকরণ অকারণে শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হইবার নয়; তিনি বিশ্ব-পতির বিশ্ব-রাজ্যের কৌশল-চক্রের মর্ম্মাবধারণ করিয়া, তদীয় কার্য্য-প্রণালী অসংশয়িত-চিত্তে সুস্পষ্ট দেখিতে পান। তিনি ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিয়মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া, যে কার্য্যের যে কারণ, তাহা সুন্দর রূপে অবগত হইয়া, অকুণ্ঠিতহৃদয়ে সুখে কালহরণ করেন; তিনি আর দেব-বিশেষকে রোগবিশেষের অধিপতি বলিয়া প্রত্যয় করেন না, মানব-দেহকে প্রেতবিশেষের আশ্রয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না, ব্যক্তি-বিশেষের অভিসম্পাতকে অপর ব্যক্তির অনিষ্টাপাতের হেতু বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং অগ্নি-দীপন, বারি-বর্ষণ ও বায়ু-সঞ্চারণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিষ্ঠাত্রীও কল্পনা করেন না। ঐ সমস্ত কার্য্য পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন-প্রকার নিয়মানুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং সেই সকল নিয়ম জগতের কল্যাণ মাত্র সাধনার্থেই তাঁহাকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা দেদীপ্যমান দেখিয়া, অসঙ্কুচিত-চিত্তে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অকারণ উৎকণ্ঠা, অমূলক আশঙ্কা, তাঁহার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারে না। প্রসাদরূপ পবিত্র সমীরণ তাঁহার চিত্তে সতত সঞ্চরণ করিতে থাকে।

এতাদৃশ বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধ-নেত্রের গোচর থাকে, তাহা জানিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নর-লোক-নিবাসী হইয়াও, কোন চমৎকার-ময়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুচারু স্বর্গ-লোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নয়। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এককালে সমগ্র ভূ-মণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন। মহার্ণব-পরিবৃত স্থলভাগ, সমুদ্রস্থিত দ্বীপ-পুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্‌বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদ-ধারিণী পর্ব্বত-শ্রেণী, কন্দর ও ভৃগু দেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জল-প্রপাত, উষ্ণ প্রস্রবণ, তুষার-শৈল, তুষার-দ্বীপ, গন্ধক-দ্বীপ, প্রবাল-দ্বীপ ইত্যাদি ভূ-তলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনা-পথ অবলম্বন করিয়া, অগ্নিময় আগ্নেয়-গিরির শৃঙ্গ-দেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত ভূগর্ভ-বিনির্গত গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পারেন এবং তদীয় শিখর-দেশ হইতে অগ্নিময়ী নদীস্বরূপ ধাতু-নিঃস্রব নির্গত হইয়া, চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন; তিনি মানস-পথে পর্য্যটন-পূর্ব্বক হিমগিরি-শিখরে উত্থিত হইয়া, নতনয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত ত্বরিত হইতেছে এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া, অরণ্য-সমুদায় উৎপাটন করিতেছে ও সমুদ্র-সলিলে করালতম কল্লোল কোলাহল উৎপাদিত করিয়া, ত্রাস ও সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য, ও রাজার সংসার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন এবং কত স্থানের কত প্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের সহিত সহবাস ও সদালাপ করেন, তখন দেশ-বিদেশের জল, বায়ু, শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, শাসন, বিদ্যা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ্, ধাতু প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহন ভ্রমণ করেন, তখন বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদির কেবল পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাদির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে ও কত প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি কি কারণে কোন্ শ্রেণীতে বিনিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন্ জাতি দ্বারা কিরূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া চমৎকার-সংবলিত সুখামৃতরসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুশীলন করিবার সময়ে করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল প্রতীতি করিয়া, কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ-সময়ে অজ্ঞ লোকেরা অশেষবিধ বিভাষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময় তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক গগন-মণ্ডলে নয়নদ্বয় নিয়োজন করিয়া, অসীম বিশ্ব-ব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে প্রকাণ্ড ভূমি-খণ্ডের উপরা অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহা গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু-সংবলিত অপরিসীম আকাশ-মার্গে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া, অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে পারেন। তিনি বাসনা-বর্ত্মে চন্দ্র-মণ্ডলে উপনীত হইয়া, উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া, চন্দ্র-চতুষ্টয়-পরিবৃত বৃহস্পতি, বৃহত্তর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল-বলয়-ত্রয়-পরিবেষ্টিত শনৈশ্চর, ছয় চন্দ্র-সহকৃত হর্শেল গ্রহ এবং চন্দ্রদ্বয়-সংবলিত নেপচ্যুন্-নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়া, পরম-পুলকিত-চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র কোটি কোটি নক্ষত্র-লোক অবলোকন করতঃ অশৃঙ্খল-বদ্ধ ও অক্লিষ্ট-পক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অসীম আকাশ-মণ্ডল পর্য্যটন করিতে পারেন। গগন-মণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ-সহকারে মানব-জাতির নেত্র-গোচর হইয়াছে, তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সংখ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীবলোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপার মহিমার্ণব মহেশ্বরের অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া, ভক্তি-রসাভিষিক্ত-পুলকিত-হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে পারেন।

তিনি কখনও বা গগন-মণ্ডলস্থ ভূরিসংখ্য বৃহদাকার পদার্থ দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া, সূক্ষ্ম পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ-বাসনায় ধরাতলে অবতীর্ণ হইতে পারেন, এবং অণুবীক্ষণ-প্রদর্শিত অশেষবিধ অতি সূক্ষ্ম বস্তুর অশেষবিধ শোভা সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে পারেন। এরূপ সৌভাগ্যশালী বিদ্যাবান্ ব্যক্তি জীবের শরীরে ও বৃক্ষের পল্লবে যেরূপ শোভা, যেরূপ শিল্প ও যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করেন, অণুবীক্ষণের সৃষ্টি না হইলে, তাহা মানবজাতির দৃষ্টি-পথে কদাচ আবির্ভূত হইত না। যে ব্যক্তি উক্ত যন্ত্র-সহকারে সে সমুদায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক এক জলবিন্দুতে কোটি কোটি জীবের অবস্থান ও সঞ্চরণ দেখিয়া পুলকিত হইতে থাকেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যে স্থানে কিঞ্চিৎ কলঙ্ক-যুক্ত চিহ্ন মাত্র বোধ হয়, তিনি সে স্থানে বৃহৎ অরণ্য দর্শন করেন। ইতর ব্যক্তিরা প্রজাপতির পক্ষ-সমূহে যে সমস্ত ক্ষুদ্ররেণু দৃষ্টি করে, তিনি তাহা বিহঙ্গগণের পক্ষ-সদৃশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুরাগ-রঞ্জিত, সুচারু পক্ষ-সমূহ জানিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া থাকেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি রাজ্য-বিশেষের রাজধানী-বিশেষ যেরূপ জনাকীর্ণ বোধ করে, তিনি কণা-প্রমাণ স্থান তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক জীবে পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। অশিক্ষিত ব্যক্তি যে স্থান জীব-শূন্য অকর্ম্মণ্য বোধ করে, তিনি সে স্থান জ্ঞান ও ক্রীড়া, রাগ ও বাসনা, সুখ ও সন্তোষের আধার বলিয়া প্রতীতি করেন, এবং প্রত্যেক অণুপ্রমাণ স্থান পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় কীর্ত্তিতে পরিপূরিত দেখিয়া, ভক্তি-সহকৃত পরমানন্দ-রসে অভিষিক্ত হইতে থাকেন।

যে মহাত্মার অন্তঃকরণ এতাদৃশ অতি মনোহর সুখরাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাঁহার অনুভূত সুখ অজ্ঞানাবৃত অশিক্ষিত ব্যক্তির সুখাপেক্ষায় অশেষগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। যদি মার্জ্জিত বুদ্ধি-পরিচালনে সুখোদয় হয়, যদি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং সুন্দর ও মহৎ অশেষবিধ পদার্থ-চিন্তনে সুখ-সঞ্চার হয় এবং যদি মহিমার্ণব পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির ও অপার মহিমার অসংখ্য নিদর্শন-দর্শনে প্রগাঢ় সুখের উদ্ভব হয়, তবে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন বিশুদ্ধচিত্ত সুশিক্ষিত ব্যক্তির পরমোৎকৃষ্ট নিরুপম সুখের উপমা দিবার আর স্থল নাই, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

সম্পূর্ণ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিশিষ্ট।

মথুরা— ভারতবর্ষের কল্পনা-কেন্দ্র, স্বপ্ন-সম্ভাবনার অনুকূল স্থান। মথুরার নাম-নির্ব্বাচনের তাৎপর্য্য এই।

যমুনা— মথুরাতল-বাহিনী নদী; অন্য নাম কালিন্দী।

কারণ— কোনো বিশেষ ব্যাপারের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা-সমষ্টির মধ্যে যেটি অপরিহার্য্য অর্থাৎ যেটির অভাব ঘটিলে, বক্ষ্যমাণ ব্যাপারই ঘটিতে পারিত না, তাহাকে কারণ বলে।

কাব্য— লোকোত্তর-বর্ণনা-নিপুণ-কবি-কর্ম্ম। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। রস আট প্রকার;—আদি, বীর, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত। *

অলঙ্কার— যে শাস্ত্রের সাহায্যে কাব্যের দোষ গুণ বিচার করা যায়; যেমন সাহিত্য-দর্পণ, কাব্যাদর্শ।

জ্যোতিষ—যে শাস্ত্রের সাহায্যে গ্রহের গতি ও নক্ষত্রাদির সংস্থান নিরূপণ করা যায়; যেমন—সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, আর্য্য-সিদ্ধান্ত।

গণিত— অঙ্কবিষয়ক অভ্রান্ত শাস্ত্র।—জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতিকে সজীব রাখিয়াছে।

* শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ॥

কেহ কেহ শান্ত-নামক আর একটি রস স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে রস নয়টি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্মৃতি— যাহা পুরুষানুক্রমে স্মরণ করিয়া আসা হইতেছে ; যে শাস্ত্রের সাহায্যে সামাজিক আচার ও লোক-ব্যবহার নিরূপিত হইয়া থাকে ; যেমন—মনুসংহিতা।

দর্শন— পণ্ডিতেরা যাহা বুদ্ধি দ্বারা দর্শন করেন ; তত্ত্ব-বিদ্যা। যেমন —সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধদর্শন, অর্হৎ দর্শন।

শারীরস্থান—অস্থি, মাংস-পেশী, মস্তিষ্ক, নাড়ী প্রভৃতির সংস্থান-নির্ণায়ক শাস্ত্র-বিশেষ।

রসায়ন— মূল পদার্থ-সমূহের সংযোগ-বিয়োগ-জনিত বৈষম্য-বিজ্ঞাপক শাস্ত্র-বিশেষ।

তিতিক্ষা—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা।

কীটাণু— যে সমস্ত অতিসূক্ষ্ম কীট ক্ষুদ্রতার জন্য মানব-চক্ষুর অগোচর, তাহাদিগকে কীটাণু বলে।

আরব্য-উপন্যাস— আরব ও মিশর দেশ-প্রচলিত কথা-গ্রন্থ। অসম্ভব কল্পনায় কল্পতরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কথা-সরিৎ-সাগর—সোমদেব ভট্ট-বিরচিত ছন্দোবদ্ধ গল্পের বহি। ইহার অনেক গল্পে ইন্দ্রজাল, পিশাচসিদ্ধি প্রভৃতি অদ্ভুত ক্ষমতার উল্লেখ আছে।

দূরবীক্ষণ—যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরের বস্তু নিকটে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্যারিস প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়।

অণুবীক্ষণ—যে যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎরূপে প্রতিভাত হয়।

প্রবৃত্তি— রুচি ; স্বাভাবিক ঝোঁক।

বেকন— (খৃঃ ১৫৬১-১৬২৬) ইনি পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ড সত্য-সমূহের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অভ্রান্ততা পরীক্ষা করিয়া, পরিশেষে ঐ সকল পরীক্ষিত সত্যের উপর নির্ভরপূর্ব্বক ব্যাপক সত্যে উপনীত হইবার রীতি প্রবর্ত্তন করিয়া, বিজ্ঞানোন্নতির প্রভূত সহায়তা করেন। জন্মভূমি—ইংলণ্ড।

সিসিরো—(খৃঃ পূঃ ১০৬…৪৩) প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও গ্রন্থকার। জন্মভূমি ইত্যাদি।

হিতোপদেশ-কর্ত্তা—বিষ্ণু শর্ম্মা হিতোপদেশ-কর্ত্তা বলিয়া প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।

সেনেকা—(খৃঃ ৩—৬৫) ইতালির পণ্ডিত ও লেখক।

উপরিস্থিত বায়ু…শীতল—উপরের বায়ুস্তর সূর্য্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলেও শীতল। রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর সংস্পর্শে নিম্নস্তরের বায়ু তপ্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্রকিরণে রামধনু—চন্দ্র-মণ্ডলেও অনেক সময়ে রামধনুর বিচিত্র বর্ণ দেখা যায়।

তাড়িত…সূক্ষ্ম পদার্থ—উত্তাপ, আলোক ও তাড়িতকে বস্তু বলা যায় না ; কারণ বস্তুর গুরুত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম এ সকলের একটিতেও নাই, উহাদিগকে পদার্থ বলা যায়, কারণ, পদের অর্থই (অর্থাৎ শব্দের প্রতিপাদ্যই) পদার্থ।

প্রত্যন্তপর্ব্বত—প্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বত।

পাণ্ডব—পাণ্ডুর অপত্য ; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব।

কৌরব—কুরুবংশীয় দুর্য্যোধনাদি।

আলেক্‌জাণ্ডার—মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর সুপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী বীর। জন্ম, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫৬ অব্দে, মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে।

সীজর— (খৃঃ পূঃ ১০১—৪৪) পুরুষোত্তম বলিলে, যেমন বিষ্ণুকে বুঝায়,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সীজর বলিলে, তেমনি দিগ্বিজয়ী জুলিয়স্ সীজরকে বুঝায়। সীজর শব্দ পরে সম্রাটের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়।

হানিবল— (খৃঃ পূঃ ২৪৭—১৮৩) কার্থেজের সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর; ইনি রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

হোমর— য়ুরোপ খণ্ডের প্রথম এবং প্রধান মহাকাব্য রচয়িতা; জন্মভূমি গ্রীস্ অথবা এসিয়া মাইনর। হোমর অর্থে অন্ধ। ইনি খৃষ্টের প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন।

বাল্মীকি— ভারতবর্ষের কবিগুরু। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রামায়ণের রচয়িতা। প্রথম জীবনে নাকি দস্যু ছিলেন।

কালিদাস—নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন; ইঁহার জন্মভূমি ও জীবনকাল-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে ঘোরতর মতবৈলক্ষণ্য আছে।

মাঘ— 'শিশুপাল-বধ'-নামক কাব্যের রচয়িতা। প্রবাদ আছে, তিনি রাজমন্ত্রী ছিলেন।

ভারবি— কালিদাসের পরবর্ত্তী এবং মাঘের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। প্রধান কাব্য "কিরাতার্জ্জুনীয়ম্"।

ভবভূতি— প্রায় বার শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম -- মালতীমাধব, মহাবীর-চরিত এবং উত্তর চরিত।

ভারতচন্দ্র—(১১১৯—১১৬৭ সাল) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি। প্রধান কাব্য—অন্নদামঙ্গল।

বর্জ্জিল— (খৃঃ পূঃ ৭০—১৯) প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের মহাকবি। প্রধান কাব্য—ঈণিড্।

ডাণ্টি— (খৃঃ ১২৬৫—১৩২১) খৃষ্টান্ ইতালির প্রধান কবি। প্রধান রচনা—কমিডিয়া ডিভিনা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মিল্টন—(১৬০৮—১৬৭৪) ইংলণ্ডের মহাকবি। প্রধান কাব্য—প্যারাডাইজ্ লষ্ট্।

সেক্সপিয়র—(১৫৬৪—১৬১৬) জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বিচিত্র চরিত্র চিত্রণে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়।

বায়রণ— (১৭৮৮—১৮২৪) ইংলণ্ডের প্রতিভা-প্রতিমা। জগদ্বিখ্যাত কবি।

আর্য্যভট্ট—(খৃঃ ৪৭৬—) জন্মস্থান—পাটনা। ইনি বীজগণিতের অনেক নিয়ম আবিষ্কার করেন। মতান্তরে বীজগণিতের সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রধান গ্রন্থ—আর্য্য-সিদ্ধান্ত।

বরাহ-মিহির—(খৃঃ ৫৮৭) নবরত্নের অন্যতম। প্রধান গ্রন্থ—বৃহজ্জাতক, বৃহৎ সংহিতা।

ব্রহ্মগুপ্ত—(খৃঃ ৬২৮)—জ্যোতির্ব্বেত্তা। প্রধান গ্রন্থ—ব্রহ্মগুপ্ত সিদ্ধান্ত।

ভাস্করাচার্য্য—(খৃঃ ১০০০—) লীলাবতী ও সিদ্ধান্ত শিরোমণির রচয়িতা। মতান্তরে Differential Calculusএর জন্মদাতা।

কোপর্নিকস্—(১৪৭৩—১৫৪৩) জর্ম্মন্ জ্যোতির্ব্বিদ্। প্রাচীন মিশরের মতে বুধ ও শুক্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে; এইরূপ নানা বিচিত্র মতের সমন্বয় করিতে গিয়া কোপর্নিকস্ সৌর-জগতের রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া ফেলেন।

গালিলিয়ো—(১৫৬৪—১৬৪২) হান্স লিপার্শে কৃত আদিম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি বিধান করেন। পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করা অপরাধে ধর্ম্মযাজকদের হস্তে নিগৃহীত হন।

নিউটন—(১৬৪২—১৭২৭) ইঁহার মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধীয় সত্য নির্দ্ধারণের ফলে বিজ্ঞান-জগতে নব যুগের সূত্রপাত হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেদব্যাস—(খৃঃপূঃ ১৬০০…১৫০০) ইনি দাস-রাজ-কন্যা মৎস্য-গন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও বেদ পড়িতে পাইয়াছিলেন। এমন কি, অনেকটা তাঁহারই কৃপায় বেদ বর্ত্তমান কলেবর লাভ করিয়া সুবিন্যস্ত ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। এই ধীবর-দৌহিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সভায় আসন পাইয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কেরল দেশে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি ধর্ম্ম-সংস্কারক, বেদান্ত-ভাষ্যকার এবং বহু মঠের সংস্থাপক। এই মহাত্মা বত্রিশ বৎসর বয়সে তনুত্যাগ করেন।

প্লেটো—(খৃঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭) গ্রীস্ দেশের দার্শনিক। ইঁহাকে Father of idealism বলে।

পিথাগোরস—(খৃঃ পূঃ ৫৮২) গ্রীস্-দেশীয় নীতি-সংস্কারক এবং নূতন দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তক। ইনি জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করিতেন। আমিষ-ভোজনেরও বিরোধী ছিলেন।

তদুপযোগী চঞ্চু—এখনকার বৈজ্ঞানিকদের মতে, ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীদের যে জন্য বাহু শুষ্ক হইয়া যায়, ঠিক সেই কারণেই, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা-বশতঃই জীব-বিশেষের অঙ্গ-বিশেষের বৈষম্য ঘটিয়া থাকে।

সক্রেটিস—(খৃঃ পূঃ ৪৭০—) জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ। প্রচলিত ধর্ম্ম-মত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বকীয় মত প্রচার করা অপরাধে (!) প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

নিকল্—আমাদের 'এক আনি' যে ধাতুতে প্রস্তুত হয়, উল্কাতেও সেই নিকল্ ধাতু পাওয়া গিয়াছিল।

উৎসেধ—উচ্চতা।

এতদ্দেশীয় গৃহনির্ম্মাণ—মধ্যযুগে য়ুরোপেও ঐরূপ ছিল। যখন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্যক্ শাসনের অভাবে জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষিত বলিয়া বিবেচিত না হয়, সেই সময়ে ঐরূপ গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া স্বাভাবিক। সকল দেশ-সম্বন্ধেই এ নিয়ম খাটে। তাহার পর সুশাসনের সময়েও পূর্ব্বাভ্যাসের হস্ত হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

অনেক মন্দিরই এক-দ্বার—নহিলে যাত্রীদের নিকট হইতে পয়সা আদায়ের সুবিধা হয় না।

জিজীবিষু—বাঁচিতে ইচ্ছুক।

বৃন্দাবন—যমুনার পশ্চিমকূলে; বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

কুরুক্ষেত্র—আধুনিক নাম কর্ণাল। "ক্ষেত্রং ক্ষত্র-প্রধন-পিশুনং"

হরিদ্বার—ইহাকে গঙ্গাদ্বারও বলে। এইখানে গঙ্গাপ্রবাহ পর্ব্বত হইতে সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইতেছে। এই তীর্থে, কুম্ভ মেলার সময়ে বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

কনখল— গঙ্গার পশ্চিম কূলে; হরিদ্বারের সমীপবর্ত্তী গ্রাম; তীর্থস্থানও বটে।

"খলঃ কো নাত্র মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ।
অতঃ কনখলং তীর্থং নাম্না চক্রুর্মুনীশ্বরাঃ॥"

—স্কন্দপুরাণ।

বহুরূপ—চলিত ভাষায় বহুরূপী।

স্প্রাট— হেরিংজাতীয় মৎস্য-বিশেষ। য়ুরোপের পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের কিয়দংশে এবং নিউজিলণ্ডে ও সরিনামের (ডচ্ গায়েনার) সমীপস্থ সাগরে পাওয়া যায়।

অঙ্গুরীয়ক-ত্রয়—ইহাকে উপবীতও বলে; মুক্তার ত্রিবল্লীহার বলিলে মন্দ হয় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হর্শেল—(১৭৩৮—১৮২২) জন্মস্থান—হ্যানোভার। ইনি য়ুরেনাস্ নামক নূতন গ্রহের আবিষ্কর্ত্তা। ঐ গ্রহকে আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে হর্শেল গ্রহও বলা হয়। আবিষ্কর্ত্তা স্বয়ং কিন্তু ঐ গ্রহের নাম রাখিয়াছিলেন—জর্জ্জিয়াস্ সাইডাস্।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পৌত্র

সুকবি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত কাব্যগ্রন্থ

তীর্থ-সলিল।

ছাপা, কাগজ পরিপাটী। পরম উপভোগ্য মনোজ্ঞ পুস্তক। উপহার দিবার উপযুক্ত। মূল্য এক টাকা। সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রশংসিত।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। অধিকাংশকেই অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য। **শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর**—ইহা আমাদের পরম আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয়। **শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর**—এরূপ বিচিত্র সংগ্রহ বঙ্গসাহিত্যে আর আছে কি না, জানি না। এই গ্রন্থকে বিচিত্র রত্নমালাও বলা যাইতে পারে। **শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র**—I very much like it. The style is very good. The translations are accurate and are not like translations. **প্রবাসী**—জগতের সকল দেশের সকল কালের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের সকল ভাবের রচনার কাব্যানুবাদ এই পুস্তকে একত্র করিয়া একটি মনোজ্ঞ সংগ্রহ হইয়াছে। কবিতাগুলি মৌলিক রচনার সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ হইয়াছে। কাব্যরসপিপাসু বা মানবচরিত্র-জিজ্ঞাসু পাঠক এই গ্রন্থে আনন্দের উপাদান পুঞ্জীকৃত দেখিবেন। **বসুমতী**—সভ্য জগতের অধিকাংশ সুকবির ললিত ভাবময়ী কবিতার অনুবাদ এই গ্রন্থে মধুর ভাষায় সুন্দর ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। **বঙ্গবাসী**—অনুবাদে একাধারে কবিত্বের ও বিদ্যাবত্তার পূর্ণ পরিচয়। **ভারতী**—তীর্থসলিলের জন্য একটি মুদ্রা ব্যয় করিলে, তাহা জলে যাইবে না, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেণু ও বীণা।

বিবিধ বিষয়ের গীতি-কবিতার পুস্তক। সর্ব্বত্র প্রশংসিত। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাব্য সাহিত্যে আপনার পথ কাটিয়া লইতে পারিবে।

বঙ্গবাসী—ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ছন্দে, ঝঙ্কারে কবির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় এ গ্রন্থে পদে পদে।

হোমশিখা।

পরিণত মনের উপভোগের সামগ্রী। বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন। ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই কবিতাগুলির মধ্যে একটা পুণ্য তেজস্বিতা আছে। ইহাতে উচ্চ চিন্তার সহিত সুন্দর সম্মিলন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র—কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাইলাম।

বঙ্গবাসী—কাব্যপ্রিয় পাঠক মাত্রেরই এ কাব্য পাঠ করা উচিত।

এইরূপ বহু সমালোচকের প্রশংসাবাদ স্থানাভাবে দিতে পারা গেল না।

প্রাপ্তিস্থান—৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী। ২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মজুমদার লাইব্রেরী। ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, গুরুদাস লাইব্রেরী। ২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস। কলিকাতা।

গুরুকুল কাংড়ী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

METCALFE PRESS
PROPRIETOR A. MUKERJI EST. 1890.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार

पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का अर्थदण्ड लगेगा।

१००००.६.५६।

पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar